INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

MARCH, 29, 1966.

The Assembly met in the Assembly Chamber, Agartala, on Tuesday, the 29th March, 1966 at 11 A. M.

PRESENT

The Hon'ble Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Deputy Speaker, the Chief Minister, two Deputy Ministers and twenty one Members.

Mr. Speaker :— I shall first take up the first item on the agenda. First Item Starred Questions. I will call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :— 314.

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred question No 314.

QUESTION	ANSWER
1) Whether the Govt. has selected any site for the construction of a match Factory.	No.
2) If so, when the work of construction is expected to be started ?	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— গভর্ণমেণ্ট কি কোন প্রাইভেট পার্টিকে ম্যাচ ফ্যাক্টরী করার জন্য কোন লোন দিয়েছেন?

শ্রীবি, দাস ঃ— একটা প্রাইভেট পার্টি একটা ম্যাচ ফ্যাক্টরী করার জন্য ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এষ্টেটে চেষ্টা করছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— গভর্ণমেণ্ট থেকে কোন লোন দেওয়া হয়েছে কিনা, দেওয়া হয়ে থাকলে কত দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— এই তথ্যটি আমার কাছে নেই। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— তাঁরা সেসন টু সেসন অ্যানসার চেঞ্জ করেন। গত সেসনে

বলেছেন যে একটা প্রাইভেট পার্টিকে লোন দেওয়া হয়েছে। আর এই সেসনে বলেন যে আমরা কিছু জানি না।

শ্রীবি, দাস ঃ— আমি এই কথাটা বলিনি। আমি বলেছি এই তথ্যটুকু এখন আমার কাছে নাই। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ। 'জানি না' এই কথাটা আমি বলিনি।

Mr. Speaker :— Next I would call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Starred Question No. 328.

QUESTION	ANSWER
1) Whether the inquiry as regards the reports published in the daily "Jagaran" dated June 3, 1965 about mismanagement of the Kulai Primary Health Centre has been completed,	Yes.
2) if so, what is the report of that inquiry;	Report reveals some minor defects which have been rectified.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন মাইনর ডিফেক্টসগুলি কি?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাইনর ডিফেক্টগুলি ১ নং ছিল যে নার্সরা যদি ফিমেল পেসেন্ট না থাকে তা হলে ডিউটিতে থাকত না, ২ নং ছিল মেডিক্যাল অফিসার অ্যাণ্ড আদার ষ্টাফস অব দি হসপিটাল তারা রোগীদের জন্য যে চিনি দেওয়া হত তা থেকে নাকি তারা চা খেতেন, আর ডক্টর ঘোষ যিনি নাকি মেডিক্যাল অফিসার ইন চার্জ্জ ছিলেন তিনি নাকি টাকা না নিয়ে রোগী ভর্তি করতেন না। আর ৪ নং হচ্ছে রোগীদের যে ডিম দেওয়া হত সেই ডিম নাকি ঘোষ নিজে ইউজ করতেন। আর একটা ছিল পার্টিকুলার একজন নার্স সম্বন্ধে যে উনার নাইট ডিউটি থাকা কালীন ভোর রাত্রে ৪ টা বা ৫ টার সময় রাস্তায় বেরিয়ে পায়চারী করতেন। এই ছিল ডিফেক্টসগুলি। সেই ডিফেক্টসগুলি রেকটিফাই করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে কিভাবে রেকটিফাই করা হয়েছে?

শ্রীবি, দাস ঃ— আমরা বলেছি যে কতগুলি ডিফেক্টস ছিল। সবগুলি প্রমাণিত হয় নি। আর যে গুলো প্রমাণিত হয়েছে সেগুলি তারা নিজেরাই সংশোধন করে নিয়েছে। ডাক্তারবাবুকে ট্রান্সফার করা হয়েছে, নার্সকেও ট্রান্সফার করা হয়েছে। কম্পাউণ্ডারকেও ট্রান্সফার করা হয়েছে।

Mr. Speaker :— Shri Bulu Kuki,

Shri Bulu Kuki :— 745

Shri M. L Bhowmik :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No, 754.

প্রশ্ন	উত্তর
১) ডুম্বুর জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র কার্য্যকরী করিলে সরমা এবং রাইমাতে কত পরিমাণ জমি জলমগ্ন হইবে ?	১) অনুমানিক ৩,৫০০ একর।
২) যে সমস্ত পরিবার জলমগ্নের কারণে উচ্ছেদের সম্মুখীন হইবে তাহাদের পুনর্ব্বাসনের বিকল্প ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন কি না ?	২) না, উহা যথাসময়ে বিবেচিত হইবে।

শ্রীবুলু কুকি ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই যত একর জমি জল প্লাবিত হবে, সেই জায়গাতে কত পরিমাণ লোক এফেক্টেড হবে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই মুহূর্ত্তে এই জবাব দেওয়া সম্ভব নয়, সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবুলু কুকি ঃ— যারা সেই জলের দ্বারা এফেক্টেড হয়েছেন, তাদের বিকল্প ব্যবস্থার জন্য কোন কিছু জায়গা সিলেক্ট করেছেন কি না ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা প্রশ্ন উত্তরে আগেই বলেছি যে যথাসময়ে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারবেন এই বিবেচনাটা কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ— তারা রিহ্যাবিলেটেড হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— রিহ্যাবিলিটেসান কোথায় করবেন বলতে পারবেন কি ? আপনি বিবেচনা করবেন বলে বলছেন, সেই বিবেচনাটা কি আকারে করা হবে, ক্ষতিপূরণ কি টাকা দিয়ে দেওয়া হবে না অলটারনেট ল্যাণ্ড দেওয়া হবে, কি দেওয়া হবে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিহ্যাবিলিটেশান আকারে পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

Mr. Speaker :— Shri Ram Chandra Deb Barma,

Shri Ram Chandra Deb Barma :— 812

Shri B Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No, 812,

QUESTION	REPLY
1) Whether it is a fact that an woman organisation for Kalyanpur, Khowai. applied to the Devlopment Minister or 19, 4, 65 for loan on grant to establish a cottage industry;	Yes,

2) Whether it is a fact that an amount was sanctioned for the woman organisation for the above purpose;	No,
3) if it is in the affirmative why the amount granted have not been paid to the organisation uptil now ?	Does not arise,

শ্রীরামচরণ দেববর্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এটা মঞ্জুর না হওয়ার কারণটা কি ?

শ্রীবি. দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনার প্রশ্নটা হল, এটা মঞ্জুর না হওয়ার কারণ কি, আমি বলেছি যে সেখানে স্যাঙ্কশান আসেনি। কারণটা হল মধ্য কল্যাণপুর মহিলা সমিতি এ্যাপলাই করেছিল ডেভলপমেণ্ট মিনিষ্টারের কাছে অন ১৯/৪/৬৫ ফর ডেভলপমেণ্ট অব হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাস্ট্রী। এখন গভর্ণমেণ্ট এর তরফ থেকে একটা স্কীম করা হয়েছে এবং সেখানে কম্যুনিটি ডেভলপমেণ্ট প্রগ্রামেতে সেই স্কীম অনুযায়ী সেখানে কাজ হবে, সেজন্য সেখানে মহিলা সমিতির হাতে সেটা দেওয়া যায় নি।

শ্রীসুধণ্ব দেববর্মা ঃ— এই ইণ্ডাস্ট্রি যে খোলা হল, কার বাড়ীতে এই ইণ্ডাষ্ট্রি হচ্ছে সেটা জানতে পারি কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ— ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিসার সেই প্রগ্রামটা ইম্পিলিমেণ্ট করছেন, কার বাড়ীতে এই তথ্যটি আমার কাছে নাই।

Mr: Speaker :— Shri Manoranjan Nath,

Shri Manoranjan Nath :— 843

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No, 843

QUESTION	REPLY
1) Is there any contemplation of the Tripura Govt. for starting T. B. Hospital at Dharmanagar ;	Yes, for opening of one T. B. Clinic only,

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এটা কবে পর্য্যন্ত হতে পারে ?

শ্রীবি, দাস :-- ফোর্থ প্ল্যানে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে টি, টি, সি'র আমলে এটা স্যাংশান হয়েছিল কিনা, এবং এতদিন পর্য্যন্ত না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ— টি, টি, সি'র আমলে হয়েছিল কিন্তু ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টকে টি, টি, সি'র

আমলে যে কথাটা জানান হয়েছিল সেখানে টি, বি, ক্লিনিক এবং ২০ বেডস হসপিটাল সেখানে ছিল, কিন্তু ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট শুধু টি, বি ক্লিনিকটা রাজী হয়েছেন, ২০ বেডেড হসপিটালটা রাজী হন নাই। কাজেই টি, বি, ক্লিনিক আমরা ফোর্থ প্ল্যানে সেখানে ষ্টার্ট করব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ক্লিনিক কোথায় হবে ?

শ্রীবি, দাস ঃ— সাইট সিলেকশান কমিটি আছে, তারা সেটা সেখানে ঠিক করবেন।

Mr. Speaker :— Shr Sunil Kr, Choudhury,

Shri Sunil Kr, Choudhury :— 847

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble Speaker, Sir, starred Question No.847

QUESTION	ANSWER
১) ১৯৬২ ইং সনে সাব্রুমে পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারী পদের জন্য ইণ্টারভিউতে কতজনকে সিলেক্ট করা হইয়াছে।	সাবরুমের অতিরিক্ত মহকুমা শাসক স্থানীয় ১১ জন কর্ম প্রার্থীর যোগ্যতা যাচাই করিবার জন্য তাহাদের ইনটারভিউ নিয়াছিলেন কাহাকেও মনোনীত করা হয় নাই।
২। যাহাদের সিলেক্ট করা হইয়াছে তাহাদিগকে এখনো কাজে নিযুক্ত করা হইতেছে না কেন ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ—তারা সিলেক্ট না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—এ্যাডিশন্যাল এস, ডি, ও, সাব্রুম তাদেরকে যোগ্য বিবেচনা করেন নি।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তাদের থেকে দশ জনকে রিকম্যাণ্ড করে পাঠান হয়েছিল সিলেক্শান করে এই ঘটনা সত্য কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ে সরকার অবগত নন।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ঘটনাটা তদন্ত করে তিনি জানাবেন কিনা যে দশ জনকে সিলেক্ট করা হয়েছিল ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রশ্নটা উনি এখানে এনেছেন আর আমরা বলছি যে সিলেক্শান কমিটি সেখানে কাউকেই সিলেক্ট করেনি এই টুকুই সরকারের জানা আছে এবং সেই টুকুই আমরা ফ্লোরে দাঁড়িয়ে বলছি।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম ঃ—তাদের কি রিক্যুইট কোয়ালিফিকেশান ছিল না ?

শ্রীবি দাস ঃ—None was finally selected by District Magistrate

শ্রীআতিকুল ইস্লাম ঃ—ইণ্টারভিউতে যখন ডাকা হয়েছিল তখন তাদের কি কি কোয়ালিফিকেশন দেখে ডাকা হয়েছিল ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদের অ্যাকাডমিক কোয়ালিফিকেশান

ক্লাস এইট পর্যন্ত থাকলে, তারা ইন্টারভিউ দিতে পারেন। তাদের রিটেন টেষ্ট এবং ভাইভা ভোসী নেওয়া হয়েছিল, কাউকেই উপযুক্ত বা যোগ্য বিবেচনা করা হয়নি।

Mr. Speaker : Who is the interviewing authority ? Whether Additional S. D. O. ?

Shri M. L Bnowmik : Additional S. D. O.

Mr. Speaker : Single man Selection Committee ?

Shir M. L. Bhowmik : Additional S. D. O. written test and viva voce নিয়েছিলেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—ইন্টারভিউইং অথারিটি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। সিলেকশান কমিটির ফাংশান কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—তারা যোগ্য কিনা সেটা ডিপার্টমেণ্ট বিবেচনা করেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—ইন্টারভ্যু যখন নেওয়া হয়, রিটেন টেষ্ট এবং ভাইভা ভোসী, তখনইত প্রমাণিত হয়ে যায় যে সে যোগ্য কি যোগ্য নয়। তারপর তাদের নাম সিলেকশান কমিটিতে পাঠাবার কি কারণ থাকতে পারে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—যোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যারা ইন্টারভ্যু দিয়েছে তাদের মধ্যে কজন মেট্রিক স্টাণ্ডার্ড ছিল ?

শ্রীএম এল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মেট্রিক পাশ ছিল কিনা এখানে সেটা বলা সম্ভব নয়। আমি আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

Mr Speaker : Next I woold call on Shri Atiqul Islam again.

Shri Atiqul Islam : 316

Mr. Speaker : This question is bracketed with Shri N. Chakraborty.

Shri B. Das : Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 316

QUESTION	ANSWER.
1) Whether M/S Far Eastern Agencies Ltd. Calcutta in whose favour Licence has been issued by the Govt. of India for starting a Spinning Mill in Tripura with 15,000 spindles, has started the construction work of the under-taking	1) No

1) if so, what is the progress of the said work ;	2) Does not arise.
3) if not, the reason thereof ?	3) The Firm's request for allotment of land, supply of power etc. is under consideration

শ্রীআতিকুল ইস্লাম :—তাদের লাইসেন্স কবে ইস্যু করা হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীবি, দাস :—১০/১১/৬৪ এবং সেটা ১২ মাসের জন্য দেওয়া হয়েছিল। তারপর ফার ইস্টার্ন এ্যাজেন্সী এ্যাপ্লাই করে এ্যাডিশন্যাল কমিশনার, বোম্বে, আরও বার মাসের জন্য এবং সেটা ১০ই নভেম্বর, ১৯৬৬ পর্যন্ত সেই তারিখটা আছে।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম :—ত্রিপুরা গর্ভনমেন্ট তাকে ল্যাণ্ড এবং পাওয়ার দেওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা করেছেন ?

শ্রীবি, দাস :—ত্রিপুরা গর্ভনমেন্টের কাছে তারা ল্যাণ্ড চেয়েছে, সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলেছি যে সেটা আণ্ডার কন্সিডারেশান অব দি গভর্ণমেণ্ট। পাওয়ারের জন্য যেটা বলা হয়েছে, সেখানে ৮০ কিলো ওয়াট পাওয়ার সেখানে দরকার হবে যখন নাকি ফুল প্রডাকশান আরম্ভ হবে সেটা সম্পর্কে আমরা আসাম ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি এবং আশা করছি ১৯৬৮-৬৯'এ আমরা সেটা দিতে পারব।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম :—এটা কি সত্য নয় যে ত্রিপুরা গর্ভনমেণ্ট ল্যাণ্ড দিতে পারছেনা বলেই তারা কাজ আরম্ভ করতে পারছে না ? তারা সবকিছু রেডি করে রেখেছেন ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথাটা সত্যি নয়। উনারা এ্যাপ্লাই করেছেন। সেটার আমরা রিপ্লাই দিয়েছি যে এটা আণ্ডার কনসিডারেশন অব দি ত্রিপুরা গর্ভনমেণ্ট।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে ল্যাণ্ড তারা কোথায় সিলেক্ট করেছেন ?

শ্রীবি, দাস :—ধর্মনগর সাবডিভিশন এ ধর্মনগর মৌজায়।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম :—কত পরিমাণ ল্যাণ্ড তাদের দেওয়া হবে ?

শ্রীবি, দাস :—কত পরিমাণ, এই তথ্যটা আমার কাছে নেই।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম :—এটাকি তারা এই বৎসরে ষ্টার্ট করছেন না, মানে ১৯৬৬-৬৭ সনে এই মিলটা ষ্টার্ট করার আশা নাই ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাওয়ারই আমরা পাচ্ছি ১৯৬৭তে।

Mr Speaker : Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma : Question No. 619.

Shri M. L. Bhowmik : Hon'ble Speaker, Sir, question No. 619

QUESTION	REPLY
1) Whether 40 Panchayat Secretary have been released on 11-11-65 and on the same date appoinment also have been offered	It is not correct to say that "40 Panchayat Secretary trainees" have been released on 11-11-65, The fact is that 40 non-officials who underwent short course training in the P. R. T. I. were released on 11-11-65 from the Institute after completion of training. On the same date these trainees were, however, given offers of appointments for the posts of Panchayat Secretaries to fill up the posts against future vacancies.
2) if so, what are the reasons for delaying in posting them ?	Does not arise in view of reply to part (1) of the question.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—যারা পঞ্চায়েত ট্রেনিং দিয়েছিল তারা কি নিজের খরচে দিয়েছিল না সরকারী খরচে দিয়েছিল ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—যারা পঞ্চায়েত ট্রেনিং দিয়েছিল তাদের পার ডায়াম দুই টাকা আট আনা করে সরকার দিয়েছিলেন

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—তাদিগকে আজ পর্যন্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট না দেওয়ার কি কারণ আছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আমি উত্তরে বলেছি অফার অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট তাদিগকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কবে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—অফারস্ অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং কতকগুলো কনডিশান ফুলফিল করলেই তারা অ্যাপয়ন্টমেন্ট পাবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—তাদের এতদিন পর্যন্ত পোস্টিং না করার কি কারণ আছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—ফর্ম্যালিটিজগুলি অবজার্ভ করা মাত্রই লেটার্স অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইস্যু করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কবে পর্যন্ত তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—যে সমস্ত ফর্ম্যালিটিজ আছে সেগুলি ফুলফিল করতে যতদিন

লাগবে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার ইস্যু করতে ততদিন লাগবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—কি কি অবস্থা তাদের ফুলফিল করতে হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথম তাদের সিটিজেনশিপ, তাপর এলিজিবিলিটি, তারপর পুলিশ ভেরিফিকেশন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন তাদের এই অবস্থায় অ্যাপয়েন্টমেণ্ট, না হওয়ার জন্য তাদের এতদিন পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হয়েছে কেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—তাদেব বসিয়ে রাখা হয় নি। তাদের অফার অব অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কণ্ডিশান ফুলফিল করলেই তারা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার পাবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১১/১১/৬৫ তারিখ তাদেব রিলিজ করা হয়েছে এবং অফার অব অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত তাদেব কোন পোস্টিং দিচ্ছেন না। এখন তাঁরা বলছেন যে অবস্থা ফুলফিল করেনাই। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এতদিন পর্যন্ত তাদেব বসিয়ে রাখবার কারণটা কি আমি এটা জানতে চাই।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার ইস্যু হলেই পোস্টিং এর প্রশ্ন আসে। যখন তাদেব অ্যাপয়েন্টমেণ্ট লেটার দেওয়া হবে তখন তাদের পোস্টিং দেওয়া হবে।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম ঃ—কণ্ডিশান ফুলফিল না করলে কি অফার অব অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া যায় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—অফার অব অ্যাপয়েন্টমেণ্ট অলরেডি দেওয়া হয়েছে। অফার অব অ্যাপয়েন্টমেণ্টের মধ্যে যে সমস্ত প্রেসিডিউর আছে সেগুলির মধ্যে পুলিশ এনকোয়ারী লাগে, তারপর এলিজিবিলিটি সার্টিফিকেট লাগে, এই সমস্ত লাগে। অতএব দে আর টু ফুলফিল অল দোজ কণ্ডিশন্স।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম ঃ—আমার প্রশ্নটা হল আমি যখন একজনকে অফার অব অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেব ইট মীন্স হী ইজ টু ফুলফিল অল দি কণ্ডিশানস্। তা না হলে আমি তাকে অফার অব অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দিই কি করে। যে নাকি আমার কণ্ডিশানই ফুলফিল করল না তাকে কি করে আমি বলি যে তুমি কাজে এসে যোগ দাও। কাজেই যখন নাকি তাকে অফার অব অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে, ইট ইনডিকেটস্ যে সেই ক্যানডিডেট যে সমস্ত কনডিশান ছিল সেগুলি ফুলফিল করেছে। এখন তার অ্যাক্সেপ্ট করা বা না করার প্রশ্ন। যদি অ্যাক্সেপ্ট সে না করে ইট ইজ এ ডিফারেণ্ট কোয়েশ্চান। আর সে যদি অ্যাক্সেপ্ট করে তাহলে তো প্রশ্নই নাই। সে সময় অফার অব অ্যাপয়েন্টমেণ্টের বেলায় কণ্ডিশান ইমপোজ করা হবে কেন ? এটা কি সিস্টেম কিনা যে অফার অব অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়ার পর কণ্ডিশান-গুলি ফুলফিল করতে হয়।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—অফার অব অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়ার পর পুলিশ ভেরীফিকেশন

হয়। যখন পুলিশ ভেরীফিকেশন হয়ে আসে এবং সে সমস্ত কণ্ডিশনগুলি ফুলফিল করা হয় তখনি তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হয়। এর নাম অফার অব অ্যাপয়েমেন্ট।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মাহাদয় কি বলতে পারেন যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী যারা ট্রেনিং দিয়েছে তারা সমস্ত কণ্ডিশন ফুলফিল করেছে অথচ এখন পর্যন্ত তাদের অ্যাপয়েন্ট মেণ্ট দেওয়া হচ্ছে না কেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—অফার অব অ্যাপয়েন্টমেণ্ট মানেই হচ্ছে এই যে কণ্ডিশনগুলো ফুলফিল করলে পরে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়ে থাকে, না হলে দেওয়া হয় না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—অফার অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট যখন নাকি দেওয়া হয় তখন কি সেই ক্ষেত্রে কণ্ডিশান ইমপোজ করে তাকে দেওয়া হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এটাই নিয়ম।

Mr. Speaker : Certain certificates they are to produce later on viz. medical fitness certificates, eligibility certificates etc.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা স্যার আফটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট। অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার পর তার পুলিশ ভেরিফিকেশন। পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য তার অ্যাপয়েন্টমেন্টা ঝুলে থাকে না।

মিঃ স্পীকার :—লেটার অব অফার অব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—লেটার অব অফার মানে তুমি আমার চাকরীটা করবে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—সাবজেক্ট টু দি প্রডাকশন অব সার্টেন ডকুমেন্টস।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এই কথা স্যার সবগুলোতে থাকে না।

Mr Speaker : Then Hon'ble Member is to take that in this case the conditions were imposed later on. However, Shri Ramcharan Deb Barma.

Shri Ramcharan Deb Barma : 853.

Shri M. L. Bhowmik : Hon'ble Speaker Sir, question No. 853.

QUESTION	ANSWER
১। ইহা কি সত্য যে, তেলিয়ামুড়া এলাকার গাঁও প্রধানদের এখনও শপথ নেওয়া হয়নি,	Yes.

২। না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ কি ?

During Emergency it was decided by the Govt. to go slow in respect of appointment of Panches for the Nyaya Panchayet Circles in Teliamura C. D. Block. The S. D. M was advised accordingly. The oath of Office could not be administered to the Pradhans as the S. D. M. could not publish the names of persons constituting the Gaon Panchayats which is required to be done after the Panchayat election is over followed by the appointment of Panches by the prescribed authority from the panel of elected Members. The S. D. M. is the prescribed authority The matter has since been reviewed by the Govt., and necessary action has been taken to expedite all the formalities in regard to appointment of Panches which is now under process of finalisation. This will be followed by Administration of oath to all Office-bearers of Gaon Panchayats including Pradhans.

শ্রীরামচরণ দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কোন সনে এই নির্বাচন হয়েছিল ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রীরামচরণ দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বলবেন কি সাধারণতঃ পঞ্চায়েত আইন অনুসারে পঞ্চায়েত নির্বাচনের কতদিন পরে শপথ নেওয়া হবে পঞ্চায়েত প্রধানদের ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নিয়ম অনুসারে, পঞ্চায়েত এ্যাক্ট অনুসারেই করা হচ্ছিল। কিন্তু আমি উত্তরে বলেছি যে ডিউ টু ইমার্জেন্সী এই ওয়ার্কটা ডিলে করা হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—ইমার্জেন্সী কি কেবল তেলিয়ামুড়ার জন্য ছিল না অন্যত্রও ছিল ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—অল্ওভার ত্রিপুরা।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম ঃ—তেলিয়ামুড়ায় যখন ইলেকশান হয়, তারপর অনেক জায়গায় ইলেকশান হয়ে গেছে পঞ্চায়েতের, সে সব জায়গায় প্রধানদের শপথও নেওয়া হয়েছে, সেইসব জায়গায় শপথ আটকালনা, তেলিয়ামুড়ায় আটকাল কেন ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—নিশ্চয়ই সেখানে কোন রকম অসুবিধা ছিল যার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম ঃ—আমার কথাটা হচ্ছে উনারা ইমার্জেন্সীর দোহাই দিয়েছেন। কিন্তু তার পরেও বিশ্রামগঞ্জে ইলেকশান হয়েছে, সেখানে প্রধানদের শপথও নেওয়া হয়েছে, কি করে নেওয়া হল ? তাহলে দেখা যায় there is ceratin motive behind it ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যতটুকু জানি, অন্য কোন জায়গায়ই শপথ নেওয়া হয়নি।

শ্রীরামচরণ দেববর্মা ঃ—তেলিয়ামুড়ায় কি এখনও ইমার্জেন্সী আছে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—কেবল তেলিয়ামুড়ার জন্য নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের জন্যই ইমার্জেন্সী আছে।

শ্রীরামচরণ দেববর্মা ঃ—তেলিয়ামুড়ায় কবে পর্যন্ত শপথ নেওয়া হবে বলতে পারেন ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—ইমার্জেন্সী শেষ হলেই হবে।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম ঃ—ইমার্জেন্সী শেষ হলে যদি শপথ নেওয়া হয়, ইমার্জেন্সীর সময়ে ইলেকশানগুলি করা হয় কেন ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে বলছি পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং শপথ গ্রহণ, সমস্ত কিছুই হচ্ছে এবং হবে। এখানে ইমার্জেন্সীর কথা বলা হয়েছিল বিশেষ করে ইণ্ডিয়া এবং পাকিস্তানের কন্ফ্লিক্টের সময় সেটা আমরা করতে পারিনি।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম ঃ—এই সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের শপথ কবে পর্যন্ত নেওয়া হবে বলতে পারা যাবে কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—According to process.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— এখনও বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চায়েৎ ইলেকশানের জন্য প্রিপারেশন হচ্ছে, সে সমস্ত জায়গায় প্রধানদের কি শপথ নেওয়া হবে কি হবে না, ইমার্জেন্সী শেষ হলে পরে কি শপথ নেওয়া হবে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সে প্রশ্ন আসে না, ইলেকশান এখনও হয়নি, ইলেকশান হলে পরে সেটা আমরা বিবেচনা করব।

শ্রীরামচরণ দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, গ্রাম পঞ্চায়েতদের কাজ কি ?

Mr. Speaker :— This is not relevant to this question. There is no more supplementary ? Yes, I would call on Shri Birchandra Deb Barma

before he takes his seat.

Shri Birchandra Deb Barma :— 717

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No.717

QUESTION	REPLY
1) Whether the enquiry to the news Published in the Rudrabina (Weekly) dated the 30th July, 1965 under the headline 'সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র কেন্দ্রীয় বিভাগের অভিযান'।	1) Yes.
2) Whether the said enquiry has been completed.	2) No,
3) if not, what is the state of enquiry,	
4) and when it is expected to be completed.	Not known.
5) if the answer to question No. (2) is affirmative, what is the report of the enquiry ?	Does not arise.

শ্রীআতিক্‌ল ইস্‌লাম ঃ— এনকোয়েরীটা কে করছেন বলবেন কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এনকোয়েরীটা আমাদের লোক্যাল পুলিশ করছেন এবং স্পেশ্যাল পুলিশ, শিলং করছেন।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ—এনকোয়েরী কবে স্টার্ট হয়েছে, কবে পর্যন্ত শেষ হবে বলতে পারেন কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক্ষনে, কবে, কোন তারিখে শেষ হবে সেটা বলা সম্ভব নয়, সো আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি এই এনকোয়েরী কি কারণে হচ্ছে, ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিস্ক্রীপেন্সী ইন এ্যাকাউন্টস পাওয়া গেছে সেজন্য এনকোয়েরী হচ্ছে।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ—Whether any responsibility has been fixed up ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—এনকোয়েরী শেষ না হওয়া পর্যন্ত রেস্পন্সীবিলিটি ফিক্স আপ করা সবম্ভব নয়।

Mr. Speaker : Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam : 318

Shri M. L. Bhowmik ;—Hon'ble Speaker, Sir, starred Question No. 318

1) Whether a Committee has been constituted for formulation and implementation under the Public Co-operation Scheme;	Yes,
2) if so, who are the members of the said Committee;	1. Development Minister-Chairman 2. Shri R. P. Choudhury-Member Dy Minister (T.W.) 3 Development Commissioner. 4. Shri Jitendra Kr. Deb Barma, President, Adimjati Sevak Sangh, Member. 5. Shri N. K. Majumdar, Secretary, Tripura Khadi & Village Industries Board, Member. 6. Shri Kshirode Sen, Sanchalak, Gandhigram Vikash Samity. Member. 7. Smti. Baby Gupta, Vice-Chairman, Social Welfare Board, Member. 8. District Magistrate & Collector. Member, 9, Addl. District Magistrate & Collector (Dev.) Member-Secretary.

3) on what basis the non-official members of the Committee have been selected ?	Necessary instructions regarding the formation of Committee have been laid down by the Government of India, Planning Commission according to which this Government have selected the Members of the Committee.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম ঃ—অপোজিশানের কোন এম, এল, এ'কে এই কমিটিতে নেওয়া হয়নি কেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একর্ডিং টু ইনস্ট্রাকশান অব দি প্ল্যানিং কমিশন নেওয়া হয়েছে এবং তার যে ইনস্ট্রাক্‌শান তাকে ইনটু টু ফলো করা হয়েছে, এবং তাতে যদি না পড়ে থাকেন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য, সেটা বড় দুঃখের কথা।

Mr. Speaker : Is there any M. L. A. from the Government party in that Committee ?

Shri M. L.Bhowmik : No.

Mr. Speaker : So this question does not arsie. Your question was that, 'Is there any M. L. A. from the Opposition ?

Shri Birchandra Deb Barma :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, যে ইনস্ট্রাকশান তারা ফলো করছেন সেই ইনস্ট্রাকশানটা কি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নিম্নে লিখিত ইনস্ট্রাকশান অনুসারে কমিটি ফর্ম করা হয়েছে ঃ—

1) Representative of the Active Volunteer Organisation in the State.

2) Nominee of the State Social Welfare Advisory Board.

3) Representative of the Development Department of the State Governnent,

Mr. Speaker : Shri Aghore Deb Barma,

Shri Aghore Deb Barma : Question No. 683.

Shri B. Das : Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 683.

QUESTION	ANSWER
১) উদয়পুর চকবাজারের জনসাধারণের জন্য কোন পায়খানা প্রস্রাবের ব্যবস্থা আছে কিনা ;	১, না।

২) না থাকিলে পায়খানা প্রস্রাবের ঘর তৈয়ারীর জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;	২) হ্যাঁ।
৩) থাকিলে কবে উক্ত কাজ আরম্ভ হইবে ?	৩) এখন বলা সম্ভব নহে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে পায়খানা যখন নাই তখন ওখানকার পাবলিক কোথায় পায়খানা করে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—যার যার সুবিধা অনুযায়ী তারা পায়খানা করে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বাজারের কোথাও পায়খানা প্রস্রাবের বন্দোবস্ত আছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটু আগেও বলেছি যে যার যার সুবিধা অনুযায়ী পায়খানা করেন।

Mr. Speaker : I think the Hon'ble Member will consider whether it will be advisable for us to polute the atmosphere of the Assembly with the bad scent of the 'paikhana' and 'prasrab' etc,

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি এই চকবাজারটা কোন সনে হয়েছিল ?

শ্রীবি, দাস ঃ—এই কথাটা আমার কাছে এই মূহূর্তে নেই।

Mr Speaker : There are some questions given notices of by Shri Nripendra Chakraborty, I have received a letter of authority from Shri Nripendra Chakraborty who has authorised Shri Sudhanwa Deb Barma to put the questions standing in his name.

Shri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Sudhanwa Deb Barma : 388.

Shri M. L. Bhowmik : Hon'ble Speaker, Sir Question No. 388.

QUESTION	REPLY
1) Who are the authorities to whom the minor irrigation works are to be handed over after completion of construction ;	Minor Irrigation Division of the Public Works Department are operating and maintaining the completed works.
2) whether any machinery for administrative coordination upto the field level has been set up for each of these works ;	No separate organisation has been set up for the purpose.
3) What part of the C.D. Blocks, T D. Blocks and Panchayats have to play in matters of coordination ;	The Block Development Officers/ Project Executive Officers of the Community Development Blocks/ Tribal Development Blocks are coordinating the utilisation of water by the cultivators for projects which are completed. The Co-operation of panchayats are enlisted in the matter of utilisation of water resources.
4) Whether the functions of running and repairing of these works have been entrusted to them ;	No.
5) if not, whether the Government propose to do so ?	The present system will continue till panchayats start functioning.

Mr. Speaker :— Next question.

Shri Sudhanwa Deb Barma :— 418

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 418

QUESTION	REPLY
1. Whether any minimum rate of wages has been fixed for the Hotel and tea shop workers of Tripura;	1. No.
2 what is the total number of such workers in Tripura ;	2. No. of Hotel workers— 322 No. of tea shop workers--1,478 Total— 1,800
3. what steps Govt. proposes to take for the regulation of their service conditions and for the revision of their minimum rate of wages, if there is any ?	3. All the workers employed in hotels and tea shops in Tripura are entitled to get the benefits under the Industrial Disputes Act, 1947 & the Trade Union Act, 1926. In addition to these benefits workers employed in hotels and tea shops of the Agartala Municipality are also entitled to get the benefits provided in the Bengal Shops & Establishments Act, 1940 as extended to Tripua. As the minimum wages have not been fixed for such employees, the question of revision of the same does not arise.

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :— তাদের মিনিমাম রেট কত এটা বলতে পারেন কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ— এখনও সেটা ফিক্সড করা হয় নাই।

Mr. Speaker :— There is one more question standing in his name.

Shri Sudhanwa Deb Barma :— 419

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 419

QUESTION	ANSWER
1. Whether it is a fact that the West Bengal Shops and Establishment Act which was adopted in Tripura with minor changes, has recently been amended ;	1. No.
2. if so, whether the Government proposes to adopt these amendments ;	2. Does not arise.
3 Whether it is a fact that the Shops and Establishement Act has not yet been extended to all sub-divisional towns ?	3. No. proposal for extending the Shops & Establishment Act to Sub Divisional Towns is under consideration of this Government now.

Mr Speaker :— No supplementary ? Then the starred questions of all the members are over. There are some unstarred questions given notice of by different members. I would request the Hon'ble Minister to lay on the Table of the House the replies of all the unstarred questions.

I would pass on to the next item Calling Attention Notice. I have received Calling Attention Notice from Shri Ershad Ali Choudhury on the subject of certain fire incident in Chebri bazar under Khowai Sub-division on 27. 3. 66 and a similar notice I have got from Shri Ramcharan Deb Barma. I have given my consent to the motion of Shri Ershad Ali Choudhury and Shri Ramcharan Deb Barma. I would request the Hon'ble Minister in charge to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement today, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the Order paper for the statement.

Shri S L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, ২৭ তারিখে ৩-৩০ মিঃ থেকে ৪

টার মধ্যে চেবরী বাজারেতে আগুন লাগে। তাতে প্রায় ৬০ টা বাচাই পুড়ে যায়। প্রায় ৮৫ টি পরিবারের মত লোক এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং তার পরিমাণ হবে এক লক্ষ নয় হাজার টাকা। অনেকেই অল্প বিস্তর আহত হয়েছে, যদিও সেটা সাজ্ঘাতিক নয়, মাইনর ইনজুরিজ্। তাদিগকে ফাষ্ট এড দেওয়া হয়েছে। আর ডিস্ট্রিবিউশান অব টুয়েলভ নাম্বার অব শাড়ীজ্ টু দি ডিজার্ভিং কেসেস, নাইন নাম্বার অব ফ্রকস্ অ্যাণ্ড টুয়েন্টি কে, জি, অব চিড়া অ্যাণ্ড সিক্স কে, জি, অব গুড়। অতএব যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে সেই পরিবার বর্গের জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। এই সময়ে এই ক্ষতি অত্যন্ত বিপর্য্যস্থ করেছে সেখানকার জনসাধারণকে। আমি সেজন্য খুব দুঃখিত এবং অনুতপ্ত এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারবর্গকে আমি আমার সহানুভূতি নানাচ্ছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে কিভাবে এই আগুনটা লেগেছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—Cause of the fire is not yet known to us.

Mr. Speaker :— I would now pass on to the Next Item—

Government Business
(Financial)

Voting on Demands for Grants for 1966-67.

Mr. Speaker :—To day in the List of Business 7 Demands viz Demand No. 9—General Administration, No. 8 Parliament, State/Union Territory Legisla'ure. No 10--Administration of Justice, No 11—Jails, No. 6--stamps, No. 7—Registration Fees and No. 36--Expenditure connected with National Emergency are to be disposed of.

Members have received the list of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Chief Minister and the Cut Motions to be moved by the Members concerned. Now the Chief Minister will move his demands standing in his name one by one when I call a particular demand and as soon as the Chief Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will discussion on the demands and the Cut Motions. There after when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Chief Minister to move his Demand No. 8— Parliament, state/

Union Territory Legislature and 10—Administration of Justice together and Demand Nos 6—stamps and 7—Registration Fees together and I shall have one general debate on these Demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Chief Minister to move his Demand No. 9 General Administration.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 37, 37, 000/-, exclusive of charged Expenditure of Rs. 1, 06, 000/— [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 9—General Administration.

আমি হাউসের সামনে এই ডিমাণ্ড রাখছি—জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সম্বন্ধে, অতএব আমি মনে করি যে হাউস এই ডিমাণ্ডকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :— Against this demand, there are two Cut Motions. One by Shri Aghore Deb Barma and another by Shri Atiqul Islam. I wonld now call on Shri Aghore Deb Barma to discuss on his Cut Motion. The Cut Motion is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on non-functioning inactivity of anti-corruption Organisation'.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, বাজেটের একটা মোটা অংশ এখানে বরাদ্দ করা আছে। আমরা দেখি সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে দিনের পর দিন দুর্নীতি যে পরিমাণ বাড়ছে, তাকে চেক বা বন্ধ করার জন্য সরকারের তরফ থেকে একটা এন্টিকরাপশান অর্গেনাইজেশান করা হয়েছে, কিন্তু এই এন্টিকরাপশান অর্গেনাইজেশান থাকার পরেও, তাদের কাজকর্ম কতটুকু হচ্ছে কি হচ্ছে না সেটা যদি আলোচনা আমরা নাও করি, আমরা দেখি যে এখন পর্য্যন্ত যে ধরণের করাপশান চল্‌ছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে, সেগুলির একটুও কমে নাই, বরঞ্চ দিনের পর দিন সেটা বেড়েই চলেছে, এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই আজকে বিভিন্ন ইনফর্মেশান আমরা পাই, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট অফিশ্যাল ভিত্তিতে এনকোয়ারী করেন বটে কিন্তু তাদের এনকোয়ারী রিপোর্টগুলি সাবমিট করার পর তাদের কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। অর্থাৎ যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পরে অনেকাংশে অন্ততঃ এইসব দুর্নীতি গুলি বন্ধ হতে পারে সেদিকে সরকারী তরফ থেকে কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। যেমন এ্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজার, কো-অপারেটিভের, তার বিরুদ্ধে

নাকি ভিজিল্যান্স কমিটির নিকট অভিযোগ করা হয়েছে এবং ভিজিল্যান্স কমিটি সেই অভিযোগ গুলি তদন্ত করেছে এবং তদন্ত রিপোর্ট সাবমিট করেছে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন অদৃশ্য হাত লেগে সেটা চাপা পরে আছে, এটা একটা ঘটনা। তারপর আরেকটা ঘটনা হল ডাক্তার আচার্যি সম্পর্কে, এইরকম একটা অভিযোগ ছিল সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ভিজিলেন্স কমিটি সেখানে এনকোয়েরী করেছেন, এনকোয়েরী রিপোর্ট দিয়েছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেটা চাপা পরে আছে। কিছুই ব্যবস্থা করা হচ্ছেনা, এই হচ্ছে অবস্থা। এইরকম হামেশা চলছে, তার কোন কিছু ভিজিল্যান্স কমিটি করতে পারছেন না। তদুপরি দিনের বেলায় পর্যন্ত অফিসের মধ্যে যে টাকা নেওয়া সেগুলি আমরা দেখতে পাই। কিছুদিন আগের একটা ঘটনা সিভিল সপ্লাই ডিপার্টমেন্ট'এর মধ্যে ঘটেছে, সেটা মন্ত্রী মহোদয়ের অবশ্য জানা আছে। বেনু ভট্টাচার্য্য নামক একজন ভদ্রলোক হাতে হাতে ধরা পরেন টিন দেওয়ার ব্যাপারে, টিন দেওয়ার ব্যাপারে যখন সে টাকা নেয়, তারপর সেই ভদ্রলোকের এখন কি অবস্থা হয়েছে আমি জানিনা। কাজেই এই সমস্ত অভিযোগ পাওয়ার পর, এনকোয়েরী করার পর তাদের কোন কিছু করা হয়না। কাজেই যারা এই সমস্ত কাণ্ড কীর্তি করে তাদের সাহস স্বাভাবিকই বাড়বে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে আজকে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে অনেকটা এই ঘুষ নেওয়া ব্যাপারে দুর্নীতি করা, এটা যেন একটা ফর্ম্মালিটির বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই এই সমস্ত চেক করার জন্য যে সরকার নামকোয়াস্তে ভিজিল্যান্স কমিটি রেখেছেন, কৃষি বিভাগে যেমন ডেমনস্ট্রেশান পার্পাসে এটা করা হয়েছে, ঠিক তদ্রূপ এট' ফর সো, লোক দেখানোর জন্য যে আমাদের একটা ভিজিল্যান্স কমিটি আছে কিন্তু কার্যত তারা কোন কাজ কর্ম্ম রিপোর্ট পাওয়ার পরও করেন না। কাজেই দুর্নীতি অবাধে চলছে এবং আরও চলবে। কাজেই আমি মনে করি এটা যদি বন্ধ করার ব্যবস্থা করা না হয়, শেষ পর্যন্ত এই দুর্নীতিই আমাদের রুলিং পার্টির কবর রচনা করবে সাধারণ মানুষ কোর্টে যাক, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে যাক, এটা একটা মহাভারত'এর কাহিনী, বলতে গেলে শেষ হবেনা, এটা যেমন একটা রেগুলার ফীচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে সাধারণ মানুষ আজকে বিভিন্ন দপ্তরে কাজ কর্ম্ম করতে গিয়ে বা দরবারে গিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে পরছে, বিরক্ত হয়ে পরছে। ঘটনা দুই একটা নয়, বহু ঘটনা আছে বলা যায়, সেটা মন্ত্রী মহোদয় নিজেও জানেন, জেনেও কোন কিছু করেননা, এই হল অবস্থা। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই কাট মোশানের মাধ্যমে যে দুর্নীতি, যে ভাবে বাড়ছে সেটা সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker : I would call on Shri Gopesh Ranjan Deb

শ্রীগোপেশরঞ্জন দেব ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৯, এই ডিম্যাণ্ডের উপর কার্ট মোশান রাখতে যেয়ে মাননীয় বিরোধি পক্ষের সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় যে সব কথা তুলে ধরেছেন, তার সেসব কথার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে যেয়ে আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরাতে এনফোর্সমেন্ট—এন্টি করাপশান অর্গেনাইজেশান সেটা ১৯৬৪ সনে

ত্রিপুরাতে অর্গেনাইজ করা হয়েছে। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৬ই সেপ্টেম্বর একজন ডেপুটি:টশনিষ্ট ডি, এস, পি, দ্বারা প্রথম পোষ্ট ফিল আপ করা হয়। তারপর তারা কাজ শুরু করেন এবং তাদের সেই শুরু করার পর থেকেই ১৯৬৬ মার্চ্চ মাস পর্যন্ত আমরা দেখেছি তাদের কাছে ১৪৭ টি অভিযোগ বিভিন্নজায়গা থেকে পেশ হয়েছে এবং তার মধ্যে তারা ৮১টি তদন্ত করেছেন এবং তার মধ্যে ২০ টি কেস জেনুইন কেস বলে তারা রেফার করেছেন এবং বাকীগুলি ভিত্তি-হীন বলে বিবেচনা করেছেন এবং তার মধ্যে যে কয়টা কেস তারা রেফার করেছেন তার মধ্যে নন গেজেটেড অফিসারও আছে। তাদের নাম বা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের নাম তদন্তের স্বার্থেই প্রকাশ করা ঠিক হবে না বলেই আমি মনে করি। কাজেই তারা যে কাজ করছেন না বা ইন-একটিভ বা নন-ফাংশানিং যে কথাটা এসেছে মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে তা ঠিক নয়। কাজ চলছে এবং তার উপর আরও ১০টি কেস তারা নিজেরাই ধরেছেন এবং সেই কেসগুলিও তারা তদন্ত করছেন এবং তার মধ্যে একটা কেস পুলিশকে রেজিষ্টারী করার জন্য তারা লিখেছেন এবং ইনভেষ্টিগেট করার জন্য তারা পুলিশকে অনুরোধ করেছেন এবং তিনটা অন্যান্য কেস তারা বিশেষ ভাবে থরো ইনভেস্টিগেশন করছেন। কাজেই তাদের কাছ থেকে আমরা যে হিসাব পাই, যে কেসগুলি তাদের কাছে এসেছে, তারা নিজেরা যেগুলি করেছেন বা বিভিন্ন মহল থেকে যেগুলি তাদের কাছে রিপোর্ট হয়েছে এইগুলি যে তদন্ত করেছে, এটাতে তাবা যে ইন্‌একটিভ বা নন-ফাংশানিং বলে আমি মনে করিনা। মাননীয় সদস্য আরও বলেছেন যে বিভিন্ন বিভাগে ঘুষ খাওয়াটা যেন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জাতীয় একটা কথা বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্য অ্যানটি-করাপশনের কথা বলতে গিয়ে যে অভিযোগটা তিনি যত বড় করে তুলেছেন এবং যতখানি গুরুত্ব তিনি দিয়েছেন, সেই বিষয়টা অবশ্য গুরুত্ব-পূর্ণ কিন্তু যতখানি তিনি অভিভূত হয়েছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে একেবারে ঘুষে ছেয়ে গেছে বলে, আমার মনে হয় তিনির ততখানি অভিমত এই দিকে পোষণ না করলেই ঠিক হত। আমরা সকলেই যে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির হয়ে গিয়েছি তা আমরা মনে করি না। আমাদের মধ্যেও আছে কেহ কেহ যারা নাকি দুর্নীতিপরায়ণ বলে অভিযুক্ত হতে পারেন। কাজেই তার জন্য যে সেন্ট পারসেন্ট ফ্যাশান হয়ে গেছে বলে মনে করা সেটা বড় মারাত্মক বলে মনে করি। কাজেই আজকে ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করে, ত্রিপুরা একটা ছোট স্টেট, যেখানে এতগুলো অভিযোগ পাওয়া গেছে এবং সেগুলি ডিসপোজড হচ্ছে, কাজেই আমাদের যে অ্যান্টিকরাপশন এবং এনফোর্সমেণ্ট ডিপার্টমেণ্ট ইন-একটিভ হয়ে গেছে বলে আমি মনে করি না। কাজেই যে কাটমোশন মাননীয় সদস্য এখানে রেখেছেন তা রাখার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমার মনে হয় না।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Atiqul Islam to start discussion on his out motion that the demand be reduoed by Rs.100/ to discuss on 'mismanagenent in sub-division l establishment',

Shri Atiqul Islam :— Hon'ble Speaker, Sir, সাব ডিভিশন্যাল অরগ্যানিজেশনে মিসম্যানেজমেণ্ট বহু রকমে চলছে এবং এসব কথা যে আমরা কোন সময় বলিনি তা নয়। গত বাজেট সেসনেও বা তার আগের বাজেটেও এইসব কথা বলেছি। আজকে সেগুলি পুনারাবৃত্তি হবে মাত্র। কারণ ঘটনার কোন পরিবর্তন আজ পর্যন্ত হয়নি। আমি সদর থেকেই সুরু করি। কারণ সদরটা হচ্ছে বড় এবং সদরে আমি থাকিও। সদরের যিনি এস, ডি, ও, তার ঘাড়ে কাজের এত বোঝা যে তিনি প্রকৃত পক্ষে কোন জুডিশিয়াল কাজ করতেই পারেন না। তাকে সবসময়ই বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। আজকে রিলিফ আছে, পঞ্চায়েত আছে, বা টেস্ট রিলিফ এর ওয়ার্ক আছে। হেন কাজ নাই যা এস, ডি, ও, দের দিয়ে করানো হয় না। ফলে জুডিসিয়ারীর যে কাজ সেই কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব হয় না। ফলে কি হয়? অন্যান্য যেসব অ্যাডিশন্যাল এস, ডি, ও, আছে তাদের মধ্যে ডিস্ট্রীবিউট করে দেন এবং তার ফাইলে প্রকৃতপক্ষে কোন কাজেই থাকে না এবং যে সমস্ত কেস তার কাছে থাকে সেগুলি মাসের পর মাস, মাস কেন, বছরের পর বছর ঝুলতে থাকে। সেই কেস্‌গুলি ডিসপোজ্‌ড হতে পারে না। এই গেল একটা দিক।

কাজেই আমার মনে হয় যে, এবং এটা করা উচিত যে একটা এস, ডি, ও, বা একটা অ্যাডিশন্যাল এস, ডি, ও, কতক্ষন জুডিসিয়ারীর কাজ করবে তার একটা টাইম ঠিক থাকা প্রয়োজন যে এতটা থেকে এতটা পর্যন্ত সে কেস্‌গুলি দেখবে, প্রত্যেক দিন কোর্টে কোর্টে এসে। তারপর অন্য পিরিয়ডে সে একজিকিউটিভ ফাংশান এ ডিভোট করবে। যদি এইরকম একটা টাইম আমরা ফিক্স করে না দিই তাহলে এই জেন্যাল এস, ডি, ও, এর দিয়ে কোন জুডিসিয়ারী কাজ আশা করা চলে না। তারা একজিকিউটিভ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ফলে পাবলিক সাফার করে। যে কথা আমরা হামেশাই নীতি হিসাবে উচ্চারণ করি যে জাস্টিস ডিলেড, জাস্টিস্ ডিনাইড। সেই কথাটা চলছে। চলছে এই জন্য যে তারা তাদের কাজ ঠিক মত করতে পারে না। এখন এর সঙ্গে আরও কতগুলি ঘটনা আছে যেগুলি আজকে আমাকে উল্লেখ করতে হয়। না করে কোন উপায় নাই। কারণ এই সমস্ত যারা জেন্যাল এস, ডি, ও, এবং অ্যাডিশন্যাল এস, ডি, ও, আছে তাদের দিয়ে আমাদের সরকার রাজনীতি করান, দলীয় কাজ করান। তারা বিভিন্ন জায়গায় যান, ওপেন মিটিং করেন এবং সেখান কংগ্রেসের প্রচার করেন। কংগ্রেস না হলে পরে তোমরা কৃষি ঋণ পাবে না, এটা পাবে না, ওটা পাবে না। এসব কথা তারা প্রকাশ্যে বলেন। আজকে অবশ্য এই কথাটা আমার মুখে শুনছেন। কিন্তু এই কথাটা যিনি আজ আপনাদের দলে গিয়ে বসেছেন তিনিও বলেছেন। তখন তিনি জানেন না স্বীকার করবেন কিনা। কিন্তু প্রসিডিংস এ আছে। সে প্রসিডিংস আজকেও আমাদের কাছে আছে এবং মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্তের সবচেয়ে বড় অভিযোগ হচ্ছে সদর এস, ডি, ও, এর বিরুদ্ধে। এস, আর চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তার অভিযোগের অন্ত নেই। পত্রিকাতে, জনসভায়, অ্যাসেমবলীতে, কোথাও তিনি অভিযোগ বাকী রাখেন নি। কাজেই আজকে তিনি সাদা হয়ে গেছেন। কিন্তু কথাগুলি মুছে যায় নি।

কথাগুলি আজকেও আছে। কাজেই এস, ডি, ও, দের দিয়ে পলিটিকস করানো হয় এবং পলিটিকস করে তারা তাদের সমস্ত জুডিসিয়ারী, একজিকিউটিভ পাওয়ার ইউজ করেন। কাজেই এই জন্য যে কথাটা নাকি পরবর্তীকালে আসবে যে জুডিসিয়ারী এবং একজিকিউটিভ তফাত রাখা প্রয়োজন। কাজেই এই দিকটা, এই যে জুডিশিয়ারী নিয়ে যে একটা তামাসা করা হচ্ছে, জুডিসিয়ারীকে দিয়ে জুডিসিয়ারী না করিয়ে যে একজিকিউটিভ ফাংশান করানো হচ্ছে এবং সেটাকে দলীয় কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে যদি এটাকে আমরা রোধ না করি তা হলে এই সমস্ত গণতন্ত্রের কথা বলে বা জাষ্টিসের কথা বলা অর্থহীন।

আমি আব একটা বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই জেনারেল ওয়েতে যে রিহেবিলিটেশান ডিপার্টমেণ্টে যারা আছে কাজ করছে তাদের এখন এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে ট্রান্সফার করে আনা হয়েছে, ৬৩ এর পর থেকে এখন তাদের এডমিনিষ্ট্রেশনে ট্রান্সফার করে আনার পর তাদের অবস্থাটা যে কি, তাদের র‍্যাঙ্কটা যে কি সেটা আজ পর্য্যন্ত ফিক্স আপ করা হচ্ছে না। ফলে তারা সেখানে যাচ্ছে, আসছে। কিন্তু কোন কাজ তাদের দিয়ে করানো হচ্ছে না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের দিয়ে যে কি কাজ করা হবে তা ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে তারা একটা অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। প্রথম অসুবিধা হচ্ছে যে তাদের যে লেংথ অব সার্ভিস সেটাকে কাউণ্ট করা হচ্ছে না। তারা সেখানে যাচ্ছেন, আসছেন, তাদের সামনে তাদের যে জুনিয়ার তাদের প্রমোশান হচ্ছে, কিন্তু তাদের প্রমোশান হচ্ছে না। যদিও বা তাদের সার্ভিস কাউণ্ট করা হচ্ছে, তাদের কমপ্লিটলি এ্যাবজর্ভ করা হচ্ছে না। যার ফলে তাদের প্রমোশানের যে বেনিফিট, সেটা তারা পাচ্ছে না। কাজেই সেটাকে যদি আমরা রেগুলারাইজ না করি, যাদের কেসগুলি ১৯৬২ থেকে ঝুলছে, এখন ১৯৬৬ চলছে, এখনও যদি আমরা সেগুলিকে রেগুলারাইজ করে না নেই, তাহলে এই সমস্ত এমপ্লয়ীদের ফেট যে কি হবে নিশ্চয় করে সেটা বলা যায়না। কাজেই এই একটা সাধারণ জিনিষ, সেখানে কর্ম্মচারীর সংখ্যা ২০০ বা তার বেশী হবে, কাজেই এতগুলি কর্মচারীর ফেট্ যেখানে কর্ম্মচারীর সংখ্যা ২০০ বা তার বেশী বেশী হবে, কাজেই এতগুলি কর্ম্মচারীর ভাগ্য সেখানে জড়িত, সেগুলিকে নেগলেক্ট যদি করা হয় তাহলে সেটা উচিত হবে না।

আমি এন্টিকরাপশান'এর কথা যেটা বলা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে দুই একটি কথা এখানে বলব। আমরা করাপশান বলতে কি মিন করি? শুধু টাকা খাওয়া আর টাকা দেওয়াটাই কি করাপশান? আর কিছু কি করাপশান নয়? এন্টিকরাপশান একটা ডিপার্টমেণ্ট আমাদের আছে, তারা কি একথা বলতে পারেন না যে ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের ক'জন অফিসার আছেন যারা সরকারী গাড়ী পার্সোন্যাল পার্পাসে ব্যবহার করেন না? এটা কি করাপশান নয়? এটা কি এন্টিকরাপশান দেখেন না? আমাদের ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের যে সমস্ত হায়ার র‍্যাঙ্ক অফিসার আছেন, টপ র‍্যাঙ্ক অফিসার আছেন, তাদের মধ্যে ক'জন আছেন যারা নিজের বাড়ীতে ক্লাস ফোর্থ এমপ্লয়ী ব্যবহার করেন না? ক'জন আছেন আঙ্গুল গুনে বলা যেতে পারে এবং একজন পাওয়াই যাবে কি না সন্দেহ, এইগুলি কি করাপশান নয়? এইগুলি যদি

করাপশান হয়ে থাকে, এইগুলি ধরা হয় না কেন ? সেদিন একজন ডাক্তারের বিয়ে গেল' সেই বিয়েতে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করা হয় নি ? গভর্ণমেণ্ট সেটা জানেন না ? চোখের সামনে এইগুলি ঘটেছে, সেগুলি ধরা হয় না কেন ? ধরা হয় না এইজন্য যে কার বিরুদ্ধে কে ধরবে ? একজনকে ধরতে গেলে দশজন ঝাঁপিয়ে পড়েন, 'আহা বাঁচাও বাঁচাও' বলে। অমুক অফিসার তমুক অফিসারকে রেফার করবেন, অমুক মন্ত্রী তমুককে বাঁচান, কাজেই ধরবে কি করে, কে ধরে কাকে? কাজেই এন্টিকরাপশান ডিপার্টমেণ্ট আছে, বসে আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে রিপোর্ট হয়ত দেয়; সেগুলি ফাইলে চাপা পড়ে থাকে আর কোন কোন ক্ষেত্রে রিপোর্ট দিতে সাহস করে না বা কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের মুখ চেপে বন্ধ করে দেওয়া হয় যে তোমরা 'এইগুলি শেষ করে দাও, তোমরা এইগুলি নিয়ে এগিওনা। তা না হলে পরে এই ঘটনাগুলি মাসের পর মাস প্রকাশ্য দিবালোকে চলতে পারে না। এই সমস্ত ঘটনা আমরা এই প্রথম উত্থাপন করিনি এ্যাসেম্বলীতে, আগেও আরও বলেছি, ভবিষ্যতেও আমরা যতকাল আছি বলে যাব, কিন্তু এইগুলি আমি জানি প্রতিকার করা হবে না, হবে না এইজন্য যে কে কাকে ধরে, কোন চোর কোন চোরকে ধরবে, একজনকে ধরতে গেলে আরেকজন ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা যদি বলি যে অমুক অফিসারের বাড়ীতে ফোর্থ ক্লাস এমপ্লয়ী আছে, তাহলে আরেকজন গিয়ে তাকে বাঁচাবে। কাজেই এটা জানাশোনা প্রকাশ্য সত্য it is opon secret যে অফিসাররা বাড়ীতে অর্ডালীদের ব্যবহার করেন। একটার সময় অফিস ছুটি হবে, অফিসার যাবেন খেতে এবং প্রায় সমস্ত অফিসার তাদের সরকারী জীপ নিয়ে বাড়ী যান, এবং খেয়ে আবার গাড়ীতে করে আসেন, এইগুলি করাপশান নয়? নিশ্চয়ই এইগুলি করাপশান। এইগুলি বন্ধ হয় না কেন ? এটা কি মন্ত্রীরা জানেন না বা এন্টিকরাপশান ডিপার্টমেণ্ট দেখেন না ?

পুলিশ অফিস সেখানে একটা আছে এখানে. সেখানে বাবুরা যান, টেনিস খেলেন। ডি, এম, যান, বা আরও বড় বড় অফিসাররা যান, তারা সেখানে টেনিস খেলেন এবং সেখানে হোমগার্ডদের ইউজ করা হয় তাদের বল কুড়িয়ে দেবার জন্য, সে কথা কি মন্ত্রীরা জানেন না ? আমি এই হাউসে কি একথা বলিনি ? এটা করাপশান নয় ? পুলিশ অফিসারদের একটা ক্লাব আছে; সেখানে প্রতি শনিবারে ফীষ্ট হবে, সেখানে খাওয়া দাওয়া হবে এবং সেই অরুন্ধতীনগর থেকে টুল, টেবিল, চেয়ার এনে সেখানে ফীষ্ট করা হয়। পুলিশরা সেখানে যায়, হোমগার্ড সেখানে যায়, থালা, ঘটি, বাটি ধোয় মাছের কাটা ফেলে, তাদের ভাগ্যে এক টুকরা মাংস জুটে না, তারা সব পরিষ্কার করে আবার তারা সরকারী গাড়ী, সরকারী জীপ দিয়ে সেগুলি আবার বাড়ীতে দিয়ে আসা হয়, এইগুলি করাপশান নয়? এইগুলি আমি আজ নূতন বলছি না, বহুবার বলেছি। যদি করাপশান বন্ধ করতে হয়, টপ থেকে বন্ধ করুন, আমি জানি আমার সাধারণ কর্ম্মচারী যারা আছেন তারাও ঘুষ খান, যারা ফোর্থ ক্লাস কর্ম্মচারী তারাও ঘুষ খান, তারা খেতে পারে। কিন্তু ঘুষকে আমার যদি বন্ধ করতে হয়, করাপশানকে যদি বন্ধ করতে হয়, তাহলে টপ থেকে সুরু করতে হবে, ডাইরেক্টার থেকে, মিনিষ্টার থেকে সুরু করতে হবে, যারা হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট সেখান থেকে করাপসান বন্ধ করতে হবে,

তা না হলে পরে করাপশান বন্ধ করা যাবে না।

Mr. Speaker :— I wood call on Shri Hlura Aung Mag.

শ্রীলুড়াআং মগ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জেনারেল এ্যাডমিস্ট্রেশানের ১৯৬৬-৬৭ সালের যে খরচ এখানে দেখান হয়েছে তাতে দেখা যায় ৩৮,৪৩০০০ টাকা সেখানে ধরা হয়েছে তার মধ্যে সমস্ত গুলিই দেখা যায় যে মন্ত্রীদের ডিয়ারেনস এ্যালাউন্স, তাদের টি, এ, ডি, এ, ইত্যাদির জন্য। এমনভাবে অঙ্কগুলি এখানে রাখা হয়েছে আমি বলছি যে জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশান'এ একটা মাথা ভারি শাসন চালাবার জন্য এই খরচ ধরা হয়েছে। তার মধ্যে যে টি, এ, ডি এ, এবং এষ্টাব্লিশমেন্ট খরচ এবং সমস্ত দিকে যে ভাবে খরচটা দেখান হয়েছে, আমি মনে করি যে এটা একটা গরীব দেশের পক্ষে একটা জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশান এই টাকাটা খরচ হতে পারেনা। আমরা জানি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এগার লক্ষ লোকের বাস এবং সেখানের মধ্যে আমরা জানি ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতের একটা ক্ষুদ্র অংশ এবং তাতে এই যে জনসংখ্যা সেই এগার লক্ষ লোককে ডাণ্ডাবাজী করতে গিয়ে এবং তাদের মারবার জন্য এই খরচটা জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশানে যে ধরা হয়েছে, অমি বলব এটা এই গরীব দেশের লোকের পক্ষে এই ব্যয়ভার খুব বেশী এবং সেটা না হওয়াই উচিত এবং তা ছাড়া মিনিষ্টারদের ডি, এ, টি, এ, এবং কতরকম যে এ্যালাউন্সে, তার জীপ গাড়ী কত কিছু এখানের মধ্যে রাখা হয়েছে কিন্তু আমি জানি ধনীর অট্টালিকা জাকজমকের সামনে যে গরীবের অবস্থাটা দেখি, তাহলে আমার মনে হয় ধনীর এই জাকজমক সেই গরীবদের মেরে তাদের সেই সৌধ গড়ে উঠেছে এবং সেই জন্যই এই বাজেট এখানে তারা এনেছেন। এছাড়া আরও দেখা যায় চীফ মিনিষ্টারের ডিস্ক্রীশানারী গ্র্যান্ট বলে এখানে একটা অঙ্ক, পাঁচ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু গত তিন বছর এই টাকার প্রয়োজন হলনা, উনার পকেটে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে ঘুরার প্রয়োজন হলনা, এখন ইলেকশান যখন আসছে সামনে তখন তার পকেটে পাঁচ হাজার টাকা রাখতে হবে সুতরাং যেখানে যায় তারা গ্রাম সেখানে বিঘ্ন সৃষ্টি করে: সেই জন্য আগামী দিনের কায়েমী স্বার্থ এবং চেয়ার না দখল করতে পারে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেটের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, আমি বলব এটা সম্পূর্ণ দলীয় স্বার্থের জন্য এই টাকাটা এখানে রাখা হয়েছে।

Mr. Speakr :—This is not allowed. You can not describe any motive.

শ্রীলুড়াআং মগ :—এই ছাড়া মিনিষ্টারদের পি, এ, যারা আছেন, ডিপুটি মিনিষ্টারদের পার্সন্যাল এ্যাসিষ্টেন্ট, সেটা রাখা হচ্ছে আমাদের সেই টাকা দিয়ে কিন্তু সেই পার্সন্যাল এ্যাসিস্টেট দিয়ে এমন কাজ করান হচ্ছে সেখানে গিয়ে তারা কংগ্রেস সংগঠন করার কাজ করে থাকে, তাদের কংগ্রেস সংগঠনের কার্যে ইউজ করা হয়। আমি একজন পার্সন্যাল এ্যাসিষ্টেন্টকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি করেন, তিনি বল্লেন আমি যখন মিনিষ্টারের পি, এ, তখন কংগ্রেস মিনিষ্টার যখন আমাকে কংগ্রেস সংগঠনের জন্য পাঠান, আমাকে তার কাজ করতে হবে। তিনি গিয়েছেন সেই সাব্রুম, মনুবাজার, চানতাবনকুল এলাকার মধ্যে গিয়ে

সেখানে কংগ্রেস সংগঠনের কাজ করে এসেছেন। আমি বল্লাম আপনি এটা কি করলেন; আপনি একজন কাউন্সিলের এবং এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের কর্ম্মচারী হিসাবে এবং মিনিস্টারদের যে সব সরকারী কাজ আছে তার জন্য আপনাকে রাখা হয়েছে। যদি দলিয় স্বার্থের জন্য তিনি আপনাকে ব্যবহার করেন তাহলেত সেটা ঠিক হচ্ছেনা। কিন্তু আমাদের ডিপুটি মিনিষ্টার আর, পি, সি তিনি তাকে দিয়ে এইভাবে অহরহ কাজ করিয়ে চলেছেন। কংগ্রেস সংগঠনের জন্য কাজ করবে তার জন্য বরাবর আমাদের টাকা দিতে হবে ? কংগ্রেস সংগঠন করার জন্য পি, এ, রাখার বেতন আমাদের যদি দিতে হয়, তাহলে আমি বলব আমরা একটা দুর্নীতি গ্রস্ত রাষ্ট্রকে পরিচালনা করতে দিয়ে আমাদের টাকার অপবায় করছি। কিন্তু সে দিক দিয়ে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের কোন কিছুই নজরে পড়বেনা। তোমরা যা কিছু অন্যায় কর, তোমাদের কোন শাস্তি হবেনা, এই এ্যাডমিনিস্ট্রেশানে আমাদের যতক্ষন চেয়ার আছে, ততক্ষন পর্যন্ত তোমাদের চাকুরী কেউ খসাতে পারবে না। এই মটিভ নিয়ে যদি কাজ করে থাকেন, তাহলে আমি বলব যে আমাদের এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের যন্ত্রের মধ্যে গলদ রয়েছে এবং সেটা দূর করা প্রয়োজন। দূর করতে না পারলে এই এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের যে চালক তাদের এই দুর্নীতির জন্য দায়ী করতে হবে এবং সেই জন্য আমরা দায়ী করব যারা রুলিং পার্টি, যারা শাসক, যারা এই চেয়ারের মধ্যে বসে আছেন। কারণ তারা আজও অন্যায় ভাবে কাজ করে চলেছেন। সেজন্য আমি অনারেবল স্পীকারের মাধ্যমে এই কথা বলতে চাই যে যেভাবে এখানে টাকা বরাদ্ধ রাখা হয়েছে এটা একটা গরীব দেশের পক্ষে অনুচিত এইভাবে বাজেটে টাকা রাখা। আমি বলতে চাই যে তেলে মাথায় তেল দেওয়ার বাজেট এটা। ঠিক তেমনি শুধু অফিসারদের জীপগাড়ী দিয়ে তাদের সমস্ত সংসারগুলো একদম পরীর স্বর্গরাজ্য করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

Mr. Speaker :—Is it general discusion on the budget ?

শ্রীলুড়াআং মগ ঃ— এটাতো অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপর বলছি। শুধু অফিসারদের বেতন বাবদ গাড়ী বাড়ী সবকিছু। কিন্তু আজকে যারা এখানে আমাদের অফিসগুলি রক্ষা করছে, যারা অফিসগুলি চকচকে করে রাখছে আমাদের চোখের সামনে, যারা পাহারাদার, যারা পিওন, ওদের বেলায় বেতনবাবদ যেভাবে রাখা হচ্ছে আমি বলব এ দিকেও তাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। যেহেতু আমরা চাই দেশের মধ্যে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে যারা গরীব এবং নীচের স্তরের লোক তাদিগকে সমান করে তোলার যে দায়িত্ব সেই প্রগ্রামকে আমরা ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারব না, শুধু যদি আমাদের এইভাবে টাকা ব্যয় হয়, অফিসার, মিনিস্টার, তাদের জন্য বিভিন্ন গাড়ী বাড়ী, এইসবের জন্য যদি ব্যয় হয়ে যায়। সেজন্য আমি স্পীকারের মাধ্যমে অনুরোধ করব সেদিকে যাতে নজর রেখে যাতে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করা হয়।

এই জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার মাধ্যমে আমি আর একটা কথা বলতে চাই যে অনেক জায়গায় চীফ মিনিষ্টার হয়ত আদিবাসী সম্মেলন করতে যান। কিন্তু সেই সম্মেলন করতে গিয়ে তারা

ঐ'খান থেকে জানিয়ে দেয় বি, ডি, ও এবং এস, ডি, ও দের যে আমি অমুক জায়গায় আদিবাসী সম্মেলন করতে যাব, তোমরা অ্যারেঞ্জমেণ্ট কর। তারপর গাড়ীর দৌড়াদৌড়ি লেগে গেল। এরপর সম্মেলনের মধ্যে গিয়ে দেখি সে সেখানে এস, ডি, ও, দের এবং বি, ডি, ও, দের সামনে রেখে কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর একটা বিরাট আক্রমণ চালান। এভাবে অহরহ চলতে থাকে এবং সেই মিটিং করতে গিয়ে এস, ডি, ও, দের টি, এ, এবং ডি, এ, এখান থেকে দিতে হচ্ছে। আমি বলব তা যদি করা হয়ে থাকে তাহলে একটা অন্যায় করা হচ্ছে। সেখানে আমাদের সরকারী কাজের জন্য তাদের নিয়োগ করি সেখানে পলিটিক্সের জন্য তাদের নিয়োগ করা মোটেই ঠিক নয় এবং আইনের দৃষ্টিও এটার বিরোধী। এইভাবে কাঠালিয়া ছড়াতে হয়েছে অনেক। অনেক জায়গায় এইভাবে হচ্ছে। সেটা যাতে না হয় সেজন্য ঠিক ঠিকভাবে কাজ করার জন্য আমি চীফ মিনিস্টারকে অনুরোধ করব।

Mr. Speaker :— I would call on the Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ডিমাণ্ডের উপর যে দুইটা কাটমোশন আনা হয়েছে, একটা Non-functioning inactivity of anticorruption organisation আর একটা হল মিস-মেনেজমেণ্ট ইন দি সাব-ডিভিসন্যাল এষ্টাব্লিশমেণ্টস্। তা বলতে গিয়ে তাবা বলেছেন যে এখানে অ্যান্টিকরাপশনের কোন অর্গেনাইজেশন নাই এবং তারা কোন কাজ করছেন না। তবে আমি মাননীয় সদস্যদিগকে বলতে পারি যে ১৯৬৪ সালে একটা স্কেলিটন আমরা তৈরী করে ১৯৬৫ সালে ডি, এস, পি দিয়ে আমরা সেই কাজ স্কুরু করেছি। এই অল্প দিনের মধ্যেই ১৪৭টি পিটিশান এসেছিল এবং সেই অনুসারেই ৮১টি কেস ইনভেষ্টিগেশন হয়েছে এবং তার মধ্যে ২০টি পিটিশান কারেক্ট এবং পার্টলী ট্রু এবং ডিপার্টমেণ্টাল অ্যাকশান ওয়াজ রিকমেণ্ডেড ইন দোজ কেসেস। অতএব কোন কিছু করা হয় নি বলে যা বলা হচ্ছে সেটা সত্য নয়। তারপর তারা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলী কতগুলো কেস ডিটেক্ট করেছেন এবং তার সংখ্যা ১০, আমার পূর্ব্ববর্তী বক্তা বলেছেন। তবে তাদের কথা হল এই যে সাজা হল না কেন ! ধরার সাথে সাথেই সাজা এইরকম আইন এই ভারতবর্ষে নাই। অন্য জায়গায় সে আইন থাকতে পারে ধরলেই তার শাস্তি। এই ১৯৬৫ থেকে ২৩শে মার্চ্চ ১৯৬৬ মধ্যে আমরা ১৪৭ টি পিটিশান পেয়েছি। অতএব সেই দিক দিয়ে আমরা চিন্তা করতে বলব, ভাবতে বলব। অতএব ধরার সাথে সাথে তার প্রসিডিউর আছে, ইনভেষ্টিগেশন প্রসিডিউর আছে, সেই প্রসিডিউর মানতে হবে এবং মেনে সেই সমস্ত কেস আমাদের গ্রহণ করতে হবে। ধরার সাথেই গলা কাটার ব্যবস্থা আমাদের আইনে নেই। অতএব উনারা যদি সেইরকম কল্পনা করে থাকেন তখন এই আইনের পরিবর্ত্তন সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে সিভিল এণ্ড ক্রিমিন্যাল যে জাষ্টিস আছে তার পরিবর্তন তারা তখন করবেন। অতএব এই আইন বর্ত্তমানে আছে এবং আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে দোষী। এটা এমন কোন দেশ নয় যে, যারা অভিযুক্ত হয় তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ করতে হবে নামে তারা দোষী। এটা আমাদের

দেশে নাই। আমাদের যখন ধৃত হয় তখন আমরা প্রমাণ করি যে সে অন্যায়কারী। অতএব আজকে এখানে যারা বিধানসভায় বড় বড় গলায় এইকথা বলছে তাদিগকে আমি অনুরোধ করব যে তারা যাতে প্রমাণ করেন যে এই আইন অনুযায়ী তারা দোষী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমাণ করতে না পারেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইসমস্ত কথা বলতে আমি সংযত থাকতে বলব কারণ তাতে আইনের অপব্যয় করছি আমরা এবং ভাষারও অপব্যয় করছি। অতএব সেইদিক দিয়ে আমি আহ্বান করব। মাননীয় একজন সদস্য অ্যাপেক্স ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে একটা কথা বলেছেন। তবে আমি আহ্বান করব সেই মাননীয় সদস্যকে, সেটা প্রমাণ করা যে অ্যাপেক্স ব্যাঙ্কে এই এই খারাপ কাজ হচ্ছে। আমি আহ্বান করব সেটা করার জন্য এবং সরকার তদন্ত করতে কার্পণ্য করবে না। অতএব আমি আশা করি মাননীয় সদস্যরা লিখিত ভাবে তাদের দোষ ও ত্রুটি বিচ্যুতি দিন এবং যদি ধরিয়ে দেন সরকার বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবে না তাদের ধরার জন্য এবং ইনভেষ্টিগেশন করার জন্য। অতএব আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব যেন লিখিত ভাবে অভিযোগগুলি দেন। তাহলে খুব ভাল হবে। প্রমাণ করে চোরকে যদি ধরিয়ে দিতে পারেন তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। আর তা না হলে বুঝব যে কেবল বলার জন্যই বলেছেন। কারণ এটাকে প্রমাণ করার জন্য আপনার কোন দায়িত্ব নাই সেটাই আমরা মনে করব।

তারপর এটা বলতে গিয়ে আরও কতগুলি কথা, যেমন মিসম্যানেজমেণ্ট ইন দি সাব-ডিভিশন্যাল এস্টাব্লিশমেণ্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে প্রত্যেকটা সাব-ডিভিশনে, প্রত্যেক জায়গাতে দুর্নীতির একটা রাজত্ব চলছে। আমি এই কথা বলতে সাহস পাই না যে প্রতিটি হায়ার অফিসিয়াল দুর্নীতিগ্রস্থ। তারা বলতে পারেন। কারণ তাদের বলার স্বাধীনতা আছে। অতএব আমি আবার বলব যে দুর্নীতি যদি থাকে তাহলে পিটিশান করে, নাম ধাম দিয়ে যদি এন্টিকরাপশান ডিপার্টমেণ্টে দেন এবং সেটা প্রমাণ করতে পারেন তহালে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব এবং সেই দিক দিয়ে আবেদন করব যে যাতে তারা সেই ভাবে কাজগুলি করেন। তারপর একথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে সদর এস, ডি, ও কাজে খুব ব্যস্ত থাকেন এবং জুডিশ্যাল'এর কাজ মোটেই করতে পারছেন না এবং আমার নাকি উনি প্রিয়পাত্র। আমার প্রিয়পাত্র হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কারণ কর্ম্মচারীদের আমি ভালবাসি। কর্ম্মচারী যারা আছেন তারা সকলেই আমার প্রিয়পাত্র। সেই দিকে প্রিয়পাত্র হওয়া দোষের নয়। আপনারা আমার প্রিয়পাত্র হলে আমি দোষের বলে মনে করবনা। তবে আমি বলব যে তিনি এই প্রিয়পাত্র সম্বন্ধে কতকগুলি কথা বলেছেন যে তিনি কংগ্রেস দলের কাজ করেন। আমি আগেও বলেছি যে দলের কাজ তারা করেন না, তারা তাদের যে কাজ সেটাই তারা করেন। দোষ হয়েছে এই যে তিনি জনসাধারণের সাথে মিশেন এবং তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। কর্ম্মচারী মাত্রই আজকের দিনে এই গুণ থাকা দরকার এবং এই বিশেষ গুণ প্রতিটি কর্ম্মচারীর থাকতে হবে

এবং এস, ডি, ও, যিনি আছেন তার জনসংযোগ রাখাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুণ। আগেকার এস, ডি, ও'দের মত শুধু চেয়ার নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। তিনি গ্রামে যাবেন এবং সেখানে ডেভলাপমেন্টের কাজ বা ট্রাইবেলের কাজ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি কাজ তাকে দেখতে হবে, সেখানে যেতে হয় এবং তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করতে হয় এবং করে তিনি একটা সিদ্ধান্ত নেন এবং সেইভাবে সরকারকে চালান। অতএব সেই কাজ করাকে যদি দলীয় কাজ বলে থাকেন তাহলে আমি সেখানে নাচার। একটি কথা আছে যে জণ্ডীস রোগী যদি হয় তাহলে সবকিছুই হলদে দেখেন। অতএব এখন যদি এই পার্টিগত মনোভাব নিয়ে বলে থাকেন যে যেখানে কংগ্রেস পার্টি সেখানে তিনি থাকেন তাহলে আমি নাচার। আমি জানি জনসাধারণের সরকার, জনসাধারণের কাজ তাদের করতে হবে। সেই কাজে যদি ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে, সেই সমস্ত যদি দেখিয়ে দেন, তাহলে পরে সেটা আমরা দেখবনা কেন? অতএব সেই দিক দিয়ে সহায়তা করার কারণ আছে। তবে এটা একেবারে জণ্ডীস আইজ নিয়ে যেন তারা না দেখেন সেই দিকে তাদের চিন্তা করতে বলব। আরেকটা কথা বলেছেন মাননীয় সদস্য পি, এ, সম্বন্ধে। পি, এ, সেই সাব্রুম গিয়েছে, কাঞ্চনপুর গিয়েছে, কাঠালিয়া গিয়েছে। এখন মিনিষ্টারের সাথে পি, এ, থাকবে সব জায়গায় যাবে, কাজ করবে। সমস্ত নোট করবে তারা সমস্তগুলি যদি নোট করে না নিয়ে আসেন তাহলে তাকে নোট করার ব্যাপারে বলতে পারেন যে এটা ফিনিসড হয়নি, অতএব সেই জায়গাতে মিনিষ্টার না থাকলেও যদি সেইসব নোটের কথা বলে দেন যে এই সমস্ত জায়গাতে আমি এই কাজ করেছি, তুমি যেয়ে সেইসব নোট নিয়ে আস, তাহলে সেটা কিছু অন্যায় হবেনা। কারণ আমি আগেই বলেছি যে জণ্ডীস আইজ অলওয়েজ হলদে ছাড়া কিছুই দেখেন না। কাজেই এই দিক দিয়ে যদি তারা তা মনে করেন আমি সেই দিক দিয়ে নাচাব হব। সেটা বলতে গিয়ে নানা কথা বলেছেন, সেই দিক থেকে আমি কোন কিছু বলতে চাইনা। তবে এই জায়গাতে বলা হয়েছে যে এস, ডি, ও, নাকি তার বাকী কাজ সমস্ত কিছু তার সাব ডিপুটি কালেক্টার যারা আছেন তাদের কাছে দিয়ে দেন। এই দিক থেকে আমি বলব যে তাদের দিতে হয়, কারণ পাওয়ার ডেলিগেট করা আছে, এবং সেই অনুসারে তাদের ক্ষমতা আছে। সাব ডিপুটি কালেক্টার কি কি কাজ করবে, সেই অনুসারে তাদের কাজ দিয়ে দেওয়া হয়। সেটা অন্যায় কিছু নয়। আইনের ভিতর দিয়েই তা করেছেন। অতএব সেই দিক দিয়ে যে কথা বলা হয়েছে, আমি তার প্রতিবাদ করছি।

রিলিফ ষ্টাফ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে রিলিফে ১৯৫৫ সালে যে সমস্ত কর্মচারী এপয়েন্টেড হয়েছে আজ পর্যন্ত তাদের কোন লিফট হয়নি এবং তাদের কোন কাজকর্ম

দেওয়া হচ্ছে না। এটা সত্য নয়। কারণ তারা তাদের কাজকর্ম করে যাচ্ছেন। রিলিফে যখন ছিলেন তখন তাদের একটা ফিক্‌সড পে ছিল। মাননীয় সদস্যরা সেটা জানেন। তারা সার্কল অফিসার হতে পারেনা কারণ সার্কল অফিসার হতে গেলে যে যে গুণ থাকা দরকার এবং যে সমস্ত রিক্রুটমেণ্ট রুলস এ আছে, সেই রিক্রুটমেণ্ট রুলস অনুসারে তারা যদি সেখানে যান তাহলে প্রমোশানের দিক দিয়ে তারা সেই জায়গাতে যেতে পারেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সার্কল অফিসারের রিক্রুটমেনট রুলস আমরা পরিবর্তন করতে না পারব। অতএব আমরা চেষ্টা করছি তাদিগকে কি করে এডজাস্ট করা চলে পূর্ব্বে মোর ত্যান ৫০০০ হাজার ষ্টাফ ছিল, এখন মোটে দুই শত ষ্টাফ আছে। কারণ ক্রমে ক্রমে আমরা তাদের অ্যাবজর্ভ করছি। অতএব এই দিক দিয়ে আমি তাদের দৃষ্টি দিতে বলব যে রিক্রুটমেন্ট রুলস আছে সার্কল অফিসারের, তার আমরা কোন পরিবর্ত্তন করতে পারি কিনা সেই চিন্তাও আমরা করছি। যাতে তাদেরকে সার্কল অফিসার করে নিতে পারি। তবে সেই দিক দিয়ে কিছু অসুবিধা আছে, সার্কল অফিসারের যে বেতন আছে বর্তমানে, তারা যে পে ড্র করেছেন তার সাথে সামঞ্জস্য করা চলেনা। কাজেই তাদের ওয়েট করতে হবে। অতএব সেই জায়গাতে আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং সেই দিকে চিন্তা করে আমরা কাজ সুরু করেছি। তারপর বলা হয়েছে টপ হেভি এ্যাডমিনিস্ট্রেশান সম্বন্ধে, আমি সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যকে বলব, সেটা বলতে গিয়ে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন, উনার বাচনিক দিয়েই বলব যে একটা এ্যাডমিনিস্ট্রেশান চালাতে গেলে সেখানে মিনিষ্টার থাকবে, এ্যাসেম্বলী আছে, মিনিষ্টার আছে এবং তার সাথে সাথে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার থাকবে। হয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর থাকবে নতুবা গভর্ণর থাকবে, নতুবা প্রেসিডেণ্ট থাকবে, একটা পদ থাকতে হবে। এমন কোন দেশ নাই যে জায়গাতে এ্যাসেম্বলী বা পার্লামেণ্ট নাই। এমন কোন গণতান্ত্রিক দেশ নাই যেখানে কেবিনেট অব মিনিষ্টার বা ডিপুটি মিনিষ্টার নাই বা প্রেসিডেণ্ট নাই, অথবা গভর্ণর নাই, এই রকম কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমরা দেখি নাই। তবে মাননীয় সদস্যদের কোন দেশে যদি এইরকম গণতন্ত্র থাকে, থাকতে পারে। অতএব সেই অনুসারে তাদের বেতন ধার্য্য করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে তাদের বেতন দেওয়া হচ্ছে। অতএব আমাদের যে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেটআপ, সেটাতে যেমন পার্লামেণ্ট থাকবে, এ্যাসেম্বলীও থাকবে, মিনিষ্টার থাকবে এবং তার সাথে সাথে সিভিল সেক্রেটারীয়েট থাকবে, রেসিডেনশ্যাল অফিস এবং সেক্রেটারীয়েট থাকবে। প্রতিটি দেশে, প্রতিটি গভর্ণমেণ্ট এই হায়ার স্টেটাস থেকে এইভাবে আস্তে আস্তে একটা পিরামিডের মত হয়ে আসছে। অতএব সেই জায়গাতে এখানে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে এটা টপ হেভি। যেখানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু আছে, সেই সমস্ত দেশের সেই ব্যবস্থাকে আমরা সর্ববাদিসম্মতক্রমে গ্রহণ করেছি। অগণতান্ত্রিক যে দেশগুলি আছে সেগুলিতেও হয়ত সেই প্রাইম মিনিষ্টার আছে, তারপর সেই পার্লামেণ্ট আছে, হয়ত বা সেখানে ডিক্টেটার থাকেন, তাদের প্রেসিডিয়াম থাকে, পার্লামেণ্ট থাকে সে জায়গায় লোক যায়। অতএব তারা

এমনভাবে দেখাচ্ছেন যে এই সমস্ত জায়গায় তারা কল্পনা করে রেখেছেন যে তারা মোটর টোটর কোন কিছু ব্যবহার করে না, তাদের অ্যালাউন্স টেলাউন্স নাই, বেতন টেতন নাই, কোন কিছু নাই। এইরকমের একটা কল্পনা সৌধ যদি তারা মনে করে থাকেন সেটা কোন জায়গাতে আছে সেটা আমরা যদি জানতাম তাহলে খুব ভাল হত। নিহিলিস্টিক পলিসির কল্পনা, স্টেটলেস সোসাইটির পরিকল্পনা করতে আমরা পারিনা। সেটা অন্য দেশের হতে পারে। কিন্তু আইদার ইন ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজম অর ইন ডিক্টেটরশিপ হায়ারেভার ইট ইজ ফাউণ্ড, দেয়ার ইজ অরগ্যানিজেশন। সেখানকার ডিক্টেটর যারা থাকে তারা মোটর ব্যবহার করেন এবং এরোপ্লেনও ব্যবহার করেন এবং সেই সমস্ত মোটর দেখলে পরে হয়ত আমার মাননীয় বন্ধুরা মুর্ছিত হতে পারেন। অতএব সেই দিক দিয়ে আমি চিন্তা করতে বলব। অতএব আমরা আমাদের যোগ্যতা অনুসারেই মোটরগাড়ী ব্যবহার করছি। সেই দিক দিয়ে কল্পনা করে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেটআপ করা হয়েছে। তবে তারা যে নিহিলিস্টিক পলিসি বা স্টেটলেস সোসাইটির কথা চিন্তা করছেন সেটা হয়ত তাদের চিন্তায় আসবে, তবে আমার চিন্তায় সেই রকম স্টেটলেস সোসাইটি আসবে না। আমার চিন্তায় তা নাই। অতএব সেই চিন্তা এখন করে লাভ নাই। অতএব আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেট আপ আছে তা অনুসরণ করেই আমরা তা চালু করেছি।

তারপর এখানে পে অব মিনিষ্টার এবং ডেপুটি মিনিস্টার সম্বন্ধে বলা হয়েছে ৪০ হাজার টাকা আমাদের এখানে আছে। আর আমি দেখাব সাবডিভিশন্যাল এস্টাব্লিশমেন্টে আছে পে অব অফিসারস্ ২,৭৯,১০০ টাকা। অতএব এটা টপ হেভী নয়। টপটা খুবই পাতলা। ত্রিপুরা রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সেই টপটাকে খুব পাতলা করেছি। অতএব যেটা উনি দেখাচ্ছেন বাজেটে চক্ষু দিয়ে যদি দেখেন, অনুধাবন করেন তাহলেই দেখতে পাবেন যে পে অব এস্টাব্লিশমেন্ট ফর সাব ডিভিশন আমরা রেখেছি ৯ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। আর পে অব এস্টাব্লিশমেন্ট ৫৬ হাজার। অতএব মাননীয় সদস্যদিগকে বলব যখনি উপমা দেন তখনি বাজেটের দিকে দৃষ্টি রেখে যেন দেন তা হলে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করে যেতে পারব। তারপর বলা হয়েছে সেক্রেটারী টু অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জন্য রাখা হয়েছে, ৭ হাজার, টেম্পোরারী অফিসারের জন্য ২১,০০০/টাকা। কারণ আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছে, যদি গভর্ণর সেট আপ হত, অথবা প্রেসিডেন্ট সেট আপ হত, অথবা কমিশনার্স সেট আপ হত তখনও সেই জায়গাতে থাকত। তার যে সেট আপ ইট ইজ অলসো নট টপ হেভী।

(এ ভয়েস :— ইট ইজ এন আন নেসেসারী পোস্ট)

ইট ইজ নট এন আন-নেসেসারী পোস্ট। কারণ আমরা জানি যে একটা অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান থাকলে পরে একজন এডমিনিষ্ট্রেটর অথবা গভর্ণর অথবা প্রেসিডেন্ট থাকে। অতএব সেই

জায়গাতে তার ষ্টাফ থাকে। অতএব যারা কল্পনা করে যে এ্যাসেম্বলী থাকবে, মিনিষ্টারস্ কেবিনেট থাকবে, তার উপর আর কিছু থাকবে না, কোন জায়গাতেই গণতন্ত্রে এইরকম কোন সেট আপ নাই। আমি আগেই বলেছি গণতান্ত্রিক দেশের যে বাজেট সেই বাজেট নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। সেই জায়গাতে স্টেটলেস সোসাইটির পরিকল্পনা নিয়ে বাজেটের আলোচনা যদি করেন তাহলে পরে তারা তা করতে পারেন। তাতে আমার বলার কিছু নেই।

তারপর বলা হয়েছে ট্রেভেলিং অ্যালাউনস্, কমপেনসেটারী অ্যালাউন্স এবং ডিয়ারনেস্ এলাউন্স সম্বন্ধে এখানে ৬৩ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। এটা করা হল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের জন্য। তারপর এখানে বলা হয়েছে ডিসক্রিশনারী গ্র্যান্ট সম্বন্ধে। ডিসক্রিশনারীগ্র্যান্ট আমরা ৫ হাজার টাকা রেখেছি। সেটা মাননীয় সদস্যরা ভালভাবেই জানেন যে যারা দুর্গত অবস্থায় পড়ে তাদের সাহায্যের জন্য, আকস্মিক বিপদে পড়লে পরে তাদের সাহায্যের জন্য এই অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আর বলা হয়েছে যে ৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে কংগ্রেসের ইলেকশানের জন্য। আর একজন বলেছেন যে এই ৫ হাজার টাকা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণকে কিনে ফেলবে সেজন্য রাখা হয়েছে।

Mr. Speaker :—I did not allow discussion on that point. So you need not reply to this.

Shri S. L. Sinagh :—অতএব সেই দিক দিয়ে আমি বলব ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, অ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ট্রেজারী অফিসার তাদের জন্য ৭৩ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। তাদের অন্যান্য যে স্টাফ আছে তাদের জন্য তিন লক্ষ তেইশ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। অতএব আমি দেখাচ্ছি ইট ইজ নট টপ হেভী অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ইট ইজ ফর্ স্ট্রেনদেনিং অব অরগ্যানিজেশন। তারপর বলা হয়েছে পে অব অফিসার। সাব ডিভিশন্যাল অফিসার, ট্রেজারী অফিসার, ব্লক অফিসার, সার্কেল অফিসার এবং টেমপোয়ারী অফিসার তাদের জন্য রাখা হয়েছে দুই লক্ষ ৭৯ হাজার সাত শো' টাকা।

Mr. Speaker :— These posts do not come to the top.

Shri S. L. Singh :— So I am speaking that these are the fundamental posts of the lower level where our pyramid stands.

Mr. Speaker :— I think I should have told here that the expenditure to be incurred on account of the Administrator and his staff cannot be discussed in the House because these are charged accounts.

Shri S. L. Singh :— Clerks, Podders and others তাদের জন্য ৯ লক্ষ ৪ হাজার ৯ শত টাকা আছে। অতএব এটা টপ হেভী অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন নয়। অতএব যারা বক্তব্য রেখেছেন তাদের কাটমোশনের বিরোধীতা করে এই বাজেটের সমর্থনে আমি এই হাউসের কাছে আবেদন করছি যেন হাউস এটা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন।

Mr. Speaker :— The discussion is closed. I would now put the motions to vote. First I would put to vote the cut motions and then I would put to vote the main motion.

First I would put to vote the cut motion of Shri Aghore Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Non-functioning inactivity of anti-corruption organisation.

As many as are of that opinion will please say 'AYES

(Voieces :- 'AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(Voices :- 'NOES')

'NOES' have it, 'NOES' have it. So the motion is lost.

I would now put to vote the cut motion by Shri Atiqul Islam. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement in the Sub-divisional establishments.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voices :- 'AYES')

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(Voices :- 'NOES')

'NOES' have it, 'NOES' have it. So the motion is lost.

I would now put to vote the main motion. The question is that a sum not exceeding Rs. 37, 37, 000/-, exclusive of charged expenditure of Rs, 1,00,000- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No 9—General Administration.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voices :- 'AYES')

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No Voice)

'AYES' have it. 'AYES' have it. So the motion is carried.

I pass on to the next item. I would call on Hon'ble Sachindralal Singh, Chief Minister to move his Demand for Grant No—8

and Demand for Grant No.—10 together.

Shri S. L. Singh :— (Chief Minister) Hon'ble Speaker Sir, Demand for Grant No, 8.

Hon'ble Speaker Sir, On the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5, 55, 000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 25, 000/- [inclusive of the sums specified in Column—3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 8— Parliament, State/Union Territory Legislature.

Demand for Grant No. 10.

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4, 63, 000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 10—Administration of Justice.

এই দুইটি ডিমাণ্ড আমি হাউসের সামনে রাখছি, আশা করি হাউস এই দুইটি ডিমাণ্ড সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speakr :—Against Demand for Grant No. 8, there are three Cut Motions, two by Shri Atiqul Islam and one by Shri Sunil Kr. Choudhury and against Demand for Grant No. 10 there are four Cut Motions, one by Shri Sunil Kr. Choudhury, two by Shri Birchandra Deb Barma and one by Shri Sudhanwa Deb Barma.

I would first call on Shri Atiqul Islam to start discussion on his Cut Motions. He may dwell on both the Motions together.

Shri Atiqul Islam :—Hon'ble Speaker Sir, এই দুইটি কাট মোশানের মধ্যে আমার মনে হয় না যে নীতিগত ভাবে কেউ অস্বীকার করবেন যে মেম্বারদের হোস্টেল হওয়া এখানে প্রয়োজন এবং লেজিসলেটিভ একটা গ্রুপ করা প্রয়োজন। যারা বিভিন্ন স্টেটে গিয়ে টুর দিয়ে দেখবে যে সেখানকার এ্যাসেম্বলীর ফাংশান বা অন্যান্য কাজকর্ম কি ভাবে চলছে এবং সেই সম্পর্কে যাতে একটা এক্সপিরিয়েন্স তারা গেদার করতে পারেন।

আমাদের বর্ত্তমান বিধানসভার টার্ম প্রায় শেষ হয়ে আসছে। এর পরের বার যে আসবেন, কে আসবেন না, তার কোন গ্যারেন্টি নেই। অনেকে আসবেন, অনেকে আসবেন

না। কাজেই এর মধ্যে আমরা যারা আছি; আমরা কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাই। মেম্বার যারা মফঃস্বল থেকে আসেন, তারা এখানে এসে থাকার কোন ভাল জায়গা পাননা, না পাওয়ার ফলে তাদের হোটেলে বা অন্য কোথাও থাকতে হয়। কাজেই আমাদের একটা হোস্টেল থাকা প্রয়োজন। এটা সর্ব্বত্রই আছে. ওরিশ্যায় আছে, বেঙ্গলেও বোধ হয় আছে, আসামে আছে, বিভিন্ন জায়গাতে এটা আছে। কাজেই একটা হোস্টেল যে করা প্রয়োজন, সেই সম্পর্কে কোন বিতর্ক নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং আমাদের অনারাাবল স্পীকারের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে, এটা হওয়া যে প্রয়োজন এই নিয়ে কোন বিতর্ক কোন কর্নারের মধ্যেই নেই। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এটা হচ্ছেনা। কেন হচ্ছেনা, কি জায়গার অভাবের জন্য হচ্ছেনা, না অর্থের অভাবের জন্য হচ্ছেনা, তা আমরা সঠিক ভাবে জানি না। কাজেই এই ঘটনাটা আমরা জানতে চাই, আমরা আশা করব মুখ্যমন্ত্রী তার ঠিক জবাব দেবেন, তৈরী, বানানো কথা না বলে। কারণ একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে যারা বেশী মিথ্যা কথা বলে, তাদের দাঁত অকালে পড়ে যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ— 'মিথ্যা' is unparliamentary.

আতিকুল ইসলাম ঃ— আমিত কাউকে মিথ্যুক বলিনি স্যার, আমি একটা প্রবাদ বাক্য আছে বলেছি। তাহলে কি মিথ্যা কথা পাপ, একথা আমি বলতে পারব না?

Mr. Speaker :— It is a ruling from the Chair. It may be right, it may be wrong, it may be any thing, it can not be challenged. Yes go on.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— কাজেই আমি আশা করব যে একটা সঠিক জবাব মুখ্যমন্ত্রী দেবেন।

আরেকটি হচ্ছে লেজিসলেটিভ বডি একটা আমাদের করা দরকার যারা বিভিন্ন ষ্টেটে গিয়ে দেখবেন সেখানকার লেজিসলেটিভ ফাংশান কিভাবে হচ্ছে বা সেখানকার কাজকর্ম্ম কিভাবে চলছে। প্রত্যেকটি ষ্টেটে এই রকম লেজিসলেটিভ বডি আছে, কিন্তু আমাদের এখানে এই বডি আজ পর্য্যন্ত করা হয়নি। কাজেই আমার মনে হয় আমাদের এ্যাসেম্বলী যেহেতু নূতন, আমরা বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারিনি, আমাদের মন্ত্রীরাও এখনও শিশু, তারাও এখনও অনেক কিছুতে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন নি, কেবল মানুষকে ঠকাতে শিখেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—শিশু অব ৬০ ইয়ারস।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—কাজেই সেইসব অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য আমাদের একটা লেজিসলেটিভ বডি গঠন করা দরকার যারা বিভিন্ন ষ্টেটে গিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। কাজেই এই সম্পর্কে যখন নীতিগত কোন বিতর্ক নেই, এই সম্পর্কে কোন রকম উত্তাপ সৃষ্টি করার প্রয়োজন নেই। কাজেই শুধু আমরা জানতে চাচ্ছি এই বিষয়ে কি করা হয়েছে বা কেনইবা করা যাচ্ছে না?

Mr. Speaker :—I would call on Shri Sunil Kr. Choudhury.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি যে দুইটি কথা বলব, তার একটি হচ্ছে যে আমাদের বিধানসভা পরিচালিত করতে গেলে কতকগুলি স্টাফের অনেকগুলি প্রয়োজন এটা ঠিক। বাজেট দেখতে পাই পোস্ট লেখা আছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই? কার্যক্ষেত্রে দেখতে পাই যে সেইসব স্টাফ আজও নেওয়া হয়নি। যেমন চীফ রিপোর্টার, লাইব্রেরীয়ান, এডিটার, আজ পর্যন্ত পোস্ট করা হয়নি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এই, যে বিধানসভাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচলনা করতে গেলে আমাদের এই পোস্টগুলি একান্ত দরকার, এটা সরকারও স্বীকার করছেন, অস্বীকার করেন নি। কিন্তু কথা হচ্ছে সেইসব পোস্টগুলি কেন এখনও ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে সেই সম্পর্কে আমরা কিছু জানিনা। কাজেই সেই সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট জবাব চাই। আরেকটা হচ্ছে আমাদের এখানে অন্ততঃ আমি দেখতে পাইনা যে আমাদের এখানে যে মার্শাল আছেন যিনি, তিনি কোথা থেকে বেতন পান, সেই সম্পর্কে এখানে এই বাজেটে খুঁজে পাওয়া যায়না। কিন্তু আমাদের মার্শাল আছেন এখানে, উনি নিশ্চয়ই একটা পে পান কিন্তু এটা কোথা থেকে দেওয়া হচ্ছে সেই সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট এ্যামাউন্ট এই বাজেটে দেখতে পাচ্ছিনা। তারপর আরেকটা কথা হচ্ছে এখানে স্পীকার গার্ডস যারা আছেন, আমি বলছি স্পীকার গার্ডস অন্যান্য প্রাভিন্সেও আছে এবং তাদের বেতন সর্বক্ষেত্রে আমরা শুনতে পাই যে পশ্চিম বঙ্গের পেস্কেল যেটা আছে, সবটাই আমরা এখানে এডপ্ট করেছি কিন্তু স্পীকার গার্ডসদের বেলায় আমরা সেটা দেখতে পাইনা। কারণ স্পীকার গার্ডস যারা আছেন তারা ফোর্থ ক্লাস এমপ্লয়ীর অর্থাত পিওনের বেতন পাচ্ছে, অথচ ওয়েস্ট বেঙ্গলে ১১০ টাকার উপরে তাদের বেতন। অথচ আশ্চর্যের কথা, আমাদের যখন নাকি বলা হচ্ছে যে আমরা পশ্চিম বঙ্গের পে স্কেল এখানে এডপ্ট করেছি কিন্তু আমরা দেখি সেটা এডপ্ট করা হয়নি। কারণ স্পীকার গার্ডস যারা নাকি আছে তাদের বেতন এখানে একদম ফোর্থ ক্লাস ষ্টাফের মত। এখানে টোট্যাল ৬৫ টাকা আর ওয়েষ্ট বেঙ্গলে হচ্ছে ১১০ টাকার উপরে।

Mr. Speaker :—The subject given notice of by the Hon'ble Member is 'Non-appointment of Chief Reporter, Librarian etc.' You are dwelling more on emoluments of the Speaker's Guard etc.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যারা নাকি স্পীকার গার্ডের কাজ করেছেন তাদের বেতন দেওয়া হচ্ছে পিওনের, এটা ঠিকই চলতে পারেনা। এখন কথা হচ্ছে আমাদের এ্যাসেম্বলীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে গেলে পরে আমাদের এখানে স্পীকার গার্ড রাখতে হবে। এপয়েন্টমেন্ট আলাদা ভাবে দিতে হবে বা যারা কাজ করছেন তাদের সেই গ্রেড'এ নেওয়া হবে। কিন্তু সেটা নেওয়া হচ্ছেনা। তারপর কথা হচ্ছে যারা নাকি স্পীকার গার্ড আছে তারা নো ওয়ার্ক নো পে, এই হচ্ছে তাদের পজিশান। কাজ করলে বেতন পাবে, কাজ না করলে বেতন পাবেনা। ফলে আমরা কি দেখতে পাই, দেখতে পাই যে তাদের থেকে বেশী সময় তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কারণ আমরা

দেখতে পাই, আমরা যখনই আসি, তখনই স্পীকার গার্ড থাকে, এবং আমরা এ্যাসেম্বলী শেষ করে চলে যাওয়ার পরে তারা এখানে থাকে, তাদের ডিউটি কয় ঘণ্টা সেটা আমরা বুঝতে পারিনা। কাজেই স্পীকার গার্ড যাদের নাকি নেওয়া হয়েছে তাদের স্পীকার গার্ডের বেতন দেওয়া হবে এটাই আমি বলছি। আর আমাদের এখানে যে এ্যাসেম্বলী পরিচালনা করবার জন্য মার্শাল আছেন, উনার বেতনটা কোন হেড থেকে দেওয়া হচ্ছে এবং কিভাবে দেওয়া হচ্ছে সেটা সম্পর্কে আমি সুনির্দিষ্ট একটা জবাব চাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটা কাট মোশান আছে আমার ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১০, সেটা হচ্ছে যে হোল টাইম জুডিশ্যাল কমিশনার ত্রিপুরা রাজ্যে রাখার জন্য। এটা সম্পর্কে খুব বেশী কথা বলার প্রয়োজন নেই এই কারণে—

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M.

(After recass)

Mr. Speaker :— The discussion on cut motion is to continue. I would call on Shri Sunil Kr. Chowdhury to give his speech.

Shri Sunil Kr. Chowdhury (M, L, A) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তখন বলছিলাম যে whole time Judicial Commissioner কেন এখানে রাখা হচ্ছে না। আমরা সব সময় সরকারী তরফ থেকে শুনতে পাই যে ওনারা বিচারাসনকে সব সময় শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়ে থাকেন। বিচার বিভাগকেও উপযুক্ত এবং শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেন। কিন্তু কথা হচ্ছে এই, যখন আমরা দেখতে পাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে whole time Chief Commissioner থাকতে পারে অথচ whole time Judicial Commissioner থাকতে পারে না। আমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাই। কারণ এখানে আমি বলবো যে Chief Commissioner না রেখেও আমরা এখানে কাজ চালিয়ে যেতে পারি। Neighoubering State এর যেমন Assam এর Governor এখানে এসে Part time এ Chief Commissioner এর বা Administration এর কাজ করতে পারেন কিন্তু বিচার বিভাগকে যেখানে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া হয়েছে এবং শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে সেখানে কি করে আর একটা Union Territoryর সঙ্গে share করে Judicial Commissioner রাখা হয় সেটা আমি ন্যায় সঙ্গত বলে মনে করতে পারি না। কারণ যেখানে জনসাধারণের উপর অত্যাচার হচ্ছে, সে অত্যাচারের একটা সুষ্ঠু বিচার পাওয়ার ব্যবস্থা না করে, সে ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে রাখবার জন্যই এখানে দুইটা Union Territoryতে share করে Judicial Commissioner রাখা হয়েছে। Judicial Commissioner না থাকার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে আমরা কি দেখতে পাই ? দেখতে পাই যে বিভিন্ন সময়ে— একটা সামান্য কথায়ই বলছি, সেটা হচ্ছে কেউ যদি হাজতে থাকে, in the meantime সে যদি জামিনের petition করে এবং সে petition যদি Lower Court এ নাকচ হয়ে যায় তাহলে তার যে পরবর্ত্তী ধাপ অপীল, সে আপীল করবার সুযোগ থাকে না। কারণ যেহেতু তখন Judicial Commissioner মহোদয় এখানে থাকেন না। কাজেই তাকে অপেক্ষা করতে হয়। ফলে পরবর্ত্তী সময়ে দেখা গেল যে Judicial Commissoner Court থেকে

জামিন পাওয়া গেল। অথচ unnecessary, যেহেতু নাকি Judicial Commissioner এখানে নেই, সেই হেতু unnecessary তাকে ১৫/২০ দিন হাজতই ভোগ করতে হলো। মামলা মোকদ্দমার কথা যদি বলেন তাহলে আমি বলছি যে মামলা মোকদ্দমা ক্রমান্বয়ে দেরী হলে যে তার defects সে defects দেখা দেয়। যেহেতু নাকি এখানে Judicial Commissioner মহোদয় থাকেন না, তার ফলে মামলা মোকদ্দমা অনেক সময়েই দেরী হয় এবং ঠিক সময়মত ruling পাওয়া যায় না। কাজেই আমি বলছি যে Judicial Commissioner আমাদের এখানে স্থায়ীভাবে রাখা দরকার সরকারী মহল বলছেন যে বিচারাসনকে আমরা উচ্চ শিখরে রেখেছি কিন্তু এ কথা মুখে বললেই হবে না। সেই দৃষ্টি ভঙ্গি দেখাতে হবে। সেই দৃষ্টিভঙ্গি এখানে নেই। এখানে যে দৃষ্টিভঙ্গি আছে সেটা হচ্ছে একদম বিপরীত। কারণ Chief Commissionerকে আমরা whole time রাখতে পারি, কিন্তু Judicial Commissionerকে whole time রাখতে পারিনা। এটা একটা আশ্চর্য্য। অথচ সব সময় বলা হচ্ছে যে বিচারবিভাগ, এটা একেবারে শ্রেষ্ঠ। কাজেই এখানে আইনের চক্ষে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে Judicial Commissioner এখানে না থাকার ফলে সমান সুযোগের কথা যেটা বলছেন সেটা পাচ্ছে না। তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আবার ফিরে যাচ্ছি সেই Demand No. 8 এ। কথা হচ্ছে যে আমাদের এখানে বিভিন্ন কমিটি আছে, অথচ কমিটি অফিসার নেই। কমিটি গুলোকে যে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে হবে তার কোন দায়ীত্ব এই সরকার নিচ্ছেন না। কারণ কমিটি অফিসার থাকলে কমিটি গুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে। কাজেই এখন আমার মনে হচ্ছে যে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করবার যে ব্যবস্থা তার ভিতরে কিছুটা অন্তরায় দেখা দিয়েছে কমিটি অফিসার না থাকাতে। তারপর আর একটা কথা হচ্ছে আমাদের যে Proceedings গুলো ছাপানো হয়, তাতে অধিকাংশ সময়েই দেখতে পাই, Editor না থাকার ফলে আমাদের বক্তৃতায় সব সময় সামঞ্জস্য থাকছে না। তার কারণ হচ্ছে যে, ভাষার দিক থেকে আমরা এমন পণ্ডিত নই যে যা বলবো পুস্তকাকারে যা প্রকাশিত হয় হুবহু তা বলবো। কাজেই তার ফলে কি দেখা যায়? নানারকম বিভ্রান্তি দেখা যায়। হয়তো আমরা প্রশ্নবোধক বলে সরকারের কাছে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলাম, হয়তো Proceedings এ দেখা গেল যে সেই প্রশ্নবোধক চিহ্ন তো নেই-ই, কোথায় দাড়ি থাকবে কোথায় কমা থাকবে তারও ঠিক নেই Editor না থাকার ফলে এই যে ত্রুটি বিচ্যুতি সেগুলি দেখা দেয় এবং এটা যে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়। এটা বিভিন্ন Province এও দেখা যাচ্ছে। কাজেই আমার মনে হয় Editor এখনই দরকার। Reporter আমাদের নেই। Chief Reporter এর কথা তো বাদই দিলাম। Reporter থাকলে তবে তো Chief Reporter, Reporterই নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর আমি বলছি এই যে আমাদের বিধানসভার কাজ যারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছেন এবং পরিচালনায় সহায়তা করছেন সেই Class IV Employeeদের কথা বলবো, তারা সুদীর্ঘদিন,

আজকে প্রায় ৬ বৎসর Contingency Labourএ কাজ করছেন। অথচ তাদের যে regularise করে নেওয়া সেদিকে সরকারের কোন দৃষ্টিভঙ্গি নেই। এখন কথা হচ্ছে যে T, T, C, থেকে অনেক কর্মচারী আছেন যারা নাকি class IV Employee, তাদেরে আজও regularise করা হয়নি। এটা বাস্তব ঘটনা। এটা আপনারা অস্বীকার করতে পারেন। কারণ অস্বীকার করা আপনাদের স্বভাব। সব সময়ই অস্বীকার করা স্বভাব। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হচ্ছে দীর্ঘ ৬ বৎসর চাকুরী করার পরও আজকে তাদের regularise করা হয়নি। এবং regularise না করার ফলে আজকে কি হচ্ছে? সকাল বেলা তারা ঠিক সময়ে অফিসে আসছে এবং Assembly থেকে যেতে তাদের রাত্রি ৮টা বেজে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে over time, এই যে over time খাটানো হচ্ছে তারজন্য কোন পয়সা দেওয়া হচ্ছে না, যেহেতু তারা Contingent Labour; এবং আমরা যে সমস্ত চিঠিপত্র পাই অধিকাংশ তারাই দিয়ে থাকে। কাজেই বিধানসভার যে সুষ্ঠ পরিচালনা সেই পরিচালনায় তারা অংশ গ্রহণ করছে। অথচ তাদের regularise করার কোন দৃষ্টি সরকারের নেই। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Birchandra. Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barma,' (M. L. A) :— মাননীয় Speaker Sir, এখানে Administration of Justice Demand No 10 এ আমি দুটো cut motion এনেছি। একটা হচ্ছে Revision of pay scale of the Judge Court এবং আর একটা হচ্ছে Anamolies in the pay scale of the Employees in Civil session Courts. মাননীয় Speaker Sir, আমাদের যে revision of pay scale 1963 তে দেওয়া হয়েছে w. e f 1961 তাতে সেরেস্তাদার, মুন্সেফ Court এই pay scale পাচ্ছে না। তার কারণ সেরেস্তাদার, মুন্সেফ কোর্ট এর জায়গায় সেখানে লেখা আছে সেরেস্তাদার সাব জাজেস কোর্ট। অর্থাৎ এটা একটা clerical mistake. It can be rectified in any time. তার জন্য এক বছরের দরকার পরে না। কিন্তু তা হচ্ছে না। Bench clerk. District Judges Court এ যে ভদ্রলোক আছেন তিনি revison of pay scale পাচ্ছেন না। তার জায়গায় লেখা আছে bench clerk মুন্সেফ কোর্ট। Session clerk, District & Session Judges Court, তিনি revision of pay scale পাচ্ছেন না। সেখানে লেখা আছে Session clerk, Addl District Judges Court. These all are clerical mistake It can be rectified very easily and immediately কিন্তু আমরা সেগুলি করছি না। না করে দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হয়ে যাচ্ছে। 1963 গেল, '64 গেল, '65 গেল '66 ও যাচ্ছে। এই ভদ্রলোকেরা আজ পর্যন্ত revision of pay scale পাচ্ছে না। এই যে তাদের ব্যাপার যারা clerical mistake এর জন্য Pay scale পাচ্ছেন না। তার পর আছে Stenographer, Sub Judges Court, Addl. Sub-Judges Court, Addl District Judges Court, তারা West Bengal এর revision of pay scale পাচ্ছেন না। এটা clerical mistake নয়। এটা হচ্ছে omission Stenogra-

pher, District Judge যিনি তিনি West Bengal এর pay scale পাচ্ছেন। Addl. bench clerk, District Judges Court, এখানে হয়েছে কি, তার যে Existing pay scale ছিল 70 to some thing সেখানে existing pay scaleটা ভুল দেখানো হয়েছে। তারজন্য তিনি revision of pay scale যেটা 150 to 250 সেটা পাচ্ছেন না। Existing যেটা pay scale পেত এর মধ্যে there is some clerical mistake. সেই mistake থাকার দরুণ তার যে revised pay scale, 150 to 250 যেটা 1963তে দেওয়া হয়েছে w. e, f, 1961 সেটা তিনি পাচ্ছেন না। Bench clerk, Addl. District Judges, Court, তার বেলায়ও ঐরকম একটা clerical mistake এর জন্য সেটা সে পাচ্ছেন না। তারপর আর একটা ব্যাপার হচ্ছে Accountant District Judges Court, তার revision of Pay scale হয়নি। তিনি পাচ্ছেন 150 to 250. অথচ Asstt Accountant যারা তাদের revision of pay scale হয়ে গেছে। তারা 200 থেকে 300 পাচ্ছে। এখন যিনি মূল Accountant তিনি পাচ্ছেন কম আর Asstt. Accountant পাচ্ছেন বেশী। এ রকম Anomaly arise করেছে। আমরা যে রাজত্বে বাস করছি তাতে এ রকমই হয়। যারা উচ্চ পদে কাজ করছেন তারা পাবেন কম তারা যারা নিম্নপদে আছেন তারা পাবেন বেশী। তারপর আর একটি case আছে ক্ষিতীশ দাস বলে এক ভদ্রলোক, তিনি বর্তমান Head clerk, District Judges court এ আছেন। 1950তে একটা revision of pay scale হয়। তাতে তিনি revised pay scale পান। তারপর তখন যতীন বানার্জ্জী বলে একজন ভদ্রলোক, bench clerk, District Judges court এ ছিলেন। তিনি pension পাওয়ার পর claim করলেন যে এই revision of pay scale এর to some extant কয়েক মাসের বেতন আমি পাব। তারফলে 1954 এ বলা হলো যে Junior যে revision of pay scale পেয়েছে তাকে revert করে দিয়ে ঐ benefitটা যতীন বানার্জ্জী যিনি bench clerk ছিলেন তাকে দেওয়া হউক। তারজন্য তখন বলা হলো যে ক্ষিতীশ দাস Junior most employee তাকে যে revise pay scale দেওয়া হয়েছে সেটা বাতিল করে দিয়ে ওকে refund করার আদেশ দেওয়া হউক। এবং সেই benefitটা যতীন ব্যানার্জী পান। তখন সে একটা আপীল করে। আপীলে বলা হয় যে I am not the Junior most employee. আমার Junior employee আছে। সেটা হয় 1958এ J. C. Dutta যিনি ছিলেন, তিনি বললেন, এই যে reversion ক্ষিতীশ দাসের সেটা wrong and unjustified. কেননা He is not the junior most employee তার নীচে ও Junior most employee রয়ে গেছে। অথচ ব্যাপার হয়েছে কি. from 1954 তাকে revert করা হয়েছে এবং তার বেতন কাটা যাচ্ছে। এখন Hon'ble Judicial Commissioner Mr, Dutta এই findings দিলেন যে এই যে reversion করা হয়েছে সেটা unjustified. It is totally wrong. কারণ He is not the junior most employee, তার নীচেও junior most employee রয়েছে। কাজেই তাকে reversion

করে এই যে টাকাটা refund করার ব্যবস্থা হয়েছে it is not at all correct, এখন 1954 থেকে তার বেতন কমে আসছে @ Rs. 10/— সে এখন claim করেছে যে আমার এই টাকাটা দিয়ে দাও। সে claim করেছে Rs. 694/47 পয়সা। তারজন্য Judicial commissioner recommend করেছেন to the finance Secretary, Finance Deptt. কেননা এটার একটা Financial implication আছে। 1954 থেকে সে যে টাকাটা refund করে আসছে সেই টাকাটা তাকে দিতে গেলে there is some Financial implication, কাজেই Finance Deptt. এর permission ছাড়া সেই টাকাটা তাকে যে ফেরৎ দেওয়া যায় না। এই case টা আজ পর্যন্ত continue করছে। প্রশ্ন—কি নাম? ক্ষিতীশ দাস। তখন সে clerk ছিল।

(Interruption)

তাকে revert করে দেওয়া হয় 1954 এ on ground যে he is junior most employee, ভুল করে তাকে revisio of pay scale দেওয়া হয়েছে। এবং সে বেতনটা যতীন ব্যানার্জী বলে এক ভদ্রলোককে দেওয়া হয়। He was pensioned off, তারপর 1958 এ Judicial Commissioner Mr. Datta findout করলেন যে এটা ভুল হয়েছে। He is not the junior most employee, তার নীচেও junior most employee আছে। কাজেই তার reversionটা most unjustified এবং illegal হয়েছে কাজেই সে যে বেতনটা refund করেছে সেটা তাকে ফিরিয়ে দেওয়া দরকার। এবং সেজন্য তারা recommend করেছে to the Finance Deptt. এবং তার যে টাকাটা illegally আদায় করা হয়েছে সেটা refund করার জন্য judicial commissioner and District judge recommend করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে টাকাটা তাকে দেওয়া হয়নি। He has made so many correspondence, সেটা 1954 এর ব্যাপার। তারপর আজ 1965-66 চলছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাকে সে টাকাটা ফেরৎ দেওয়া হয়নি। অথচ inspite of the fact that এখানে Judicial Commissioner has given his findings that this reversionis totally wrong and unjustified, Reversionটা তার কোন দোষে নয়। তাকে যে revisionটা দেওয়া হয়েছে তা ভুলক্রমে দেওয়া হয়েছে। সেইজন্যই তাকে revert করা হয়েছে। কিন্তু সেটাকে মাননীয় Judicial Commissioner উল্টিয়ে বলেছেন যে সেটা ঠিক হয়নি। It is absolutely wrong. He is not the junior most employee. কাজেই তার যে বেতনটা নেওয়া হয়েছে it is unjustified, তা সত্ত্বেও তাকে তার সেই বেতন দেওয়া হয়নি, এবং সে senior most হওয়া সত্ত্বেও আজকে সে Head clerk, আজকে সে সেরেস্তাদার, District Judges Court, হতে পারত কিন্তু বেতন কমে আসার ফলে সে এখন ও কোন chance পাচ্ছে না। কাজেই এই যে anomaly District Judge and Session Judge Court এর মধ্যে রয়েছে, আমি সেগুলো cut motion এর মাধ্যমে বললাম। কতগুলি হচ্ছে recent, 1963র revision of pay scale পাচ্ছে না। সেরেস্তাদার

মুন্সেফ Court, bench clerk, District Judge's Court, session clerk, District Session Judges court, Accountant, District Judge's Court, Stenographer, Sub-Judge, Addl. Sub-Judge এবং Addl. District Judge's Court, Addl. bench clark, District Judge's Court, and Addl. District Judges Court এরা এই সমস্ত কেটাগরির যারা তারা বর্তমান 1963র যে revision of pay scale সেটা আজ পর্য্যন্ত পাচ্ছে না। Though they are legally entitled to have these revisions of pay scale এবং এগুলো কিছুই না। mere clerical mistake. এই সমস্ত clerical mistakes in a minute can be rectified, কিন্তু আমরা কেবল জল ঘোলা করতে জানি। এই জল ঘোলা করার অভ্যাসের ফলে 1963র যে revision of pay scale, 1963, 1964, 1965 গেল এবং 1966 ও চলছে, আজ পর্যন্ত তাহাদিগকে আমরা এই revision of pay scale দিতে পারছি না। কাজেই আমি মনে করি এর চেয়ে inefficiencyর আর কোন উদাহরণ থাকতে পারে না। আমি মনে করছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যারা রয়েছেন তারা এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ হবেন এবং এই সমস্ত হতভাগ্য কর্মচারী যারা রয়েছে তাদের justified claim of revision of pay scale যেটা রয়েছে সেটা যাতে অনতিবিলম্বে তারা পায় সেদিকে সচেষ্ট হবেন।

Mr Speaker :—I now call on Shri Promode Rn. Dasgupta

Shri Promode Rn. Das Gupta :— মাননীয় স্পীকার মহোদয় প্রথমতঃ আমাদের যে Demand for grant No. 8 এর উপর যে দুইটি cut motion এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইস্লাম সাহেব সেটা হচ্ছে inadequacy of provision for formation of study group of Legislative body and undertaking tour by those groups. আর একটা হচ্ছে Lack of provision for Members ' hostel. সত্যি আমাদের Legislative Assemblyর study group প্রয়োজন এবং সেটা যাতে প্রত্যেকটি কমিটিতে হয় এবং থাকে এবং সেই study group যাতে প্রত্যেক Legislative Assemblyতে যেন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে তারও প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের এই বাজেটে D. A & T. A ইত্যাদি Assembly Memberদের যে টাকা বরাদ্দ আছে সেই টাকার মধ্যে থেকে অনেকটা ব্যয় study group এর জন্য বহন করা যেতে পারে। যদি সেই ব্যয় বহন করা না যায়, এই টাকাতে যদি cover না করে তা হলে আমরা supplementary budget, অথবা re-appropriation করে আমরা সেই জিনিষটা করতে পারি। সেই দিক দিয়ে আমাদের provision আছে এবং study group এর যে provisionটা সেটা আছে। সেটার জন্যই এই যে Cut motionটা সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারবনা।

Lack of provision for Members' Hostel. এটা সত্যি কথা আমাদের এখানকার Assemblyর member যারা আছেন, বিশেষ করে মফঃস্বলের দিকে যারা আছেন তাদের জন্য একটা Hostel দরকার, Hostel থাকার একটা provision দরকার। সেই দিক দিয়ে

একটা বড় question হল যে বাড়ী পাওয়া যায় কিনা, ওনাদের ঠাট্ বজায় রেখে উপযুক্ত একটা বাড়ী পাওয়া যায় কিনা। সেই বাড়ীটা প্রথমতঃ পাওয়া যায়না। দ্বিতীয়তঃ permanently construction করে একটা Hostel করবার যদি ইচ্ছা থাকে তাব একটা জায়গার প্রয়োজন। জায়গাকে ঠিক না করে বাজেটের মধ্যে শুধু একটা provision রাখলেই Hostelটা হয় না। সেই দিক দিয়ে জায়গারও অভাব। দ্বিতীয়তঃ এই Emergency periodএ সব চেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে economy. Economyকে আমরা উড়িয়ে দিতে পারিনা। সেই Economyর প্রশ্নে আমার মনে হয় আমাদের plan এর বাজেট অনেক দিক দিয়ে অনেকটা কেটে ফেলেছে। Education এর বাজেট অনেকটা কাটা হয়েছে। সেই জায়গায় ত্রিপুরার আমাদের বাজেট provisionএ যে টাকা আছে তারপর immediate যাহা প্রয়োজন নয় তার জন্য এমন কিছু অন্যায় করা হয় নাই। Economy করছেন। সেই দিক দিয়ে আমি মনে করি সত্যি যখন আমাদের টাকা পাওয়া যাবে এবং সেই সুবিধা হবে তখন নিশ্চয়ই আমাদের Hostel করা হবে। সেইদিক দিয়ে আমি মনে করি Members' Hostel এর জন্য যে Cut Motionটা এসেছে immediately তার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

তারপর সুনীল বাবর যে Cut Motionট তাহল non-appointment of chief Reporter, Librarian এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে post গুলোর creation দরকার তার জন্য state govt, এর কাছে লিখা হয়েছে। সেখানে আবার bar আছে for creation of post তার জন্য Govt of Indiaর কাছে refer করা হয়েছে। যখন আসবে তখন এই সব post creation করা হবে। বাজেট যদি কেউ লক্ষ করেন তাহলে এই জিনিষটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে বাজেটে যে Headএ এটা রাখা হয়েছে। Chief Reporter এবং অন্যান্য post ও রাখা হয়েছে। এবং অন্যান্য post এর জন্যও টাকা বরাদ্দ আছে। সেই pointএ বাজেটে বরাদ্দ আছে। অতএব সেটা উঠতে পারেনা। তারপর আমাদের বীরচন্দ্র বাবুর যে প্রস্তাব সেটা হচ্ছে Revision of pay scale of the Judge's Court এবং anomalies of the pay scale of the employees in the Civil Session Judge Court. সেখানে ঠিকই এই সব কর্মচারীর revision of pay scale হয়নি কিংবা একটা ত্রুটির জন্য, notification এর errors এবং omission এর জন্য এরা বঞ্চিত হয়েছে। প্রত্যেকেই তার জন্য দুঃখিত এবং এটা ত্বরান্বিত হওয়া দরকার। কিন্তু ত্বরান্বিত হতে গেলে কতগুলি formalities এবং procedure এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সেটা হচ্ছে, মাননীয় স্পীকার মহোদয়, Finance Committee সেটা Govt. of Indiaর কাছে refer করবে, সেখান থেকে অনুমতি আসলে পরে তার rectifi arion হবে। তবে আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে আবেদন রাখব যে এগুলিকে কখনো দরী করা উচিত হয়। আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী যাদের বেতনের হার এমনিতেই অনেক কম সেই দিক দিয়ে বর্ত্তমান অবস্থায় তাদের revision of pay scale যাতে খুব তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। অবশ্য চেষ্টা হচ্ছে এবং করছেন। তবে সেটা কতগুলি process এর মধ্য দিয়ে আসছে বলে

দেরী হচ্ছে। এবং সেই জন্য আমি এই Gut Motion টাকে সমর্থন করতে পারলামনা। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সেজন্য আজকে যে Demand for Grant No. 8 এবং Demand for Grant No. 10 এ যে Cut Motion গুলো এসেছে তার আমি সমর্থন করতে পারি না। অতএব এই যে দুটো Demand রাখা হয়েছে আমি তাহা সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :—I now call on Shri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Sudhanwa Deb Barma :—Hon'ble Speaker Sir, Demand No. 10 এ আমার একটা Cut Motion আছে। সেই Cut Motionটা হল separation of Judiciary from Executive এই ব্যাপারে আমরা এই House এ অনেক বার তুলেছি এবং এই সম্পর্কে অনেক কথাও হয়ে গিয়েছে। এটা সবাই জানে যে এই সম্পর্কে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের শাসকগোষ্ঠীও এর যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এটা সম্পর্কে যে কোন রকম প্রতিকার করা হয়েছে তার নজীর আমরা দেখিনি। যেটা মেনে নেওয়া হয় সেটাও কার্যকরী হয়না। তাই আমরা দেখলাম যে শাসক Party তাদের কথাও কাজের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই, এই জিনিষ আমরা বারবার লক্ষ্য করেছি। এটা সবাই জানে যে আজকে মানুষের যে অধিকার, ন্যায় বিচার পাওয়ার যে অধিকার তা থেকেও মানুষ আজ বঞ্চিত। আমাদের যারা বিচার করবেন তারা Judiciary কাজ না করে তাদের দিয়ে executive কাজই করা হয়। যার ফলে আমরা দেখি সাধারণ মানুষ ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত। আজকে যারা গরীব তারা আজকে নিজেদের দাবী এবং নিজেদের অধিকার রক্ষা করার মত আইনের আশ্রয় নিতে ভয় পায়। কারণ তারা জানে এই পথে যদি একবার পা বাড়ায় তবে তার পক্ষে তার ব্যয় বহন করা কত দুষ্কর। কারণ এক একটা মোকদ্দমা বৎসরের পর বৎসর ঝুলে থাকে তার কোন মীমাংসা হয়না ফলে দেখা গিয়েছে অনেক লোক টাকা পয়সার অভাবে মোকদ্দমা চালাতে পারেনা, তারজন্য শেষ পর্যন্ত সেটা অমীমাংসিত থেকে যায়। এই অবস্থা ঘটে। কেন এটা ঘটে ? এই জন্য যে আমাদের যারা বিচারক বিচার কার্য তারা ঠিক মত করতে পারেনা। কারণ তাদের executive function ও করতে হয়। যে executive power তার উপরে দেওয়া হয় সেটা করতে গিয়ে আজকে, সেটা আমরা লক্ষ্য করি বাস্তবিকই জনতার জন্য তারা fieldএ যায় কিনা। আমরা এমন এক লোককে দেখেছি যেখানে কংগ্রেসের সংগঠনের কার্যে সে তার শক্তি প্রয়োগ করেছে। আমি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জম্পই জলায় একটা meeting করতে গিয়েছিলেন সেই meetingএ যাতে লোক জমায়েত করা যায় তার জন্য S. D. O সাহেব নিজে সেখানকার প্রধানকে ডেকে নিয়ে এবং ধমক দিয়ে তাকে বললেন লোক জমায়েত করতে। এখানে Judiciary লোককে কংগ্রেসের সংগঠনের কার্যে লাগানো হয়। এটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখি। শাসকগোষ্ঠী কিভাবে আজকে এই সমস্ত কর্মচারীকে তাদের দলীয় কাজে নিয়োগ করতে পারে, এই নজীর ভুরি ভুরি পাওয়া যায় ত্রিপুরা রাজ্যে। কিভাবে জনতার ভিতর কংগ্রেসের সংগঠনকে বাড়িয়ে তোলার জন্য

S, D, O, পর্যন্ত গিয়ে কাজ করেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য হল মানুষের যে ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার সেই অধিকার থেকে কিভাবে মানুষ আজ বঞ্চিত হচ্ছে। আমি এই জন্যই এই Cut motionটা রেখেছি। এই জন্যই আমাদের শাসক পার্টি এই সম্পর্কে একটা প্রস্তাবের ভিতর দিয়েও স্বীকার করেছিলেন যে হ্যাঁ, এভাবে Judiciaryকে executive এর ভিতরে জড়িত করে রাখা জনতার স্বার্থের পরিপন্থী। কাজেই এটাকে separate করা প্রয়োজন এটা নীতিগত ভাবে ওনারা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যকরী করা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কিছুই হলনা এটা আশ্চর্য্যের বিষয়। আমরা দেখি আমাদের শাসকপার্টির মেম্বাররা যখন কথা বলেন - তখন তাদের কথার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়না। আমাদের মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় ওনার বক্তৃতার ভিতর দিয়ে আমরা দেখি আমরা যে Cut motion রেখেছি তাহার যৌক্তিকতা স্বীকার করেও বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য তিনি সেটা মেনে নিতে পারছেননা। Hostel এর প্রয়োজন তিনি মনে করেন অথচ তার জন্য বাজেটে টাকা রাখার প্রয়োজন তিনি মনে করেন না। pay scale এর ব্যাপারে যে anomalies রয়ে গেছে তারজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। করার পরও cut motionকে তিনি সমর্থন করতে পারলেননা। মাননীয় সদস্য মহাশয় একদিন আমাদের এই sideএ ছিলেন, এখানেই বসতেন। সরাসরি অস্বীকার করার ভাষা তিনি খুঁজে পাননা। তারপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অস্বীকার করে বসেন। কাজেই Hon'ble Speaker Sir, আমার যে cut motion তার যৌক্তিকতা খুব আছে আমি মনে করি। House সর্ব্ব সম্মতিক্রমে আমার এই cut motion টাকে গ্রহণ করবেন এইটুকু আশা আমি রাখি।

Mr. Speaker :—I now call on Hon'ble Dy. Minister Shri M. L. Bhowmik.

Shri M. L. Bhowmik, (Dy, Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No, 8 and Demand No, 10 এই দুইটি Demand এর উপর যে ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে আমি তার বিরোধীতা করছি। প্রথম ছাঁটাই প্রস্তাবে মাননীয় সদস্য ইসলাম সাহেব বলেছেন Inadequacy of provision for formation of study group of Legislative body and undertaking tour by those groups। মাননীয় সদস্য যদি আমদের বাজেটের দিকে লক্ষ্য করেন তবে দেখতে পাবেন যে বাজেটে for formation of study group and for undertaking tour যে provision রয়েছে প্রয়োজন হলে আমরা এই provision আরও বাড়াতে পারি, সেই সুযোগও রয়েছে। তবে এটা ঠিক আমাদের এখন পর্য্যন্ত এই study group of Assembly বাহিরে কোথায়ও যান নি। যাওয়া সম্ভবও হয়নি, কারণ আমরা একটা প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছি। দেশে Emergency রয়েছে। অল্প কিছুদিন আগে পাকিস্তানের সাথে আমাদের একটা সংঘর্ষ হয়ে গেল, তাও আমরা সকলে জানি। Indo-Pakistan Conflict এবং Emergency মিলে দেশে একটা প্রতিকুল অবস্থা চলছে। সেই জন্য আমাদের পক্ষে বাইরে অন্য কোথায়ও যাওয়া সম্ভব হয়নি। অবস্থা যদি স্বাভাবিক হয়ে আসে তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের মাননীয় সদস্যরা study group করে বাহিরে যেতে পারেন এবং তার সুযোগ আমাদের এই বাজেটে আছে, মাননীয় সদস্য আরও বলেছেন যে আমাদের

Member দের Hostel নাই। এটা সত্য কথা, আমরা এখন পর্য্যন্ত মেম্বারদের Hostel এর কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি। এখানে আমাদের মেম্বারদের একটা Hostel এর যে প্রয়োজনীয়তা আছে তাও আমরা স্বীকার করি। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যরা জানেন যে আমাদের উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ কিনবার একটা প্রস্তাব ছিল। সেই প্রাসাদ যদি আমরা খরিদ করতে পারতাম তাহলে আমাদের Assembly ও সেখানে যেত এবং মাননীয় সদস্যদের Hostel ও সেই রাজপ্রাসাদে হত। তবে দুঃখের বিষয় নানা কারণে আমাদের সেই প্রস্তাব কার্য্যকরী হয়নি। মহারাজ দিতে স্বীকৃত হননি। সেই জন্যই আমাদের সেই প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। যাহা হউক Hostel এর জন্য আমরা rest house এর চেষ্টা করছি। suitable বাড়ী এখনও খুজে পাওয়া যায়নি।

(Interruption)

হ্যাঁ মাননীয় সদস্য যদি suitable House দিতে পারেন তাহলে আমরা Hostel এর জন্য ভাড়া নিতে এখনও প্রস্তুত। স্থায়ী ভাবে বাড়ী করার পরিকল্পনা ও আমাদের বিবেচনার ভিতর আছে, উপযুক্ত জায়গা যদি আমরা পাই তাহলে মেম্বারদের Hostel ও সেই জায়গায় করতে পারি। জায়গার জন্য আমরা দেখছি। যখনই suitable জায়গা পাওয়া যাবে তখনই তথায় Member দের Hostel এর জন্য আমরা বাড়ী করব

(Interruption)

হ্যাঁ মাননীয় সদস্যরা যদি air condition এর অভ্যস্ত হয়ে থাকেন তাহলে সেখানে air condition এর ব্যবস্থা রাখা হবে।

মাননীয় শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহাশয় তাঁর ছাঁটাই প্রস্তাবে বলেছেন যে আমরা এখনও Assemblyর chief reporter এবং Librarian ইত্যাদি postএ appointment দিতে পারিনি। ঠিক আমরা এখনও নিয়োগ করতে পারিনি। কারণ এই সমস্ত post এখনও created হয়নি bar এর জন্য। Emergency period এর bar রয়েছে creation of posts সেই জন্য আমাদের পক্ষে এখনও সেই সমস্ত post গুলি fill up করা সম্ভব হয়নি, অবশ্য আমরা post creation এর জন্য Govt. of Indiaর কাছ move করেছি। Govt. of Indiaর approval পাওয়া মাত্রই আমরা এ সমস্ত post fill up করব।

তারপর মাননীয় সদস্য শ্রীচৌধুরী মহাশয় ত্রিপুরার জন্য স্বতন্ত্র একজন Judicial Commissioner এর প্রস্তাব তার ছাটাই প্রস্তাবে করেছেন। তিনি বলেছেন আমাদের মাত্র একজন Judicial Commissoner আছেন। part time তিনি মণিপুরে এবং ত্রিপুরায় দু'জায়গাই কাজ করেন তাতে আমাদের বিচার কার্য্যের খুব অসুবিধা হয়। আমি তার এই অভিযোগ স্বীকার করতে পারিনা। কারণ একটি post যখন আমরা সৃষ্টি করব তার justification আমাদের দিতে হবে। আমাদের এই রাজ্যে Judicial Commissioner এর court এ কি পরিমাণ case institute হচ্ছে এবং case গুলো বিশেষ justify করে কিনা তা দিয়ে আমরা বিচার করব যে এখানে separate Judicial Commissioner এর প্রয়োজন

আছে কিনা। মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য আমি এখানকার যে figure for 1962 to 1965 তাহা আমি বলছি। In 1963তে total number of pending case in first Januaryতে '২৬টী ছিল, total number of cases instituted ১৯৬, total number of case............৫২২, total number of cases disposed 168, In 1964 এ 354, 182, 536, 255, In 1965 এ 281, 242, 523, 224, এই যে figure—institution of cases and disposal তার দ্বারা এখানে একজন স্বতন্ত্র Judicial Commissinor এর post justify করছেনা, যখনই আমাদের এখানে অই সংখ্যা justify করবে তখনই আমরা একজন স্বতন্ত্র Judicial Commissioner করার কথা বিচার বিবেচনা করব। মাননীয় সদস্য বীরচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁর ছাঁটাই প্রস্তাবে (i) Revission of pay scale of the Judges Court and (ii) Anomalies in the pay scale of the employees in Civil Session Courts এটার উল্লেখ করেছেন। বস্তুতই কয়েকটি case anomaly of আছে। আমরা এই সমস্ত case গুলির জন্য Govt. of Indiaর কাছে move করেছি। Govt of Indiaর approval না পাওয়া পর্য্যন্ত বাস্তবিকই আমরা scale গুলি দিতে পারছিনা বলে দুঃখিত। আমরা যখনই Govt, of Indiaর approval পাব তখনই আমরা এই সমস্ত error, Omission ইত্যাদি rectify করব।

মাননীয় সদস্য সুধন্য দেববর্ম্মা মহাশয় তাঁর ছাঁটাই প্রস্তাবে separation of Judiciary from executive এর প্রস্তাব করেছেন। এটা আমাদের constitution এর ৫০নং ধারাতে directive আছে যে Judiciaryকে Executive থেকে separate করতে হবে। কিন্তু সেই directive আমাদের অনেক রাজ্যেই পালন করতে পারেনি। কারণ কতকগুলি অসুবিধা রয়েছে খুব adavnced State ছাড়া Judiciaryকে Execative থেকে separate করতে পারছেন না। আমাদের এই ত্রিপুরা ছোট একটি রাজ্য, এটাকে শিশু রাজ্য বলা চলে। তথাপিও আমরা taking interim measure for separating Executive from Judiciaryর জন্য বিবেচনা করছি এবং practically কোন কোন জায়গায় আমরা Judiciary কে Executive থেকে পৃথক করা চেষ্টা ও করে যাচ্ছি। যেমন আমাদের Trying Magistrate রয়েছে কোন কোন জায়গায়। কাজেই আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এবং আমাদের যে একটা interim scheme সে scheme টাও কার্য্যকরী করার জন্য চেষ্টা করছি। যখনই উপযুক্ত সময় আমাদের আসবে তখনই আমরা Executive কে Judiciary থেকে পৃথক করব। এই বলেই মাননীয় সদস্য যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধীতা করছি এবং আমাদের মুল Demand আমি সমর্থন করছি।

Mr Speaker :— I would now call on Shri Aghore Deb Barm a.

Shri Aghore Deb Barma, (M. L. A) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে Cut motion গুলি এখানে রাখা হয়েছে তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখতে চাই। এখানে যে Cut motion রাখা হয়েছে তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে এ

সম্পর্কে আমি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই। আমার কথা হচ্ছে এই ত্রিপুরার Legislative Assembly Memberরা বাদে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের Legistative Assemblyর যারা Member তারা সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে tour করার জন্য পাশ পান। যেমন Bengal এর সদস্যরা বৎসরে ২৫০০ মাইল রেলে ভ্রমণ করতে পারেন তদ্রূপ আসামে Member দের এই রকম বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের বেলায় সে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না। কাজেই আমি মনে করি, যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের Legislative Assemblyর Member রা যে সুযোগ সুবিধা পান আমাদের ত্রিপুরার সদস্যদেরও সে সুযোগ সুবিধা পাওয়া দরকার। আসামের Member রা রেলওয়ে পাশ ত পানই তদুপরি বিভিন্ন Memberরা তাদের নিজ নিজ নির্বাচিত এলাকায় tour এর জন্য fixed amount monthly ১০০ টাকা বা এমন একটা কিছু দেওয়া হয় বলে আমি শুনেছি। অবশ্য আমি জানিনা এটা সঠিক কি না।

আর একটি কথা হচ্ছে whole time Judicial Commissioner নিয়োগ সম্পর্কে বক্তৃতা করতে গিয়ে মাননীয় উপমন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে আমাদের এখানে case সংখ্যা কম, কাজেই এখানে whole time Judicial Commissioner না রাখলেও চলে। আমরা যদি আমাদের অতীতের দিকে লক্ষ্য করি, পূর্বেও আমাদের ত্রিপুরায় একজন আলাদা Judicial Commissinor ছিলেন।

(Noises)

পূর্ব্বে ছিল, মহারাজার আমলের পরেও ছিল। যাই হোক বিচার যদি ত্বরান্বিত করা না যায়—যেমন একটা কথা আছে Justice delayed Justice denied তিনি একবার এখানে একবার ওখানে থাকেন। অনেক জরুরী বিচার পর্য্যন্ত pending থাকে। কাজেই যেসময়ে তিনি এখানে আসেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে সাধারণতঃ case গুলো dispose করা সম্ভব হয়ে উঠেনা। এই সমস্ত কারণে ত্রিপুরার Court এর মধ্যে এবং Judicial Commissioner's court এর মধ্যে বড় case pending থাকতে বাধ্য। এই সমস্ত ব্যপার যদি আমরা বিচার বিবেচনা করি তাহলে আমাদের ত্রিপুরায় একজন permanent Judicial Commissioner দরকার।

তারপর আর একটি কথা হচ্ছে separation of judiciary for the Executive. এখানে মাননীয় সদস্য সুধন্যবাবু অনেক কথাই বলেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যেই এটা হয়েছে। পাঞ্জাবে হয়েছে, প্রায় জায়গাতেই হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরাতে এখন পর্য্যন্ত এই judiciaryকে Executive থেকে separate করা হচ্ছেনা। তার কারণ হচ্ছে নিজেদের সংগঠনকে টিকিয়ে রাখতে হবে। কাজেই এর দ্বারা S D. O বা excutive যারা আছেন তাদের কে ব্যবহার করা দরকার। গতকাল যখন আমি Court এ গিয়েছিলাম তখন জনপতি নগরের একজন লোক এসে আমার নিকট report করল যে একজন লোক নাকি S. D. O এর সাথে পরামর্শ করিতেছিল যে কি ভাবে আরও কাহারো নামে case file করা যায়। অর্থাৎ কংগ্রেসে যোগ দিতে হবে অথবা তাদের যে কোন উপায়ে একটা case এ জড়াইতে হইবে।

এ ভাবে বহু caseই হামেশা হচ্ছে। আমি শুধু মাত্র একটি ঘটনা এখানে বললাম।

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Member to shorten the discussion as all the points have already been discussed.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যেটা আলোচনা হয়নি সেই সম্বন্ধে বলছি। এমন ঘটনা পর্য্যন্ত S. D. O, Court এ আছে। S. D. O, Court এ উপস্থিত ছিলেন না। তখন charge এ যিনি ছিলেন তিনি bail দিয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ S. D. O, এসে উপস্থিত এবং বললেন bail দিয়ে দেওয়া হল? তাকে ধরে নিয়ে আস। এভাবে তখনই লোক পাঠিয়ে বিক্রম দেববর্ম্মাকে ধরে নিয়ে আসা হল। তিনি হলেন S. D. O. S. R. Chakraborty। তারপর তাকে কংগ্রেসে আসতে বাধ্য করা হল।

Interruption

হাঁ it is fact, এই রকম ঘটনা হামেশাই চলছে। যে ভাবেই হউক S D. O, কে ব্যবহার করতে হবে, কংগ্রেস সংগঠন করতে। কোন কোন জায়গায় যখন S. D, O. যান মুখ্যমন্ত্রী বলেন হাঁ, জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে হবে development work এ বিভিন্ন কাজ থাকে, যেতে হয়। ভাল কথা, কিন্তু এমন কত গুলি জায়গায় উনি যান এবং বলেন কংগ্রেসকে সমর্থন করতে হবে, এটা দেওয়া হবে, ওটা দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী যখন meeting করতে যান সঙ্গে সঙ্গে ঐ ভদ্রলোকও আগে আগে organise করতে যান। S. D. O. কে ব্যবহার করা হয় কেন? উনি party meeting এর জন্য যাবেন, ওনাদের দলীয় কর্মী আছে, ওনাদের তিনি ব্যবহার করতে পারেন। S D. O কে এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কেন? আর এ দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এডভোকেট যারা আছেন তারা হাঁ-হুতাস করে বসে থাকেন কখন S D. O, অফিসে আসবেন না আসবেন। যখন অফিসের কাউকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কি দাদা, আজকে S. D. O, আসবেন? তিনি সেখানে নির্বাক, হয়ত কোন কোন দিন আসলেনই না, পাত্তাই নাই, এ রকম অবস্থা হয়। কাজেই এ রকম চলছে। এই রকম একটা অনিশ্চয়তা S. D. O অফিসে চলেছে। এটা আমার ব্যক্তিগত কথা নয়। যারা এখানে Senior Advocate আছেন এ সম্পর্কে বহু অভিযোগ ও তারা নাকি করেছেন। এটা এখন ও ধামা চাপার মধ্যে আছে। এ সমস্ত ঘটনা যে আজকে চলচে তাতে বিচার বিভাগের প্রতি আমাদের যে সত্বা আস্তা তাহা আস্তে আস্তে লোপ পেতে বাধ্য হবে। কাজেই আমার বক্তব্য হচ্ছে যাতে অতি সত্বর এটা separate করতে পারি তাতেই আমাদের administration এর পক্ষে মঙ্গল এবং দেশের পক্ষে মঙ্গল, মানুষের ন্যায় বিচার পাওয়ার পক্ষে মঙ্গল। আজকে একজনকে bail দেওয়া হল। আর এক Magistrate আবার চট করে order দিয়ে দিলেন তাকে ধরে নিয়ে আসা হল, বিচারের পক্ষে এটা কতটুকু যে অশোভন এ সম্পর্কে আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। অতএব আজকে যে cut motion গুলি রাখা হয়েছে তাহা যুক্তি সঙ্গত। সেই কারণে আমি সেগুলি সমর্থন করি।

Mr. Speaker :—I would now call on the Hon'ble Chief Minister to give

reply.

Shri S. L. Singh, (Chief Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Demand No. 8এ যে বক্তব্য তারা পেশ করেছেন সেই বক্তব্যের মধ্যে দুইটি Cut Motion তাঁরা এনেছেন। একটা হল Lack of provision for Members' hostel. সত্যি এটা একটা প্রধান জিনিষ। এটা Member দের থাকা দরকার। সেটা আমি সব সময়েই স্বীকার করি এবং arrangement ও আমরা করতে চেষ্টা করেছিলাম, সেটা আশা করি মাননীয় সদস্য অবশ্যই জানেন যে palaceটা খরিদ করার কথা ছিল। কিন্তু অনেক কারণে সেটা সম্ভব হচ্ছেনা। এবং অতি দ্রুত একটি দালান করেও Member দের hostel করা সম্ভব পর হবে না। অতএব মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন যে যখনই আমরা একটা ভাল ঘর পাব তখনই hostel করা হবে। ইহাতে কোন কার্পণ্য হবে না। আর বর্ত্তমানে আমাদের যে সার্কিট হাউসটা আছে সেই সার্কিট হাউসটা যদি উনারা রাজী থাকেন তা হ'লে timely জানালে পরে যারা থাকবেন তাদের জন্য সীটের বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। অতএব সেটার বন্দোবস্ত করা যাবে, ওদিকে কোন অসুবিধা হবে না। অন্যান্য জায়গাতেও সার্কিট হাউসে থাকার বন্দোবস্ত আছে। সেটা করলে পরে সম্মানের ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটবেনা বলে মনে হয়। হয়ত অসুবিধা কিছু হবে বৈকি। বাড়ীতে যারা ভাল জায়গায় থাকেন তাদের পক্ষে অসুবিধা হতেও পারে এটা অনস্বীকার্য্য। তার পরে বলা হয়েছে non-appointment of Chief Reporter and Librarian etc তা অনেক বারই বলা হয়েছে। Ban এর জন্য এটা সম্ভব হয়নি আর বার বারই বলা হয়েছে যে এটা India Govt এর সাথে আলাপ আলোচনা করেই Budget এ ধারা হয়েছে। কেবল Ban এরই জন্য সেটা হচ্ছে না। তবে তাদের বক্তব্য শুনে আমার মনে হচ্ছে যে আমরা একটা বিরাট stateএ আছি আমাদের অর্থের কোন অভাব নেই। আমি মাননীয় সদস্যবৃন্দকে অনুধাবন করতে বলব, আমাদের যা কিছু আছে সমস্ত কিছু ভারত সরকারের অনুমোদনের উপর নিভর করে। এবং সেই অনুসারেই আমাদের বাজেট করতে হয়। কাজেই appointment of Chief Reporter, Librarian, এবং Members' Hostel প্রভৃতির জন্য Govt. of Indiaর অনুমোদনের উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়, অতএব সেই দিকে লক্ষ রেখে আমাদের চিন্তা করা উচিত। সেই অনুসারে এগুলো সম্বন্ধে আমরা প্রস্তাব করেছি। এবং বাজেট provision ও রয়েছে। অতএব বড় বড় cut motion রাখলে হবেনা যে আমরা এটা চাই, ওটা চাই। আর্থিক সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য করে চাওয়া হলে যেটা প্রাপ্য, সেটা দেওয়া হবে। আর্থিক সঙ্গতি হল ৫ পয়সার অথচ চাইব ৫ কোটি টাকা সঙ্গতি। সেটা একটা অবাস্তব পরিকল্পনা বলে আমার মনে হচ্ছে। অতএব সেই দিক দিয়ে অবাস্তব চিন্তা পরিত্যাগ করে বাস্তবতার চেষ্টায় আসা উচিত এবং সেই ভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত। আমি এ কথা বলছিনা যে Member Hostel আমি চাইনা, Hostel আমি চাই, Reporter আমি চাই, Librarian আমি চাই, study group চাই। সেইভাবে বাজেটের অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব যেই জিনিষগুলোকে সঙ্গতির উপর নির্ভর করেই রাখা হয়েছে। অতএব সেই অর্থিক সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য না করেই এই cut motion গুলো আনা হয়েছে

একটা অবাস্তব ভিত্তির উপর সেই গুলাকে স্থাপন করা হয়েছে। সেই জন্যই আমি এই cut motion এর বিরোধীতা করছি। তারপর Demand No. 10 সম্বন্ধে একটা cut motion রাখা হয়েছে। সেটা হল To appoint a whole time Judicial Commissioner. পূর্ব্বে বলা হয়েছে whole time Judicial Commissioner রাখতে হলে পরে আমাদের যে case সংখ্যার দরকার তাহা একজন whole time Judicial Commissioner রাখার যৌক্তিকতা প্রমাণ করেনা। এমন কোন অবস্থা আমরা তৈরী করতে পারিনি যে এত অল্প সংখ্যক case থাকা স্বত্বেও একজন whole time Judicial Commissoner নিযোগ করব। অতএব আজকে যৌথ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেই অনুসারেই আমাদের কাজ চলছে। অতএব সেই দিকে আমি চিন্তা করতে বলব। অনেকে প্রতিবাদ করেছেন যে আমাদের এখানে তো আগে ছিল। আমাদের এখানে দেওয়ানী আদালত ছিল, খাস আদালত ছিল, Court ছিল। তখনকার দিনে যেটা ছিল তখন যৌক্তিকতা থাকুক আর নাই থাকুক ঠাট বজাযের জন্য রাখতে হয়েছিল এবং সেই ঠাট বজায় রাখা হয়েছিল। সেই সামন্ত তান্ত্রিক যে প্রথা, গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট কিন্তু হাতীশালে হাতী ছিল, ঘোড়াশালে ঘোড়া ছিল, ঐ সব ব্যবস্থ' এখনকার দিনে অচল। অতএব বাস্তব অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আমাদের কর্ম্মচারী নিয়োগ করতে হয়। মোকদ্দমা কমে যাওয়াটা দেশের সভ্যতা ও প্রগতিরই লক্ষণ. Whole time Judicial Commissioner নাই বলে মোকদ্দমার সংখ্যা কমে গিয়েছে, এই যদি তাদের যুক্তি হয়ে থাকে, তাহলে Judicial Commissioner না থাকাই ভাল। whole time Judicial Commissioner নিযুক্ত হবে তার Load of work দিয়ে। এ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে Administrator না থাকলেও চলে। Union Territoryতে Administrator থাকার শাসনতান্ত্রিক নিয়ম আছে। তাছাড়া কাজ, কর্ম্ম দেখা শুনার জন্য তার সব সময়ই থাকতে হয়, এবং তার load of work আছে এবং তার উপর নির্ভর করেই তাকে রাখা হয়েছে।

(Interruption)

আমি মাননীয় সদস্যদের অবাস্তব চিন্তা পরিত্যাগ করে বাস্তব চিন্তা করতে বলব। Revision of pay scale of the Judges' Court and anamolies in pay scale of the employees in Civil session Court, এটা সত্যি যে একটা ত্রুটীর জন্য সেখানের কর্ম্মচারীরা অসুবিধা ভোগ করছেন। তবে আমরা Govt, of Indiaর নিকট এ সম্পর্কে লিখেছি। আশা করি শীঘ্রই এ সম্পর্কে যে ভুলত্রুটি ছিল তাহা সংশোধন হয়ে আসবে।

তারপর seperation of Judiciary from the Executive. এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে এটা শিশু রাজ্য, শিশু মন্ত্রী, শিশু এসেম্বলী। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যদের কথা মতই আমি এটা বলছি। এইজন্য seperation of Judiciary from the Executive এর ব্যাপারে আমরা বিশেষ চেস্টা করতে পারছি না; তবে আমরা একটা interim ব্যাবস্থা করা যাতে যায় ঐ দুই বিভাগকে আলাদা করে কিভাবে কাজ করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া

যায় এবং ভেবে চিন্তে একটা সুনির্দ্দিষ্ট উপায়ে আসা যায় সেদিকে চেষ্টা করছি কাজেই আমি বিরোধীপক্ষ যেসব cut motion এনেছেন তার বিরোধীতা করে Demand No 8 and Demand 10 কে-সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করার জন্য হাউসকে অনুরোধ করব। এখানে বিরোধীপক্ষ seperation of Executive from Judiciary সম্পর্কে বলতে গিয়ে S. D, O সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য করেছেন। আমি অনুরোধ করব যে কোন রকম specific grivance যদি থাকে তাহলে উনাকে লিখিতভাবে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব, আর তা না হলে বুঝব একটা কথা বলতে হবে তাই তা তিনি বলেছেন। (Interruption) আর একটা কথা বলেছেন যে S. D. O, Court এর মধ্যে লোকের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন। যদি তাই হয় তাহলে যার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয় আর যারা সেখানে উপস্থিত থাকেন তাদের উচিৎ তার প্রতিবাদ করা। তা না করে তারা যদি দাড়িয়ে থাকেন তা হলে আমি বলব যে তারা অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। কাজেই বিরোধীপক্ষের কিছু বলতে হবে তাই তারা এখানে বলে গেছেন কারণ এখানে বলাটা খুব সহজ। আমি আর কিছু বলতে চাই না। আশা করি Hostal আমার এই দুইটি Demand সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে ।

Mr. Speakr :— The discussion or Demand No 8 is closed first I would put the cut motion one by one. The cut motion moved by Shri Atiqul Islam that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Inadequacy of provision for formation of study group of Legislative body and undertaking tour by those groups.

As many as are of that opinion will please say Ayes'

(Voice— Ayes')

Mr. Speaker :— As many as are of contray opinion will please say 'noes'

(Voice—Noes')

Mr. Speaker :— Noes have it, Noes have it. So, the motion is lost. Another cut motion moved by Shri Atiqul Islam is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on lack of Provision for Members' hostel

As many as are of that opinion will please say Ayes'

(Voice Ayes')

Mr Speaker : — As many as are of contrary opinion will please say 'noes'.

(Voice—Noes)

Mr. Speaker :— Noes have it, Noes have it. So, the motion is lost.

Mr. Speaker :— The cut motion moved by Shri Sunil Kumar Choudhury

that the demand be reducd by Rs 100/- to discuss on Non-appointment of Chief Reporter, Librarian etc.

As many as are of that opinion. will please say Ayes'

(Voice—A yes)

Mr. Speaker :— As many as are of contrary opinion will please say Noes'

(Voiece—Noes')

Mr. Speaker :— Noes havo, Noes have it, So, the motion is lost.

I would now put the main motion to vote moved by Hon'ble Shri S. L. Singh, that a sum not roceeding Rs. 5,55,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 25,000/-[inclusive of the sums Specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1966] be granted to dofray the charges which will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 8 Parliament, State/Union Territory Legislatures.

As many as are of that opinion you will please say 'Ayes'

(Voice—Ayes)

Mr. Speaker :— As many as are of contary opinion wilo please say Noes.

(No Voice)

'Ayes hove it, Ayes hove it', So, the motion is carried

Mr. Speaker :— The cut motion moved by Shri Sunil Kr. Chowdhury is that the demand bo reduced by Rs, 100/- to discuss on to ventilate the grievance to appoint a whole time Judicial Commissioner.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

Voice— 'Ayes'

As many as are of contrary openion will please say Noes.

Voice—'Noes'

Noes have it, Noes have it.

So the motion is lost.

The cut motion moved by Shri Birchandra Deb Barma is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on revision of pay scale of the Judge's Court.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"

Voice— 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say noes,

Voice— Noes.

Noes have it, Noes have it,

So the motion is lost.

Another cut motion moved by Shri Birchandra Deb Barma is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on anamolies in the pay scale of the employees in Civil Session Courts.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

Voice—Ayes.

As many as are of contrary openion will please say Noes.

Voice—Noes

Noes have it, Noes have it.

So the motion is lost.

The cut motion moved by Shri Sudhanwa Deb Barma is that the demand be reduced by Rs 100/- to discuss on separation of judiciary from excutive.

As many as are of that openion will please say Ayes.

Voice— Ayes

As many as are of contrary opinion will please says Noes.

Voice—Noes

Noes have it, Noes have it.

So the cut motion is lost.

I would now put the main motion to vote moved by Hon'bie S. L. Singh that a sum not exceeding Rs. 4, 63, 000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the scheduled to the Appropriation (vote on Account Bill, 1966], be granted to defray the charges which will come in course payment durings the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of demand No 10—Administration of justice.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

Voice— Ayes

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Ayes have it, Ayes have it.

So the motion is carried.

Now I call on Hon'ble S. L. Singh to move his demand for grant No. 11.

Shri S. L. Singh, (Chief Minister) :— Hon'ble Speaker Sir, on the recomendation of the Administratior, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4, 76, 000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Approprialon (Vote on Account) Bill, 1966], be granted to defrary the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of demand—11 Jails.

আমি এই demand টি হাউসের সামনে রাখছি আশা করি হাউস তা সমর্থন করবে।

Mr. Speaker :— There is one cut motion against this demand.

The cut motion moved by Shri Hemanta Deb is that the demand be redued by Rs 100/ to discuss on mismanagement in the Jail Administration,

Now I request Shri Deb to move his cut motion,

Shri Hemanta Deb :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই cut motion রাখার অত্যন্ত যৌক্তিকতা আছে এবং বাজেটের এই Head এ যে টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, এই যে জেল খানা এটা হল একটা দুর্নীতির ডিপো। কাজেই এই দুর্নীতির ডিপো, তাকে কিভাবে পরিষ্কার করা যায় তার জন্যই আমি আমার এই cut motion রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই জেলখানার কর্মচারীরা, জেলখানার কয়েদীরা কিভাবে, কি অবস্থায় তারা দিন কাটাচ্ছে এই সম্পর্কে একটি ঘটনা বলছি, জেলখানার Superintendent, Jailor কি ধরনের ব্যবহার করেন এবং কিভাবে তারা Jail পরিচালনা করেন তার একটা আলোচনা হওয়া আমাদের এখানে দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে জেলখানার Supt. বা Jailor, এই ৪,৭৬০০০ টাকায় তারা জেলখানার দুর্নীতিকে আরও শক্ত করে তুলবে। আমি জানিনা, এখানে জেলের Head এ একজন Jailor, একজন Sub. Jailor, ৬জন Asstt. Jailor আর ৯০ জন warder. আমি জানি না ত্রিপুরার Sub-division এ Sub.-Jailor থাকে নাকি Asstt. Jailor থাকেন। কাজেই Asstt. Jailor ত্রিপুরাতে আছে কিনা জানতাম না, এখন জানলাম, সারা ত্রিপুরায় মাত্র ৯০ জন warder. আমার মনে হয় ত্রিপুরারাজ্যে এই আগরতলা Central Jailই ২০ থেকে ৩০ জন warder লাগে। আর বাকী division গুলিতে কি করে জেল পরিচালনা হয় এই খানেই আমার চিন্তা সংশয়। কাজেই কি হচ্ছে জেলখানা গুলিতে? জেলখানার কাজ কর্ম চার দেওয়ালের মধ্যে হয়। কাজেই এই জেল warderরা কি করছে তা আমাদের দেখা দরকার। তাদের ১৪ ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। ১৪-১৬ ঘণ্টা তাদের duty.। অথচ ঐ warderদের কোন overtime কি দেওয়া হয়? একটি

পয়সাও তাদের দেওয়া হয় না। এমনকি অসুখে বিসুখে তারা কোন Medical leave পান না বা পাইতেছে না। আগরতলার Central Jail এর যিনি Superintendent তিনি আবার I. G. P.। আমি জানিনা কেন তাকে I. G. P. পদ দিয়ে রাখার জন্য বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে। একই ব্যক্তি কি করে আগরতলা Central Jail এর Superintendent ও I.G.P.র পদে থাকেন? এমন কোন Provision এর প্রয়োজন আছে কিনা আমি জানিনা তবে এই administrationএ একই ব্যক্তি দুই পদ পেতে পারেন। কেন তিনি হলেন? কারণ তিনি একজন দুর্নীতির শ্রেষ্ঠ শিরমণি, তিনি কি রকম ব্যক্তি আমি তা জানি। আমি ১৯৫৩তে যখন একবার জেলে গিয়েছিলাম তখন তিনি Jailor ছিলেন। তিনি কোন হাজতির সঙ্গে কথা বলতেন না। কোন ভদ্রলোকের ছেলে, কোন ভদ্রলোককে কোন কারণে হাজত বাস করতে হয়। আমার জিজ্ঞাস্য যে কোন ভদ্রলোক কি হাজতি হয় না? তখনকার Jailor warder দের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন যে কোন হাজতিদের সাথে আপনি করে কথা বলবে না। এমন কি আমি যখন জেলে ছিলাম তখন আমার সঙ্গে আমার বন্ধু মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল সাহেব ও ছিলেন এবং আরো কয়েকজন ও ছিলেন। কিন্তু সেই যে ভদ্রলোক এখন যিনি I. G. P. এবং Supdt, তার আদেশক্রমে যে কোন officer জেলে পরিদর্শনে আসলে পরে প্রত্যেক হাজতিকে দাড়াতে হবে। এমন কি এখনকার Supdt. যিনি তখন Jailor ছিলেন তিনি wardএ গেলে পরে প্রত্যেক হাজতি এবং কয়েদিকে দাঁড়াতে হতো। তিনি কি রকম একজন সম্মানিত ব্যক্তি যে তাকে দেখলে পরে সকলকে দাঁড়াতে হবে। তখন এমন পর্য্যন্ত হয়েছিল যে ডাক্তার, কমপাউণ্ডারকে দেখলে ও দাঁড়াতে হতো কয়েদিদের। এমন beauracrat যে ব্যক্তি ওনাকে এই যে ৪,৭৬,০০০ টাকা লুট করার জন্য দেওয়া হয়েছে। এখানে দেখলাম ৯০ জন warder, দুই জন Class IV Staff. এই দুইজন Class IV Staff কোথায় কাজ করে বুঝি না। অথচ তাদেরে ১৪ ঘণ্টা থেকে ১৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দিনে কাজ করানো হয়। এই ৯০ জন লোক দিয়ে কি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জেল পরিচালনা হতে পারে? কোন সৎ ব্যক্তি, কোন জ্ঞানী ব্যক্তি একথা স্বীকার করতে পারেন না। কাজেই এই যে এখানকার শাসকদের শাসনতন্ত্রের অধীনে একজন beauracrat I. G. P. নিয়োগ হতে পারে। আগরতলা Central Jailএ ৫০ জন warder লাগে। বাকী ৪০ জন দিয়ে Sub-Division এর কাজকর্ম্ম করানো হয়। কাজেই তাদেরে দিয়ে ১৪ ঘণ্টা থেকে ১৬ ঘণ্টা পয্যন্ত কাজ করানো হয়। কোন Labour codeএ আছে কিনা, কোন আইনের বইয়ে আছে কিনা যে ৮ ঘণ্টার বেশী Labour দের দিয়ে কাজ করাতে পারে? কিন্তু জেলখানায় তা করানো হচ্ছে। এবং এই কয়েদীদের দিয়ে I. G. P., Supdt., Jailor তাদের বাড়ীতে বৌ, ছেলেমেয়েদের কাপড় পর্য্যন্ত পরিষ্কার করান। কোন জেলখানায় কি এই ধরনের কোন নিয়ম কানুন আছে? শুধু তাই নয় তাদের দিয়ে বাসাবাড়ীর কাজও করানো হয়। শুধু কয়েদী কেন, warder দের দিয়েও তারা কাজকর্ম্ম করান। আমি জিজ্ঞাসা করি, কয়েদী কিম্বা হাজতি কিম্বা warder কি Jailor ও Supdt. সাহেবের বাগানবাড়ীর কাজ করার জন্য জেলে আসেন? অথচ এখানে

এটি করানো হচ্ছে। এগুলির কি প্রতিকার হবে না ? অথচ warderদের কোন overtime allowance দেওয়া হয় না। শুধু এই নয়, medical Leave ও দেওয়া হয় না। তদুপরি কোন কোন warder quarter allowance পায় কিন্তু সমস্ত টাকা তাদের দেওয়া হয় না। এই রকম অবস্থা জেলখানাতে চলছে। এবং এ টাকা লোটবার জন্য। কেন ? এখানে I.G.P,র কোন Provision নাই। কাজেই Miscellaneous যে Item আছে তার মারফৎ পেছন দরজা দিয়া যে দুর্নীতি বেশী করতে পারে সেই আমাদের এখানকার কর্তাব্যক্তির সুনজরে থাকেন এবং সুপাত্র বলিয়া পরিচিত হন। এখানকার I,G.P, Jail Supdt. এই পর্য্যায়ের লোক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি চাই জেলখানায় যারা আসে তারা কেউ মিথ্যা মামলায় পড়ে বা সত্য মামলায় পড়ে আসে কিন্তু তারা সকলেই সত্য সত্য দোষী কিনা সেটা বিচার হবে কোর্টে। কিন্তু জেলখানায় যে সমস্ত সুযোগসুবিধা তাদের ন্যায্যতঃ পাওয়ার কথা সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হয়না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার হাউসে যত সংখ্যক সদস্য থাকলে quorum হয় তত সংখ্যক সদস্য উপস্থিত নেই। এগার জন সদস্য উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

Mr. Speaker :— Including the Speaker there is a quorum,

Shri Hemanta Deb :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি সকলেই জেলে মহাঅপরাধ করে, খুন ডাকাতি করে আসে না। অনেক ভাল মানুষ এবং নির্দোষও আসেন। কিন্তু একদল নিষ্ঠুর, নৈতিক চরিত্রহীন লোক জেলে আসে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই cut motion এনেছি যাতে এই cut motion এর মাধ্যমে এবং আমি এই House কে ওয়াকিবহাল করতে যে জেলের যবনিকার অন্তরালে এসব যে কি সমস্ত ঘটনা চলেছে সেই সমস্ত ব্যাপারে ....

Mr. Speaker :— Please hear me, The quorum constitute a meeting of the assembly shall be ten members including the Speaker or the presiding member,

Yes please go on,

Shri Hemanta Deb :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই cut motion টা এনেছি এইজন্য যে জেলখানায় দেওয়ালের চতুঃসীমার মধ্যে কি সমস্ত ঘটনা চলেছে এবং জেলখানায় supdt, ও জেলখানায় যে সমস্ত কর্ম্মচারী আছেন তাদের দুর্নীতি এবং এই বাজেটে যে পরিমাণ টাকা রাখা হয়েছে সেই টাকা যাতে জেলখানার শ্রমিকরা, warder রা পায় শুধু তাই নয় জেলখানার নিয়ম অনুযায়ী একটা remuneration পায় এবং এমনভাবে খরচ করা উচিত যাতে জেল থেকে ওরা ছাড়া পাওয়ার পর ভালভাবে জীবন যাপন করতে পারে। জেলের শ্রমিকরা তাদের রক্ত জল করে যে বাগান করে, যে সমস্ত উৎপাদন করে সেগুলি জেলের Supdt, কর্ম্মচারী লোটপাট করে খায়। তাদের দুর্নীতিকে আর প্রশ্রয় দেওয়ার জন্যই এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু আমি বলতে চাই যে এই টাকা দুর্নীতি শক্তিশালী

করার জন্য ব্যয় না করে যাতে অন্যায়ভাবে যারা আটক আছে তারা যাতে পায় তার জন্যই আমি অনুরোধ রাখব। আমি cut motion এর মারফতে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমার এই বক্তব্য রাখছি। আশা করি হাউস সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমার এই cut motion গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :— I would now call on the Hon'ble Deputy Minister Shri B, Das,

Shri B. Das, (Dy, Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী Demand for grant No, 11 যেটা House সামনে এনেছেন তার আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধীপক্ষ থেকে মাননীয় সদস্য শ্রীহেমন্ত দেব একটি cut motion এনেছেন। সেই cut motion টি mismanagement in the Jail Administration সেই cut motion টী আনতে গিয়ে তিনি যে বক্তব্য রাখলেন সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই আমি ২।৪ টি কথা বলছি। এতক্ষণ আমরা ওনার বক্তব্য শুনলাম। উনার যে cut motion mismanagement in the Jail Administration সেই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যে কথাগুলি বলেছেন তাতে একটি কথাই বার বার আমার কানে ঠেকছিল। সেই কথাটি হল দুর্নীতি, দুর্নীতি, দুর্নীতি। দুর্নীতির Dept. দুর্নীতির শিরোমনি, দুর্নীতি, দুর্নীতিই কেবল শুনলাম। যুক্তি কোথায়—এতক্ষন আমরা খুঁজে পেলাম না। বহুক্ষণ চেষ্টা করলাম কিন্তু খুঁজে পেলাম না। দুর্নীতি যেখানে বলছেন সেটা অন্ততঃ যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাবেন তো? কিন্তু সেরকমতো কোথায়ও কিছুই পেলাম না। কেবল কথাগুলি কানেই গেল—দুর্নীতি, দুর্নীতি, আর কিছুই নয়।

(Interruption)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Assembly floor এ দাঁড়িয়েই বলছি। Children park যখন দরকার হবে তখন নিশ্চয়ই বলব এবং মাননীয় সদস্যকে আমন্ত্রন করছি তিনিও সেখানে যাবেন এবং বক্তব্য শুনবেন। যুক্তি দিয়েই সমস্ত কথা বুঝিয়ে দেব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখন আমি আমার বক্তব্যটা রাখতে চেষ্টা করছি। সেখানে দুর্নীতির ডিপোই কেবল শুনলাম। তিনি বলতে গিয়ে বললেন যে সেখানে অফিসারদের ব্যবহার নাকি খুব খারাপ। এখন একটি কথা আমাকে এখানে তুলে ধরতে হয়। জেলখানাতে এখন আমরা কি করছি। কয়েদীদের প্রতি আগে কিরূপ ব্যবহার করা হতো। এবং এখন কিরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেখানে নীতিই নেওয়া হল Reformatory নীতি। এই কথাটা অনেকেই জানেন। কয়েকটি কয়েদী সম্পর্কে আমি শুনেছি এবং একটি সম্বন্ধে আমি বিশেষ করে জানি যে তার হাজতবাসের পর জেল হয়েছিল ১৫ দিনের। কোন কিছুএকটা কারণে এবং সেখানে Reformatory Treatment এর পর এবং জেলখানাতে থাকবার পর এত ভাল ব্যবহার তিনি পেলেন যে যেদিন উনি ছাড়া পেলেন অর্থাৎ ছুটি হয়ে গেল. সেদিন Gate এ এসে তিনি কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন যে আমাকে আরো কয়েকটা দিন থাকতে দিন। আমাকে আরও কয়েকটা দিন

জনৈক সদস্য— বাঃ, বাঃ, বাঃ !

Shri B. Das ;— এইরূপ যেখানে চেষ্টা করা হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে এবং এই কয়েদীদের প্রতিও যে treatement করা হচ্ছে, যে ব্যবহার তারা পাচ্ছে এই কথার পরও সেখানে যে কি করে উনারা বলতে পারেন যে সেখানে অন্য কিছু হচ্ছে না, —কেবল দুর্নীতি, দুর্নীতি। এইতো কেবল শুনছি।

(Interruption)

একটু খানি ধৈর্য্য ধরে শুনুন। অনেক কিছুই শুনতে পাবেন। কেবল দুর্নীতিই শুনালেন, আর কিছুই শুনতে পেলাম না। দু-চারিটি কথা শুনাতে পারলে খুবই ভাল হতো। সেরকম তো কিছুই শুনালেন না—কেবল দুর্নীতিই শুনালেন। warder সেখানে রয়েছে ৯০ জন সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য। এই দিয়েই যদি আমরা কাজ চালাতে পারি এবং কয়েদীরা যদি ভাল ব্যবহার পায় এবং তারা নিজেরা যদি কাজ করে যায় তবে সেখানে আরো লোকের কি প্রয়োজন? একদিকে উনারা বলবেন মাথাভারী বাজেট ইত্যাদি অনেক কিছু। আবার আর এক দিকে বলবেন, না—কর্মচারীর সংখ্যা আরও বাড়াও—কাজ চলছে না। সেই contradictory কথাগুলি আমাদের শুনতে হচ্ছে এই Assembly তে। কিন্তু এই কথাগুলি যদি আমরা Children park এ শুনতে পেতাম তবে ভাল হতো। Assembly তে এই সমস্ত কথা বলা কতটুকু ভাল হবে মাননীয় সদস্যরা তা বিবেচনা করে দেখবেন! তারপর উনি বলেছেন যে Superintendent সেখানে তুমি, তুই ইত্যাদি কথা ব্যবহার করেন। যাকে ভালবাসা যায়, স্নেহ করা যায় তার বেলাতেই তুমি শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কাজেই এই ধরণের যে একটা example আমি কিছুক্ষণ আগে তুলে ধরলাম সেই ক্ষেত্রে যদি কেহ "তুমি" পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় সেখানে কি আপত্তি থাকতে পারে। কাজেই মাননীয় সদস্য কেন যে এ কথাটা বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কাপড় ধোয়া হয় কয়েদীদের দিয়ে। এই সম্পর্কে আমি এইটুকু বলতে চাই যে কথাটা উনি Assembly তে দাঁড়িয়ে বলছেন সেটুকু উনি প্রমাণ করুন। তিনি সেটা লিখে দিন। নিশ্চয়ই সেটা তদন্ত করা হবে। সেই সংসাহসটুকু মাননীয় সদস্যের আছে, সেটুকু আমি জানি।

এই যে ৪, ১৬, ০০০ টাকা রাখা হয়েছে, সেটা নাকি দুর্নীতি আরও শক্ত করার জন্যে। সেখানে যারা কয়েদী আছেন তাদের reformatory treatment এর ব্যবস্থা হচ্ছে। তাদের খাওয়া পরার বা অন্য management এর কোন দরকার নেই? কাজেই টাকাটা নাকি দুর্নীতির শিরোমণি যারা তাদের পকেট ভর্ত্তি হবে, এই হল তাঁর উক্তি। এতক্ষণ শুনলাম কি? শুধু দুর্নীতি আর দুর্নীতি কিন্তু একটি প্রমাণও দিতে পারেন নি। বলা হয়েছে যে কোন প্রকারের ব্যবস্থা তাদের জন্য সেখানে রাখা হয় নি। কিন্তু বাজেটটি যখন আলোচনা করবেন তখন দেখতে পাবেন যে, reformatory tratement এর জন্য convict wages দেওয়া হচ্ছে। wages to convict এর জন্য ৫০০০ টাকা, তারপর তাদের medicine, ration দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও আর একটি জিনিষ আছে সেটা হচ্ছে cost of machinery & accessories &

raw material এটা reformatory treatment এর জন্য দরকার। সেইটাই আমরা করছি। কাজেই দুর্নীতি কোথায় যে দেখলেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। তিনি প্রমান বা কোন যুক্তিও দিতে পারলেন না।

এ ছাড়া আরেকটি রয়ে গেছে সেটা হচ্ছে Jail manufacture, other charges এর ঘরে দেখুন সেখানে purchase of raw materials এর জন্য ৮০০০ টাকা রাখা হয়েছে। কাজেই এই cut motion এর যুক্তি আমি খুঁজে পাচ্ছি না। সেজন্য এই cut motion এর বিরোধীতা করছি এবং demand এর পক্ষে বক্তব্য রেখে আমি বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Atiqul Islam

Shri Atiqul Islam :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Jail administration সম্পর্কে বর্তমান Superintendent Cum —I,G,P সম্বন্ধে অভিযোগ যে এই Assemblyতে না করা হয়েছে তা নয়। আজকে আমার বন্ধুবর হেমন্ত বাবু যে সমস্ত অভিযোগ এনেছেন এর চাইতেও অনেক Serious অভিযোগ আমি এই Assemblyতে উত্থাপন করেছি। প্রমাণ দেওয়ার দায়িত্বও আমি নিয়েছি কিন্তু কেউ আমার নিকট প্রমাণ নিতে আসেনি। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, তারা বলেন যে তোমরা লিখিত complain আমাদের কাছে দাও। এখন লিখিত complain যদি আমাকে সব সময় দিতে হয় তা হলে Assembly আছে কিসের জন্যে? Assemblyর তো কোন প্রয়োজন ছিলনা। Jailor ছিল, Superintendent ছিল, Anti-corruption department ছিল, সে সব জায়গায় written complain করলেই তো সবকিছু চুকে যায়। আমার তো তা হ'লে এখানে আসার কোন প্রয়োজন নাই। আমি যে সমস্ত complain করি এই Assemblyতে দাঁড়িয়ে, সেই সব complain গুলোর enquiry করা at their own initiative প্রয়োজন মনে করেন কিনা। প্রয়োজন মনে করেন কিনা, এ সমস্ত অভিযোগগুলো vigilance commissioner, anti-corruption departmentএ পাঠান উচিত। যদি না মনে করে থাকেন তা হ'লে আমরা কি এই Assemblyতে শুধু কথা বলতে এসেছি। এটা কি কথা বলার দোকান; যে আমি কিছু কথা বললাম, তারা কিছু কথা বললেন। এখানে কি কথার খেইল দেখিতে এসেছি। আজ পর্য্যন্ত এই Assemblyতে যতগুলো Complain আমি করছি From A to Z সবগুলো আমি প্রমান করতে পারি। কিন্তু প্রমান চাইনা কেউ। লিখিত complain চান আপনারা। যে employee লিখিত complain করেছে তার কিন্তু কোন তদন্ত করার কোন প্রয়োজন মনে করেননা তারা। complain করা হয়েছে যে, Superintendent জেলখানার তেল তার বাড়ীতে নিয়ে যান। Superintendent জেলখানার ভিতরে একটা গরু রাখেন। আর জেলখানার যত গরু আছে সেগুলোর সাথে মিশিয়ে দিয়ে সব গরুগুলোর দুধ বাড়ীতে নিয়ে আসেন। সেই complain করা হয়েছে কিন্তু enquiry হয়নি। আরও complain করা হয়েছে। Enquiry যে করা হবেনা তা আমি জানি। কারণ জেলখানার তেল মন্ত্রীদের বাড়িতেও আসে এবং সেই তেল তারা নিজেদের গায়ে মাখেন। কাজেই এত তেল যখন তাদের গায়ে পড়ছে তখন তার বিচার হবেনা,

আমরা জানি। এবং আমি জানি যে প্রত্যেকটি মিনিষ্টার যখনই কোন officer এর বিরুদ্ধে complain করা হবে, তখনই তারা জানুক বা নাই জানুক, সেই officerকে protection দেবে। সেই protection এ সমস্ত officerরা পায় বলেই সেই officerদের সাহস আরও বেড়ে যায়। তারা জানেন, আমরা যা কিছুই করিনা কেন আমাদের রক্ষক Assemblyতে আছে। কাজেই ওদের কোন ভয়নেই। কথায় বলে খুঁটার জোরে পাঠা কুঁদে। সেই জন্যেই পাঠা কুঁদছে।

অভিযোগের কথা যদি বলা হয়, তাহলে আমার সামনে আরও দিন আসছে, আরও department আসছে আরও Concrete অভিযোগ সে সময় আমি করব। কথা হ'ল Assemblyতে যে সব অভিযোগ আমরা করি সেগুলো তদন্ত হবে, কি হবেনা? নাকি written complain চাওয়া হবে? written complain চাওয়া হবে কেন? Is Assembly a department? কারণ মিনিষ্টাররা জানেন যে, এমন অনেক ঘটনা ঘটে যেগুলো সাক্ষী দিয়ে সবসময় প্রমাণ করা যায়না। কিন্তু

(Interruption)

Let me say please. Let me say my say. কিন্তু যদি Anti-Corruption দিয়ে বা Vigilance Commission দিয়ে secrct Inquiry করা হয় সেগুলো ধরা যায়। যে Complain গুলো আমি এখানে করছি সেগুলো কি Anti-corruptian Deptt এ পাঠান য'য় না? সেগুলো কি Vigilance Commission এ পাঠান যায় না?

(Interruption)

আপনি পাঠ'বেন না কেন? আপ'ন বসে বসে করছেন কি? You give protection to all culprits. It is you......কাজেই আমরা জানি যে তারা চাননা সে এই সমস্ত corruption হউক। তারা চাননা যে যারা দুর্নীতি পরায়ণ যারা power কে misuse করে.........

(Noise)

Mr. Speaker :—I request the Hon'ble members not to make disturbance.

Shri Atitul Islam :—তাদের বিরুদ্ধে কোন stept নিতে তারা ইচ্ছুক নন। এবং ইচ্ছুক নন বলেই ঐ সমস্ত officerদের autocracy বা তাদের ক্ষমতা লোলুপতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। ফলে corruption কোন দিন বন্ধ হবেনা. হতে পারেনা। একথা আমি বরাবর বলে আসছি যে, Corruption আছে, misuse of power আছে, সেই misuse of power যদি বন্ধ করতে চান তাহালে it should be started from the top and not from the bottom. একটি Class IV staff কি করল না করল, That is not the main thing. Main thing হচ্ছে Corruption যদি বন্ধ করতে হয় তাইলে তা বন্ধ করতে হবে from the top, যিনি Head of the institution, Head of the department সেখান থেকে Corruption বন্ধ করতে হবে। তা যদি না হয় তাইলে

Corruption বন্ধ করা যাবেনা। আমি জানি যে, আজকে যেসব Complain আমরা এখানে করছি সেটা যদি আমরা Class III বা Class IV employeeর বিরুদ্ধে করতাম তাহলে এতক্ষনে একটা হৈ চৈ পড়ে যেতো। নিশ্চয় তারা একটা কিছু Step নিতেন। কিন্তু যেহেতু অভিযোগই High official এর বিরুদ্ধে। কাজেই তাকে Protection দেওয়া হবে। আপনারা যদি Assembly Proceedings পড়েন তাহলে তাহলে দেখবেন যে ভুরি ভুরি Complain আজ পর্য্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু একটার ও কোন তদন্ত হয়নি।

এখনই বলা হয়েছে যে, Superintendent জেলের কয়েদীকে বাড়ীতে নিয়ে তার জামা কাপড় ইত্যাদি ধোলাই করান। কিন্তু যদি open enquiry হয় তাহলে কোন কয়েদী এটা স্বীকার করবে না। কারণ তাহলে কোন না কোন অজুহাতে তার অপরাধ বাড়িয়ে তাকে বিপদে ফেলে তার কয়েদের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। কাজেই এটা ধরার উপায় কি? উপায় হচ্ছে, Secret investigation through Anticorruption or vigilance department সেগুলো কি করা যায় না? আমি House এ যে সমস্ত complain করছি সেগুলোর কি secret enquiry করা যায় না? এগুলো কি complain নয়? I am a responsibile person আমি certain information নিয়েই এসব complain করছি। সেগুলোর কি কোন enquiry করা যায় না। যদি enquiry করতে গিয়ে তারা বলেন যে আমি বাড়িয়ে বলেছি কাজেই evidence চাই তখন আমি নিশ্চয়ই evidence দিতে পারব। এবং তখন যদি তা আমি না দিতে পারি তাহলে পরবর্ত্তীকালে তারা আমাকে দোষারূপ করতে পারেন যে, Assembly তে Complain করা হয়েছিল এবং যখন প্রমান চাওয়া হল তখন he faied to produce evidence & establish the chargese তখন আমার বিরুদ্ধে যা খুশী তা আপনার বলতে পারেন। কিন্তু তাদের সে সাহস নেই। এবং নেই বলেই তারা কোন enquiry করতে চান না। বরং সেই corrupt officer দের protection দেন এবং তাতে তাদের সাহস আরও বেড়ে যায়।

আমি Assembly তে এই বলতে চাই যে opposition যা বলেন, মন্ত্রীরা যদি তার উপর কোন গুরুত্ব না দেন তাহলে opposition এর function কিছুই থাকে না। It is our duty যে, কোথায় কোন দোষ ত্রুটী হচ্ছে সেগুলো Assembly তে তুলে ধরা। আমরা যখন সেগুলো তুলে ধরি তখন কোন step নেওয়া হয় না বা due importance দেওয়া হয় না এবং সেগুলোকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়। ফলে opposition এর কোন function থাকে না। এরা কথা বলে, ওরাও কথা বলে—যেন এটা একটা যাত্রার দল। এখানে আমরা আসলাম এবং কিছু বলে বাড়ী চলে গেলাম। ঘটনা যে অবস্থায় ছিল তাই রইল। Please don't convert this Assembly into a Jatra Party. It is my request.

Mr. Speaker :— I would now call on Hon'ble S. L, Singh, Chief Minister.

Shri S. L. Singh, (Chief Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জেল সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক কিছু বলা হয়েছে। যারা অপরাধী বলে অভিযুক্ত হয় তারাই জেলে যায়। তাহাদিগকে ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য Superintendent থাকেন, Jailor থাকেন, ওয়ার্ডার থাকে। অতএব অভিযুক্ত যারা জেলে যায় তারা সেখানে তাদের খাম খেয়ালী বা খুশীমত চলতে পারে না। জেলের নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। সেখানে যদি কেউ নিজেদের খেয়াল খুশীমত চলতে চায় তাহলে তাকে জেল কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হতে হয় বৈকি? আর যারা নিজেকে জেলে সংশোধন করতে চান, তারা জেলে সে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন। সেইসব বিধিব্যবস্থা জেলে আছে। আজকালকার জেল আগের দিনের জেলের চাইতে অনেক ভাল। এখন সেখানে health, hygiene থেকে সুরু করে অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধাই আছে যাতে যারা দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে জেলে যান তাদের আনন্দ দেওয়া যায়। তারা নিজেদের চরিত্র যাতে সংশোধন করতে পারে সেই সব ব্যবস্থাদি আছে। এখানে বলা হয়েছে যে যারা Convict তাদের wage দেওয়া হচ্ছে না। এই বাজেটে wage দিবার provision করা হয়েছে। তাদের স্বাস্থ্যের জন্য একটা হাসপাতাল করা হয়েছে এবং রুগীকে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করার ব্যবস্থা আছে। দুর্নীতিতে যারা অভ্যস্থ তাদের আমরা Jail bird বলি। তারা নানা ভাবে জেলে ফাঁকি দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে। কেউ হয়ত Smuggling করার চেষ্টা করেন। এবং তখন ধরা পড়লে তার শাস্তির ব্যবস্থা জেলে করা হয়। কাজেই তাদের Jailor এর Warder এবং Superintendent এর প্রতি রুষ্টভাবাপন্ন হয়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এখানে তারা বলেছেন যে জেলে I. G. P. আছেন কিন্তু আমাদের বাজেটে I. G. P র নাম উল্লেখ নাই। এখানে আছে Jailor ও Supdt. এবং Warder যারা আছেন তাদের উল্লেখ। অতএব কোথা থেকে যে একথা তারা বল্লেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। তবে বাজেট দেখে কথা বলা উচিৎ, বাজেট অনুসারে চলা উচিৎ। এখানে বাজেটের বহির্ভূত কথা বলে এটাকে অন্যভাবে বলার প্রচেষ্টা তারা করছেন। Superintendent তৈল খান. জেলেখানায় সেই তৈল বিক্রী হয়, সুতরাং আপনি যদি পয়সা দেন তবে আপনার বাড়ীতেই সেটা দেওয়া হবে। কাজেই তারা হাওয়ায় কথা বলেন।

(Interruption)

কোন অভিযোগ যদি থাকে তবে লিখিতভাবে তা বরুন। যদি পয়সা না দিয়ে কেউ তৈল খান এবং তা প্রমাণ করতে পারেন তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই রকম কোন অভিযোগ থাকলে কোর্টে কেস দায়ের করুন আমি কোর্টে হাজির হতে রাজী আছি। আমি জানি এরকম সৎসাহস আপনাদের জীবনেও হবেনা কারণ Primafacie Case proof করার ক্ষমতা আপনাদের নেই। এখানে দাড়িয়ে সস্তায় বাজীমাৎ করা চলে। আপনারা যখন যে কথা বলেন তা প্রমাণ করার মত তথ্য যদি আপনারা না রাখেন তাহলে হাওয়ায় কথা বলা হয়, হাওয়ার সেটা ভেসে যায়। এটাকে যাত্রার দল বলা হয়েছে।

হাওয়ায় যদি কথা বলা হয় Audienceকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাহলে মাননীয় সদস্যকে সেই দিক দিয়ে চিন্তা করতে বলব যে ছিলাম শিশু হয়েছি এখন যাত্রার দলের অধিনায়ক বা অভিনেতা বা অভিনেত্রী।

(Interruption)

অভিনেত্রী আছে এখানে, এত ভয় পাচ্ছেন কেন? কারণ যাত্রার দলের Audianee দের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হল মুল উদ্দেশ্য। বাস্তবের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ থাকেন না। অবএত আপনাদের কথা দ্বারাই প্রমানিত হচ্ছে যে আপনারা রং মেগে কথা বলছেন এবং সেই রকম কথার গুরুত্ব হাউসের মধ্যে পায়। হাউস তা সেই ভাবেই গ্রহণ করে। তারপরে আমি বলব জল আমরা খাওয়াই জল চেয়েছেন, জল খাওয়াব এবং আমিও জল খাই। নিজেও খাই, অন্যকেও খাওয়াই। অতএব আপনারা জল খাননা, আপনারা এমনই প্রাণী, গিনিপিগে পর্য্যবসিত হয়েছেন, সেটা দেখে আমি খুব আশ্চর্য্যান্বিত হই। আপনারা জল খাননা। অতএব গিনিপিগে পরিণত হতে আর আপনাদের বাকী নেই। কারণ গিনিপিগ জল না খেয়ে থাকিতে পারে। আপনাদের সে গুণ আছে। অতএব আমি আপনাদিগকে নমস্কার করি। তারপরে কথা হল এই

(Interruption)

অতএব এই যে Cut motion এনেছেন সেটা অবাস্তব। অতএব আমি আমার Demand হাউসের সামনে রাখছি। আশা করি হাউস সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তা গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :— The discussion on demand for grant No. 11 is over. I would now put the motion to vote. First I would put the cut motion to vote. The cut motion is moved by Shri Hemanta Deb. M. L. A. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement in the Jail administration.

As many as are of that opinion will Please say 'Ayes'

Voice—"Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice—"Noes"

Noes have it. Noes have it.

So the cut motion is lost. I would now put to vote the main motion moved by Hon'ble S. L. Singh that sum not exceeding Rs. 4,76,000/- (inclus've of the sums specified in col. 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on A/c) Bill, 1966 be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March' 1967 in respect of demond No. 11 jails.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—"Ayes"

As many as are of contary opinion will please say "Noes"

Ayes have it, Ayes have it.

So the motion is carried. Now I would call the Hon'ble Chief Minister to move his demand for grant Nos, 6 & 7 together.

Shri S. L. Singh :— On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 20, 000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on A/c) Bill, 1966), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1967 in respect of demand No. 6—stamps.

Further on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1, 16, 000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on A/c)- Bill, 1966, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of demand No. 7—Registration fees.

এই যে ডিমাণ্ড দুইটি হাউসের সামনে রাখছি, আশা করছি হাউস তা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে ।

Mr. Speaker :— There is one cut motion on demand for grant No, 6 and the cut motion is moved by Shri Birchandra Deb Barma M,L,A that the demand be reduced by Rs, 100/- to discuss on increase of stamp and Court fees duties, Now I would request Shri Deb Barma to move his cut motion,

Shri Birchandra Deb Barma :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই Court fee & stamp সম্পর্কে এই হাউসে একাধিকবার আমরা আলোচনা করেছি। বর্তমান বাজেট session ও ঐ Court fee & stamp এর উপর cut motion রেখে তার পুনরুক্তি করতে হচ্ছে। আমরা Assam Court fee & stamp Act এখানে প্রয়োগ করছি যার ফলে আমাদের এখানে Court fee এবং stamp fee অনেক বেড়েছে। আমরা এই হাউসে ত্রিপুরার জন্য stamp & Court Fee সম্বলিত আইন প্রণয়ন করার জন্য Bill নিয়ে এসেছিলাম। আমরা জানি যে এখানে Assembly রয়েছে, এর কাজ হচ্ছে এখানকার যে সমস্ত Legislative measures সেগুলি করা এবং এখানকার যে condition আছে সেই অনুযায়ী আইন তৈরী করা। যখন আমাদের এখানে কোন Assembly ছিল না, তখন অন্য province এর আইন এখানে extend করা হত Union Territories Laws &

states Act অনুসারে। আমি মনে করি যখন আমরা Assembly পেয়েছি এবং তার কার্য্যাদি পরিচালনা করি, তখনই আমাদের এখানকার Court fees & stamp duties সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা দরকার। কেননা এখানকার পরিস্থিতি ও জনসাধারণের যে অবস্থা, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের stamp & Court Fee Act, Tripura র Legislative যাতে তৈরী করতে পারে, সেইজন্য এই হাউসের দৃষ্টি আমরা পূর্ব্বেও আকর্ষণ করেছিলাম এবং তার জন্য নানারকম বিল ও প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ সমস্ত বিল এই হাউসে consider করা হয় নি। এখন আমার কথা হচ্ছে ত্রিপুরার যে বর্ত্তমান অবস্থা, তার যে economic condition চলছে, ত্রিপুরার জনসাধারণ যে অর্থনৈতিক দুর্গতির মধ্যে চলছে, সেইজন্য যাতে এই stamp & Court fee গুলি কমানো হয়, এবং এখানকার জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রেখে সেই increased stamp & Court fees duties কমিয়ে এখানকার জনসাধারণের সুযোগ সুবিধা যাতে করে দেওয়া হয়, তার একটা সুব্যবস্থা করা উচিত ছিল। তাই এই যে বর্দ্ধিত stamp & Court fees duties আমাদের জনসাধারণকে দিতে হচ্ছে, সেই বিষয়ে grievance ventilate করার জন্য আমি এই cut motion এই হাউসের সামনে রাখছি। আমি মনে করছি আমাদের এখানে যেভাবে বর্দ্ধিত হারে Court fee & stamp duties আদায় করা হচ্ছে তা ঠিক যুক্তিসঙ্গতভাবে হচ্ছে না। ত্রিপুরার জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রেখে তা করা হচ্ছে না। কাজেই এইদিকে লক্ষ্য রেখেই আমি এই বর্দ্ধিত stamp & Court fee duties এর উপর ত্রিপুরার জনসাধারণের যে একটা grievance রয়েছে, সেটা ventilate করার জন্য আমার এই cut motion হাউসের সামনে রেখেছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri S L. Singh Chief Minister.

Shri S L. Singh :—Increased stamp & Court fees duties সম্বন্ধে যে cut motion রাখা হয়েছে বাজেটের উপরে আমি তার প্রতিবাদ করছি। এখানে বলা হয়েছে যে আমরা আসাম প্রদেশ থেকে এই Act গ্রহণ করছি এবং আমাদের একটি নূতন আইন তৈরী করে Court fee & stamp duties নির্ধারণ করা দরকার। কিন্তু আমাদের যখন বিধান সভা ছিল না তখনই এই পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের আইন আমাদের গ্রহণ করা সময়োচিত হয়েছিল। অতএব এখন যখন আমরা বিধানসভা পেয়েছি; তাই এই Act টি পরিবর্ত্তন করা হউক, এই কি যুক্তি ? আমি এই যুক্তির কোন সারবত্তা আছে বলে মনে করি না। বিধানসভা হয়েছে বলে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের কোন একটি আইনকে গ্রহণ করে তাকে আবারপরিবর্ত্তন করতে, হবে, এমন কোন কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না এবং তার কোন যৌক্তিকতাও খুঁজে পাচ্ছি না। যদি এর মধ্যে অবৈধ কিছু থাকত বা জবরদস্তি মূলক কিছু থাকত, তাহ'লে পরে ওনারা বলতে পারতেন, এবং আমরা ও আইনগত ভিত্তিতে তা গ্রহণ করতে পারতাম। অবশ্য তারা যদি মনে করে থাকেন যে stamp বা Court fee duties ইত্যাদি কিছু থাকবে না, এমন কি বিচার ব্যবস্থা ও থাকবে না, এভাবে সব

ছেড়ে দিয়ে চলবে। কিন্তু আমরা এই রকম কোন পরিকল্পনার কথা ভাবতেও পারি না। কেননা আমাদের চিন্তা করে দেখতে হবে যে আপনাদের কথাবার্ত্তায় যা প্রকাশিত হচ্ছে তাতে মনে হয়, stamp & Court fee duties একটা অন্য প্রদেশের আইন এখানে চালু রয়েছে, তা বড় অন্যায় হয়েছে, অতএব এটাকে পরিবর্ত্তন করা হউক। আর আমরা যখন এই আইনটা এখানে চালু করেছি, তখন আমাদের কোন বিধানসভা ছিল না। কাজেই এখন যখন বিধানসভা পেয়েছি আমাদের যে কোন আইন পরিবর্ত্তন করে ফেলতে হবে। তবে এই সব বলার অধিকার মাননীয় সদস্যদের আছে, তাই ওনারা ঐসব বলতে পারেন। আমি মাননীয় সদস্যদের এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে প্রত্যেক State এর কতকগুলি duty আছে, যেগুলি তাকে পালন করতেই হবে। অতএব এমন সব responsibility আছে, আমরা শুধু ঐগুলির কথা মুখেই বলে যাব, কাজের কাজ কিছুই করব না। আমার মনে হয়, আমরা এমন কোন পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের অবৈধ আইন গ্রহণ করিনি। আমরা আমাদের পরিবেশের উপর দৃষ্টি রেখেই ঐ আইনটা গ্রহণ করেছি। তবে হয়ত মামলা মোকদ্দমা করতে গিয়ে উকিলের কিছু অসুবিধা হতে পারে। কেননা Stamp এর দৌলতে Court এ মামলা মোকদ্দমা কমে যেতে পারে, লোকে মামলা করার জন্য Court এ কম যাবে, তাতে ওনাদের remunerationটা কমে যাবে, অতএব ওনাদের দুঃখের কারণ হবে বৈকি? কিন্তু একদিকে মামলা মোকদ্দমা যারা করেন না, সাধু প্রকৃতির লোক যারা আছেন, তারা Court এর ধারে কাছেও যান না, সেই দিক দিয়ে তাদের আনন্দের কথা, কিন্তু যারা মামলাবাজ তাদের পক্ষে এটা দুর্দৈব, এটা সত্যি। অতএব আমার যে demand, আমি তা হাউসের সামনে রাখছি, আশা করি হাউস তা সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গ্রহণ করবে। এবং Cut motion এর বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker :— The discussion on demand for grant No 6 is over, I would now put the cut motion moved by Shri Birchandra Deb Barma, M, L. A. to vote, The question before the House is that the demand be reduced by Rs. 100 to discuss on increase of Stamp & Court fees duties,

As many as are of that opinion will please say "Ayes"

Voice "Ayes"

As many as are of contray opinion will please say 'Noes'

Voice "Noes!"

Noes have it, Noes have it,

So the cut motion is lost,

Now I would put to vote the main motion moved by Hon'ble Chief Minister that a sum not exceeding Rs. 20, 000/- (inclusive of the sums specified in col- 3 of the schedule to the Appropriation (vote on A/c) Bill

1967), be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of demand No 6 Stamps.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"

Voice "Ayes"

As many as are of contrary opiniin will please say 'Noes"

Ayes have it, Ayes have it,

So the motion is carried. The discussion on demand for grant No 7 is over. Now I would put to vote the motion moved by Hon'ble S. L. Singh, that a sum not exeeding Rs 1, 16, 000/- inclusive of the sums specified in col—3 of the schedule to the Appropriation (vote on A/c) Bill, 1966, be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1967 in respect of demand No 7 Registration.

As many as are of their opinion will please say 'Ayes"

Voice "Ayes"

Ayes have it Ayes have it,

So the motion is carried.

I would now call the Hon'ble Chief Minister, Shri S. L Singh to move his demand for grant No 36.

Shri S L. Singh :— Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs 17, 000/- [inclusive of tbe sums specified column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on account) Bill 1966] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st March 1967 in respect of demand No 36 Expenditure connected with the National emergency. আমি আশা করি house এই প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :— There is only one cut motion tabled by Shri Bulu kuki that the demand be reduced by Rs 100/- to discuss on inadequacy of provision for allowances to the detenus.

Now I would call on Shri Bulu kuki to move his cut motion.

Shri Bulu kuki :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই demand এর উপর যে cut

motion রেখেছি তার উদ্দেশ্য হলো এই যে বর্তমানে কোন উপযুক্ত and যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকা সত্বেও আজকে Ruling party ভারতবর্ষের মধ্যে emergency চালু রেখেছে, এবং এই emergency Ruling party তাদের দলীয় স্বার্থে এবং তাদের গদী দখল রাখার জন্য চালু রেখেছে, কারণ বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন Province এর মধ্যে যে অবস্থা আমরা দেখি এবং তার Ruling party যে অবস্থা করেছে তার জবাব দেওয়ার জন্য জনসাধারণ দাঁড়িয়েছে, এবং সরকার যে ব্যবস্থা করেছে তার বিরুদ্ধে তারা দাঁড়িয়েছে। ভারত সরকার, কংগ্রেস সরকার জনসাধারণের চাহিদা মিটাতে পারে নাই। এই কারণে এখানে আমি এই কথা বলতে চাই।

(Noice Interruption)

এখন এই emergency চালু করে D. I. rule এ ভারতবর্ষের অনেক রাজনৈতিক political heads কে আটক রেখেছেন, দেখতে পাই যে শুধু আটকই করেন নি, জেলের মধ্যেও তারা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা তা থেকেও তাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। কারণ আমরা জানি, আমরা যখন হাজারীবাগ জেলে ছিলাম, তখন আমাদিগকে যেভাবে খাদ্যও কাপড় দেওয়া হত সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম ছিল, সে কথা আমরা বার বার Govt এর কাছে উল্লেখ করেছি। তা ছাড়া বর্তমানে যেসব detunu হাজারী বাগ এবং ডুমকাজেলে আছে তাদের ভাল করে খাওয়ার ব্যবস্থা করতেও রাজী নয়।

বর্তমানে যাবা ডুমকা জেলে আছেন তারা একথা বলেছেন যে তাদের পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভব নয়। কারণ সেখানে খুব বেশী গরম। এই সম্পর্কে জেল মন্ত্রী যিনি আছেন তাঁর নিকট deputation দেওয়া হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই ডুমকা থেকে হাজারীবাগে তাদের আনারও কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। তদুপরি তাদের যে পারিবারিক ভাতা তার জন্য বার বার deputation দেওয়া হয়েছে এবং মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে কিন্তু আজ পর্য্যন্তও কোন সুফল হয় নাই। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে আমরা কি দেখতে পাই। পশ্চিমবঙ্গে detnu রা যাতে ভালভাবে থাকা খাওয়ার সুবিধা পায় তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তদুপরি তাদের পরিবারবর্গের জন্য ভাতা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা আছে কিন্তু ত্রিপুরা সরকার তার কোনরকম ব্যবস্থা করেন নাই। 'ত্রিপুরার কথা'র Editor শ্রীসরোজ চন্দকে যে জেলে রাখা হইয়াছে—তাকে তার মর্য্যাদামত সুযোগ সুবিধা সেই জেলে দেওয়া হয় নাই। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি Rule fallow করেন কিন্তু কোন Rule টা তিনি follow করেন তা যদি বলেন তবে বুঝতে পারতাম। West Bengal এ detenu দের কি কি সুবিধা দেওয়া হয় তা আমি এখানে পড়ে উনরে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

15th February 1966, যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ—"রাজবন্দীদের ভাতা-বৃদ্ধি—কলিকাতা ১৪ই ফেব্রুয়ারী। রাজ্য সরকার রাজবন্দীদের ভাতা বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভারত সরকারের ৩০ ধারায় ধৃত ব্যক্তিরা এই সুবিধা পাবেন। এখন মাসে মাথাপিছু ৩০ টাকা

হারে রাজবন্দীর পরিবারদের ভাতা দেওয়া হয়, আজ থেকে এই ভাতার পরিমাণ ৪০ টাকা হল। রাজবন্দীরা Contingency বাবদ পরিবার পিছু ২৫৲ মাসে পেতেন, আজ হতে তারা ৫০৲ টাকা করে পাবেন। পকেট এলাউন্স বাবদ তারা পেতেন মাসে সাড়ে সাত টাকা এখন হতে তারা ২০৲ টাকা পাবেন। কাপড় চোপড়ের জন্য প্রতি ছয় মাসে তারা ৩৫ টাকা পেতেন এখন পাবেন ৫৫ টাকা। রাজবন্দীরা যা খাবার পান, তা ছাড়া বাড়তি কিছু দেওয়া হবে। সকালে ১টি করে ডিম, অথবা ৪ আউন্স দুধ পাবেন, দুপুরে ও রাত্রে ৫০ গ্রাম মাছ অথবা মাংস অথবা ৮ আউন্স দুধ পাবেন। এখন তারা ১১৭ গ্রাম করে মাছ অথবা মাংস পান। এই হল সেখানকার অবস্থা, কিন্তু এখানকার ত্রিপুরা সরকার কি করছেন ? ভাতাত দূরের কথা, এমন কি স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য একটি জেল থেকে অন্য একটি জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পর্য্যন্ত তারা রাজী নন। এই জন্য আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যাতে পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রাজবন্দীদের দেওয়া হয় সেই সব সুযোগ সুবিধা এখানকার বন্দীরাও পেতে পারে তারজন্য মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছি এবং অনুরোধ জানাচ্ছি।

Mr Speaker :—I would now call on Shri Monoranjun Nath

Shri Manoranjan Nath :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী Demand No. 36 হাউসের সামনে রেখেছেন। সেই Demand আমি সমর্থন করছি এবং এর বিরুদ্ধে যে Cut motion আছে তার বিরোধীতা করি। এখানে মূল Demand এ ১৭ হাজার টাকা ধরা হয়েছে তার মধ্যে Civil defence বাবদ ১৬ হাজার এবং allowance for detenus বাবদ ১ হাজার। এই ১৭ হাজার টাকা ৬৫-৬৬ সালে যেমন ছিল, ৬৬-৬৭ সালেও সেই amountই ধার্য্য করা হয়েছে। সুতরাং তাতে যে কোন যৌক্তিকতা নাই একথা আমি স্বীকার করিনা। তারা বলেছেন যে Inadequcy of provision for allowance to the detenus, তারা বলেছেন detenu দের ভাতা আরো বাড়াইয়া দাও। শেষ পর্য্যন্ত বলেছেন যে West Bengal এ যে ভাতা দেওয়া হয় সেই রকম ভাতা পেলেই তারা খুশী। সেটা ভাল কথা। প্রথম বার আমরা শুনতে পেলাম যে emergency দরকার নাই এবং emergencyর নাম করে এই detenu রাখার কোন দরকার নাই, অনর্থক তাদের রাজবন্দী করে রাখা হয়েছে। তাদের ছেড়ে দাও। আবার ঐ statement এ শেষ পর্যায়ে বলতে চান যে West Bengal এর মত এখানে ভাতা দেওয়া হউক। (Interruption) তাদের বক্তৃতায় যে যুক্তি ও সামঞ্জস্য আছে তা আমি বুঝতে পারছি না, তাই একবার বলবেন যে রাজনৈতিক নেতাদের শুধু emergencyর দোহাই দিয়ে আটক করে রাখা হয়েছে আবার বলছেন যে বেশী করে ভাতা দাও। পারিবারিক ভাতা বেশী করে দাও, তাদের pocket allowance বেশী করে দাও। তাদের যে কি অদ্ভুত যুক্তি তা আমি বুঝতে পারছি না। Emergencyর দরকার নাই সেটা বলার কি যে কারণ আছে তাও বুঝতে পারছিনা। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি ১৯৬২ সালে Chinese aggression এর সময় emergency declare করা হয় এবং চীনাদের রণহুঙ্কার

এখনও মাঝে মাঝে শুনা যায় তা ছাড়া পাকিস্তানের সঙ্গে যে সংঘর্ষ হয়ে গেল যদিও এখন একটা শান্তি চুক্তি হয়েছে, এই সমস্ত নানা দিকে বিবেচনা করলে emergency তুলে দিবার মত কোন কারণই আমি দেখতে পাইনা। তাছাড়া National Emergency তুলে নেবার কোন ক্ষমতা এই বিধানসভার নাই। কাজেই এখানে এই সব কথা বলা অবাস্তব বলেই আমি মনে করি। স্বাস্থ্য সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। কয়দিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন এখানকার detenu দের স্বাস্থ্য বেশ ভালই আছে এবং শরীরের ওজন ও বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং তাদের স্বাস্থ্য ভাল নয়, একথা আমি স্বীকার করতে পারি না। Jail Code এ যে পরিমান ভাতার পরিমান নির্দ্দিষ্ট করা আছে সেই পরিমান ভাতাই তাঁদের দেওয়া হয়েছে, তাতে কোন তারতম্য করা হয় নাই। তাঁরা ভাতা পাওয়ার উপযুক্ত কিনা সে সম্বন্ধে তদন্ত করা হচ্ছে এবং পাওয়ার অধিকারী হলে নিশ্চয়ই পাবেন। Jail code অনুযায়ী তারা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাবার অধিকারী তা সমস্তই পাচ্ছেন এবং status অনুযায়ী classification করা হয়েছে। কাজেই এই Cut motion এর আমি বিরোধীতা করছি এবং প্রস্তাব সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :—I now call on Hon'ble Chief Minister.

Shri S L. Singh, (Chief Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য Demand No. 36 এর আলোচনা করতে গিয়ে যে cut motion রেখেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। এই কারণে করছি যে এখান কার detenu দের আমরা Bihar Security Prisoners order, 1962, যেটা Bihar Govt. করেছিল সেই order অনুযায়ী তাদের আমরা খাওয়া দাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করেছি। বিহার একটি বড় রাজ্য। সেখানেও emergencyর দরুন যে সব detenu কে জেলে রাখা হয়েছে তারা সেখানে যেসব সুযোগ সুবিধা পান ত্রিপুরার detenu রাও সেই সব সুবিধা পেয়ে থাকেন। Besides allowing free bedding, free clothing, the Bihar Security Prisoners' order provide for amenities, newspapers, books. materials for indoor and outdoor Games, issue of letters by the detenu. It will thus appear that the detenus can hardly be required to spend any thing for their personal expenses. Yet the Govt. of Bihar has provided the detenu for grant of an allowance of Rs. 7·50. যেটা এই মাত্র মাননীয় সদস্য পড়লেন, সেটা বাংলাদেশে ৭.৫০ টাকাই ছিল এবং ইদানীং বৃদ্ধি পেয়েছে বলে যুগান্তর পড়ে শুনালেন। and Rs. 5/ per month for Division, 1, 1(a) & 1(b). অতএব এ জায়গাতে আর allowance দেওয়া হয় না, যেটা দেওয়া হয়েছে they may recieve friends others দিয়ে persons at intervals of not less than a month, purse not exceeding Rs. 40 & Rs. 30/- in case of Divission No 1 (b) & 1 (a) per month. The detenus may, if they so wish, put any fund

received by them. বাহির থেকে কোন বন্ধু বান্ধবরা যদি তাদের কিছু দিতে চান Grants বা Gifts তা দেওয়া হয়ে থাকে। সরোজ বাবু সম্বন্ধে যাহা বলা হয়েছে সে বিষয়ে আমি আলাপ করেছি। সেখানে আছে যে Income এর one third যেটা সেটা family allowance এ দেওয়া হয়ে থাকে, অতএব সেই অনুসারে family allowance বাবদ ৫০ টাকা করে পাচ্ছেন।

(Interruption)

আমি বলছি যে family allowance may be granted by Governmant on gratia basis if it is satisfactorily proved that the detenu & his family's subsistance has been affected. The basis will be 33⅓% of the income of the person subject to the minimum of Rs. 50/ & maximum Rs. 100/- per month. সরোজ বাবু এখানে দিয়েছেন যে উনার আয় ১৫০৲। অতএব সেই অনুসারেই তাকে ৫০৲ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে এবং মাননীয় সদস্য যারা আমার সাথে দেখা করেছেন তাদের বলেছি। তাকে Class I করে Division দেওয়ার জন্য বলেছেন এবং সেটা আমরা বিবেচনা করে দেখছি। I am finding the way as to how I can give him that status. অতএব আমি জানি যে যারা detention এ থাকেন, তাদের যতই খাওয়া দাওয়া বই পুস্তকাদি দেওয়া হউক না কেন তাদের মনের উপর একটা বিরাট প্রতিক্রিয়া হয় কারণ আবদ্ধ অবস্থায় মানুষ থাকে। সেই অবস্থাটা আমি নিজেও উপলব্ধি করি তবে emergency measure এর জন্যই তা করতে হয়েছে। অতএব আমরা আশা করব যে প্রত্যেকটি detenu ভাইরা যারা আছেন তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আমরা করছি এবং করব। তাদের family members যারা আছেন তারা যাতে supported হন সে দিকে আমরা নজর রাখছি। অতএব আইন অনুসারে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য হচ্ছি। অতএব তাদের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করেছি তা মোটেই অপর্য্যাপ্ত হবে না আমি আশা করব যে মাননীয় সদস্যরা তাহা সর্ব্বসম্মতিভাবে সমর্থন করে এই Demandকে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :— The discussion on Demand for grant No. 36 is closed, I would now put the motion to vote. First I would put to vote the cut motion moved by Shri Bulu kuki. The question is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for allowance to the detenus.

As many as are of that opinion will please will Ayes

(Voice— Ayes)

As many as are of contrary opinion hire please say Noes

(Voice— Noes)

Mr. Speaker :— Noes have it, Noes have it,

So, the motion is lost. I would now put the main motion to vote moved by Hon'ble Sachindra Lal Singh that a sum not exceeding Rs. 17, 000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropration (Vote on Account) Bill, 1966] he granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No 36—Expenditure connected with National Emergency"

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

(Voice— Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say

(No Voice)

Ayes have it, Ayes have it,

So, the motion is carried. The business of today is over. The house stand adjourned till 11 A, M on Wednesday, the 30th March, 1966.

Un-starred Question No. 815 by Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A

QUESTION	REPLY
1) A Sub-Divisionwise break up of the number of handlooms in Tripura;	1) a) Sadar —5,865 Nos. b) Dharmanagar —1,532 ,, c) Kailasahar — 100 ,, d) Kamalpur — 645 ,, e) Khowai — 910 ,, f) Sonamura — 207 ,, g) Udaipur — 124 ,, h) Bolonia — 420 ,, i) Sabroom — 289 ,, j) Amarpur — 149 ,,
2) Total financial assistance given to these hand-looms in each Sub-division during 1964-65 ?	2) a Sadar Rs. 1,42,091,00 b) Kamalpur Rs. 7,000,00 c) Khowai Rs. 12,400,00 d) Belonia Rs 20,500,00

Un-starred Question No. 825 by Shri Nripendra Chakraborty, M, L, A.

QUESTION	REPLY
1) Total amount of loan given to different Rehabilitation Centre of Tripura for the development of hand loom industry;	1) Rs. 3,63,850/-
2) Total production from hand-looms in those Rehabilitation Centres;	2) Rs. 4,06,887
3) if the production is satisfactory;	3) No.

4) if not, the reasons therefor ?

4) i) Lack of managerial ability of the Societies.

ii) Lack of skilled Artisans insufficient numbers to produce quality goods.

iii) Non-availability of yarns in due time on account of transport difficulties.

iv) Competition with goods of better quality imported from outside Tripura.

Unstarred Question No. 827 by Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A.

QUESTION

1) What criterion was followed in making selection of areas and families for giving loans while implementing Rural Housing Scheme during Third Five Year Plan period ;

REPIY

In Tripura Village Housing Projects Scheme is being implemented. No other Rural Housing Scheme is being implemented. In selecting areas, i, e, villages the followings are taken into consideration :- The people of the village should mainly belong to the Backward Classes community, who are poor, having no adequate house sites. The village should have at least 200 houses and there should be scope for agricultural and industrial development, The people should be of co-operative minded for

manufacturing building materials. There should be possibility of water supply and sanitation, etc. The people of the village in question should agree to improve or construct houses according to layout plans and make available land free of cost for community development.

Further, in selecting families for issue of loans, applications are invited by the Block Development Officers from the bonafide residents of particular selected village in prescribed proforma within a specified date. After receiving application those are enquired into thoroughly in regard to (1) bonafide of the applicant, (2) right and titlie of the applicant over the land to be mortgaged, (3) repaying capacity of the applicant and the extent of surety offered,

2] Total amount of money spent in each sub-division while implementing the scheme ?

Name of sub-division,	Loans,	Grant.	Total
1] Sadar East Block, Jirania, Sadar.	24,750	2,500	27,250
2] Khowai Block.	37,500	5,500	43,000
3] Dharmanagar Block.	32,200	2'500	34,700
4] Sonamura Block.	27,200	1,500	28,700
5] Udaipur Block.	35,100	3,000	38,100
	1,56,750	15,000	1,71,750

The above expenditure is upto 31st March, 1965.

UNSTARRED QUESTION NO. 781 BY SHRI PROMODE RANJAN DASGUPTA AND SHRI MONORANJAN NATH, M-L-A

Question	Answer
a) the steps taken to enforce the prevention of food adulteration Act 1954 effectively	9 Sanitary Inspectors and I Para Medical Assistant have been appointed as Food Inspectors under the Food Act to collect food samples. The Food Inspectors collect samples from different markets and send these to the public Analyst for chemidcal analysis and on rocoipt of the Analyst's report court cases are instituted against the offender in Courts.
b) Who is the authority to sanction prosecution under the Food Adulteration Act ;	The local Authority is the Authority to sanction prosecution,
c) number of cases instituted under the Food Adulteratlon Act in Tripura during the year 1964-65 & 1965-66, and	1964-65 :— 6 Nos. 1965-66 :— 19 "
d) the results thereof ?	In 1964-65,2 offenders have been convicted and 4 cases are pending in the Court, In 1965-66,4 offenders heve been convicted and 15 cases are pending in the court,

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

30th March, 1966.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M on Wednesday, the 30th March, 1966.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, The Chief Minister, three Deputy Ministers, the Deputy Speaker and twentyone Members.

MR. SPEAKER :—I take up the first item—Questions. Starred Questions. Shri Monchor Ali.

Shri Monchor Ali :—Starred question No. 528

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 528.

QUESTION	REPLY
সরকারের ভূমিহীনদের পুনর্বাসন নামে যে পরিকল্পনা আছে তাহাতে ভূমিহীন এর সংজ্ঞা কি ;	১) ভূমিহীন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলিতে যে কোন ব্যক্তি স্বয়ং বা তাহার পরিবার থাকিলে, সমষ্টিগতভাবে পরিবারস্থ সকলের অধিকারে বা দখলে অনধিক আদর্শ এক একর ভূমি নাই এরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে।
২) ত্রিপুরায় বর্তমানে ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা এবং জনসংখ্যা কত ?	২) ত্রিপুরায় ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা বর্তমানে ৪৩,০৯৪ এবং ঐ সকল পরিবারের লোকসংখ্যা ১,৯৩,৭৪৩।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. যাদের ভূমি নাই, সরকারী কর্মচারী, তারা এই সংজ্ঞায় পড়ে কিনা ?

শ্রীবিনোদ দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে স্কীমটা, সেই স্কীমটা হচ্ছে রিসেটেলমেন্ট অব ল্যাণ্ডলেস এ্যাগ্রিকালচারিস্ট। কাজেই সরকারী কর্মচারী কেউ যদি এ্যাগ্রিকালচারিস্ট হন, তাহলে পরবেন।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ফোর্থ ক্লাস এম্‌প্লয়ী যারা, তাদের যদি ভূমি থাকত তাহলে তারা ৭০ টাকা বেতনের চাকুরী করতেন না. তারা যদি দরখাস্ত করেন, তারা পাইবে কিনা সেই সুযোগ ?

শ্রীবিনোদ দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথাটা ঠিক নয় যে, ফোর্থ ক্লাস এমপ্লয়ী যারা তাদের জমি যদি থাকত তাহলে সরকারী চাকুরী করত না, সেটা ঠিক নয়। জমি থাকলেও অনেকে চাকুরী করে থাকেন।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি তারা নিতে চায় চাকুরী ছেড়ে তাহলে তারা পাইবে কিনা. সেটা আমার প্রশ্ন।

মিঃ স্পীকার :—হাইপথেটিক্যাল প্রশ্ন করা চলবেনা।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ১,৯৩,৭৪৩ যে সংখ্যাটা এখানে দেওয়া হয়েছে, সেই সংখ্যার মধ্যে আদিবাসী, সিডিউল কাষ্ট এবং নন সিডিউল কাষ্ট, তাদের সংখ্যা ধরা হয়েছে কিনা ?

শ্রীবিনোদ দাস :—এটার মধ্যে সব কিছু আছে—সিডিউল কাষ্ট, সিডিউল ট্রাইব এবং ল্যাণ্ডলেস এ্যাগ্রিকালচারিষ্ট।

শ্রীআত্তিকুল ইসলাম :—ল্যাণ্ডলেস বলতে জুমিয়াদের ধরে হিসাবটা করা হইয়াছে, না ওটার আলাদা হিসাব আছে ? যে নাম্বারটা এখানে বলা হয়েছে ল্যাণ্ডলেসের, সেটা কি ইনক্লুডিং জুমিয়াস ? জুমিয়ারাও ল্যাণ্ডলেস, তাদের ধরা হয়েছে কিনা ?

শ্রীবিনোদ দাস :—এটার মধ্যে জুমিয়া নাই. জুমিয়া বাদে।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা ছিল যারা সরকারী কর্মচারী, যাদের ভূমি নেই তারা পাইবে কিনা ? সেটা আমার মূল প্রশ্ন, তারা নিতে চাইলে তারা যদি দরখাস্ত করে তাহলে তারা পাইবে কিনা ?

শ্রীবিনোদ দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি যে, রিসেটেলমেন্ট অব ল্যাণ্ডলেস এ্যাগ্রিকালচারিষ্ট যারা তারা পাবেন। কাজেই সেখানে যারা নাকি ল্যাণ্ডলেস এ্যাগ্রিকালচারিস্ট এবং সেই ভূমিহীন সংজ্ঞা যেটা আমি বলেছি, সেই ধরণের যদি কেউ থাকেন. তাহলে পাবেন।

মিঃ স্পীকার :—না. তিনি বলতে চাইছেন যে ল্যাণ্ডলেস এ্যাগ্রিকালচারিস্ট যিনি ক্লাস ফোর এমপ্লয়ী, তিনি ভূমিহীন। সেটা ঠিক। One may be Class IV employee

but he is landless, তাকে ল্যাণ্ডলেস এ্যাগ্রিকালচারিস্ট বলা হবে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডেফিনেশান যেটা আছে, সেটাতে বলা হয়েছে—ভূমিহীন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে বলিতে যে কোন ব্যক্তি স্বয়ং বা তাহার পরিবার থাকিলে, সমষ্টিগতভাবে পরিবারস্থ সকলের অধিকারে বা দখলে অনধিক আদর্শ এক একর ভূমি নাই এরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইবে। অতএব ভূমিহীন এই সংজ্ঞায় পরলে পরে তারাও পাবেন।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি জানতে চাই এই সংজ্ঞায় এইসব কর্মচারী পরে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নিশ্চয়ই পরে কারণ এই সংজ্ঞাটি এত ব্যাপক যে এটাতে নিশ্চয়ই পরে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই সংজ্ঞা কে করেছেন ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক : According to Land Revenue and Land Reforms Act.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টের ডেফিনেশানে কি এটা আছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—ল্যাণ্ডস রেভিন্যুর এলটমেণ্ট এ্যাক্টস-এ আছে।

শ্রীলড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ডিভিশন ভিত্তিক এইরকম কত পরিবার ল্যাণ্ডলেস আছে ?

শ্রীবিনোদ দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য এই মুহূর্তে আমাদের কাছে নেই, সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—নো, ইট ইজ নট রিলিভেণ্ট।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মন্ত্রী মহোদয়, তাহলে ল্যাণ্ডস রিফর্মস এ্যাক্টের যে ডেফিনেশান সেই ডেফিনেশানে নাই ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—ল্যাণ্ডস এলটমেণ্ট রুলসে আছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত : – মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, সেসব সম্প্রদায়ের ভূমিহীনকে ভূমি দেওয়া হয় কি না ? ত্রিপুরী বলুন, ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি বলুন, কিংবা মুসলমান বলুন, কিংবা মাইনরিটি কমিউনিটি মুসলমান বলুন প্রত্যেক সম্প্রদায়ের, ভূমিহীন হলে পরে এবং সেই সংজ্ঞায় পরলে তাকে ভূমি দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এখানে এলটমেণ্ট রুলসে যেটা আছে এবং ডেফিনেশান যেটা আছে তার মধ্যে এমন কোন হিন্দু, মুসলমান বা কমিউনিটি ওয়াইজ কোন কিছু নাই। ভূমিহীন হলে পরেই এবং এই সংজ্ঞায় পরলে পরে তাকে ভূমি দেওয়া হয়।

MR. SPEAKER :—No other Supplementary ? Next I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—644

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 644.

Question	Answer
(1) Whether any student under the scheme of establishment of Demonstration Fish Farm has been trained ;	(1) No
(2) If not, the reasons thereof ?	(2) Due to non-completion of the construction in the Farm, the programme for training could not be started.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—থার্ড প্ল্যানে কয়জন ছাত্রকে ট্রেনিং দেওয়ার কথা ছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আমি উত্তরেই বলেছি যে আমাদের ট্রেনিং প্রগ্রাম শুরু করতে পারি নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমার কথা হল যে এটা তো একটা প্ল্যান স্কীম এবং সেই প্ল্যান স্কীমে, সেই প্ল্যান পিরিয়ডে কয়জন ছাত্রকে ট্রেনিং দিয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—থার্ড প্ল্যানে আমাদের ১০ জন ভি, এল, ডব্লিউকে এবং আদার ফিল্ড স্টাফকে অ্যানুয়ালী ইম্প্রুভড মেথড অব পিসিকালচার ট্রেনিং দেওয়ার কথা ছিল।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—থার্ড প্ল্যানে কি এইকথা ছিলনা যে আমরা ৪০ জন ছাত্রকে ট্রেনিং দিয়ে নিয়ে আসব ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—নাম্বারটা আমার কাছে নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা একটা প্ল্যান স্কীম স্যার। প্ল্যান স্কীমে ৪০ জন ছাত্রকে ট্রেনিং দিয়ে নিয়ে আসার কথা ছিল। এখন তারা বলছেন ১০ জন।

MR. SPEAKER :—10 and other field staff, 'Other' may compiles 30 more.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—কনস্ট্রাকশনের কাজটা কি শুরু হয়ে গেছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—কনস্ট্রাকশনের কাজ সুরু হয় নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—কেন সুরু হয় নাই ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—এষ্টিমেট এখনও প্রিপেয়ার করতে পারি নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা কি থার্ড প্ল্যানের প্রথম থেকেই সুরু করার কথা ছিল না ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—হ্যাঁ, কথা ছিল। কিন্তু there were some difficulties for which the work could not be started.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—গত বছরের বাজেটে কি এটার জন্য টাকা ধরা হয় নি এবং এই বছরের বাজেটেও কি এটার জন্য টাকা ধরা হয় নি ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—সেটা ধরা হয়েছিল। সেখানে এষ্টিমেট তৈরী হচ্ছে আর তাছাড়া ডিউ টু শর্টেজ অব মেটেরিয়ালস এণ্ড ইমারজেন্সী সেটা হয় নাই।

MR. SPEAKER :—Shri Hlura Aung Mog

Shri Hlura Aung Mog ;—Question No. 709

Shri M L. Bhowmik :--Hon'ble Speaker, Sir, Question No 709.

QUESTION	REPLY
১। ১৯৬৫-৬৬ ইং সনে খিলোনীয়া বিভাগ হইতে কতজন ভূমিহীন কৃষক বিনা নজরে ভূমি বন্দোবস্ত ও পুনর্ব্বাসন পাওয়ার জন্য সরকারের নিকট দরখাস্ত করিয়াছে ;	১। বিনা নজরে ভূমি বন্দোবস্তের জন্য ১৩১৩টি দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে।
২। যদি করিয়া থাকে এই পর্য্যন্ত কতজনকে বিনা নজরে বন্দোবস্ত ও পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে ?	২। ৩৬২ জনকে বিনা নজরে এলটমেণ্ট দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ৩৬২ জনকে কোন জায়গাতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা : - বাকী যারা আছে তাদের কবে দেওয়া হবে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক : Their cases are under consideration of the Govt.

শ্রীলুড়া আং মগ :—এই ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে সরকার পক্ষ থেকে সিডিউল কাষ্ট এবং বর্ণ হিন্দু হিসাবে ভাগ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—এইরকম বর্ণ হিসাবে ভাগ করা হয় নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—যারা পিটিশন করেছে তারা কোন কোন তহশীল এলাকা থেকে করেছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :- আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীলুড়া আং মগ :—এই ৩৬২ জনকে যে এলটমেণ্ট দেওয়া হয়েছে তাদের কি কোন টাকা পয়সাও দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—তাদের শুধু জমি অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—প্রত্যেকটি পরিবারকে কত পরিমাণ জমি দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আইন অনুযায়ী যতটুকু দেওয়ার ততটুকু দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পরিমাণের কথা জিজ্ঞাসা করেছি। আইনের মধ্যে কি পরিমাণ আছে বলবেন কি ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আইনের মধ্যে আছে two standard acres.

MR. SPEAKER :—Shri Promode Das Gupta.

Shri Promode Das Gupta :—780

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 780.

Questions.	Answers.
1) Whether it is a fact that the broad objection of the road programme during the 3rd 5 year Plan is that no village in an agricultural area should remain more than four miles from a metalled road and more than $1\frac{1}{2}$ miles from any type of road ;	I) No.
2) if so, the progress made to achieve this target ;	2) Does not arise.
3) total mileage of roads completed in the non accessible Hilly area ?	3) There is no demarcated "non-accessible Hilly area" and hence the question does not arise.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, নাগপুর প্ল্যান সব ১৯৪৩ স্কীমে যে টার্গেট ছিল প্ল্যান রোড সম্বন্ধে, সে টার্গেট আমরা ফুলফিল করেছি কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তর, আমি কেটাগরীকেলী দিয়েছি—প্রশ্ন নাম্বার (১) বলা হয়েছে—নো, প্রশ্ন নাম্বার (২) বলা হয়েছে—Does not arise. প্রশ্ন নাম্বার (৩) বলা হয়েছে—There is no demarcated "non-accessibie Hilly area" and hence the question does not arise.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যে প্রশ্নের উত্তরে নো বলেছেন সেটা হচ্ছে ২০ ইয়ারসের যে প্ল্যান পরবর্তী অধ্যায়ে করেছে ১৯৬১—৮১ সালের,

সেটার উত্তরে নো বলেছেন। আর আমি বলছি নাগপুর প্ল্যান যে ছিল আমাদের ১৯৪৩এ যে হয়েছিল রোড সম্বন্ধে, সেই যে টার্গেট যেটাতে ছিল প্রত্যেক মেটেল্ড রোডের পাঁচ মাইল—অর্থাৎ যে ভিলেজগুলি ডেভালপড্‌, এগ্রিকালচারেল ভিলেজ, সেগুলি মেটেল্ড রোড থেকে পাঁচ মাইলের বেশী দূরে থাকিতে পারিবে না। সেটা আমরা কম্পলীট করেছি কিনা, যেটা ১৯৬১-এ কম্পলীট হয়েছে ইণ্ডিয়াতে, সেটা ত্রিপুরায় আমরা কম্পলীট করতে পেরেছি কিনা ? সেটা আমার প্রশ্ন।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—20 years 1961 to 1981 Road Development Programme adopted by Government of India provides that the country should have 52 miles per hundred sq. miles of areas in 1981. This programme also provides the objectives as regards to the distance of any place from a metalled or any road Development of Agricultural areas, semi developed area from metalled road. 4 miles, from any road—1·5 sq. mile semi developed 8.3 miles undeveloped and uncultivated areas 12 miles and 5 miles ; At present Tripura has got the following road mileage :—

1) Black topped road—310 miles.
2) Metalled road— 113 miles.
3) Earthen surface— 716 miles.

Total :— 1139 sq. miles.

or 27.45 mile of roads per hundred sq miles. A Twenty Years Road Programme has been drawn up to keep in view the above objective in view and other Five Year Plan for road works are being implemented accordingly. Programme for development of road. the whole of Tripura is considered as Hilly area.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :—আমাদের ১৯৬১তে যে রোড ছিল তার চেয়ে কত পার্সেন্টেজ ইনক্রীজড হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সেটা হিসাব করলে পরে বের করা যাবে। ২১·৪৫ মাইলস অব রোড পার হানড্রেড স্কোয়ার মাইলস।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করছি আমাদের এমন কোন এ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে কিনা, কত নাম্বার অব ভিলেজ আমরা আমাদের এই রোড দিয়ে কভার করেছি ত্রিপুরায় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে আমি জিজ্ঞাসা করছি যে ২০ ইয়ার্স যে প্ল্যান, আমাদের রোড প্ল্যান, তার মধ্যে থার্ড প্ল্যান ১৯৬০—৬৬এ যে প্ল্যান কম্পলীট করেছি তার একটা টার্গেট ছিল, সেই টার্গেট আমরা কম্পলীট করতে পেরেছি কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—Just now I am not in a position to give you the ratio. So I should inform the House the ratio afterwards.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :—১৯৬১—৮১ যে ২০ বছরের প্ল্যানে যে টাকা আমাদের বরাদ্দ ছিল সেই টাকা কত ছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—১৯৬১—৮১ কোন টাকার বরাদ্দ নাই, এবং সেটা ফাইভ ইয়ার্স পর পর প্রোগ্রাম করা হয় এবং সেই অনুসারে আমাদের রাস্তা ধার্য্য হয় এবং সেটা ধার্য্য করতে গেলে আমরা আমাদের রোড অনুসারে এবং টেকনিক্যালম্যান অনুসারে, মেটেরিয়ালস-এর এভেল্যাবিলিটি অনুসারে অর্থের অংক ধার্য্য করি এবং সেটা ধার্য করলে পরেই সেখানে সেই টাকা স্যাংশান হয় না, মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অবগত আছেন, ইমার্জেন্সী মেজারে অনেকগুলি রাস্তাকে তারা মিলিটারি বা ডিফেন্স রোড হিসাবে নিউ রাস্তা করেছিল।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :—থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে যে টার্গেট সেই প্ল্যানে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাস :—আমাদের ন্যাশনাল হাইওয়ে—ত্রিপুরা সম্বন্ধে কনস্ট্রাকশনের কোন প্ল্যান আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ন্যাশন্যাল হাইওয়ে এখানে ডিক্লেয়ার করতে গেলে পরে যে যে অবস্থা আমাদের পূর্ণ করতে হয়, সেই সেই অবস্থার কাজ আমরা সুরু করেছি অতএব সেটা পূর্ণ হয়ে গেলে পরে আমরা তখন ন্যাশন্যাল হাইওয়ে ডিক্লেয়ার করে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের স্যাংশান আনব।

শ্রীআভিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন তিনি কখনও দেখেছেন কিনা তদন্ত করে যে ম্যাপে বা খাতাপত্রে যে সব রাস্তা দেখান হয়, আসলে সেই সব রাস্তা আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় সদস্যরা তদন্ত করে দেখে তারা যদি সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন এই এই রাস্তাগুলি সেখানে নেই, তাহলে আমরা মেনে নেব।

MR. SPEAKER :—Shri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Sudhanwa Deb Barma :—793.

Question	Reply
a] Whether it is fact that P.W.D. at Maslichera, Kailasahar Sub-Division has announced to the labourers that after 15 days work daily wage will be paid to them and consequently the labourers have refrained from going to work.	No.
b] if so, whether the Govt. of Tripura will enquire into the matter ?	Does not arise.

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—এই সম্পর্কে কোন তথ্য নিয়ে এই উত্তর দেওয়া হয়েছে কিনা আমি জানতে চাই।

MR. SPEAKER :—It is presumed that Hon'ble Minister came to the decision before he replied.

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—লেবারারদের যে ডেইলি ওয়েজ দেওয়া হয় তার পরিমাণ]কত জানতে পারি কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কাজের তারতম্য অনুসারে ডেইলি ওয়েজ দেওয়া হয়। কতকগুলি কাজ আছে যার ওয়েজ মেজার ওয়েতে দেওয়া হয়। যেমন—কত কুয়া মাটি কাটবে, সেই অনুসারে ওয়েজ দেওয়া হয়, আরেকটা আছে ডেইলি ওয়েজ হিসাবে দেওয়া হয়, সেটাও আবার জায়গার তারতম্য হিসাবে ডেইলি ওয়েজ দেওয়া হয়, যেমন মাটি নরম হয় তাহলে একরকম. মাটি যদি হার্ড হয়, তাহলে একরকম হবে, স্টোন হলে একরকম হবে। অতএব তার যে ভেরিয়েশানটা আমি আপনাকে যাস্ট নাউ বলতে পারব না because it varies according to classification of soils.

MR. SPEAKER :—Shri Ramcharan Deb Barma

Shri Ramcharan Deb Barma :—Question No. 795

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 795.

Question	Answer
a) Number of cases of transferance of jote land of the tribals to the hands of non-tribals by auction due to non-payment of arrears of revenue during the year 1964-65?	a) 15 cases.
b) Have the Govt. any Plan to protect the right of the tribals to their jote lands so that their jote lands are not transferred to the non-tribals?	b) There is no such provision in the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 or Rules framed thereunder to protect the right of tribals on their jote lands so that these are not transferred to the non-tribals in auction.

শ্রীরামচরণ দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এই ১৫টী কেস অন্যান্য ডিভিশনেও হয়েছে না শুধু একটা ডিভিশনেই হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

MR. SPEAKER :—Shri Hemanta Deb.

Shri Hemanta Deb :—Question No. 813.

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 813

QUESTION	REPLY
ক) কৈলাশহর বিভাগের বালুছড়ায় ভূমিহীনদের কলোনী গঠন করিবার পরিকল্পনা ত্রিপুরা সরকারের আছে কিনা ;	ক) কৈলাশহর বিভাগে বালুছড়া নামে কোন জায়গা নাই।
খ) যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইবে ?	খ) ক'এ যাহা বলা হইয়াছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীহেমন্ত দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এইরকম জায়গা না থাকলে এই জায়গার নাম কোথা থেকে এসেছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা এই নাম আবিষ্কার করেছেন।

MR. SPEAKER :—May I ask the Hon'ble Member that where did he get this name 'Baluchhara'? What is the source of his information ?

শ্রীহেমন্ত দেব :—ময়নারমাতে এই রকম জায়গা আছে।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার জায়গা সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই। ময়নারমার ধারে কাছে এই রকম জায়গা নাই।

MR. SPEAKER :—I would draw the attention of the Hon'ble Member and at the same time the attention of all the members present here that before any Hon'ble Member gives notice for a question, he must be sure that the question is genuine. Because after a question a great deal of labour and money is to be spent by the Government.

শ্রীহেমন্ত দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জায়গা সম্বন্ধে একজন চিঠি দিয়েছেন বলেই এই জায়গা সম্পর্কে আমি প্রশ্ন করেছি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি আমি এইদিকে আকর্ষণ করব। আগে মাননীয় সদস্য বলেছেন বালুছড়া ময়নারমাতে। তারপর তিনি বলছেন চিঠি পেয়েছেন।

MR SPEAKER :—I would now call on Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 841

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No, 841.

Questions.	Answers.
1) Is there any contemplation of the Govt. of Tripura for the establishment of water supply at Dharmanagar Town ;	Yes
2) is it a fact that the necessity for water supply at Dharmanagar was felt in the T. T. C. but not carried into action ?	Yes

MR. SPEAKER :—The second part has been omitted by editing ; because it relates to a question of the T.T.C. It is matter of past history. This cannot be allowed.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কবে এই কনটেমপ্লেশন করা হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে দীর্ঘদিন যাবত এই কনটেমপ্লেশন পড়ে রয়েছে অথচ কাজ হচ্ছে না এই কথাটা ঠিক কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— অনেকদিন পড়ে রয়েছে, সেজন্য বলা হয়েছে 'ইয়েস'।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ওয়াটার সাপ্লাই ওয়ার্কস কোন সময় স্টার্ট করা হবে?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— আমরা ফোর্থ প্লেনে আরম্ভ করার চেষ্টা করব।

MR. SPEAKER :— Hon'ble Ministers have taken a long time of 5 years. It is 4th Plan

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে ফোর্থ প্ল্যানের ফার্ষ্ট পার্টে না লাষ্ট পার্টে?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— ফোর্থ প্ল্যানের মধ্যে আমরা ইচ্ছা রাখি।

MR. SPEAKER :— Shri Sunil Kumar Chowdhury

Shri Sunil Kr Chowdhury :— 849.

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 849.

Question	Answer
১) সাবরুমে দোলবাড়ী গ্রামকে ফেণী নদীর গ্রাস হইতে রক্ষা করার জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কি;	১) না।
২) যদি থাকে, তাহা হইলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে;	২) এ প্রশ্ন উঠে না।
৩) না থাকিলে কারণ কি?	৩) নদীর ক্ষয় রোধ করিতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ পড়িবে তাহা ক্ষীয়মান ভূমির মূল্য দ্বারা পরিপূরণ হয় না।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে কতটা জমি এই পর্যান্ত নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক : এটা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে এখানে প্রায় ৩৫ একর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে পাকিস্তানের দিকে চলে গেছে? কথা হচ্ছে আমাদের ইন্টারন্যাশন্যাল বাউণ্ডারীকে রক্ষা করার কথা চিন্তা করেন কিনা?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— আমাদের এই জাতীয় কোন সংবাদ নাই যে ইন্টারন্যাশন্যাল বাউণ্ডারী অ্যাফেক্টেড হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি চান না যে এ সমস্ত এলাকার লোকেরা বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাক, তাদের ধন, জীবন, সম্পত্তি রক্ষা হোক?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এখানে বলা হয়েছে নদীক্ষয়। নট বন্যা। অতএব নদীর ক্ষয়কে নিবারণ করা। আর একটা কথা বলেছেন 'বন্যা'। বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার-জন্য সরকার সদাই ব্যস্ত।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই ৩২ একর জমি যেটা নাকি ভারতীয় কৃষকদের ভেঙ্গে গেছে, তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিকল্পনা তো দূরের কথা, ক্ষতিপূরণ সরকার দেয় না এইসব ক্ষেত্রে।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একবার বলেছেন যে দোলবাড়ী গ্রামটাকে নদী গ্রাস করে নাই আর একদিকে বলেছেন যতটুকু ভেঙ্গে গেছে এটা খরচ দিয়ে কুলাবে না এর অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :– এই জায়গাতে বলা হয়েছে তার উত্তরে যে সাবরুমে দোলবাড়ী গ্রামকে ফেণী নদীর গ্রাস হতে রক্ষা করার জন্য কোন পরিকল্পনা আছে কিনা। সরকারের এইরকম গ্রাস হতে রক্ষা করার কোন পরিকল্পনা নাই। আবার বলা হয়েছে না থাকিলে কারণ কি? সেই কারণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'নদীর ক্ষয় রোধ করিতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ পড়বে তাহা ক্ষীয়মান ভূমির মূল্য দ্বারা পরিপূরণ হয় না।' সেজন্য সরকার পারবে না।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি, কত পরিমাণ এফেক্টেড হয়েছে?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টোট্যাল নাম্বার অব এফেক্টেড ফেমেলিজ এর সংখ্যা এখন বলা সম্ভব নয়, সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সাবরুম ছোটখিল যে রাস্তাটা, এই ভাঙ্গা যদি রোধ করা না হয় তাহলে এই রাস্তাটার খানিকটা অংশ বিলীন হয়ে যাবে নদীগর্ভে?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাস্তা সংরক্ষণের চেষ্টা করা হবে যদি নষ্ট হয়।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, রাস্তা রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করা হবে অথচ কৃষকের জমি, যেটার উপর নির্ভর করে তারা বেঁচে আছে, সেটা রক্ষা করা হবেনা কেন?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—সে জায়গাতে উত্তর হল এই যে, এই রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার লোক যাতায়াত করে এবং এর মধ্যে ডিফেন্স পর্য্যন্ত ইনক্লুডেড, অতএব সেই সমস্ত কারণে এই জায়গার রাস্তাকে রক্ষা করতে হবে এবং সেই অনুসারে তা করা হচ্ছে। মানুষের জীবন এখানে বিপন্ন হয়নি, হওয়ার কোন প্রশ্ন নাই।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে জমিটা ভাঙছে সেই ভাংগা জমিটা কোথায় যাচ্ছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমার মনে হয় জমির মাটীগুলি ধৌত হয়ে কিছুটা আমাদের এখানে আর কিছুটা পাকিস্তানের দিকে যায়।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এটা রক্ষা করার পরিকল্পনা না থাকার ফলে আমাদের জমিগুলি পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে সেটা সত্য কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাটি চলে যাওয়া বন্ধ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের এখনও নাই, তবে সীমান্ত রক্ষার পরিকল্পনা আছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী : –মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এর ফলে কতটা সীমানা উত্তর দিকে সরে এসেছে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা সম্বন্ধে আমি এখনই—জাষ্ট নাউ সেটা বলতে পারব না, কারণ—these are all under the disputes এইজন্য বলতে পারব না। আরেকটা কথা হল, কত পরিমাণ, কত একর, কত দূরে গেছে সেটা বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, মন্ত্রী মহোদয় যে বলেছেন যে সীমানা রক্ষা করা হবে, নদীটা কি সীমানা নয় ত্রিপুরা রাজ্যের ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এই নদীটা যেমন ত্রিপুরার সীমানা ঠিক পাকিস্তানেরও সীমানা।

MR. SPEAKER :—Next Shri Monchor Ali.

Shri Monchor Ali :—534

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 534.

Questions.	Answers.
রুদ্রসাগর স্লুইস গেইট দেওয়া কবে মঞ্জুর হইয়াছিল, এখন পর্য্যন্ত কতটুকু কাজ হইয়াছে ?	১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে রুদ্রসাগর স্লুইস গেইটের মঞ্জুরী দেওয়া হয় কিন্তু পরবর্তীকালে এই পরিকল্পনার অদল-বদল করার প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় উহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব

হয় নাই। পরিকল্পনাটির পুনর্বিন্যাস করা হইতেছে।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কত সনে এই পরিকল্পনার রদবদলের কথা উঠেছিল?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৫ ইংরেজীতে, ফ্লাডের পরে।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আরও পাঁচ বছর আগে কি এইরকম একটা চিন্তা ছিল যে এটার রদবদল করবেন?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেটা চিন্তা ছিল কারণ প্রথমতঃ এই কাজটা একটা ফ্লাড রেগুলেটার হিসাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তারপর ফিসারী স্কীমে নেওয়া হয়েছিল, এখন ফিসারী কাম ফ্লাড রেগুলেটার স্কীমে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি এই স্লুইস গেটের টাকা দিয়ে ইট কাটা হয়েছিল কিনা এবং হয়ে থাকলে কবে হয়েছে, কোন সনে?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই স্কীমের টাকা থেকে ইট কাটা হয়েছিল, ১৯৬০ ইংরেজীর পরে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সেই ইটগুলি কি এখনও সেখানে আছে?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—সেই ইটগুলি সব সেখানে নাই, কিছু পরিমাণ ইট অন্যত্র, অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—একটা স্কীমের টাকা দিয়ে ইট তৈরী করে সেই ইট অন্য স্কীমে নেওয়া হল কেন?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আইনে সেটা এলাউ করে বলেই।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই স্লুইস গেট করলে কত একর জমি আমরা বন্যার হাত থেকে রক্ষা করতে পারব?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় টোট্যাল এরিয়া কতটুকু এই বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে সেটা এক্ষনে বলা সম্ভব নয়। I shall inform the House later on.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না যে সেই ইটগুলি সেখানে আনক্যায়ার্ড অবস্থায় পরে আছে তাতে অনেক ইট নষ্ট হয়ে গেছে এবং চুরি হয়ে গেছে?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইটগুলি আনক্যায়ার্ড অবস্থায় পরে নেই, সেখানে স্টাফ আছে তারা দেখছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—ইটের ভাঁটিকে পাহারা দেওয়ার জন্য কি চৌকিদার বা অন্য কোন লোককে এ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্য কাজের জন্য সেখানে চৌকিদার রয়েছে। পি. ডবলিউ. ডি'র. লোক সেই ইট দেখছে।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কবে পর্যন্ত এই কাজটা শেষ করা হবে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এ্যাকর্ডিং টু স্কীম ডিজাইন প্রস্তুত হয়েছে, এখন এষ্টিমেট তৈরী হলে পরে স্যাংশান হবে, তারপর কাজ আরম্ভ হবে এবং তারপর শেষ হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, রুদ্রসাগর স্লুইস গেট করার যে কথা ছিল সেটা এ্যাবানডনড্ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ফিসারী কাম ফ্লাড প্রটেকশন স্কীমে সেটা করা হবে।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, সেখানে পাঁচ হাজার একরের মত জমি বন্যায় নষ্ট করে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের কাছে এই ফিগারটা নাই। তিনি বলেছেন যে, পাঁচ হাজার একরের মত জমি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেটা হতে পারে, আমার সঠিক ফিগার এখানে দিতে পারব না।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই স্লুইস গেট করার প্রয়োজন মনে করেন কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রয়োজন মনে করি বলেই স্কীম নিয়েছি এবং কাজ হবে।

শ্রীমনছুর আলী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই কাজ কবে পর্য্যন্ত আরম্ভ হতে পারে এবং কবে শেষ হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— অতি দ্রুত কাজ স্টার্ট করার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার :—যে কাজ আরম্ভ হয় নাই, সে কাজ কবে শেষ হবে এইরকম প্রশ্ন যদি ভবিষ্যতে আসে আমি সেগুলি ডিজএ্যালাউ করব। শ্রীআতিকুল ইসলাম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—৬৪৫

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 645.

Question	Reply
1) Whether the construction of the large scale fish breading farm, Agartala has been started ;	No.
2) if so, when it is expected to be completed ?	Does nos arise.

শ্রীআজিজুল ইসলাম :—এটা কি প্ল্যান স্কীম না নন-প্ল্যান স্কীম ? যদি প্ল্যান স্কীম হয়ে থাকে তবে এটা কোন্ প্ল্যানের স্কীম ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের স্কীম।

শ্রীআজিজুল ইসলাম :—থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের লাষ্ট ইয়ার চলছে, আমি কি জানতে পারি এই ফিস ব্রীডিং ফার্মের জন্য সাইট সিলেক্টেড হয়েছে কিনা ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—সাইট সিলেকশান হয়েছে টেন্টেটিভলি।

শ্রীআজিজুল ইসলাম :—সাইট সিলেকশন কোন ইয়ারে হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—ইন দি ইয়ার ১৯৬৩।

শ্রীআজিজুল ইসলাম :—আমি কি জানতে পারি, ১৯৬৩তে সাইট সিলেকশান হওয়ার পর এখনও কাজটা সুরু হচ্ছে না কেন, এখনও কেন টেন্টাটিভ বলা হচ্ছে ?

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উত্তরে বলেছি যে টেন্টাটিভলি সিলেক্টেড হয়েছে এবং তার কারণ আছে, যে কারণে কাজটা সুরু করতে পারি নাই। এস্টাব্লিশমেন্ট অব ফিস ব্রীডিং ফার্ম যেটা নাকি থার্ড প্ল্যানে মঞ্জুর হয়েছিল, প্রথমে আমরা হাইমারাজলা, সদর থানার অন্তর্গত, এবাউট ওয়ান মাইল এওয়ে ফ্রম আগরতলা মেন টাউন, এণ্ড দি নেম অব দি প্লেস ইজ হাইমারা এ্যাকর্ডিং টু রেকর্ডস।

শ্রীআজিজুল ইসলাম :—১৯৬০ সালে সাইট সিলেকশান হওয়ার পর ১৯৬৬'এ কেন কাজ সুরু হল না, দ্যাট ইজ মাই কোশ্চেন।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আমি উত্তরে বলছি, সেই জায়গাটা প্রথম সিলেক্টেড হয়। কিন্তু হাইমারায় যখন কাজ করানো হয় তখন পি. ডবলিউ. ডি. আপত্তি করলেন যে তাতে আমাদের যে এম্বাঙ্কমেন্ট আছে আগরতলা সহরের জন্য, যেটা বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য করা হয়েছে সেটা অ্যাডভার্সলি এফেক্টেড হবে। তাছাড়া এ অঞ্চলের অনেক অধিবাসীও আপত্তি করেছেন, রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছেন এবং কেউ কেউ জমির মূল্য কম বলেও আপত্তি করেছেন। সেজন্য প্রথম যে জায়গা সিলেক্টেড হয়েছিল সেটা আমরা ড্রপ করি। তারপর দ্বিতীয়তঃ সেই আগরতলা

কলেজটিলা এবং উদয়পুরে অমরসাগর এবং কুমারঘাটে, এই তিন জায়গাতে স্পিলটআপ করা হয় স্কীমটা। ভাগ করে ৩টা জোনে, একটা কলেজটিলাতে একটা অমরসাগরে এবং একটা কুমারঘাটে, এই তিন জায়গাতে এটা স্পিলটআপ করে স্কীমটা নেওয়া হয়েছে এবং সেই জায়গাতে এখনও কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক করতে পারা যায়নি। সেজন্য কাজ আরম্ভ করা যায়নি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না যে আমরা যখন মাছের জন্য এত কষ্ট ভোগ করছি সেখানে প্ল্যান পিরিয়ডের কাজগুলিও প্রপার টাইমে কম্পলীট করতে না পারার ফলে ফিসারী ডেভালপমেন্ট খুব সাফার করছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এই জায়গাতে আমি মাননীয় সদস্যকে জানাচ্ছি যে এখানে প্রকৃতপক্ষে যে অবস্থা সেটাকে সম্পূর্ণ বিকৃত করা হয়েছে। পিপলস্-এর অপোজিশন সেই জায়গাতে ছিল। অতএব পিপলস্-এর যেখানে অপোজিশন আছে সেই জায়গায় সেটা পরিত্যক্ত হয়েছে। অনিবার্য কারণবশতঃই এটা করা হয়েছে। তা না হলে এটা এতদিনে হয়ে যেত। অতএব তার ফলে আমাকে নূতন করে আবার সাইট সিলেক্ট করতে হয়েছে। অতএব সেজনা যেটা হয়েছে সেটা ঠিকমত করা হয়েছে। এখন তিনটা জায়গাতে স্পিলট আপ করা হয়েছে এবং সেই জায়গায় সেই কাজ আরম্ভ হবে। আমরা মাছের প্রয়োজনীয়তা বুঝি বলেই অতি দ্রুত আমরা কাজটা একটা জায়গাতে করতে চেয়েছিলাম। অতএব বাধার ফলে যেটা উদ্ভূত হয়েছে সেজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। তবে আমরা এখন যে সাইট সিলেক্ট করেছি এটা যাতে ৬৫-৬৬এ পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট গ্রহণ করে তার জন্য রিকোয়েস্ট করেছি।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—এই ত্রিপুরায় এই বছর কত পরিমাণ ফিঙ্গারলিঙস্ সরবরাহ করা হয়েছে ?

MR. SPEAKER :—This is not relevant. I would call on Shri Ramcharan Deb Barma

Shri Ramcharan Deb Barma :—Question No. 854

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir. Question No. 854.

Question	Answer
১) খোয়াই তেলিয়ামুড়া রাস্তার খোয়াই নদীর চেব্রীঘাটে স্থায়ী ব্রীজ করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?	১) হাঁ।
২) থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তাহার কাজ আরম্ভ হইবে ?	২) ইং ১৯৬৬ সনের বর্ষার পর আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীরামচরণ দেববর্ম্মা :—সীমান্ত রক্ষার জন্য এই রাস্তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু খোয়াই নদীর পুলটা এত দেরী হওয়ার কারণটা কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোন দেরী হয়নি কারণ ১৪.৫৫,০০০ টাকার পরিকল্পনা এটা। অতএব এই পরিকল্পনার কাজ করতে গেলে পরে তার যে মেটেরিয়ালস্, সেই মেটেরি-য়ালস্গুলি পাওয়া দরকার। অতএব আমরা টেম্পোরারী ব্রীজ করে নেই এবং সেই অনুসারে তার পরিচালনা করি। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেই জায়গাতে গুদারা রাখা হয় পারাপারের সুবিধার্থে। অতএব এই দিক দিয়ে আমরা দৃষ্টি রেখেই ডিফেন্স মেজার নিচ্ছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি এই পর্য্যন্ত কতবার টেম্পোরারী ব্রীজ এই চেবরীঘাটে তৈরী হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট।

MR. SPEAKER :—Shri Hlura Aung Mog.

Shri Hlura Aung Mog ;—Question No. 706

QUESTION	REPLY
১। নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জিলার আগত উদ্বাস্তু-দের পুনর্বাসনের জন্য বিলোনীয়া তহশীল এলাকার কালীনগর মৌজার ৩৪/১৩৫৬ ত্রিং নথিমূলে ২ দ্রোণ ২ কানি ১০ গণ্ডা ভূমি গত ১৮।১২।৫৬ইং সনে খাস করা হইয়াছে কিনা ?	১। বিলোনীয়া তহশীল অন্তর্গত কালিনগর মৌজার কোন জায়গা ৩৪/১৩৫৩ ত্রিং নথী মূলে ১৮।১২।৫৬ ইং তারিখে খাস করা হয় নাই।
২। যদি সত্য হইয়া থাকে, যাহাদের ভূমি খাস করা হইয়াছে তাহাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে কিনা ;	২। প্রশ্ন উঠে না ?
৩। না দেওয়া হইয়া থাকিলে কারণ কি ?	৩। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীলুড়া আং মগ :—আমার প্রশ্ন হল এইখানে যে ৩৪/১৩৫৬ ত্রিং সনে এই নথিমূলে খাস করা হয়েছে এবং অনেক পরিবার অ্যাফেক্টেড হয়েছে তারা কোন ক্ষতিপূরণ পায় নাই সুতরাং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

MR. SPEAKER :—The reply was no land of Kalinagar was acquired.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে ৩৪/১৩৫৬ ত্রিং নথিমূলে ২৩।৮।৫৬ ত্রিং তারিখে ২৪ নং অর্ডারে কোন জমি খাস করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এ নথিমূলে আমাদের এখানে যে ইনফরমেশন আছে ১৮।১২।৫৬ তারিখে খাস করা হয় নাই। অতএব আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

MR. SPEAKER :—Am I to suppose that here also there has been a mistake committed by the Hon'ble Member?

Shri Atiqul Islam :—Mistake on the date Sir, not on the fact.

MR. SPEAKER :—Is there any village in the name of Kalinagar in that Tehshil?

শ্রীলুড়া আং মগ :—মৌজা আছে।

MR. SPEAKER :—কোথায় সেটা?

শ্রীলুড়া আং মগ :—বি. কে. আই-এর পূর্ব্বদিকে।

MR. SPEAKER :—The question hour is over. I would request the Hon'ble Chief Minister to lay on the Table, the replies to the un-answered starred questions as well as unstarred questions.

Now I pass on to the next item—Calling Attention Notice.

I have received one Calling Attention Notice from Member Shri Bulu Kuki on the subject—

"Fire at North Badharghat, Subhas Palli, Agartala on 28th March, 1966, and heavy damage caused thereby."

I have given consent to the Motion of Shri Bulu Kuki. I would request the Hon'ble Minister in-charge to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, I will be able to give reply to the Calling Attention to-day.

The fire took place in the House of Shri Sachindra Dey of Subhas Palli at North Badharghat under Sadar Sub-Division on the 28th March, 1966 at about 1-30 P. M. It has been reported that number of houses made of Sungrass has been completely gutted and one mud-wall house with sungrass roofing has been partly damaged. There was no enjury. Approximate loss has been estimated Rs. 250/- only

only. No application has been received from the fire victims for any relief. The cause of fire is reported to be accidental. S. D. O, Sadar has been requested to enquire it further.

MR. SPEAKER :—I pass on to the Next item, Next item is Announcement by the Speaker regarding formation of State Group of Indian Parliamentary Association.

—◆—|—✱—|—◆—
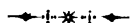
An informal meeting of the Members of the Tripura Lagislative Assembly was held on the 13th November 1965 with Shri U. K. Roy. Speaker of the Tripura Legislative Assembly on the Chair and the State Group was formed by adopting the following resolution :—

"It is resolved that a Tripura Legislative Assembly State Group be formed in accordance with the provision of the constitution of the Indian Parliamentary Association and that the said Group be affiliated to the said Association."

In the connection I have something to discuss with the Leader of the Ruling Party as well as the Opposition. I would request Shri Birchandra Deb Barma and Chief Whip Shri Sunil Chandra Dutta to come to my Office at their conveniance at any time.

We pass on the Next item

GOVERNMENT BUSINESS
(FINANCIAL)

Voting on Demands for Grants for 1966-67.

MR. SPEAKER :—To-day in the List of Business 3 Demands viz. Demand Nos. 15 Medical, 16 Public Health and 37— Capital Outlay on Improvement of Public Health are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Chief Minister and the Cut Motions to be moved by the Members concerned. Now the Chief Minister will move his demand standing in his name one by one when called the demand by me and as soon as the Chief

Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Chief Minister to move the Demand Nos. 15 Medical, 16—Public Health and 37—Capital Outlay on Improvement of Public Health together and I shall have one general debate on these three demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Chief Minister to move his Demand Nos.-15 Medical, 16--Public Health, and 37—Capital Outlay on Improvement of Public Health together.

Shri S. L. Singh :— Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 53,17 000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granetd to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 15—Medical.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 22,91,000/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31 day of March, 1967 in respect of Demand No. 16—Public Health.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5,30,000/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray

the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 37 —Capital Outlay on the Improvement of Public Health.

এই তিনটি ডিম্যাণ্ড আমি হাউসের সামনে রাখছি, আশা করি হাউস সর্বসম্মতিক্রমে এই তিনটি ডিম্যাণ্ড গ্রহণ করবেন।

MR. SPEAKER :—There are seven Cut Motions against the Demand for Grant No. 15, four Cut Motions against Demand for Grant No. 16 and one Cut Motion against Demand for Grant No 37.

First I call on the members who have given Notice of the Cut Motions. First I would call on Shri Aghore Deb Barma to discuss on his Cut Motion that the Demand be reduced by Rs 100/- to discuss on shortage of nurses in the Hospitals and Primary Health Centres.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিম্যাণ্ড নাম্বার—১৫মেডিক্যাল, এখানে আমার একটা কাট মোশান আছে। আমার কাট মোশানের সমর্থনে কয়েকটি বক্তব্য এখানে উপস্থিত করব। বর্তমানে যে জি, বি, হাসপাতাল আছে, তুলনামূলক ভাবে পূর্ব ভারতে, অন্ততঃ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই হাসপাতাল খুবই বড় একথা স্বীকার করতে হবে এবং বিভিন্ন দিক দিয়া অভিজ্ঞ ডাক্তার এখানে আছে, কঠিন রোগের চিকিৎসা সেখানে করা হয়, সেই দিক দিয়া এই জি, বি, হাসপাতালে যে ভাবে রোগীর ভীড় দিনের পর দিন বাড়ছে, তার তুলনায় নার্সের সংখ্যা খুবই কম। আমি এই কথা বলতে চাই কারণ আমি নিজে কয়েক মাস আগে হাসপাতালে ছিলাম আমি নিজে লক্ষ্য করেছি, অধিকাংশ সময় সীট'এ কুলায়না এবং মাটিতে অর্থাৎফ্লোরের মধ্যে পর্যন্ত রোগীদের রাখতে হয়। অর্থাৎ এক কথায় রোগীর বর্তমানে খুব ভীড় থাকে এই অবস্থায় নার্সদের যেভাবে সেখানে রাখা হয়, নার্সদের বর্তমানে যে স্টাফ পজিশান আছে, সেই স্টাফ পজিশান দ্বারা তাদের কর্তব্য কাজগুলি তারা পেরে উঠছেনা। কাজেইঅনেক সময় অনেক উলট পালট ঘটে। ওলট পালট কিরকম? যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যখন খাবার দেওয়া হয় তখন কোন কোন রোগী খাওয়ার পেলনা বা যার ডায়েট লিখা নেই সে হয়ত ডায়েট পেয়ে গেল। এইসমস্ত ঘটনা ঘটে এবং সকাল থেকে যারা ডিউটি দেয় তারা এক মূহূর্তের জন্যও বিশ্রাম পায় না। মেশিনের মত তাদের কাজ

করতে হয়। আমি যখন হাসপাতালে ছিলাম তখন ডি, এইচ, এস পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পরে তিনি বলেন যে কোন কিছু করার উপায় নাই। অবস্থাটা তিনি যদিও উপলব্ধি করেছেন তথাপি বর্তমান অবস্থায় নার্স বাড়ানো বা স্টাফ বাড়ানো সম্ভব নয় বলে তিনি জানান। হাসপাতালে যারা যায় তারা চিকিৎসার জনাই যায়। কিন্তু সময় মত যদি তাদের ঔষধ এবং খাদ্য দেওয়া না হয় তাহলে যে কি করে লোক সুস্থ হতে পারে এই কথা আমি বুঝতে পারি না। সুতরাং লোককে যদি আমরা ঠিক ঠিকভাবে রোগমুক্ত করতে চাই তাহলে জি, বি, হাসপাতালের নার্স এবং স্টাফের সংখ্যা বাড়ানো দরকার বলে আমি মনে করি। বিভিন্ন মফঃস্বলের হাসপাতাল-গুলিতেও আমরা দেখি যে সীটের সংখ্যার চেয়ে রোগীর সংখ্যা অনেক বেশী থাকে। সিক্স বেডেড প্রাইমারি হেলথ সেন্টারগুলিতে সাধারণতঃ ২০।২২ জন রোগী ও প্রায় সময়ই থাকতে দেখা যায়। কাজেই এই সমস্ত অবস্থার সম্মুখীন যদি আমাদের হতে হয় তাহলে নার্সএর সংখ্যা বাড়নো দরকার।

এই মেডিক্যাল বিভাগ সম্বন্ধে আমরা কাট মোশনের সমর্থনে আর একটি কথা বলব। আমি জানি যে আমাদের জি, বি, হাসপাতাল খুবই বড় এবং সেখানে রোগীদের সংখ্যাও খুব বেশী এবং সব সময়েই রোগীর ভীড় থাকে। কিন্তু তার ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে নানা রকম ত্রুটি বিচ্যুতি লোকের চোখে পড়ে যেগুলি দেখে মানুষ নানা রকম মন্তব্য না করে থাকতে পারে না। এই হাসপাতালে কমপক্ষে ৬০ জনের মত ডাক্তার হবে। তারমধ্যে কিছুসংখ্যক ডাক্তার আছেন যারা সকাল ৮ টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত মেশিনের মত খাটেন। যেমন আমি উদাহরণ স্বরূপ বলি প্যাথলজির মধ্যে বিরাট একটা হাসপাতাল। সেখানে বিভিন্ন ধরণের রোগী যায়, তাদের ব্লাড পরীক্ষা করতে হয় এবং আরও অনেক কিছু পরীক্ষা করতে হয়। সেখানে ডাক্তার বণিক নামে একজন ডাক্তার আছেন, তিনি একা সেখানে পেরে উঠেন না। অন্যান্য কিছু সংখ্যক ডাক্তার আছেন তাঁরা শুধু এক কোঠা থেকে আর এক কোঠায় যাওয়া ছাড়া তাঁদের হস্-পিটালের আর মধ্যে যে আছে কি ডিউটি আছে সেটা আমার চোখে পড়ল না। তাঁরা যে স্পেশ্যাল কোন একটা কাজের মধ্যে তাঁরা এন্‌গেজ আছে বা তাঁদের যে কোন একটা দায়িত্ব আছে এটা আমার চোখে পড়ল না। কাজেই এই দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে দেখা যাবে যে যারা খাটে মেশিনের মত খাটে। আর যারা খাটে না তারা এই কোঠা থেকে সেই কোঠায় যাতায়াত ছাড়া আর কিছুই করেন না। কাজেই এই সমস্ত দিক দিয়ে আমাদের বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে যে যদি তাদের এখানে দরকার না লাগে তাহলে আমাদের

যে সমস্ত জায়গায় ডাক্তার নেই সেই সমস্ত জায়গায় তাদের পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। আর ত্রিপুরাতে এমন কতকগুলি ডিস্পেনসারী আছে.........

MR. SPEAKER :—This does not cover the scope of the cut motion.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—এটা আমি কাট মোশনের উপরেই বলছি। কাজেই আমার কাট মোশনের মধ্যে আমি স্টিক করবো। আজকে সমস্ত রোগীদের যদি রোগমুক্ত করানোর বা যথাযথভাবে চিকিৎসা করার দরকার হয় তাহলে নার্সের সংখ্যা এবং স্টাফ পজিশান আরও বাড়ানো দরকার। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER:—I would now call on Shri Hlura Aung Mog to discuss on his cut motion, He has two cut motions that the demand be reduced by Rs.100/- to discuss on (i) Inadequacy of provision for purchase of medicines, diet to Patients etc. and (ii) Want of Doctors in dispensaries & Primary Health Centres.

শ্রীলুড়া আং মগ :—অনারেবল স্পীকার, স্যার, যে কাট মোশনটা আমি এখানে এনেছি তার কারণ হচ্ছে যে অনেক ডিসপেনারী এবং প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে ঔষধ-পত্র দেওয়ার জন্য যে টাকা আমাদের বাজেটে রাখা হয়েছে তা আরও বাড়ানো দরকার। যদিও টাকার অংকটা দেখতে একেবার কম বলে মনে হয় না, যেমন সার্জিক্যাল রিকুইজিট, তার মধ্যে ২০ হাজার, আর ডায়েট ইত্যাদিতে ২,৫০০ টাকা আছে। তাছাড়াও আছে মেডিসিন অ্যাণ্ড সার্জিক্যাল রিকুইজিট এর মধ্যে ৮০ হাজার টাকার মত। আর এছাড়া রয়েছে স্পেশাল মেডিসিন ফর টি. বি, পেশাণ্টস্ ডায়েট। যে টাকা রাখা হয়েছে সেই দিক লক্ষ্য করে আমি বলতে চাই, ডিস্পেনসারীগুলির মধ্যে এবং হেলথ সেণ্টারগুলির মধ্যে ঔষধ যেভাবে বিলি হচ্ছে তাতে মনে হয় যে এই টাকার সংখ্যাটা আরও বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। আমি একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই যে বিগত ২৮।২।৬৬ তারিখে একটা গাড়ী দুর্ঘটনা ঘটে শান্তিরবাজার ট্রাইজাংশন এর মধ্যে। এই ইমারজেন্সী কেসটা যখন শান্তিরবাজার প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারে নিয়ে যাওয়া হয় তখন একটা ইনজেকশনের দরকার হয়। কিন্তু সেটা হেলথ সেণ্টারে ছিল না। তখন যারা ইনজিউরড হয়েছিল তারাই সেই ইনজেকশনটা কিনে দিয়েছে। ডিস্পেনসারীগুলিতেও আমরা দেখি অনেক রোগী আসে। যেমন ডিসেণ্ট্রি রোগী বা অন্যান্য রোগী। তখন প্রেসক্রিপশান করে শুধু কতটুকু রঙিন জল দিয়ে দেয়। তারপর পেসেণ্টকে লিখে দেয় যে বাহিরে থেকে তোমরা নিয়ে

যাও এই ঔষধগুলি। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে ডিস্পেনসারীগুলিতে ঔষধপত্র ঠিক ঠিকভাবে সরবরাহ হচ্ছে না। তাই যদি হয় তাহলে আমাদের হেলথ সেন্টার বা ডিস্পেনসারীগুলি দেওয়ার কি অর্থ হতে পারে। জনসাধারণ এই কথা বলে যে আমরা হেলথ সেন্টারে যাই রোগের চিকিৎসার জন্য। কিন্তু যেভাবে টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে এবং যেভাবে টাকা ব্যয় হচ্ছে সেই ব্যয়ভার গরীব দেশের মানুষ বহন করতে পারে না। হেলথ সেন্টার বা ডিসপেনসারী-গুলিতে যেতে বললে তারা বলে যে ওখানে গেলে তো আবার ঔষধ কিনে খেতে বলবে। ওখান থেকে শুধু রঙের জল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। এইরূপ হেলথ সেন্টারগুলি এবং ডিসপেন্সারীগুলিতে চলছে যারজন্য জনসাধারণ সেখানে যেতে সাহস করেনা। সেজন্য আমি মনে করি এই টাকার বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন, কিন্তু বাড়ান হয়নি। আমাদের যে দায়িত্ব জনসাধারণের চিকিৎসা করা এবং তাদের রোগমুক্ত করা, সেই দায়িত্ব পালন করার জন্য হাউসকে অনুরোধ করব যাতে হেলথ সেন্টারগুলিতে এবং ডিসপেন-সারীগুলিতে যে যে জায়গায় যেসব রোগ হয় সেইসব রোগের প্রয়োজনীয়তা বুঝে ঔষধগুলি কিনে দেওয়া প্রয়োজন এবং সেই জন্য বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। ডিসপেনসারী এবং হেলথ সেন্টারের মধ্যে যে সমস্ত ডাক্তার আছেন তাদের সংগে পরামর্শ করে কি কি ঔষধ প্রয়োজন হবে, কি কি জটিল রোগ সেখানে আছে সেই রোগের দিকে লক্ষ্য রেখে, তাদের থেকে লিস্ট নিয়ে সেই ঔষধগুলি খরিদ করে তাদেরকে সরবরাহ করতে হবে। তা না করে এইভাবে যদি চলতে থাকে, তাহলে আমাদের চিকিৎসা করার যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব ঠিক ঠিক ভাবে পালন করা হচ্ছেনা বলেই আমি মনে করি। এর ফলে যদি রোগে কারও ক্ষতি হয়, একটা প্রাণও যদি বিপন্ন হয়, সেজন্য দায়ী হতে হবে এই মন্ত্রীমণ্ডলীকে। বিশেষতঃ হেলথ ডিপার্টমেন্টের যিনি ইন চার্জ আছেন তিনিই এটার জন্য দায়ী হবেন ত্রিপুরা রাজ্যের এই সমস্ত মানুষকে রোগ থেকে মুক্ত করার জন্য তাদের দাবী, আশা আকাঙ্খা তাদের মিটাতে হবে। ডাক্তারের জন্য এবং ডিসপেন-সারীর জন্য সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ চীৎকার করছে রাস্তায়, যে আমাদের চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। এটা তারা দাবী করেছে। কিন্তু এই সমস্ত ডিসপেনসারীগুলি ঠিক ঠিক তাদের সেই দায়িত্ব পালন করছেন না। গত ২৮/২/৬৩ তে শান্তিরবাজার হেলথ সেন্টারে যে ঘটনা ঘটেছে, সেই ঘটনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে, ত্রিপুরারাজ্যের হেলথ সেন্টারগুলিতে কি অবস্থা চলছে ডিসপেনসারীতে গেলে সেখানে একটা প্রেসক্রিপশান লিখে দেবে বাইর

থেকে পাঁচ দশ টাকা দাম দিয়ে ঔষধ কিনে খাও। মন্ত্রীদের পক্ষে সেটা কিনে খাওয়া সম্ভব। কিন্তু গরীব মানুষের পক্ষে, ঔষধের দাম যা বেড়েছে, ঔষধ কিনে খাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই তাদের এই সমস্ত ঔষধ কিনে দিতে হবে। অনেক গরীব মানুষ রোগের চিকিৎসা না করাতে পেরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং মরছে। সেই অবস্থা ঘটছে অহরহ; কাজেই আমি এই কাট মোশানে একথা রাখতে চাই যে ঠিক ঠিক ভাবে জনস্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে টাকা পয়সা বরাদ্দ করতে হবে এবং সেই জনজীবনকে ঠিক ঠিক ভাবে স্বাস্থ্যকর করে তুলতে হবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে, বাজেটে টাকা বাড়ান হউক এবং ডিসপেন্সারীগুলিতে এবং হেলথ সেন্টারগুলিতে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হউক। ইনজেক্‌শান, নানাবিধ ঔষধ সরবরাহ করা একান্ত কর্তব্য। আরেকটা কথা হল যে, হেলথ সেন্টার বা ডিসপেন্সারী যেগুলি আমাদের আছে, সমস্ত পত্র পত্রিকা খুললে অহরহ দেখতে পাব যে অধিকাংশ ডাক্তারখানার মধ্যেই ডাক্তার নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে ডাক্তারের এই যে ক্রাইসিস এই যে একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই রোগ দেখা দেওয়ার মূল কারণ মন্ত্রীরা অনুসন্ধান করেন নি। তারা শুধু আসনের মধ্যে বসে আছেন, এই যে ক্রাইসীস, সেই দিকে লক্ষ্য রাখেন নি বলেই আমি মনে করি। আজকে এই ক্রাইসীস হতনা, শুধু তাদের নীতির ফলে এখানে ডাক্তারের ক্রাইসীস দেখা দিয়েছে। অনেক এম, বি, বি, এস ডাক্তার ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে অন্য রাজ্যে। কারণ সেই ফেসিলিটি আমরা তাদের দিতে পারি নাই। ত্রিপুরা সরকার যদি তাদের সেই ফেসিলিটি দিত, তাহলে এই ভাবে চলে যেতনা। গত বৎসর চারজন ডাক্তার ডিরেক্টারের সাথে ঝগড়া করে চলে গেছে। চিলড্রেনস এ্যালাউন্স যেটা তাদের দেওয়া হত ১৯৬১ থেকে এবং তাদের যে বেতন বৃদ্ধির টাকা সেই টাকা এখন পর্যন্ত অনেকে পায় নাই, সেই অভিযোগও আমরা শুনছি, তার ফলে এইসব ঘটনা অহরহ ঘটছে এবং ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বহু ডাক্তার অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে, এই হচ্ছে সত্য ঘটনা। আমাদের জনস্বাস্থ্যের দিকে যদি নজর রাখতে হয় এবং দায়িত্ব পালন করতে হয় তাহলে ডাক্তার যারা আছেন এবং বাইরে থেকে যেসব ডাক্তার আমরা আনি তাদেরকে সেই সমস্ত ফেসিলিটি দিতে হবে, তাদের হিল এ্যালাউন্স দিতে হবে, তাদের ছেলে মেয়ের লেখা পড়ার খরচ দিতে হবে, বাসা বাড়ীর সুযোগ সুবিধা, এই সমস্ত কিছু তাদের দিতে হবে, কিন্তু সেটা যদি না করি তাহলে কি করে তারা আমাদের এখানে থাকবে? কাজেই তাদের সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি প্রথমে দেওয়া দরকার। এইগুলি

দিলে পরে চিকিৎসার ব্যাপারে তাদের থেকে আমরা অনেক কিছু আদায় করতে পারব। তা না হলে তাদের থেকে কোন কিছু আদায় হয়না, বরঞ্চ আমাদের খরচ হয় বেশী, এই খরচ একটা মিসইউজ হচ্ছে। একবার আন তাকে, কিছুদিন পর তারা বিদায় হয়ে চলে যায়। এটা ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রীসভার শুভ লক্ষণ নয়। এই যে সাবরুম মনুতে একটা হেলথ সেণ্টার আছে, তার মধ্যে দীর্ঘদিন পযন্ত চলছে ডাক্তার নাই। এরপর একজন ডাক্তার পাঠালেন এল, এম, এফ। তাকে দিয়ে একটা সিক্স বেডেড প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার চলছে। সেখানে অনেক জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য লোক আসে, কিন্তু জনসাধারণ ঠিক ঠিক ভাবে সেই ডাক্তারখানার উপর বিশ্বাস বা আস্থা রাখতে পারেনা। সুতরাং এই সমস্ত হেলথ সেণ্টারগুলিতে এম, বি, বি, এস অর্থাৎ গ্রেড ওয়ান ডাক্তার দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেই দিকে একবারও নজর পড়ছেনা আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলীর, বিশেষ করে স্বাস্থ্য বিভাগের যিনি ইন চার্জ মন্ত্রী আছেন এই সম্পর্কে দেখেন না, কিন্তু গাড়ী ঘোড়া ঠিক মত আসছে, অহরহ চলছে. ঘুরাফেরা কম হচ্ছেনা, টি, এ, ডি, এ, তার জন্য কম খরচ হচ্ছেনা। কিন্তু জনস্বাস্থ্য রক্ষা করার তার যে দায়িত্ব, কোন কোন ডিসেপেন্সারীতে ডাক্তার নাই, কোন হেলথ সেণ্টারে এল, এম, এফ, কোথায় গ্রেড ওয়ান ডাক্তার দিতে হবে, সেইদিকে তার বিবেচনা আসছেনা। তার গাড়ী. তার আসন ঠিক থাকলেই হয়। এই যদি করা হয়, তাহলে বলব যে জনস্বাস্থ্যের যে দায়িত্ব পালন করা সেটা ঠিক ঠিক হচ্ছেনা এবং জনসাধারণের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। এইসব জায়গায় একটু তদন্ত করে দেখুন তাদের কি অবস্থা, তাদের কি অসুবিধা হচ্ছে, কি রোগ সেখানে হচ্ছে, কি জটিল রোগ সেখানে উপস্থিত হয়েছে. সেখানে কি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন সেই দিক থেকে নজর রেখে বাজেট তৈরী করা প্রয়োজন। কিন্তু তার কোন সামঞ্জস্য নাই, একটা থোক অংক দিল ১০ টাকা, ব্যাস ১০ টাকা বাড়িয়ে দিলাম, বা ছয়ের জায়গায় সাত বাড়ালাম একটা অংকে সেটা ঠিক হয়না এবং সেটা প্রতিফলিত হয়না। জনজীবনে এবং জনসাধারণ স্বাস্থ্যের দিকে সেই রকম সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। এছাড়া বহু ডিসপেন্সারী আছে যেগুলি ৩ বছরের উপরে ডাক্তার ছাড়া চলছে, কম্পাউণ্ডার দিয়ে চালান হচ্ছে, এইরকম অভিযোগ আছে ত্রিপুরা রাজ্যের বহু জায়গায়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের সে জায়গাগুলি মন্ত্রী মহাশয় যদি ঘুরে দেখেন, তাদের কাছ থেকে সেই দাবী পেতেন, কিন্তু সেই সব জায়গায় তিনি ঘুরেন না, শুধুমাত্র ফুলের মালাটুকু নিয়ে আসেন কিন্তু জনসাধারণের কি প্রয়োজন সেখানে সেটা উপলব্ধি করেন না। এই যদিহয়, তাহলে বলব জনস্বাস্থ্যের প্রতি

একেবারে অবিচার করা হচ্ছে। সদরের কাছে মোহনপুর, সেখানে গোপালনগরে একটা ডিসপেন্সারী আছে, সেখানে ডাক্তার নাই বহুদিন, এই ঘরের কাছে এটা ঘটছে। আর অন্য ডিভিশনের কথাত বলার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ঘরের কাছে যেটা সেটার হল এই অবস্থা। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাহলে আমি বলব যে জনস্বাস্থ্যের প্রতি ঠিক ঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করা হচ্ছেনা এবং তার জন্য তাদের কাছে পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে হবে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত্য আমরা করবনা, সেটা যারা দায়িত্বের মধ্যে আছেন, তাদের করতে হবে এবং সেই জন্য তাদের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। সেই জনতার বিচারের কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হবে, সেই দিন আর বেশী দূরে নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ জাগ্রত, তারা সবকিছু দেখছেন কি করা হচ্ছে বা করা হচ্ছেনা। এই কিছুদিন আগে শুনলাম এবং দেখলাম পোস্টার দেওয়া হয়েছে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, আগরতলা টাউনে, যিনি স্বাস্থ্যবিভাগের মন্ত্রী আছেন তার বিরুদ্ধে—যে কাম ডাউন বি. দাস। এটা বাইরের কথা নয়, ঘরের কাছে এটা ঘটেছে। যেখানে সদরে এই অবস্থা চলছে, বাইরের কথাত আর বলার প্রয়োজন নাই,। সেইজন্য বলছি জনবিচারের সামনে তাদের কাঠ-গড়ায় দাঁড়াতে হবে, সেই দিন আর বেশী দূরে নয়।

MR. SPEAKER :—Here is another cut motion against the demand No. 16 that the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of policy regarding contribution from Public in sinking of tube-wells in rural areas.

শ্রীলুড়া আং মগ :—তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথা আর বলতে চাই না। এই সমস্ত কথা বিগত একটা জাগরণ'এর সংখ্যায় উঠেছে। তাঁরা নিজেরা বাড়ীতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে না আসলেও পত্রপত্রিকা যদি রাখেন তাহলেও দেখতে পেতেন যে কোথায় কি হচ্ছে। সেই দিক দিয়ে পত্র পত্রিকা তাঁরা কম পড়েন কিনা আমি জানিনা। 'ডাক্তারের অভাবে রোগীদের দুরবস্থা'—এটা উঠেছে ৬ই মার্চ্চ, ১৯৬৬ ইংতারিখে 'ত্রিপুরার কথা' পত্রিকায়। সেটা বোধ হয় দেখেন নাই এবং সাব্রুমে মনুবাজারে যে ৬ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক হেলথ সেণ্টার আছে তাতে অধিকাংশ সময় ১২।১৩ জন রোগী থাকে। কিন্তু সেখানে একজন মাত্র এল. এম, এফ ডাক্তার আছে। সেখানে একজন এম, বি, বি, এস, ডাক্তারের একান্ত প্রয়োজন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জলের জন্য যে পাম্পিং সেট্ টা বসানো হয়েছিল সেটা আরম্ভ হতেই অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ফলে রোগীদের দুর্ভোগের অন্ত নেই।

কর্তৃপক্ষ এই পাম্পিং সেট্‌টা সত্বর মেরামত করবেন কিনা জানি না। সেখানে রোগী আছে অথচ তাদের জল দেওয়া যায় না। সেই পাম্পিং সেট্‌টা ৫০।৬০ হাজার টাকা খরচ করে সেখানে বসানো হয়েছে। সেটা আরম্ভ না হতেই অকেজো হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু এইভাবে যদি দায়িত্ব পালন করা হয় তাহলে তাদের কি বলব? এই হেলথ্‌ সেন্টারের ডাক্তার জনস্বাস্থ্যের দিকে কিছুতেই নজর দিচ্ছেন না এবং জনসাধারণ অসুবিধা ভোগ করছে। একটা হাসপাতাল দিয়েছে কিন্তু সেখানে রোগীদের জল দেবে না। কিরকম তাদের অন্তঃকরণ, কি রকম তাদের মেনটালিটি। তাদের এই ক্রুর অবস্থা যদি থাকে তাহলে এইভাবে বেশীদিন চলতে পারে না। কাজেই তাদের এই সমস্ত দিক দিয়ে একান্তভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। ঔষধ দেওয়া তো দূরের কথা জলও দেবে না সেখানে। ইমিডিয়েটলী সেখানে পাম্পিং সেটটা মেরামত করা প্রযোজন। সেই প্রয়োজনীয়-তাটা তাঁরা আজকে ৪।৫ বছরের মধ্যে বোধ করেন নাই। কিরকম লজ্জার ব্যাপার এটা। তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। তাই আমি এই কথা বলব যে এই সমস্ত অহরহ পত্র পত্রিকার মধ্যে উঠছে। এইগুলি দেখা দরকার এবং দেখে সেখানে জীপগাড়ী হাঁকিয়ে প্রয়োজনীয়তাটা দেখে আসা প্রয়োজন এবং সেটার ব্যবস্থা করে আসা উচিত। টাকার অংক কম খরচ হচ্ছে না। টাকার দিক দিয়ে টাকাটা ঠিক ঠিক ভাবে ইউটিলাইজ করতে পারছে না এবং সেই টাকাটা যে কিভাবে খরচ হচ্ছে গরীব মানুষেরা তার কোন গন্ধও পায় না। তারা উচ্চস্তরের মানুষের সুবিধার জন্যই এই সমস্ত টাকা খরচ করেন। কিন্তু কৃষক জনসাধারন, শ্রমিক জনসাধারণ তাদের কোন সাহায্য এখান থেকে পায় নাই আজ পর্যন্ত। আজ আমি বলতে চাই এই কথা, যে এইসবের দিকে নজর রাখা দরকার। এই বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— Now I would call on Shri Atiqul Islam. There are 3 Cut Motions against the demand No. 15 tabled by Shri Atiqul Isl m that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on (i) Mismanagement in the Ayurvedic Dispensary, G. B. & V. M. Hospital

(ii) Non-revision of and anamolies in the pay-scales of the nurses e c.

(iii) Mismanagement in the Directorate of Health Services.

শ্রীসুড়া আং মগ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আর একটা কাট মোশানের উপর ডিসকাসন বাকী রয়ে গেছে।

MR. SPEAKER :— You have lost your time. I have given you time. I also reminded you.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—স্পীকার, স্যার, ভি. এম. হাসপাতাল, জি. বি. হাসপাতাল, ত্রিপুরার সমস্ত ডিসপেনসারী এবং প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারের মধ্যে যে সব ঘটনা চলছে সেগুলি যদি আজকে বলতে সুরু করি তাহলে সারাটা দিন যদি আমাকে সময় দেওয়া হয় তাহলেও আমি বলে শেষ করতে পারব না। কাজেই আমি কতকগুলি জিনিস এখানে সংক্ষেপেই বলব যেগুলির কথা শুনা প্রয়োজন, যদিও তাঁরা কোন কিছু করবেন কি করবেন না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আমি কতকগুলি অভিযোগ এখানে আনব নট অ্যাগেনষ্ট এ. সি. ভট্টাচার্য্য, বাট অ্যাগেনস্ট ডি. এইচ. এস। কারণ তিনি ডিরেক্টলী রেসপনসিবল হোন আর নাই হোন, যেহেতু তিনিই হচ্ছেন হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট সেই হেতু তিনি তাঁর দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। কাজেই সেজন্য আমার যা কিছু বলবার সেগুলি ডাইরেক্টলী বা ইনডাইরেক্টলী তাঁর ঘাড়েই গিয়ে পড়বে। আমি অত্যন্ত দুঃখিত তিনি ভদ্রলোক, অত্যন্ত ভদ্রলোক। তাহলে পরেও আমাকে বলতে হচ্ছে। আমি গত অধিবেশনে সিনিয়র ওয়ার্ড মাষ্টারের এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আমার বক্তব্য সুরু করেছিলাম। তাই অভিযোগটা সম্পূর্ণ আমি এখানে আনবার কোন প্রয়োজন মনে করি না। কারণ সেখানে আমি আমার বক্তব্য যুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করেছি। সেদিন বলা হয়েছিল যে ১৯৬২তে সিনিয়ার ওয়ার্ড মাষ্টার বলে কোন পোষ্টই ছিল না। কাজেই সেখানে অ্যাড-ভারটাইজমেন্ট করার কোন কোশ্চেনই উঠে না। আমার তখন রাইট অব রিপ্লাই ছিল না। কাজেই আমি তখন বলতে পারি নি। কিন্তু আজকে আমি দেখাতে চাই যে তখনও সিনিয়র ওয়ার্ড মাষ্টারের পোষ্ট ছিল এবং তখনও সিনিয়র ওয়ার্ড মাষ্টারের পোস্টের জন্য অ্যাডভার্টাইজ-মেন্ট করা হয়েছিল—১৯৬২তে। সেখানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেছিলেন তখনকার সুপারিন্টেডেন্ট এবং তিনি সেই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে অ্যাপ্লিকেশন ইনভাইট করে বলেছিলেন যে, application stating the name, age, address, nationality, qualifications, experience etc. together with duly attested copies of the testimonials for the same should reach this office on or before 5. 10. 62. কাজেই ৫।১০।৬২ এর মধ্যে সিনিয়র ওয়ার্ড মাষ্টারের যারা পদ প্রার্থী তাদের দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছিল। কাজেই যে কথা এখানে বলা হয়েছিল যে, ইনভাইট করা হয়নি, তা ঠিক নয়। তার সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নাই।

অবশ্য মন্ত্রীরা বিধান সভায় এই সমস্ত কথা হামেশাই বলে থাকেন। কারণ এইরকম না বললে মন্ত্রী হওয়া যায় না। আমি তখনই বলেছিলাম যে সেই সিনিয়ার ওয়ার্ড মাস্টার তার এইজ তিনি প্রুফ করতে পারেননি, তিনি এখন সুপারএনুয়েটেড, তাকে যখন ইন্টারভ্যু দেওয়া হয়, মেট্রিক সার্টিফিকেট তিনি প্রডিউস করতে পারেননি, পরবর্তীকালেও পারেননি, এখনও পারেননি। তিনি যখন মিউনিসিপ্যালিটিতে ছিলেন তখনও—

MR. SPEAKER :—Proceedings of the Last Meeting should not be referred.

Shri Atiqul Islam :—I am narrating certain facts, Sir.

MR. SPEAKER :— No, I cannot allow it.

Shri Atiqul Islam :— Let me drop the word proceedings. আমি প্রসিডিংসের কথা উল্লেখ করি নাই, আমি বলেছি আমাকে বলা হয়েছিল।

MR. SPEAKER :— No, you have referred the Proceedings.

Shri Atiqul Islam :—Yes, I shall not refer in the future, I shall simply say the facts.

আমাকে ডিপুটি মিনিষ্টার মিঃ বি, দাস বলেছিলেন যে ১৯৬২তে কোন এ্যাডভার্টাইজমেন্ট করা হয়নি, তখন কোন পদ ছিলনা, সুতরাং আমি এ্যাডভার্টাইজমেন্টা পড়ে শুনিয়ে দিলাম যে তখনকার সুপারইনটেনডেন্ট ১৯৬২তে সিনিয়ার ওয়ার্ড মাষ্টার পোস্টের জন্য এ্যাডভার্টাইজমেন্ট করেছিলেন এবং সেখানে অনেক প্রার্থী ছিলেন। তারপর কি ঘটেছে না ঘটেছে সে সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি, আজকে আমার সেই সমস্ত কথা বলার প্রয়োজন নাই। আমি শুধু দেখাতে চাইলাম—

(ভয়েস—আবার বলেন না।)।

শ্রী আতিকুল ইসলাম :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি কি জানতে পারি আমার সময় কতক্ষণ আছে? আমাকে টাইম কতটুকু দেওয়া হবে?

মিঃ স্পীকার :— ফিফটিন মিনিটস।

শ্রী আতিকুল ইসলাম :— ১৫ মিনিটস? তাহলে আমি কিছুই বলতে পারবনা স্যার, আমার অনেক কিছু বলার আছে. আমাদের দিক থেকে বিশেষ কেউ বলার নেই। আমাকে বরং সকলের শেষে দিন। আমি এখন বসে পড়ি।

মিঃ স্পীকার :— আই মে এলাউ ইউ অনলি ২০ মিনিটস। হাউএভার গো অন। আই শ্যাল সী লেটার অন।

শ্রীআভিকুল ইসলাম :— আমি তখন ওয়ার্ড মাষ্টারের যে হিস্টরি বলছিলাম, তখন সেই ওয়ার্ড মাষ্টারকে সিলেকশান বোর্ড সিলেক্ট করেছে, কিন্তু পরবর্তীকালে তাকে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে সেই পোস্টে লোক নেওয়া হয়নি। তারপর সেই পোস্টটা, আফটার সিক্স মানথস ন্যাচারেলি এ্যাবলিশড হয়ে যায়, সেটাকে আবার স্যাংশান করিয়ে আনা হয়, আবার এ্যাডভার্টাইজ করা হয়, তখন সেই কোশ্চেনটা, যজ্ঞেশ্বর সেনগুপ্ত, আমাদের ডেভলাপমেন্ট মিনিষ্টারের কাকা, তার কাহিনীটা আসে এবং সেই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে আমার সময় নষ্ট করতে চাই না। সেখানে আমি বলেছি যে কি করে ফেভা-রিটজম করে, নেপটিজম করে তাকে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। কারণ হি ইজ এন ওল্ড পারসন, হি হেজ ফেইল্ড টু প্রডিউস মেট্রিক সার্টিফিকেট—তিনি যখন মিউনিসিপ্যালিটিতে ছিলেন তখন তার এগেইনস্টে অনেক রিপোর্ট আছে। সেখানে তার পাওয়ার সীজ করে নেওয়া হয়েছিল, তারপরও তাকে এপয়েন্ট-মেন্ট দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে চীফ সেক্রেটারী এক্সপ্লেনেশন চেয়েছিলেন ডি এইচ. এস'এর কাছে যে কেন এই পোষ্টটা এডভারটাইজমেন্ট করা হল? তার কোন আনসার ডি. এইচ. এস দেননি। কাজেই সেই সমস্ত ঘটনা উনাদের না জানার কথা নয়। আজকে আমি সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চাইনা, আমার সময় নষ্ট করা হবে। কাজেই আগের কাহিনী আমি যা বলেছি, যা আপনাদের মনে আছে সেটা মনে করে নেবেন। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাইছি যে, তখনও এডভারটাইজমেন্ট করা হয়েছিল এবং তখনও মিঃ গুপ্ত ওয়াজ সিলেক্টেড, কিন্তু তাকে নেওয়া হয়নি। তারপর যখন নাকি নতুন করে এডভার-টাইজমেন্ট করা হয়, তখনও তিনি সেই সমস্ত ঘটনা রেফার করেছিলেন, তাকে নেওয়ার জন্য চীফ সেক্রেটারী বলেছিলেন যে তাকে নেওয়া হউক।

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :—তাকে কি প্রমোশান দেওয়া হয়েছিল?

শ্রীআভিকুল ইসলাম :—ইয়েস, হি ওয়াজ প্রমোটেড টু দি পোস্ট। আমি পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছি।

"Shri Ajit Das Gupta, Ward Master, V. M. Hospital, Agartala is hereby promoted as Ward Master Senior"

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক :— তারিখটা বলতে পারেন?

শ্রীআভিকুল ইসলাম :—From 9-10-64.

আমি আরেকটা কেসে আসছি। তার পরবর্তীকালে ওয়ার্ড মাষ্টার আরেকজনকে নেওয়া হয়েছে। যখন সিনিয়ার ওয়ার্ড মাস্টারের পোস্টের জন্য এডভারটাইজ-মেন্ট করা হয়, তখনই ভেটারীনারী ডিজিজ ইনভেষ্টিগেশন লেবরেটারীর একজন এমপ্লয়ী, সাম ঘোষ, তিনি তখন এপ্লিকেশন করেছিলেন। তার ইনটারভিউ নেওয়া

হয়েছে। তার পরবর্তীকালে তাকে জানিয়ে দেওয়া হল যে, সিনিয়ার ওয়ার্ড মাস্টারের পোষ্টে লোক নেওয়া হয়েছে, সেখানে আপনাকে আর নেওয়া যাবেনা, আপনি জুনিয়ার ওয়ার্ড মাস্টারের পোস্ট নেবেন কিনা আমাদের জানান, এই চিঠি ডি. এইচ. এস তাকে লিখলেন—অন ২৪শে আগস্ট।

24th August, 1965

To

Shri Harendra Ghose,

With reference to your application for the post of Senior Ward Master and subsequently interviewed. I am to inform you that the post of Senior Ward Master has already been filled up. There is a post of Junior Ward Master in the scale of such and such, plus usual allowances as admissible in Tripura. Please let us know as to whether you are agreeable to accept the post."

এই চিঠি লিখলেন ডি. এইচ. এস, অন ২৪।৪।৬৫। অন দি নেক্সট ডে তিনি জানালেন যে আমি এটা গ্রহণ করতে রাজি আছি।

On 25th শ্রীহরেন্দ্র ঘোষ জানালেন যে, "With reference to above, I beg to state that I am agreeable to accept the offer of appointment to the above mentioned post offered to me."

Naturally আমরা আশা করতে পারি তাকে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে, কারণ তাকে বলা হয়েছে তুমি রাজী আছ কিনা, সে জানাল যে, হাঁ, আমি রাজী আছি। এর পর দেখা গেল তার আর কোন পাত্তা নাই, তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, অন্য একজন লোককে এপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে যখন আর্মিতে ছিল, সে ওয়ার্ড মাষ্টারের কাজ করেছে, সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে অফার দেওয়ার পরে, তাকে জিজ্ঞাসা না করে, সে অফার একসেপ্ট করার পর, তাকে এপয়েন্টমেন্ট না দিয়ে, আরেক ব্যক্তিকে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়ে গেল, এটা কোন আইনে এবং কোন নীতিতে করা হল? এটা অন্যায় বা বেআইনি কাজ তিনি করছেন কিনা? এইভাবে একটা অফার দিয়ে একজনকে, তার থেকে অফার অব একসেপটেন্স নিয়ে, তারপর তাকে এপয়েন্টমেন্ট না দিয়ে অন্য কাউকে যদি এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়, তাহলে এর থেকে অন্যায় বা ফেভারিটিজম, নেপটিজম আর কি হতে পারে? যা হউক তার পিছনে কি হিস্টরি আছে তা আমার জানার দরকার নাই. এইগুলি অত্যন্ত

অন্যায় এবং অনুচিত। এবং এইগুলি misuse, abuse of powers. যদি এই ভাবে কতকগুলি কাজ ডিপার্টমেন্টে চলতে থাকে, তাহলে আমরা এই সমস্ত কাজ কি করে আদায় করতে পারি? Now let us come to the next— তারপর আমরা জানি ভি. এম. হসপিটালে কুমারী এও্ওয়ার্ডেন বলে একজন এ্যাডিশন্যাল মেট্রন আছেন। তার কোন ওয়ার্ড সিস্টারের ট্রেনিং নেই, তিনি সিনিয়ার নার্স ট্রেণ্ড মাত্র। এখন আমাদের একজন মেট্রন নিতে হবে, কাজেই on one fine morning— দেখা গেল হঠাৎ কেউ জানেন না, তাকে ডি. এইচ. এস মেট্রনের পোস্ট দিয়ে দিয়েছেন। এই পোস্টের জন্য কোন রকম এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট করা হয়নি, ডিপার্টমেণ্ট জানেনা, হাসপাতালের সুপারিন-টেনডেন্ট বা তাদের যে বোর্ড. সেই বোর্ড পর্যন্ত খবর রাখেন না। কিন্তু দেখা গেল যে তাকে এপয়েণ্টমেণ্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে, she has been promoted, but she has got no qualification a Senior Ward Sister, এখন Senior Ward Sister's training না থাকলে পরে একজন লোক কিছুতেই মেট্রনের পদ পেতে পারেন না। মেট্রন হওয়ার মত যোগ্য লোকের হাসপাতালে কোন অভাব ছিল না। কিন্তু সেখানে অ্যাডভার্টাইজমেণ্ট না করে ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কোন রকম কন্সাল্ট না করে তাকে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়ে দেওয়া হল। কাজেই এটা হচ্ছে একটা নেপোটিজম বা ফেভারিটিজমের দৃষ্টান্ত। আমি আরও অনেকগুলি ঘটনা এই এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট সম্পর্কে বলতে চাই। কিছুদিন আগে এ্যাসিসটেণ্ট ইউনিট অফিসার বলে একজন লোককে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার জন্য কোন ইণ্টারভিউ নেওয়া হল না। যাদের নাকি সিলেক্ট করা হয়েছিল, সেই তিনজনের মধ্য থেকে লোক পড়ল না। যিনি ইনটারভিউ দেন নি তাকে এ্যাপয়েণ্টমেন্ট দিযে দেওয়া হল। এটা কি করে চলতে পারে এবং সেই ইন্টারভিউ'এর সময়ে দিল্লীর একজন ডিরেক্টার ছিলেন. এন. এন. মুখার্জী। তাঁরা জানেন। যদি খোঁজ নেওয়া হয়. তাহলে আজকে যে ঘটনা আমি বলছি সেটা সত্যি কিনা জানতে পারবেন।

আমি আর একটা ঘটনা, সিরিয়াস স্টরী বলছি। আমার সময় কম আছে বলে আমি এই স্টরীটা বলে নিই। এটা হচ্ছে কম্বলের স্টরী। কিছু কম্বল হাসপাতালের জন্য কিনতে হবে। কম্বল কেনার জন্য যদি আমরা তার দাম ধরি, তার দাম হবে ৫১ হাজার টাকার উপর। কম্বল কেনার জন্য কোন একটা ফার্মকে, বৃটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশন লিমিটেড নামক ফার্মকে লিখা হল যে তোমরা কম্বল সাপ্লাই করতে পারবে কিনা? তার সাইজ তিনি বলেলেন

২৩২ সি, এম × ১৫২ সি, এম,। কোম্পানী ইন রিপ্লাই জানালো যে আমি ঠিক এই সাইজের কম্বল দিতে পারি না। আমার সাইজ হবে ২২৯ সি, এম, × ১৫২ সি, এম,। তার দর হচ্ছে ৪৬'২৫ টাকা। এইকথা কোম্পানী জানাবার পর কোম্পানী তাঁকে বলে দিলে যে আমাকে তুমি ৩০. ৮. ৬৫ এর মধ্যে অর্ডার প্লেস করতে হবে। সেই অর্ডার পরবর্তীকালে প্লেস করা হল আরও এক্সটেণ্ড করে ১৩'১১'৬৫তে। অর্ডার প্লেস করার পর যখন নাকি মাল আসল তখন তারা বলে পাঠালো যে আমি যে সাইজের কম্বল দিতে বলেছিলাম ঠিক সেই সাইজের কম্বল দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি আরও ছোট সাইজের কম্বল পাঠালাম। তার সাইজ হচ্ছে ২২৯ সি, এম × ১৫২ সি, এম। দর কিন্তু ঠিক থাকলো। প্রথম তারা বলেছিল ২২৯ সি, এম,· × ১৫২ সি এম, সাইজের মাল পাঠাবে। কিন্তু পরে যখন নাকি মালগুলির জন্য সি, এন, পাঠালেন তখন বললেন যে আমরা ২২৯ সি এম × ১৫২ সি. এম. সাইজের মালটা পাঠালাম। ডি. এইচ. এস সেই সি. এন.টা অ্যাকসেপ্ট করলেন যা তিনি করতে পারেন না। কারণ প্রথমতঃ তার আগের সাইজ নাই। কাজেই তিমি ইজিলি রিফিউজ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। সি. এন. তিনি এক্সসেপ্ট করলেন। সি. এন. এক্সেপ্ট করে সি. এন এর অ্যাগেনষ্টে যে এমাউন্টা লিখা আছে তা ফুল পেমেন্ট করে দিলেন। ৫১ হাজার টাকার যে পেমেন্টটা সেই পেমেন্টটা সি. এন'এর ফার্ষ্ট ইনষ্টলমেন্টের সংগে সবটা পেমেন্ট করে দেওয়া হল। এখানে দুটো অন্যায়। একটা অন্যায় হচ্ছে টেণ্ডার ছাড়া তিনি এত টাকার মাল কিনতে পারেন না। ২৫ হাজার টাকার উপর মাল কিনতে হলে তাঁকে একটা বোর্ড করতে হবে এবং সেই বোর্ড টেণ্ডার ইনভাইট করে মাল আনবে। তিনি সেই বোর্ড করেন নি। তারপর মাল কিন্তু এখনও এসে পৌছায়নি। কিন্তু এডভান্স পেমেন্ট হয়ে গেছে যা তিনি করতে পারেন না। এখন এটা কি করে ঘটে? মাল পাওয়ার পূর্বে কি করে অ্যাডভান্স পেমেন্ট চলে এবং কিভাবে অ্যাডভান্স পেমেন্ট করবার পর ষ্টেপ নেওয়া হয়নি আমি তা বুঝতে পারিনা। কোথায় তার সূত্র? কিভাবে এরকম গ্রস ইরিগুলারিটিজ একটা ডিপার্টমেন্টে চলতে পারে? এখানে মন্ত্রী আছে, সব আছেন। সব জানার পরেও কিভাবে এটা চলে এবং কেন ষ্টেপ নেওয়া হচ্ছে না? এই সমস্ত ঘটনা কিভাবে ঘটে? আমি একটা জায়গা থেকে মাল আনলাম, মাল না পাওয়ার আগে আমি এ্যাডভান্স পেমেন্ট করে দিলাম। মাল আমার কাছে পৌছল না। আমাকে যে সাইজের মাল পাঠানোর কথা সেই সাইজের

মাল পাঠানো হল না, তার চেয়ে আরও কম সাইজের মাল পাঠানো হল। ফলে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে কোন কাজেই লাগলো না। এইগুলি করতে পারে কি পারে না সেটার জন্য আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে খোঁজ নিতে বলব। কাজেই এই সমস্ত ইরি-গুলারিটিজ এখানে ঘটছে। নিশ্চয়ই তার পিছনে একটা শক্তি আছে যে নাকি তাঁকে প্রটেক্‌শন দিচ্ছে এবং প্রটেক্‌শন না দিলে এই সমস্ত ঘটনা ঘটত না। তার পর আমি জানি হাসপাতালে অনেকদিন যাবৎ এক্সরে প্লেট নাই। এই এক্সরে প্লেট না থাকার ফলে রোগীদের এক্সরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে স্ক্রীনিং করে তাদের এক্‌জা-মিনেশন করা হয়। ফলে তাদের হেলথ ডিটারিয়রেট করে। এখন এই কণ্ডিশানটা ঘটল কেন? ঘটার কি কারণ ছিল? কারণ যখন নাকি ইন্দো পাক ওয়ার সুরু হয় তখন সেন্‌ট্রাল গভর্ণমেন্‌ট জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এখন তোমরা ডাইরেক্টলী কোম্পানীগুলির কাছ থেকে চিঠি লিখে মাল নিয়ে আস এবং আমাদের কাছে ডাই রেক্টলী লিখবার কোন প্রয়োজন নাই। ডি. এইচ. এস-কে সেই চিঠি কমিউনিকেট করা হল। কিন্তু ডি. এইচ এস অর্ডার প্লেস করলেন না। তিনি বললেন যে আমি পাইনি। কাজেই না পাওয়ার ফলে আমি কি করতে পারি? কাজেই ডিলে হতে থাকল। বাই দিস টাইম এক্সরে প্লেটের সর্টেজ হতে সুরু করলো এবং আমার ইনফরমেশন এই যে রোগীদের স্ক্রীনিং করে এক্সরে করা হচ্ছে। এজ এ রেজাল্‌ট রোগীদের হেলথ ডিটারিয়রেট করতে বাধ্য এবং তাই হচ্ছে। আমরা জানি যে আমাদের যে হসপিটাল সেইগুলিতে ঔষধের একটা প্রচণ্ড ক্রাইসিস এবং সেই ক্রাইসিস পিরিয়ডে আজকে পর্যন্ত ২ লক্ষ টাকা সারেণ্ডার করা হয়েছে ঔষধ না এনে। অক্টোবর থেকে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ক্রাইসিস সুরু হয়ে গেল। ঔষধ নাই, ঔষধ নাই। এমন কি জি. বি.তে ষ্টক মিক্‌চার করার পর্যন্ত ঔষধ নাই। ইনডোর পেসেন্টদের লট বাই লট আগরতলা বাজার থেকে ঔষধ কিনে নিয়ে ঔষধ দেওয়া হচ্ছিল। এইভাবে একটা ক্রাইসিস্ সেখানে চলছে। টেণ্ডার ইনভাইট করে তারা বাই লট ওষধ কিনতে পারতেন। কিন্তু সেগুলি সেখান থেকে কেনা হয় নি। ৫ লক্ষ টাকা আমাদের মঞ্জুর করা হয়েছিল। বাই দি সেকেণ্ড উইক অব মার্চ্চ ২, ৭৫, ০০০ টাকার একটা ওর্ডার প্লেস করা হয়েছে। হয়ত টাকাটা অ্যাডভান্স করে রাখা হবে। আর বাকী টাকাটা সারেণ্ডার করা হচ্ছে। এটা কি করে চলে, যেখানে নাকি আমাদের ডিস্পেনসারীগুলিতে এত অ্যাকিউয়েট শর্টেজ অব মেডিসন। আমরা রোগীদের ওষধ টাইমলি দিতে পারব না। বাজার থেকে ওষধ কিনে তবে তাদের দিতে হবে। আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশান কিরূপ ভাল চলছে তা এ থেকেই অনুমান করতে পারা যায়।

অনেক সময় দেখা যায় সাধারণ একটা ইনজেকশান হাসপাতালগুলিতে নাই। হাসপাতালগুলিতে ওষধপত্রতো নাই-ই। আমি জানি যখন খোয়াইতে বিস্কুট খাওয়ার ফলে লোক মারা গিয়েছিল তখন সেই হাসপাতালে সাধারণ ঔষধ পাওয়া যায় নি। এমন কি ফিনাইল পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এত অ্যাকিউট শর্টেজ অব মেডিসিনের সেখানে ছিল যা নাকি বলার মত নয়। বিভিন্ন ডিস্পেনসারীতে বিভিন্ন হাসপাতালে তাই চলছে।

MR. SPEAKER :—The House stands adjourned till 2 P. M. The member speaking will have the floor. (After recess)

MR. SPEAKER :— The discussion on Cut Motions to continue I would call on Shri Atiqul Islam to give his speech.

শ্রী আতিকুল ইসলাম :—আমি বিভিন্ন হাসপাতালে বা ডিস্পেন্সারীতে ঔষধের যে অভাব সে কথা বলছিলাম, আমি এটাও বলার চেষ্টা করছিলাম যে কিছুদিন আগে ঔষধের এত অভাব দেখা গিয়েছিল যে জি, বি-তে ষ্টক মিক্‌চার করার জন্য কোন ঔষধ সেখানে ছিলনা। অন্য কোন জিনিষপত্র দিয়ে কোন রকমে ঔষধ তৈরী করে সাপ্লাই করা হত। যে ঘটনা আমি সেখানে বর্ণনা করেছি এরকম ঔষধের অভাব ত্রিপুরা রাজ্যে কখনো দেখা যায় নাই। আর আমি তখন সেখানেও বলেছি যে প্রায় ২,০০,০০০ টাকা surrender করা হয়েছে। ঔষধ কেনা হয়নি। এবার মাত্র 2nd week of March ঔষধের জন্য টেণ্ডার কল করা হয়েছে এবং হয়ত একটা এড্‌ভান্স মানি ড্র করে টাকাটা খরচ দেখানো হবে। কিন্তু ডিউরিং দিস ফিনানসিয়েল ইয়ার এই ঔষধটা সেখানে পৌঁছে না। এই অব্যবস্থার ফলে সমস্ত ডিসপেন্সারী বা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারগুলি অত্যন্ত suffer করছে। আমি জানি আমাদের G. B.এ এবং V. M, Hospital এর মধ্যে একটা Condemnation Board করার নিয়ম আছে, যার duty হল যে সমস্ত জিনিষপত্র Supply করা হয় সেগুলি পুরানো হয়ে গেছে কিনা, পুরানো হয়ে গেলে পর সেগুলি কিভাবে বদলিয়ে নেওয়া যায় সেগুলিকে তদন্ত করে দেখা। কিন্তু আমাদের G. B বা V.M Hospitalএ এই Boardটি আজ পর্যান্ত গঠন করা হয়নি। যার ফলে সে সমস্ত জিনিষ পত্র নষ্ট হয়ে গেছে, ঘটি, বাটি বা মগ ইত্যাদির ছাল উঠে গেছে বা shortage হয়ে গেছে, সেগুলি এখনো ব্যবহার করা হচ্ছে, আজ পর্যন্ত বদলানো হচ্ছে না। ফলে রোগীদের ক্ষতি হচ্ছে। কারণ একটা মগ বা গ্লাসের যদি ছালটা উঠে যায় তবে সেই ভাঙ্গা জায়গাতে বীজাণু জমতে পারে। কিন্তু সেগুলির পরিবর্তন না হওয়ার ফলে রোগীদের বিপদের আশঙ্কা সেখানে আরও বাড়ছে। এগুলি ডি. এইচ. এস, নিজেও

দেখছেন না, কণ্ডেমনেশন বোর্ডও করা হচ্ছে না। ফলে একটা অসহনীয় অবস্থা সেখানে সৃষ্টি হয়েছে। আমরা জুলাই-এর কিছু আগে শুনেছি যে ডি. এইচ. এস অর্ডার দিয়েছেন যে এখানে সিভিল সার্জেন বলতে কোন পোস্ট নেই। এই যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আমি জিজ্ঞাস করতে চাই যে আজ পর্য্যন্ত ডি. এম. হসপিটালের সুপারিন্টেনডেন্ট এজ এ সিভিল সার্জেন যে সমস্ত সার্টিফিকেট ইস্যু করেছেন সেগুলি ভেলিড কি ভেলিড নয় অথবা সেই সমস্ত সার্টিফিকেট-এর বেসিস-এ যে সমস্ত কোর্ট কেস হয়ে যেখানে কনভিকশন হয়েছে বা রিলিজ হয়েছে সেগুলির অবস্থা কি হবে? আজকে অনেক পোষ্ট মোর্টম কেস যাচ্ছে কিন্তু সেগুলি কেউ দেখছেন না। সুপারিন্টেনডেন্ট রিফিউজ করছেন এই বলে যে আমি ত সিভিল সার্জেন নই, আমি কেন দেখতে যাব। অনেক ক্ষেত্রে ডি. এইচ. এস নিজে দিচ্ছেন, কিন্তু কোর্ট সেগুলি অনার করছে না, রিসিভ করছে না। ফলে অনেক বিশৃঙ্খলা এডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে দেখা দিয়েছে। আমি শুনেছি যে জেইল থেকে জেইল সুপারিন্টেডেন্ট ইনফর্ম করেছেন যে আমার একটা আসামী আজকে রিলিজ হওয়ার পথে। ডি. এইচ. এস-এর সার্টিফিকেট যদি ভেলিড বলে গণ্য করা না হয় ন্যাচারেলি সে রিলিজ হয়ে যাবে। ডি. এইচ. এস-এর এই অর্ডারের ফলে সমস্ত এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা দেখা দিয়েছে। সেটার ইমিডিয়েট সলিউশন করা প্রয়োজন। আমাদের বিভিন্ন হসপিটালে বা ডিসপেন্সারীতে যে সমস্ত ঔষধ আছে তার ষ্টক ভেরিফিকেশন করার জন্য কোন অফিসার ডিপোটেড নাই। হাসপাতালে ঔষধ আছে কিনা বা সর্টেজ হয়েছে কিনা এগুলি কে দেখে? টি. টি. সি-র আমলে পি. ও. দেখতেন। কিন্তু আজকে কেউ দেখছেন না, কোন অথরিটি সেখানে নাই। ফলে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা বুঝবার কোন উপায় নাই। যে সমস্ত ঔষধ পাঠান হচ্ছে সেগুলো ঠিকমত ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা বা যে সমস্ত ঔষধ তারা চায় সেগুলি ঠিকমত পায় কিনা সেটা ভেরিফাই করার জন্য কোন অফিসারকে সেখানে ডিপুট করা হয়নি। কেন যে আজ পর্যন্ত করা হচ্ছেনা সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। অনেক ফুড এডালটারেশন কেস আমরা একজামিন করতে ক্যালকাটা পাঠাই। একজামিন হয়ে সেগুলি এখানে আসে। কি আসার পর আর কোর্ট কেস করা যাচ্ছেনা। কারণ কোর্ট কেস করতে হলে পরে যাকে অথরাইজ করতে হবে সেই অথারাইজেশন আজ পর্যান্ত কাউকে দেওয়া হয়নি। আমি শুনেছি ডি. এইচ. ও কে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি আপত্তি করার ফলে সেটা হয়নি। কিন্তু ডি. এইচ. এস.ও যে কিছু করবেন সেই অথরিটি আজ পর্যন্ত তিনি পাননি। ফলে আমরা হয়ত কিছু তৈল বা অন্য জিনিস ধরলাম

কলিকাতায় পাঠিয়ে একজামিনেশন করে আনলাম, এনে দেখলাম যে সত্যি সত্যি ভেজাল রয়েছে কিন্তু তারপর কোর্টে আর যেতে পারছি না। কারণ কোর্টে যাবে কে? যাওয়ার কোন মালীকই নেই। ফলে খরচ করে কলিকাতায় পাঠিয়ে আমরা যে examnation করে আনলাম সেই সমস্ত অর্থটাই অপচয় হল। আমি ১৯৬৩ থেকে বলে আসছি। কিন্তু আজও সেই অবস্থা সমানে চলছে। আমি আর একটি কথা এখানে বলতে চাই। জি. বি. এবং ভি. এম হাসপাতালে ডায়েট ক্লার্ক একজন আছে। স্বাচারেলী সেকেণ্ড সেটারডে এবং সানডেতে কাজ করার ফলে তিনি অভার টাইম পাবেন। এই হল নিয়মের কথা। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক ডি. এইচ. এস. তার প্রতি সন্তুষ্ট নন। ফলে অভারটাইম করান হয় এবং তাকে দিয়ে না করিয়ে একজন কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে করান হয়। কম্পাণ্ডার একজন টেকনিক্যাল ম্যান। তাকে দিয়ে ডায়েট ক্লার্কের কাজ করাতে পারেন না। এখন তাকে দিয়ে ডায়েট ক্লার্কের কাজ করান হল এবং করিয়ে অভারটাইম দেওয়া হল। কিন্তু কনসার্নড ডায়েট ক্লার্ককে দিয়ে সেকেণ্ড সেটারডে এবং সানডেতে কাজ করান হয় না। এটা কিভাবে চলে? প্রথমতঃ কথা হচ্ছে যে এটা অত্যন্ত অবিচার। যদি অভারটাইম করাতেই হয় তাহলে ডায়েট ক্লার্ককেই দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে ডায়েট ক্লার্কের কাজ করান ইল্লিগেল এবং ইর্‌রেগুলার। এই দুইটা কাজ একসঙ্গে সেখানে চলছে। আমরা জানি সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশনে কয়েকজন ক্লার্ক আছেন যারা সেকেণ্ড/ফোর্থ সেটারডেতে কাজ করেন। সেকেণ্ড/ফোর্থ সেটার-ডেতে যদি কাজ করে নিয়মমত ওদের অভারটাইম পাওয়ার কথা। কিন্তু তাদের অভার টাইম দেওয়া হয় না। যদিও তারা সেকেণ্ড/ফোর্থ সেটারডেতে কাজ করে। আমি একথা বুঝাতে চাইছি যে ডি. এইচ. এস এর প্রিয় বা অপ্রিয় হওয়ার সাথে চাকুরী থাকা বা না থাকা অথবা অভারটাইম পাওয়া বা না পাওয়া নির্ভর করে এবং এর ফলে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন ক্লার্কদের সেকেণ্ড/ফোর্থ সেটারডেতে কাজ করার পরেও অভারটাইম দেওয়া হচ্ছে না।

ডাঃ ওদ্দাদারকে টি. টি. সি'র আমলেই ডি. এম. আর. ই. ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে। আনার পর তাকে সেই পোষ্টে এ্যাপয়েন্ট করার কথা একর্ডিং টু রুল। কারণ তাকে সেই কাজ করার জন্য ট্রেনিং দিয়ে এনেছি। কিন্তু ট্রেনিং দিয়ে আনার পর তাকে উদয়পুরে এস ডি. এম. ও. করে পাঠালাম। কিন্তু সেই পোষ্টে তাকে আর এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হল না। এখন তাকে এম. এস. ট্রেনিং এর জন্য পাঠান হয়েছে। যদিও সেই ডি. এম. আর ই'র পোষ্টটা এখনও ভেকেন্ট আছে। আমার জিজ্ঞাসা হল যে, তাহলে তাকে ট্রেনিং দিয়ে

আনলাম কেন? যাকে একটা পার্টিকুলার সাবজেক্টে আমরা ট্রেনিং দিয়ে আনলাম তাকে সেই পোষ্টে এপয়েন্ট না করে প্রথমে দিলাম উদয়পুরে এস. ডি. এম. ও. করে, তারপর এখন তাকে পাঠান হল এম এস. ট্রেনিংএর জন্য। আগে যে তাকে আমরা একবার ট্রেনিং দিয়ে আনলাম সেই অর্থের কি অপচয় হল না? যে পোষ্টির জন্যে তাকে আগে ট্রেনিং দিয়ে আনা হল সেই পোষ্টটা ভেকেন্ট রেখে আবার কেন তাকে এম. এস. ট্রেনিং এর জন্য পাঠানো হল? তাকে যদি এম. এস. ট্রেনিংএ পাঠানোই সাব্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে তাকে ডি. এম. আর. ই. ট্রেনিং দিয়ে আনা হল কেন? এই যে টাকাটা অপচয় হয়েছে তার কৈফিয়ৎ কে দেবে?

আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক ঔষধের দোকান আছে কিন্তু তাদের ড্রাগ লাইসেন্স করানো হচ্ছে না, ফলে দোকান খোলা রাখা না রাখা তাদের নিজেদের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যদি আমরা ড্রাগ লাইসেন্স এখানে ইস্যু করি তাহলে তারা নিজেদের খুসীমত দোকান বন্ধ করতে পারে না। কেন যে তাদের ড্রাগ লাইসেন্স করানো হচ্ছে না তা আমি আদৌ বুঝতে পারছি না। ঔষধের দোকান সব সময় খোলা রাখার নিয়ম। কারণ কখন ঔধধ দরকার পড়বে তা কেউ বলতে পারে না। কাজেই তাদের ড্রাগ লাইসেন্স করা উচিত। তা না হলে দোকান খোলা রাখা না রাখা তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। আমরা দেখেছি টি.বিতে যে সমস্ত নার্সরা কাজ করে তাদের রাত্রি ৮টায় যেতে হয় এবং সকাল ৭টা অবধি কাজ করতে হয়। একজন নার্সকে ৭০ জন রোগী দেখতে হয়। যে নাম্বার অব নার্স সেখানে ডিপুট করা উচিত, সেই নাম্বার অব নার্স সেখানে ডিপুট করা হয় না ফলে ঐসব নার্সদের অস্বাভাবিক পরিশ্রম করতে হয়। সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের একটা রেসিও আছে নার্স কিভাবে দিতে হবে—অক্‌জিলি-য়ারী নার্স ৫০% আর সিনিয়র নার্স ২৪% কিন্তু সেই রেশিওতে আমাদের হাসপাতালে কোন রকম নার্স নাই। কথাটা এই নয় যে আমরা নার্স পাচ্ছি না। অনেক নার্স আগরতলাতে ট্রেনিং দিয়ে বসে আছে চাকুরীর জন্য, কিন্তু তাদের চাকুরী দেওয়া হচ্ছে না। একদিকে ট্রেনিং নেওয়ার পরে নার্সরা চাকুরীর জন্য ঘুরবে আর একদিকে একর্ডিং টু রেশিও হাসপাতালে যে নার্স থাকার কথা তা থাকবে না—এর কোন অর্থ খোঁজে পাই না। সেনট্রাল গভর্ণ-মেন্টের ইন্সট্রাকশন যদি ফলো করা হয় তবে ১০% সাবষ্টিটিউট নার্স রাখতে হবে। অর্থাৎ যদি কারো অসুখ হয়ে যায় বা কেউ ছুটি নিয়ে যায় তাহলে তার বদলে যেন আরেকজনকে দেওয়া যায়। সেইজন্য ১০% নার্স সাবষ্টিটিউট রাখতে হবে। কিন্তু আমাদের এখানে তা রাখা হচ্ছে না। ফলে যদি

কোন নার্স কোন সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে সে সংখ্যা আরো কমে যায়। কারণ নার্সের সংখ্যা এমনি কম। ফলে পেসেন্টরা অত্যন্ত সাফার করে। আমরা দেখেছি যে ভি, এম এতে যে নার্স কোয়ার্টার ছিল সেই নার্স কোয়ার্টার-টাকে এখন Directorate of Heath Services officeএ convert করা হয়েছে। এবং সমস্ত নার্সদের জি. বি, তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ছোট্ট কোঠা। ফলে একটা কোঠাতে ৪।৫ জন করে নার্সকে থাকতে হয়। এখানে হাসপাতালের ভিতর হেল্‌থ সার্ভিস অফিস এর কোন প্রয়োজন নেই। এটা একটা হস্‌পিটেল। হস্‌পিটেলের ভিতরে অফিস করলে পরে হস্‌পিটেলের যে একটা sanctity সেটা নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া এখানে যদি অফিস করতেই হয় তা হলে নার্সদের একটা accommodation করে তার পরে এটা করা উচিত ছিল। কিন্তু তা সেখানে করা হয়নি। ফলে নার্সরা সেখানে অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে পড়েছে। আমরা জানি ভি. এম. বা জি. বি, তে যে সমস্ত sweeper রা আছে তাদের জন্য sufficient nos. of quarters নেই। তারা অনেকেই ভি, এম এর বা জি, বি, র বারান্দায় পরে থাকে। সেখানে পাক করে কিংবা গাছতলায় থাকে, সেখানে পাক করে, সেখানে খায়, সেখানেই সংসার চলছে। হাসপাতালের বারান্দায় sweepers রা তাদের সংসার চালাচ্ছে। হাসপাতালের বারান্দায় যদি sweepersরা পড়ে থাকে এবং যদি সেখানে রান্নাবান্না বা খাওয়া দাওয়া হয় তা হলে একটা হস্‌পিটেল কিভাবে চলে বা sweepers রা কিভাবে টিকে থাকতে পারে? এটার প্রতি আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি জানি যে আমাদের UNICEF থেকে যে গাড়ীগুলো দেওয়া হয় সেগুলি যে purpose এ দেওয়া হয় সে purpose এ সেগুলি ব্যবহার করা হয় না, ষ্টাফ কার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যা অত্যন্ত অনুচিত কারণ একটা particulars scheme এর against এ কতকগুলি UNICEF গাড়ী দেওয়া হয়। গাড়ীগুলি সেই scheme এর জন্য ব্যবহার না করে staff car হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তার জন্য যে prior approval নেওয়া দরকার তাও নেওয়া হয়নি। এই সমস্ত irregularities কিভাবে চলতে পারে প্রকাশ্য দিবালোকে? সমস্ত মিনিষ্টার এখানে আছেন, সমস্ত authority এখানে আগরতলা সহরে আছেন তা সত্ত্বেও এ সমস্ত অনিয়ম কি করে চলে তার কোন কারণ আমি খোঁজে পাই না। আমাদের হাসপাতালের যে গাড়ীগুলি সেগুলি V. M. Hospital এর সামনে খোলা ময়দানে পরে থাকে। তার জন্যে কোন রকম shed নেই। ফলে গাড়ীগুলি নষ্ট হচ্ছে। এগুলির কোন যত্ন নেওয়া হচ্ছে না। টাকা পয়সা খরচ করে আমরা গাড়ী

আনলাম, আর কিনে আনার পর সেগুলি খোলা ময়দানে পড়ে থাকল, ঝড়, বৃষ্টি সব তার উপর দিয়ে গেল। এটা কি করে চলে এবং কেনই বা চলে, আমাদের এত অর্থের অপচয়ের explanation কে দিতে পারবেন? এটা আজকে এক'দিনের কথা নয় বা এক বৎসরের কথা নয়, এটা দীর্ঘকাল যাবত চলে আসছে। দীর্ঘকাল যাবত হাসপাতালের গাড়ীগুলি V. M. হাসপাতালের সামনে shed বিহীন অবস্থায় পড়ে আছে। আমি আরো কতকগুলি irregularitiesএর কথা এখানে বলতে চাইছি। আমি দেখেছি কিছু-কাল আগে Surveillance Inspectorএর postএ অনেক লোক নিয়োগ করা হয়েছে। Naturally যারা নাকি superior field worker তারা by promotion এই post পেতে পারে এবং এটা তাদের legitimate claim তারা সেখানে দীর্ঘকাল যাবত কাজ করছে, সুতরাং তারা এই post পাবেনা, তা হতে পারেনা। সেখানে Qualificationটা কোন bar নয়। যারা Deptt.এ কাজ করছেন তারা তাদের length of service এবং efficiency থাকলেই এই post পেতে পারেন। Qualificationএর কথা যদি বলা হয়, it is not a bar. তা ছাড়া Malariaর যে manual সে manualএ বলা আছে যে, qualificationটা কোন bar হবেনা যদি other conditions satisfy করে। অথচ সেক্ষেত্রে এ সমস্ত superior field workerদের surviellance Inspector এর পদে appointment না করে তারা আগে যা ছিল সে অবস্থাতেই রাখা হয়েছে। তাদের interview নেওয়া হয়েছে। এমন নয় যে তাদের Qualification নেই সুতরাং interview নেওয়া হবেনা তাদের interview নেওয়া হয়েছে। কাজেই interview যখন নেওয়া হয়েছে তখন আমি ধরে নিতে পারি যে তার qualificationটা সেখানে দেখা হয়নি। কাজেই সে ক্ষেত্রে তাদের promotion না দিয়ে অন্য লোকদের যদি ঐ postএ নেওয়া হয় তাহলে বর্তমানে যে কর্মচারীরা আছেন, তাদের উপর injustice করা হয় এবং তাহলে কর্মচারীরা কাজ করতে উৎসাহ বোধ করবে না। এখানে আমি বলতে চাই যে Superior field workerদের pay scale এখনো revision হয়নি অথচ ঐ ডিপার্টমেন্টে একই স্তরের অন্যান্য কর্মচারীদের pay scale revision হয়ে গেছে। তারা এখনো Rs. 35/- fixed হিসাবে পাচ্ছে. তাদের pay scale যে কেন এখনো revision হয়নি তার কোন যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাইনি। কিছুদিন আগে একটি লোককে Malaria Inspector করে নিয়োগ করা হয়েছে, appointment করার সময় Matric Certificate produce করার

নিয়ম কিন্তু ঐ Certificate produce না করায় ও তাকে appointment দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত irregularities যে Medical Deptt. এ চলছে তা কি আর কোন দিন বন্ধ হবেনা ? নাকি ঐগুলি তারা বন্ধ করতে চান না। একটি লোক Technician এর পদের জন্য apply করেছিল, কিন্তু তাকে ঐ পদে চাকুরী না দিয়ে একটি Sueveillance Inspectorএর পদে তাকে appointment দিয়ে দেওয়া হয়। তাকে একটা appointment দিতে হবে, কাজেই একটি postএ দিয়ে দেওয়া হল; এই রকম ঘটনা বলতে গেলে তার আর শেষ নেই। কাজেই এখানে Nurseদের pay scale সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। তা বলার আগে আমি একটি কথা বলতে চাই যে, আমি যখন অজিত গুপ্তের কথা বলছিলাম তখন বলা হয়েছিল যে সেটা Ward Master এর advertisement, Senior Ward Masterএর advertisement নয়, আমি এটা ১৯৬২ সালের কথা বলছি। ঐ advertisementএর copyটা আমি দেখাচ্ছি, সেখানে ৩টা postএর জন্য advertisement করা হয়েছিল। One for Senior Ward Master, one for Jamader and one for Librarian। কাজেই advertisement করা হয়েছিল Senior Ward Master পদের জন্য ১৯৬২ সনে। কাজেই ঐ কথাটা আমি ঠিকই বলেছিলাম তিনি হয়ত একটা ভুল information এর উপর কথাটা বলেছিলেন।

আমি নার্সদের বেতন সম্বন্ধে বলব যে এখানে যারা Asstt. Nurse cum Midwife বা Staff Nurse তাদের pay scale revision হওয়ার ফলে প্রকৃত পক্ষে বেতনটা কমে গেছে। এই কথাটা বোধ হয় এই হাউসে আমি আগেও বলেছিলাম। Asstt. Nurse cum Midwifeরা পুরাতন scaleএ বেতন এবং cash allowance ইত্যাদি ভাতাসহ maximum পেতেন ১৮০ টাকা। কিন্তু এক্ষণে after revision of pay scale তারা পাবেন ১৪০ টাকা। কাজেই old scale এ যেখানে ১৮০ টাকা পেতেন সেই জায়গায় তারা পাচ্ছে ১৪০ টাকা। আর Staff Nurse যারা তারা revision pay scale ভাতা ইত্যাদি সহ পুরাতন scaleএ পেতেন ১৪৫ টাকা. এখন নতুন scaleএ তারা পাবেন ১২৫ টাকা। কাজেই আমরা দেখছি revision of pay scale হওয়ার ফলে Nurseদের কোন benefit হয়নি বরং তাদের ক্ষতি হয়েছে। এটা বলা হলে কর্তৃপক্ষ বা Minister বলেন যে আমরা ত West Bengalএর scaleটা follow করছি। কিন্তু আমি দেখি West Bengalএর Auxiliary Nurseরা যে সমস্ত benefit পান এখানকার বেলায় Auxiliary Nurseরা সে benefit পান না। West Bengalএ washing allowance, clothing allowance and other যে

allowance আছে সেগুলি তারা পান ; কিন্তু আমাদের এখানের Auxiliary Nurseরা সে amountটা পান না। তাদের শুধু বেতনটা দেওয়া হয়, এছাড়া other কোন allowances এখানে তাদের দেওয়া হয় না। আমাদের এখানে Nurseদের কোন cadre নাই। কিন্তু West Bengal Nurseদের Senior Nurse, Junior Nurse ইত্যাদি কতকগুলি cadreএ ভাগ করা আছে। কিন্তু আমাদের এখানে যে সমস্ত Nurse আছে তাদের এই সমস্ত কোন কেডারে ভাগ করা হয়নি ফলে similar qualificationএর Nurseরা বিভিন্ন postএ থেকে বিভিন্ন রকম বেতন পাচ্ছেন। কাজেই এই সমস্ত যে anomoly সেগুলি আমাদের দূর করা দরকার এবং সেটা যদি আমরা দূর করতে না পারি তাহলে হসপিটালে যে সমস্ত গোলমাল বা অব্যবস্থা চলছে সেগুলিকে আমরা কোনদিন দূর করতে পারব না। এটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Ram Charan Deb Barma.

শ্রীরামচরণ দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার কাট মোশানের সমর্থনে আমি দু-একটি কথা বলছি। মানুষকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যেমন খাদ্য, বস্ত্র প্রয়োজন ঠিক তেমনি অপরদিকে ঔষধপত্র, ডাক্তার প্রয়োজন। কাজেই সেই দিক দিয়ে আজকে আমরা দেখছি যে বাজেটে কম্পাউণ্ডার যা ধরা আছে—আমরা ডিস্পেনসারী করেছি, হসপিটাল করেছি এবং প্রত্যেকখানেই আমাদের কম্পাউণ্ডারের প্রয়োজন এবং সে কম্পাউণ্ডারা কাজ করছেন। বিশেষ করে ডিসপেন্সারীতে ডাক্তারের অভাবে কম্পাউণ্ডাররাই কাজ চালিযে যাচ্ছেন এবং সেদিক থেকে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কম্পাউণ্ডার যারা আছেন তারা interview যখন দেন এবং appointment তখন তারা পান। কিন্তুinterviewর সময় যে অভিজ্ঞতা তারা বর্ণনা করেন তারা সে অভিজ্ঞতার মধ্যেই থেকে যান এবং practical তারা যে অভিজ্ঞতা নেন সে অভিজ্ঞতা পর্যান্তই তারা সীমাবদ্ধ থাকেন। কিন্তু তার জন্য আমরা তাদের ট্রেনিংএর বা উন্নতির কোন ব্যবস্থা করতে পারছি না। এই বাজেট প্রভিশানেও আমরা সে ব্যবস্থা দেখছি না। তার জন্য কম্পাউণ্ডার যারা আছেন তাদের যদি আমরা উন্নতি করতে চাই বা তারা যদি উন্নতির পথে যেতে চায় তাহলে পরে তাদের ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু সেই ট্রেনিংএর ব্যবস্থা আমরা দেখছি না। আজকে যারা কম্পাউণ্ডার তারা এবং আছেন কম্পাউণ্ডররা যে সমস্ত ডিসপেন্সারীতে আছেন সেখানে অনেক ক্ষেত্রেই তারা নিজেরা ঔষধপত্র দিয়ে থাকেন। কাজেই এইদিক থেকে কম্পাউণ্ডার যারা আছেন তাদের ট্রেনিংএর ব্যবস্থা করে তাদের অভিজ্ঞতাকে

আরও উন্নত করা দরকার যাতে ডাক্তারকে তারা সাহায্য করতে পারে এবং ডিসপেন্সারীতে ঔষধপত্র বিলির ব্যাপারে তারা যাতে সিদ্ধহস্ত হন সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। তার জন্যই আমি আমার কাট মোশানটা এখানে রাখছি।

Mr. Speaker :—I would call on Gopesh Ranjan Deb.

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 15 Medical & Demand 16 Public Healthএর বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে কাট মোশান এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি দু-একটি কথা বলতে চাই। মাননীয় সদস্য অঘোরচন্দ্র দেববর্মা বলেছেন যে G. B. ও V. M. Hospital এবং অন্যান্য Primary Health Centre এ Nurse এর সংখ্যা কম অথচ রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। আমরা জানি এখানকার G. B. & V. M. Hospitalএ শয্যা সংখ্যা এখন ৪ শত এবং Govt. of Indiaর নির্দেশ অনুসারে মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম বলেছেন যে, ৫ জন রোগীর সঙ্গে ১ জন নার্স রাখতে হবে। আমাদের G. B. ও V. M. Hospitalএ মোট নার্সের সংখ্যা হয়েছে ১২৮। ৫জন রোগীর জন্য যদি ১ জন নার্স রাখতে হয় তাহলে আমাদের ৮০জন নার্স রাখতে হয়, সেই জায়গায় আমাদের ৩৮জন নার্স বেশী আছে। মাননীয় আতিকুল ইসলাম সাহেব বলেছেন যে, এখানে রোগী বেশী হয় এবং আমরাও জানি যে সময় সময় এখানে রোগী বেশী থাকে, সেই জন্যই ৩৮জন নার্স অতিরিক্ত রাখা হয়েছে। ভারতের অন্যান্য সব হাসপাতালে যেমন থাকে, অর্থাৎ 40% Nurse, এখানেও সেই রকম 40% extra nurse রাখা হইয়াছে এবং Nurseএর সংখ্যা এখানে অন্যান্য হাসপাতালের তুলনায় কম নয়। মাননীয় অঘোর বাবু বলেছেন যে এই সম্পর্কে তিনি D. H. Sএর সঙ্গে আলাপ করেছেন এবং D. H. S বলেছেন যে Narseএর সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব নয়। আমার মনে হয়, এই কারণেই D. H S এই কথা বলেছেন যে আমাদের Nurse বাড়ানোর প্রয়োজন নেই, যা আছে তাতেই চলছে। আমাদের প্রত্যেক Sub-divisional Hospitalগুলিতে যেখানে ত্রিশ Bed বা বিশ Bed আছে তাতে যথাক্রমে ৬জন করে Nurse থাকে, Primary Health Centre যেখানে ৬টি করে bed আছে সেখানেও ৩টি করে Nurse আছে বলে আমরা জানি। কাজেই shortage of Nurses এই সম্পর্কে যে Cut Motion তিনি এনেছেন তার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করিনা।

ডাক্তার বাড়ানোর সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে, ডাক্তারের সমস্যা ভারতের সর্ব্বত্রই এবং সেই অনুসারে আমাদের ত্রিপুরাতেও ডাক্তারের অভাব। Central Govt.এর নিকট আমাদের ১০জন ডাক্তারের জন্য লিখা হয়েছিল কিন্তু তারা (U. P. S. C. ৩২জন select করেছেন) তারমধ্যে মাত্র ২জন আমাদের এখানে Join করেছিলেন, পরে একজন চলে গেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ডাক্তার আমাদের অভাব। ডাক্তারের অভাব থাকা সত্বেও আমাদের G. B. ও V. M. Hospitals এবং Sub-Divisional হাসপাতালগুলি ছাড়া যে ২২টি Primary Health Centre আছে তাদের মধ্যে ৫টিতে দু'জন করে ডাক্তার আছেন এবং বাকীগুলিতে একজন করে ডাক্তার আছেন। আর যে ১১৯টি Outdoor Dispensary আছে তাতেও একজন ডাক্তার আছেন; তবে হয়তো কোন কোন Out door Dispensaryতে ডাক্তার নাই, সেখানে ডাক্তারের অভাবে, Experienced Compounder দ্বারা কাজ চালানো হচ্ছে এবং সেকথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে আমাদের ১০ জন ডাক্তারের অভাব রয়েছে, ডাক্তার পাওয়া যাচ্ছেনা। উনারা বলছে চলে যাচ্ছে। ৪জন ডাক্তার উদয়পুর থেকে চলে গেছেন। কিন্তু আমি যতটুকু জানি, দুইজন ডাক্তারের খবর আমি জানি। তারা স্বামী-স্ত্রী দুই-জনেই ডাক্তার ছিলেন। এবং উনারা কলকাতার লোক। উনার শ্বশুর খুব বড়লোক এবং তিনি কলকাতায় একটি বিরাট ফার্মেসী করে দিয়েছেন। সেখানে তারা practice করবেন এবং অধিক উপার্জ্জনের আশায় তারা চলে গেছেন, চাকরী করবেন না। এ দুজনের খবর আমি জানি। অন্যান্য যারা আমার মনে হয় তারাও এই জাতীয় অধিক উপার্জ্জনের প্রয়োজনীয়তায় চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নিজেরা Private practice করবেন বলেই চলে গেছেন। ত্রিপুরায় ডাক্তারের pay Scale কম বা তাদেরে allowance দেওয়া হচ্ছেনা বা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছেনা বলে যে কথাটা এখানে উঠেছে সেটা ঠিক বলে আমি মনে করিনা। কারণ আমরা দেখি যে প্রত্যেক প্রদেশেই ডাক্তারের অভাব আছে। সেই অনুসারে এখানেও অভাব থাকা অসম্ভব নয়।

মাননীয় সদস্য লুড়া আং মগ বলেছেন যে হাসপাতালে ঔষধ যেভাবে বিলি হয় সেটা দেখলে মনে হয় শুধু রংয়ের জল। কিন্তু সেটা রংয়ের জল না ঔষধ সে সম্পর্কে মাননীয় সদস্য ডাক্তার নন। সে সম্পর্কে তাঁর কোন অভিজ্ঞতা আছে বলে আমার মনে হয়না। কিন্তু যদি সেটা রংয়ের জলই হত, তা হলে সেখানে হাজারে হাজারে মানুষ ভিড় করত না শুধু রংয়ের জল আনার জন্য। নিশ্চয়ই মানুষ উপকার পায়।

সেখানে ভিড় করে। এবং মফঃস্বলের কথা আমি যতটুকু জানি তাতে আমি দেখেছি, যারা private practitioner ছিলেন বা pharmacist ছিলেন তাদের ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। স্থানে স্থানে আমাদের Primary Health Centre এবং Hospital হওয়ার দরুণ লোক এখন আর Private Doctor এর কাছে যায় না। এতে আমরা বুঝতে পারি যে তারা Hospitalএ গেলে বা Dispensaryতে গেলে যে সরকারী ঔষধ পায় সেটা শুধু রংয়ের জল নয়, সেটা ঔষধ এবং কাজে লাগে। উপকারে আসে বলেই তারা Hospitalএ যায় এবং মানুষ Private ডাক্তারের কাছে যাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি শান্তিরবাজারের একটি accidentএর কথা বলেছেন সেখানে নাকি injection কিনে আনতে হয়েছে। পৃথিবীর কোন দেশের কোন Hospitalএ বা Dispensaryতে সমস্ত ঔষধ ও injection রাখা সম্ভব হয়না। যথাসম্ভব Hospitalএ রাখা হয় এবং অনেক কিছু বাইরে থেকে কিনে আনতে হয় যথা সময় অনুযায়ী। সেই অনুসারে আমাদের ত্রিপুরার হাসপাতালগুলিতে সমস্ত ঔষধ সমস্ত injection রাখা সম্ভব হবে তা-ত একটা অবাক কথা। সেই accident এর দরুণ যে injectionএর প্রয়োজন হয়েছিল হয়ত তখন হাসপাতালে সেই injection ছিলনা কাজেই মাননীয় সদস্য তা বাধ্য হয়েই বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়েছে এবং এইভাবে সেগুলি হাসপাতালে রাখা সম্ভব নয় বা কোন সময় কোন scarcity পড়ে তখন সেটা বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়। এটা অদ্ভুত কথা নয়। এবং অসংগতও কিছু নয়।

মাননীয় সদস্য আরো বলেছেন যে, যে সমস্ত রোগী হাসপাতালে মারা যায় তাদের মৃত্যুর জন্য সেই স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীরা দায়ী। কাজেই যত দেশ আছে, কোন দেশেই কি হাসপাতালে রোগীরা মারা যায় না। কি ত্রিপুরার হাসপাতালেই শুধু রোগী যায় আর অন্য দেশের হাসপাতালে কি যত রোগী আসে সব বেঁচে যায় এবং এবং তারজন্য কি সে সব দেশের মন্ত্রীরা দায়ী হন শুধু ? একথাটি অদ্ভুত এবং বাস্তবের পক্ষে অসামঞ্জস্য বলেই আমি মনে করি। আরো বলা হয়েছে যে তারজন্য মন্ত্রীরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হবে। কিন্তু আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করতে চাই ত্রিপুরার মানুষ যদি নিজের বুকে হাত দিয়ে বলে যে ত্রিপুরায় আগের তুলনায় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অনেক উন্নতি হয়েছে, তাতে কি তিনি নিজে সন্তোষ প্রকাশ না করে থাকতে পারবেন। আরো বলা হয়েছে যে L.M F. Doctor দিয়ে 6 beded Primary Health Centre চালানো হচ্ছে। L.M.F. Doctor যারা যান তারা কেউ inefficient নন এবং একা 6 beded Hospital চালানোর পক্ষে তারা যথেষ্ট competent

নার্স এবং ষ্টাফ নার্সদের pay scale সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমরা জানি নার্স এবং ষ্টাফ নার্সদের pay scale West Bengalএর Scaleএ revised করা হয়েছে। কিন্তু তাদের pay কমে যাচ্ছে বা allowance তারা পাচ্ছেন না এ কথাটা তিনি কি করে জানলেন। তাদের যে washing allowance, Clothing allowance বা অন্যান্য যে সব allowance, সে allowance শুধু revised করা হয় নাই। এবং এইগুলি revised করার জন্য central Govt.এর কাছে লিখা হয়েছে এবং সেটারই অপেক্ষায় আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগ আছেন এবং approval আসলে পরেই তাদের দেওয়া হবে। pay scale revised হয়ে গেছে, allowanceটা revised হয় নাই।

কম্পাউণ্ডারদের ট্রেনিংএর কথা বলা হয়েছে। কম্পাউণ্ডারদের ট্রেনিংএর জন্য আমাদের এখানে যথেষ্ট টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে এখন আমাদের কম্পাউণ্ডার যা আছে তা যথেষ্ট এবং আরো অনেক কম্পাউণ্ডার আমাদের ওয়েটিং লিষ্টে আছে এবং প্রয়োজন হলে এপয়েন্টমেন্ট দিতে পারি। আর অধিক কম্পাউণ্ডারের প্রয়োজন বর্তমানে আমাদের নাই। তাই কম্পাউণ্ডারের ট্রেনিংএর জন্য এখানে যে কথা বলা হয়েছে তারও কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ যারা কম্পাউণ্ডার আছেন সবাই পাশ করা এবং তারা সবাই pharmacist এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতাও আছে। কারণ চাকুরী নেওয়ার পরও কাজ করতে করতে তাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়। আলাদাভাবে তাদের আর ট্রেনিংএর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। ঔষধপত্র এবং পথ্যের কথা বলা হয়েছে। ঔষধপত্র কম, আরো টাকা রাখার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা জানি বাজেটে যে টাকা রাখা হয়েছে তা ঔষধপত্র কিনার পক্ষে যথেষ্ট। পথ্যের জন্য India Govt এর যে recommendation আছে সেই অনুযায়ী প্রত্যেক রোগীর জন্য দৈনিক দুই টাকা করে খরচ করা হয়। এই হিসাব করেই পথ্য এবং ঔষধপত্রের জন্য বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে। কাজেই পথ্য এবং ঔষধের জন্য আরো যে টাকা রাখার দরকার এই বলে যে কাট মোশন এনেছে আমি তা সমর্থনযোগ্য বলে মনে করি না।

জি. বি. হাসপাতালে এবং ভি. এম. হাসপাতালে কতকগুলি appointment দেওয়ার ব্যাপার মাননীয় সদস্য উত্থাপন করেছেন। সেগুলি সম্বন্ধে জানি এবং গত সেসনেও আলোচনা হয়েছিল। একটা নির্দিষ্ট appointment সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল; আমরা বলেছিলাম যাকে appointment দেওয়া হয় নাই তিনি applyও করেন নাই। তিনি candidateই ছিলেন না বলে

জানা যায়। বাকীগুলি সম্বন্ধে আমি আশা করি আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাউসে জানাবেন। মাননীয় সদস্য অনেক কিছু সম্বন্ধে বলেছেন। সেগুলির জবাব আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। এই বলেই কাট মোশানগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr Speaker :— I would now call on Shri Birchandra Deb Barma to discuss on his Cut Motion that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on want of public analysist in matters of adulteration of food.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—Hon'ble Speaker Sir, আমাদের এখানে Food Adulteration Act চালু হয়েছে এবং এই adulteration একটা মারাত্মক ব্যাপার। কেননা আমাদের খাদ্যের ভেজাল যেটা তার ফলে শুধুমাত্র যে আমাদের স্বাস্থ্যের হানি হয় তা নয়, এর দ্বারা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর যে ছেলেমেয়েরা তাদের nourishmentএর অভাব হয়। কাজেই adulteration of food একটা সিরিয়াস ব্যাপার। সে সম্পর্কে বিধান আছে যে প্রত্যেক খাদ্যের sample নেওয়া হবে এবং সেগুলি public analystএর দ্বারা analysis করাতে হবে। আমাদের এখানে analyst নাই। সুতরাং আমাদের এখানকার খাদ্যের sampleগুলি West Bengal Govt.এর public analystএর নিকট পরীক্ষার জন্য কলকাতায় পাঠাতে হয়। কলকাতায় public analyst সেগুলি analysis করে এখানে পাঠান। এখন আমরা যা দেখি এগুলি কলকাতায় পাঠিয়ে সেখান থেকে analysis করে নিয়ে আসার জন্য সময়ের দরকার হয়। Analysis যদি immediately না হয় তবে particularly কয়েকটি ব্যাপারে lapse of timeএর জন্য ঠিকমত analyse করতে পারেন না। এটা আমার কথা নয়, বিভিন্ন judgement যে সমস্ত food adulteration mattersএ হয়েছে তারা বলেছেন যে analysis immediately হওয়া দরকার। যাতে করে air ও moisture এর effect তার উপর আসতে না পারে এবং এগুলি immediately analysis না করলে পর একটু দেরী হলে ঠিক analysis হয় না। কাজেই for the purpose of proper analysis আমাদের এখানে analyist থাকা দরকার। তিনি সেগুলি immediately analysis করতে পারবেন এবং adulteration আছে কিনা তা ধরতে পারবেন। Particularly as regards milk সেটা সে সম্পর্কে perhaps everyone is of the opinion যে milk যদি দেরী করে পাঠানো হয় তাহলে সেটা আর analysisএর যোগ্য থাকেনা। দেরী করলে পর milkটা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে

analysis এর purpose serve করে না। অয়েল সম্পর্কেও বিভিন্ন judgment এ আছে তাঁরা বলেছেন যে যদি দেরী করে সেটা analysis করা হয় তাহলে air ও moistureএর effect তার উপর আসে। তার জন্য সেটা ঠিক ঠিকমত analysis হবে না। কিছু সময়ের পরে বা যদি length of the timeএর পরে analysis করা হয় তাহলে দেখা যায় যে তাতে যদি quantity of fat থাকে due to moisture and air তবে তা ঠিক মত ধরা যায়না। কাজেই for the purpose of proper analysis of food আমাদের এখানে public Analyst থাকা দরকার। এই আইন যখন আমাদের এখানে apply করেছি এবং adulteration of food যখন একটা serious matter তাই প্রত্যেকটা জিনিষ ঠিক ঠিকভাবে analysis হওয়া দরকার। কেননা adulteration of food যেগুলি আমরা West Bengal থেকে public analyst দিয়ে analysis করে নিয়ে আসছি আমরা সেই analysisএর উপর নির্ভর করে থাকতে পারিনা কারণ analysisএর জন্য কলকাতায় Public Analyistএর কাছে পাঠাতে যে lapse of time হয় তাতে analysis এর সময় কোনটাতে কতটুকু পরিমাণ adulteration আছে তা ঠিক ঠিক ধরতে পারা যায় না। কাজেই এখানে Public Analyst থাকা দরকার এবং যাতে আমরা Public Analyist appointment করতে পারি তার দিকে দৃষ্টি রেখেই আমি হাউসের সামনে এই Cut Motion নিয়ে এসেছি। এ সম্পর্কে অবশ্য একটি কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে, আমি মনে করি এই matterটা এটার সম্পর্কিত বলেই এ সম্বন্ধে হাউস অবহিত হওয়া দরকার। আমাদের যে sanctioning authority সেই Sanctioning anthority after a lapse of time after resolution of the council এই sanctioning anthority আজ পর্য্যন্ত হচ্ছেনা। 1963 থেকে এ কথা বলা হচ্ছে যে কেবল মাত্র Municipality arreaর জন্য একমাত্র Aministrator হলেন sanctioning authority. আগরতলা Municipality arreaর বাইরে কোন sanctioning anthority আমাদের নেই। কাজেই এই sanctioning anthorityর অভাবেও আমরা কোন রকম Case institute করতে পারছিনা। কাজেই এই allied nature এ পড়ে বলেই আমার মনে হয় Houseকে এ বিষয়ে অবহিত থাকা উচিত। Immediately আমাদের Public Analyst appointment দেওয়া দরকার। যাতে আমরা immediatelyএ সমস্ত জিনিষগুলি detect করতে পারি এবং Food adulteration সম্পর্কে sanctioning anthority যাতে আমরা নির্দ্দিষ্ট করতে পারি so that we can institute Food adulterationএর Caseগুলি যথা

নির্দ্দিষ্ট কোর্টের কাছে উপস্থিত করতে পারি এবং যারা adulteration করে, foodকে দূষিত করে, poison করে তাদের আমরা শাস্তি দিতে পারি এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য এবং আমাদের ভবিষ্যত বংশধর যে সমস্ত ছেলে মেয়েরা আছে তাদের স্বাস্থ্যে উন্নতির জন্য এই adulterationকে আমরা যাতে check করতে পারি, সে জন্য আমাদের এ ব্যাপারে অবহিত হওয়া দরকার। এদিকে দৃষ্টি রেখেই এই কাট মোশন আমি হাউসের সামনে রেখেছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Bulu Kuki to discuss on his cut motion, The cut motion is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for sinking and maintenance of tube-wells.

Shri Bulu Kuki :—মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয়, আমি Demand No 16—Public Health এর উপর একটা cut motion এনেছি। আমার Cut Motion আনার প্রধান উদ্দেশ্য হল যেভাবে সরকার খাওয়ার জলের ব্যবস্থা করেছেন— আমরা জানি যে জল এমন একটা জিনিষ ইহা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। এখন জল যদি আমরা ঠিকমত না পাই তাহলে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা সম্ভব হবেনা। আমি হাউসে একটি প্রশ্ন করেছিলাম এবং এর উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে এক বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে তাদের মধ্যে অধিকাংশই পেটের পীড়ার রোগী। এ সম্পর্কে আমি একজন ডাক্তারের সংগে আলাপ করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন তার একমাত্র কারণ হল পানীয় জলের অভাব। দূষিত জল খাওয়ার জন্যই এই অবস্থা হয়। ত্রিপুরাতে যতগুলি জলের কলের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ কল অকেজো হয়ে পরে আছে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই প্রায় কলই অকেজো হয়ে পরে আছে। কিন্তু জলের কল করা হয়েছে কি জন্য? শুধু অকেজো হয়ে থাকার জন্য, না লোক দেখানোর জন্য, না কি জনসাধারণের টাকার অপচয় করার জন্য? একটা Ring well বা Tube well বসাতে হাজার, দেড় হাজার, দু-হাজার টাকা খরচ হয়। অথচ এই টাকা খরচ করে ও জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা হচ্ছেনা। তা যদি রক্ষা না হয় তবে আমাদের এই Tube-well দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে, কি প্রয়োজন থাকতে পারে যার উপকার জনসাধারণ পাচ্ছেনা। আমরা যদি লক্ষ্য করি এই সমস্ত ব্যাপারগুলি দেখতে পাই। তেলিয়ামুড়া এলাকায় আমরা যদি যাই, তাহলে দেখতে পাব যেখানে পাচটি জলের কল দেওয়া হয়েছে সেখানে একটিও চালু নাই। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণ করে যে যেসমস্ত জলের কল আমরা বসিয়েছি

তার অধিকাংশ অকেজো হয়ে পরে থাকে। এই হল অবস্থা। এগুলি যদি মেরামত করতে হয় বা re-sinking করতে হলে পরে দেখব আজকে এই যে বাজেটের মধ্যে tube-well re-sinking এর জন্য যে টাকা মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্য্যাপ্ত। ত্রিপুরাতে অনেক জলের কল আছে কিন্তু এইখানে Ring well ও tube well দিবার জন্য ৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। সেই ৩লক্ষ ১৬ হাজার টাকা দিয়ে ২শতের মত tube-well repair করা যায়। কিন্তু এ রাজ্যে হাজারের উপর tube-well ও ring well অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। সেগুলির মেরামতের কোন ব্যবস্থা না করে আজ নূতন tube wellএর জন্য টাকার বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আমার মনে হয় যে election নিকটবর্ত্তী তাই যাতে তাদের সমর্থকগণ ঐসব এলেকায় গিয়ে প্রচার করতে পারেন এই উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা হল Demand No 15, তার উপর যে cut-motion রাখা হয়েছে তার সমর্থনে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই।

Mr. Speaker :— The subject of the cut motion is inadequacy of provision for sinking & maintenance of tube-wells. You are to confirm your comments on this.

Shri Bulu Kuki :— মাননীয় স্পীকার স্যার, Demand No. 15তে যে কাট মোশান আছে তার সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই।

Mr. Speaker :— Have you any cut motion against that.

Shri Bulu Kuki :— আমার কোন কাট মোশন নাই।

Mr. Speaker :— Then now you are to speak on the specific grievance for which you have given notice.

Shri Bulu Kuki :— আজকে জলের প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করি এবং তার জন্য টাকারও ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপার আমরা দেখি কি পাহাড় অঞ্চলে স্কুলের ছেলেদের জল খাবার জন্য তাদের বাড়ীতে যেতে হয়। স্কুল বা তার আশেপাশে জলের কোন ব্যবস্থা নাই। এ সম্বন্ধে B.D.O.-দের নিকট বহু দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাতে কোন সুফল হয় নাই। জলের অভাবে ঐ সব ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা ও স্বাস্থ্য নষ্ট হচ্ছে। এবং এই জলের অভাবের দরুন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যদি স্কুলে আসতে না চান তার জন্য দায়ী হবেন রুলিং পার্টি। কিন্তু আমরা দেখি তারা এখানে অনেক বড় বড় কথা বলেন, আমরা তাদের জন্য সব রকম ব্যবস্থা করছি কিন্তু

বাস্তবিক পক্ষে কোন কাজই ঠিকমত করা হয় না। এখানে যা বলছেন তার সঙ্গে এলাকার যে অবস্থা ও কার্যকলাপ তার কোন সামঞ্জস্য নাই। অতএব এই জলের প্রয়োজনের উপর যে গুরুত্ব এবং এই সম্পর্কে যে কাট মোশন রাখা হয়েছে, আশা করি হাউস তা সমর্থন করবেন।

Mr Speaker :— I would now call on Sri Sunil Kumar Chowdhury to discuss on his Cut Motion. The cut motion is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement on School Health Service.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার যে cut motionটা আছে তার সমর্থনে আমি কয়েকটা কথা বলছি। বলছি এই যে ত্রিপুরা রাজ্যে ছাত্রবৃন্দের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থাই সরকার ঠিকমত করতে পারছেন না। অথচ কথা হচ্ছে যে ছাত্ররাই হচ্ছে জাতির ভবিষ্যত। পরবর্তী সময়ে হয়ত এই এসেম্‌ব্লীতে অনেক ছাত্র আসবেন, পার্লামেন্টেও যাবেন এবং সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সেই অগ্রগতি সাধন করবে এই ছাত্ররাই। কাজেই আজকে যারা মন্ত্রীত্ব নিয়ে এসেছেন, চিরদিন আর তারা মন্ত্রীত্ব নিয়ে বসে থাকতে পারবেন না, কালের যে করাল স্রোত তাতে তাদের একদিন ভেসে যেতেই হবে। এখন কথা হচ্ছে যে কোন ব্যবস্থাই নাই। অথচ বাজেট দেখলে দেখা যায় সেটা আছে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কোন স্কুলে কোন ডাক্তার যান না। ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় না বা স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন রিপোর্ট নেওয়া হয় না এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে তার যে চিকিৎসা তাও করা হয় না, এমন কি কোন পরামর্শও দেওয়া হয় না। যেখানে ডাক্তারই নেই সেখানে পরামর্শ কে দেবে ? কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা instance দিচ্ছি যে বাজেট আলোচনার সময় আমরা দেখতে পেয়েছি যে চম্পকনগরে একটা sericulture centre খুলেছেন—সেটা নিশ্চয়ই একটা important centre. সেখানে লোক শিক্ষালয় বোর্ডিং আছে। বেশী দিনের কথা নয়, গত ফেবরুয়ারী মাসের কথা, সেই বোর্ডিংএর ছাত্রদের চুলকানি, খোজলী, পাঁচড়া ইত্যাদি রোগে আক্রমণ করে। ফলে সেখানকার সে শিক্ষক মহাশয় তিনি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলেন। কারণ কোন ডাক্তার নাই যে examine করবেন। তিনি ছাত্রদের বললেন যে তোমরা বাড়ী চলে যাও, সেখানে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে এস. এই হল অবস্থা। চম্পকনগর হচ্ছে আগরতলা সহরের নিকটবর্ত্তী স্থান এখানেই এই রকম অবস্থা, আর interiorএর কথা আমি বাদই দিলাম। সেখানেও যথা পূর্ব্বং তথা পরং। যদি বলেন

যে মহারাজার আমল থেকে আমরা অনেক উন্নতি করেছি তাহলে আমি বলব যে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে স্কুল হেল্‌থ সে সম্বন্ধে আপনারা কিছুই মফঃস্বলে করতে পারেননি। কাজেই আমি মনে করি এখানে যে কাট মোশনটা আমি রেখেছি তার যৌক্তিকতা আমি প্রমাণ করতে পেরেছি এবং এই হাউস এইটা গ্রহণ করবে এই হচ্ছে আমার আশা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বাইরে প্রায় সহস্রাধিক খাদ্যের মিছিল নিয়ে এসেছেন, তারা Chief Ministerএর সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি অনুরোধ করব যে Chief Minister তাঁদের সঙ্গে দেখা করুন এবং কিছু সময়ের জন্য হাউসকে adjourned করা হউক।

Mr. Speaker :—Have they come up to the Assembly ?

Shri Atiqul Islam :—Yes Sir, on the Road.

Mr. Speaker :—Al right, I will ask the opinion of the Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh, Chief Minister: — I want the permission of the Chair to meet the deputationist. I want time.

Mr. Speaker :—You want time to meet the deputationist on the road ?

Shri S. L. Singh :—No, I will meet the representative in my office room.

Mr. Speaker :—Just at the present moment ?

Chief Minister :—yes,

Mr. Speaker :—I may allow you, but the work is to go on. Assembly work is to go on.

Chif Minister :—Yes.

Shri Bir Chandra Deb Barma :—The member of this House will lead the deputationist & participate in the discussion.

Mr. Speaker :—I cannot allow extraordinary suspension. I can suspend the work for sometime and first of all I am to know how long will it take.

Shri Atiqul Islam :—Twenty Minutes, Sir.

Mr. Speaker :—Twenty minutes, alright. Then I would know the pleasure of the House. From the opposition there is a demand or you may say a request that the House be suspended for 20 minutes, so that the deputationist may meet the Chief Minister.

Shri Sunil Chandra Dutta : অধ্যক্ষ মহোদয় তাঁরা যে অনুমতি চেয়েছেন সেটাকে যদি precedent হিসাবে গ্রহণ না করেন তাহলে হয়ত—

Mr. Speaker :—No, No, This is the pleasure of the House agree which I may allow. May I take it that this the pleasure of the House ? It is now 3-5 P. M., So, this House will meet again at 3-25 P. M.

Mr. Spaker :—I would now Call on Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta, M L A. :— মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, Demend for Grant no. 15এ যে Grant চাওয়া হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করি এবং যে কাট মোশন আনা হয়েছে সেটার বিরুদ্ধাচরণ আমি করি। মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা যে shortage of nurses in the hospitals and primary health centres সম্বন্ধে বলেছেন সে বিষয়ে আমি দু-একটি কথা বলছি এবং প্রথম হচ্ছে নার্সদের patientএর পেছনে যে rasio সেটা All India basisএই হচ্ছে এবং সেটা হল 1:5 প্রত্যেক পাঁচটি রোগীর পেছনে একজন করে নার্স। সেদিক দিয়ে আমাদের V. M. এবং G. B. হাসপাতালে ৪ শত bed আছে, তাতে ৮০ জন নার্স প্রয়োজন। সে জায়গায় ১১৮ জন নার্স আছে। কিন্তু এটা সত্যি কথা যে আমাদের G B হাসপাতালে প্রত্যেক wardএ patientএর সংখ্যা ৪০জন থেকে অনেক বেশী থাকে। তবে Extra patient অনেক সময়ে অনেক wardএ ৬০।৭০ জন হয়। সেজন্য আরো ১৬০টি bed করার কথা তারমধ্যে ৪০টি বেড ইদানীং করার কথা ছিল। তবে পি. ডবলিউ. ডি. এটা এখনো complete করেনি। তাই আমি অনুরোধ রাখব এই ৪০টি বেড যাতে তাড়াতাড়ি complete হয়। Patient অনুযায়ী নার্সদের সংখ্যা যদি দেখা যায় তাহলে West Bengalএ ও সেটা 1:5 সেই দিক দিয়ে shortage of nurses in hospitals and primary health centres সেটা ঠিক নয়। কারণ primary health Centers এবং Sub-divisional 30 bedcd যে হাসপাতাল সেখানে ছয়জন করে নার্স আছে তবে এটা ঠিক marginal সেখানে ১২ জন বাড়ানোর প্রশ্ন আছে। তবে primary health Centreএ যেখানে provision হচ্ছে একজন নার্সের সেখানে তিন করে নার্স আছে। অতএব সেদিক দিয়ে নার্স যে কম আছে,

তা ঠিক নয়। Patient কারণ আমাদের G. B. Hospital এবং V M. Hospital দুটিতে আজকে যে Specialist আছে, তাতে এগুলি আদর্শ Hospitalএ পরিণত হয়েছে। তারজন্য অনেক সময় দেখা যায় ত্রিপুরার বাইর থেকে অনেক patient এখানে treatm t এর জন্য আসেন। সেদিকে rush of patient বাড়ছে। সে দিক দিয়ে আমি যে wingটা যাতে P. W. D. তাড়াতাড়ি complete করে দেয়, লক্ষ্য রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণের নিকট অনুরোধ রাখছি।

দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমাদের শ্রীলুড়া আং মগ যে cut motion রেখেছেন, "Inadequacy of provision for purchase of medicine, diet etc." পশ্চিমবঙ্গে—কলতাকায় ২৲ এবং মফঃস্বলে ১।৷৹ টাকা ছিল। এষ্টিমেট কমিটি recommand করেছেন ২৲ টাকা মফঃস্বলে করার জন্য। আমাদের ত্রিপুরাতে ও মাথা পিছু সে ২৲ diet এর ব্যবস্থা আছে। দ্বিতীয়তঃ মেডিসিন এবং ডায়েট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সমস্ত অঙ্কটির প্রতি তিনি লক্ষ্য করেননি, যদি তিনি ১৪০ পাতায় দেখতেন তাহলে দেখতে পারতেন যে মোট প্রায়৫ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা মেডিসিন এবং সারজিকেল instrument-এর জন্য দেওয়া হয়েছে। আরেক জায়গায় আছে ১০ হাজার টাকা। আরেকটি খাতে ভি, এম, হাসপাতাল-এর মেডিসিন এবং সারজিকেল instrument এর জন্য ৯০ হাজার টাকা. আর জি, বি-তে আলাদাভাবে আছে ২০ হাজার, চেষ্ট ক্লিনিক-এ আছে ১৩ হাজার টাকা। অতএব আউট ডোর-এ আমাদের মাথাপিছু মেডিসিন যা খরচ হয়ে থাকে, বোধহয় তা ৫০ পয়সা. এবং সে পঞ্চাশ পয়সাটা অবশ্য বাড়ানোর দিক দিয়ে আমি অনুরোধ করব। কারণ মেডিসিন এর দাম বেড়ে গিয়েছে। সেদিক দিয়ে এটাকে বাড়ানো যায় কিনা সেটা চিন্তা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। তবে মেডিসিন, ডায়েট সম্পর্কে যথেষ্ট প্রভিশন করা হয়েছে। ডায়েট সম্বন্ধে আমরা দেখছি যে এক জায়গায় আছে ৪লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, আরেক জায়গায় আছে ৪৫ হাজার টাকা ভি. এম হাসপাতাল-এর জন্য। সে দিক দিয়ে চিন্তা করলে ডায়েটের প্রভিশন কম নয়।' আমার মনে হয়, মাননীয় সদস্য শ্রীলুড়া আং মগ সেদিকে দৃষ্টি রাখেননি বলেই সেই মোট অংকটা তিনি বলতে পারেননি। তারপর ওয়ান্ট অব ডক্টরস্ ইন ডিসপেন্সারীজ এণ্ড প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারস। আমাদের মোট ২২টি প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার আছে এবং ১১৯টি Out-door dispensary আছে। Save & except G.B. & V.M. Hospital.

এটা সত্যি কথা যে, আমাদের ত্রিপুরায় যে সমস্ত ডিসপেনসারী রয়েছে তাতে ডাক্তার নেই এবং ডাক্তারের অভাব আমরা অনুভব করছি এবং প্রায় কতগুলি dispensaryতে ডাক্তার নেই। তবে ডাক্তারের প্রয়োজনীয়তা আছে, ডাক্তার শুধু আমাদের ত্রিপুরার জন্যেই নয়, পশ্চিমবঙ্গ এবং সর্ব্বত্রই ডাক্তারের অভাব আছে। আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে, এ কথা বলা যায় না, কেননা, আমরা এখনও দেখছি যে আমাদের রুরেল এরিয়াতে ৮০০০ লোকের পিছনে একজন করে ডাক্তার, এটা খুব এনকারেজিং ফিগার নয়. অতএব এদিকে ডাক্তারের সংখ্যা যে আমাদের বাড়ানো দরকার আছে, তা অস্বীকার করা যায় না। ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গাতে ডাক্তারের অভাব। ৪।৫ বছর আগে যে অবস্থা ছিল, এখন তার থেকে অনেকটা উন্নতি হয়েছে, এবং আমাদের বাজেটে তারজন্য প্রভিশনও রাখা হয়েছে। ডাক্তারের জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, ডাক্তার পেলেই সেখানে appointment দেওয়া হচ্ছে। অতএব এদিকে আমাদের হেলথ Deptt. খুবই দৃষ্টি রাখছেন, তাই এখানে যে কাট মোশান রাখা হয়েছে, তার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। তারপর মাননীয় আতিকুল ইসলাম যে কাট মোশান রেখেছেন "mismanagement in the Ayurvedic ডিস্পেন্সারী, জি. বি. এণ্ড ভি. এম. হসপিটাল, আর non-revision and anamolies in the pay scale of the nurses এবং মিসমেনেইজমেন্ট ইন দি ডাইরেক্টরেট অব হেলথ্ সার্ভিস"। এখানে উনি বলতে গিয়ে প্রথমতঃ ওনার হোল স্পিস্ টা মিসমেনেইজমেন্ট ইন দি ডাইরেক-টরেট অব হেলথ সার্ভিসের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ডি এইস. এস.এর বিরুদ্ধে যে ভাবে রেখেছেন, তাতে মনে হয় যে তিনি যেন খুব একটা স্পোকস্‌মেন অব ইন্টারেষ্টেড হিসাবে তার বক্তব্য এখানে রেখেছেন। কারণ উইথ সাম আলটারীয়র মটিভস্। হি ডিসকারেইজ দি ডি. এইস. এস. খুঁটিনাটি সমস্ত বিষয়গুলি উপরে তুলেছেন, কিন্তু তিনি জানেন না যে কতকগুলি পয়েন্ট সম্পর্কে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী উত্তর দিবেন। তবে ২।১ টা আমি যতটুকু জানি তার সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করতে চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে ব্লেংকেট সম্পর্কে যে ৫১ হাজার টাকা। তবে আমি যতটুকু জানি যে সিফ্ সেক্রেটারী ও ফাইনেন্স সেক্রেটারী এবং ডি, এইস, এস তারা মিলে সেই সব টেণ্ডারগুলি অনেক সময়ে গ্রহণ করে থাকেন এবং মঞ্জুর করে থাকেন। অতএব এই ভদ্রলোককে একাই আসামীর কাটগড়ায় দাঁড় করানোটা সেটা উইথ সাম মটিভ ছাড়া আর কোন কারণই হতে পারে না। আর একটি কথা হচ্ছে যে মেডিসিন সম্পর্কে লোকেল পারসেইজ যেন তার

একটা ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে সে local purchase করেছে। কিন্তু বিষয়টা তা নয়, তিনি বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্মাসিউটিকেল ওয়ার্কসে যে ইনডেন্ট দিয়েছিলেন মেডিসিনের, ৪ মাস সেটা লক আউট চলছে। তাই সেখান থেকে কোন মেডিসিন আসেনি। যেহেতু মেডিসিনের জন্য অর্ডার, ইনডেন্ট দেওয়া হয়েছে, অথচ সেখান থেকে কোন মেডিসিন আসেনি, হয়ত জোর করে বসে থাকব, medicine কিনবো না এটা তো হতে পারেনা। পেসেন্টকে কিউর করতে হবে, তাকে বাঁচাতে হবে সেক্ষেত্রে তিনি যদি local market থেকে মেডিসিন কিনে থাকেন, তা তিনি পেসেন্ট এর জন্যই কিনেছেন, তার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মেডিসিন কিনেননি।

অতএব সেইদিক দিয়ে আমার মনে হয় তিনি খবরাখবর না রেখে সেটা আরোপ করেছেন। তাতে মনে হয়, ওনার একটা অন্যরকম মটিভ আছে। তাছাড়া এখানে যে আরো অন্যান্য কতগুলি প্রশ্ন আছে, তার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য তা ঠিকভাবে বলতে পারব না। তবে আমার মনে হয় ঐ সকল বক্তব্যের যে কোন ভিত্তি নেই। X-ray pl‹te সম্বন্ধেও যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেইগুলি অনেক সময় ষ্টক থাকে আবার অনেক সময় ষ্টক ফুরিয়ে যায়। আর যখন থাকেনা তখন screening এর দরকার কিন্তু তারজন্য plate নাই এটা যে ইচ্ছাকৃত ভাবে তিনি আনেন না, কিম্বা তার যে গাফিলতি তাও নয়। আমার মনে হয় তিনি এইদিকে সচেষ্ট অনেক সময় available হয় না। আজকালকার যে অবস্থা, emergency period এবং নানাহ ব্যাপারে সব সময় এইসব plate available হয় না। এটা শুধু এই hospitalএরই ব্যাপার নয়—এই অবস্থা বলতে গেলে—আমি West Bengal Health Estimate Committeeর reportএ দেখেছি যে সেখানে remark আছে যে অমুক অমুক হাসপাতালে X-Ray plate নাই। অতএব এটা শুধু এই হাসপাতালেই নয়, সব হাসপাতালেই কোন কোন অবস্থায় এটা দেখা দেয়। অতএব সেদিক দিয়ে সমস্ত কিছু বিচার করলে দেখা যাবে যে এই সমস্ত against the D. H. S. তার পিছনে শুধু একটা motive ছাড়া, একটা interested পার্টির একটা instigtion অথবা spokesman হিসাবে তিনি একটা cheap clap নেবার জন্য এটা করেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে কোন প্রকার ভিত্তিই নেই।

Revision of the pay scales of nurses হয়েছে, তবে এটা ঠিক যে due to errors and ommisson এই রকম একটা কিছু হয়ে থাকে। যেখানে West Bengalএ revision of pay scaleএর মধ্যে নার্সদের কাপড়, ধোলাই বা সাবান ইত্যাদি যে সমস্ত allowancesএর provision ছিল সেটা

চাওয়া হয়নি বলে এখানে revision of pay scaleটা হয়েছে allowanceটা কিন্তু আসে নি। কিন্তু তারজন্য কি Health Department বসে রয়েছে। যদি মনে করতাম এই ভুলটুকুকে সংশোধন করতে চায়নি তা হলে বুঝতে পারতাম এটা itentionally ভুল করা হয়েছে। কাজেই এটা intentionally নয়। যেই মাত্র এটা তাদের চোখে পড়েছে সেই মাত্র They have referred this to the India Government এবং যাতে এটা rectification হয় তারজন্য তারা refer করেছেন। যেহেতু refer করেছে সেহেতু এটা'কে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলা চলে না।

MR. SPEAKER :— I request the Hon'ble Member to wait to that the gentleman to have his say. He himself cannot tolarate the distervance from others.

Shri Promode Ranjan Des Gupta M. L. A. .—তারপর জি, বি, হসপিটেল এবং ভি, এম হসপিটাল সম্পর্কে। জি, বি, এণ্ড ভি, এম হসপিটেলে আমরা আমরা দেখেছি যে জি, বি, তে ১১,০৩,৮০০ টাকা এবং ভি, এম এতে ১০,৪১,১০০ টাকা খরচ হচ্ছে। এই খরচ রাখা হয়েছে ৬৬-৬৭ এ। যে একটা কথা ১৩ জন স্পেসিলিষ্ট সেই হাসপাতালে আছে। সেখানে এম, আর, সি, পি দুইজন. এফ আর, সি, এস একজন, গাইনোকোলজিষ্ট আছে সেখানে একজন তারপর এম. ডি আছে। আমার মনে হয় না যে ত্রিপুরার মত মফস্বলে যেভাবে সার্জেন্ট বা ফিজিশিয়ান দিয়ে চিকিৎসা করানো হয়, আমার মনে হয়, আসামের কোন হাসপাতালে বা ডিসপেন্সারীতে এমন ভাবে চিকিৎসা করা হয় না। একথা আমরা আশা করতাম এই যে সার্জন এবং ফিজিশিয়ানকে কিভাবে আমরা আমাদের ত্রিপুরায় ধরে রাখতে পারব এই চেষ্টাই আমাদের করতে হবে এবং হাউসের উভয় পক্ষকেই এই চেষ্টা রতে হবে। যে কোন এমিনিটিস তাদের দরকার, তা দিয়েই তাদেরকে রাখতে হবে। যাতে এই সকল সার্জন বা ফিজিশিয়ানরা আমাদের ত্রিপুরা ছেড়ে চলে না যান আমাদের কার্য্যক্রমে এটা লক্ষ্য রাখা উচিত। কিন্তু এরকম সিভিল সার্জন বা ফিজিশিয়ান যে আছে তাদের কোন কথাই উনারা বলেননি। এস ইফ একটা মিসমেনেইজমেন্ট এর আড্ডা হচ্ছে জি, বি তে, একটা মিসমেনেইজমেন্টের আড্ডা হচ্ছে ভি. এম এতে। সেখানে করাপশন, নো ট্রিটমেন্ট, নো ফিজিশিয়ান, নো সার্জন, শুধু আছে ডি, এইস, এস এর এ সমস্ত করাপশন এ ডিপার্টমেন্টে ছাড়া বর্ত্তমানে এখানে যে সমস্ত সিরিয়াস অপারেশন হচ্ছে, সে অপারেশন এখানে কেউ কোনদিনও আশা করে নাই যে জি, বি

হসপিটেল ত্রিপুরাতে হতে পারে কিন্তু আজকাল সে অপারেশন কেইস জি. বি. হসপিটাল এ হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে সেখানে খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে কিছু আছে, টাইমলি অনেক সময় সার্ভ করা হয়না কিন্তু সেই ক্রটিটা এমন মারাত্মক কিছু নয় যে তার উপর ভিত্তি করে কাট মোশন আসতে পারে। কাট মোশন আসতে পারে সেখানে যেখানে ক্রটির মূলে হাসপাতালের সমস্ত পেসেন্টদের ট্রিটমেন্টই হয়না, রোগ থেকে তারা বাঁচবে না। এমন কয়েকটা কেইস সম্পর্কে আমি জানি যে ইদানিং নটরাজ সংকার নামে একটি ছোকরা যে অপারেশন হয়েছে সে অপারেশনে সে বাঁচবে বলে কেউ আশা করছিল না। কারণ তাকে ২২ বোতল ব্লাড দিতে হয়েছে এবং এই ব্লাড দেওয়া পর তার অপারেশন করা হয়েছে। আজ সে সুস্থ শরীরে ফিরে গেছে। অতএব সেখানে বুঝতে হবে হাসপাতালে যদি কোন রকম নেগলিজেন্স থাকত তাহলে যে পেসেন্ট মৃত্যুর দরজায় গিয়ে পৌচেছিল, তাকে বাঁচাবার কোন উপায় ছিল না। সে নিশ্চয়ই বাঁচত না. সে কেবিনেও ছিল না। জেনারেল ওয়ার্ডের এ ছিল। অতএব জেনারেল ওয়ার্ডে যে রীতিমত কেয়ার নেওয়া হয়না একথা বলা চলে না। অতএব সেখানে এই মিসমেনেজমেন্ট কথাটা বলা ঠিক নয়। এই জন্যই আমি মিসমেনেজমেন্ট কথাটাকে সমর্থন করতে পারছি না।

তারপর আমাদের মাননীয় সদস্য বীরচন্দ্র বাবু যে কাট মোশনটি এনেছেন সেটা দুটো কথায়ই শেষ হয়ে যায় তিনি যদি বাজেটটি ভাল করে দেখতেন, তাহলে দেখতেন যে ২৫,০০০ হাজার টাকা লেবরেটারীর জন্য রাখা হয়েছে ৬৬-৬৭। অতএব যেখানে ২৫,০০০ টাকা রাখা হয়েছে, সেখানে উনার যে আশা, আকাঙ্খা বাসনা তা পরিপূর্ণ হতে চলছে। অতএব সেখানে আর কোন কাট মোশন এর দরকার নেই।

তারপর মাননীয় সদস্য শ্রীবুলু কুকী মহাশয় যে প্রস্তাব রেখেছেন, তার উল্লেখ করে আমি বলব যে হেলথ্ সারভিস এর আনডার এ রুরেল ওয়াটার সাপ্লাই খাতে ৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, তারমধ্যে ১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা হচ্ছে মেইনটেনেন্স এর জন্য। তবে আমি এখানে একটি কথা বলে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে R. W. S. যেটা Health Service এর under এ আছে, প্রকৃত পক্ষে তাদের টাকাটা provision করা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। কেননা, আর বাকী প্রায় সমস্ত কাজটাই করে A. D. M। অতএব সেখানে হেলথ্ Deptt. এর under এ Engineer, overseer দিয়ে একটা আলাদা Deptt. রাখা উচিত, যাতে করে under the supervision কাজটা হতে পারে। নতুবা R. W S. to be transfrred to A. D. M, তা

না হলে টাকাটা তাদের হাতে থাকবে, অথচ তাদেরকে explanation দিতে হবে, কাজের কি হ'ল যা কতটুকু হল তার কিছুই জানতে পারবে না, এই যে একটা অবস্থা, তা রাখা উচিত নয়। তাই আমি speaker এর মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যাতে করে এই ব্যবস্থাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করে একটা uniform way তে আনা হয়। এছাড়া এখানে block basis এ টাকা বরাদ্দ করা আছে।

তারপর মাননীয় সদস্য শ্রীসুনিল কুমার চৌধুরী মহাশয় একটা কাট মোশন এনেছেন, সেটা হচ্ছে "mismanagement in school health sevices" এই সম্পর্কে আমি বলব যে আমাদের মোট তিনটি Zone আছে, এই তিনটিতেই আমাদের School health officer আছেন। তবে আমি এই কথা বলব যে ওনারা ঐসব স্কুলে যান কিনা সেটা জানা দরকার, দেখা দরকার। সেই সম্বন্ধে কতগুলি জিনিষ লক্ষ্য করা দরকার যে আমাদের ছাত্রদের স্বাস্থ্য কি? তাদের শরীরের এর ওজন কি তাদের nutrition দরকার কিনা এসব দিকে আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

এবং এটাকে more rectified করার জন্য আমি আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ জানাব।

cut motionএর বিরুদ্ধে আমার যে বক্তব্য তা আমি এখানে রাখলাম। সব শেষে বিরোধীপক্ষের সদস্য শ্রীআমিকুল ইসলাম সাহেব D. H. S. এর বিরুদ্ধে যে একটা spokesman of interested কোঠারী হয়ে এভাবে যে তাকে আক্রমণ করবেন, তা আমি আশা করছি উনি তার মতটাকে আবার revised করবেন।

Mr. Speaker :—I would call on Shri Sudhanwa Deb Barma to discuss on his cut motion that the demand be reduced by Rs. 100/- to discussion failure to complete water works & drainges construction of Agartala town in time.

Shri Sudhanwa Deb Barma :—Hon'ble Speaker Sir, আমি যে cut motion রেখেছি, আগরতলা সহরে পানীয় জল সরবরাহের ব্যাপারে, এটা কিছু বিশেষ বলার নয়, শুধু অনুভব করার ব্যাপার। আজকে কত বৎসর গত হতে চলছে, আগরতলা শহরে পানীয় জল সরবরাহের চেষ্টা আরও কতদিন চলবে, তা জানিনা। তাই চলছে—চলুক, আপনারা মন্ত্রী মহোদয়গণ যে জল খাওয়াচ্ছেন, তা আরও খাওয়াবেন, সেই তো আপনাদের আগে থেকেই জানা আছে। কিন্তু আমরা জানিনা, আর কতদিন লাগবে, তবে এই হাউসেই

আমরা মন্ত্রী মহোদয়ের মুখে শুনেছি যে তিন মাসের মধ্যেই জল সরবরাহ করা হবে। যদি পারেন, ভাল কথা কিন্তু কত বছর সে চলছে, এরপর হয়তো একটা যুগ পর্য্যন্তও চলে যাবে। তথাপি আমরা দেখব যে আগরতলা শহরের মানুষ জল সরবরাহ পাচ্ছে না। তবে মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে তিন মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে, কিন্তু আমি বলছি যেহেতু ওনার গাড়ী আছে, তাহ তিনি public expense এ ওনার অধিকার আছে যে তিনি পায়ে না হেঁটেই গাড়ী করে সারা শহর দেখতে পারেন—কি রকমভাবে কাজ চলছে। তাই যদি field এ গিয়ে একবার ঘুরে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে কতই না মন্থর গতিতে চলছে এই কাজ। তবু তিনি বলতে পারছেন যে ৩ মাসের মধ্যেই শহরবাসীকে জল খাওয়াবেন, এটাকে আমরা একটা কল্পনা বলে ধরে নিতে পারি। কারণ তিন মাসের মধ্যে তো হবে না, আরও কয়েক বছর লাগতে পারে। জল ঘোলিয়েও খাওয়াতে পারেন তিনি। জল ঘোলা করে খাওয়ায় অভ্যস্ত আছেন এবং এটাই আবার এখানে প্রয়োগ হবে এই শহরবাসীদের মধ্যে। আর এই পানীয় জলের অভাবে শহরবাসীদের কি অবস্থা, তা আর বুঝিয়ে বলতে হয় না।

যে পেটের রোগ এখানে চলছে, তা বিশেষ করে এই জলের জন্যে। ৯০% উপরে যে সমস্ত মেডিকেল কেইচ আছে, তার সবটাই এই পানীয় জলের জন্যেই হচ্ছে। কাজেই এই অবস্থা আমি নিজেও অনুভব করি, কেননা আমি বেশীর ভাগ সময়ে শহরে আসি না, তবে যখনই আমি শহরে আসি তখনই অনুভব করি যে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। আর গ্রামাঞ্চলে থেকে যে জল খাই—অবশ্য আমি সরকারের দেওয়া টিউব ওয়েল অথবা রিং ওয়েল এর জল খাই না। সেখানে প্রাকৃতিক যে জল, তা আমি খেয়ে থাকি, সেজন্য সেখানে আমার স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কাজেই সহরবাসীদের পানীয় জলের এই যে অবস্থা তার উপর সরকার কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, শহরবাসীদের স্বাস্থ্য রক্ষার কাজ যদি সত্যি করতে হয়, তাহলে ড্রেইনের কাজও কিভাবে চলছে, তা শহরের রাস্তা দিয়ে হাঁটলেই বুঝা যায় যে এখনও কিভাবে জল জমে যায়। সেই জল sluice এর ব্যবস্থা করে জল নিস্কাশন করে দেওয়ার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে? আগরতলা সহর যেন মশার একটা depot. আপনারা মনে করেন ডি. ডি, টি spray করলে পরেই মশাকে ধ্বংস করে দেবেন। এই

ভাবে কি শহরের স্বাস্থ্য রক্ষা করবেন।

(Interruption)

উপায় আপনারা খোঁজে পাবেন না। টাকাকড়ি যে বাজেটে রেখেছেন তা আমরা দেখেছি। গতবার প্রথমে আপনারা ৫ লক্ষ টাকা রেখেছিলেন, সেটাকে revised করে পরে ছয় লক্ষ টাকার উপরে করে নিয়েছেন। কিন্তু ঐ টাকা কিভাবে খরচ হয়, তা আমরা জানি না। তবে যে কাজের জন্য টাকা sanction হয়, ঠিক সেইভাবে যদি কাজ করা হতো তাহলে বুঝতাম যে এই কাজগুলি তাড়াতাড়ি এবং অল্প সময়ের মধ্যে complete হয়ে যেত। এখানে কোন টাকার প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল কাজ করার জন্য যে ব্যবস্থা তা সন্তোষজনক নয়। যদিও মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে তিন মাসের মধ্যে ঐটির কাজ শেষ হয়ে যাবে, তা আমরা কোনদিনই আশা করতে পারি না। আর যদি তা করতে পারেন তো তবে সেটা ভাল, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে তিন মাসে তো হবে না, আরও কত বছর যে লাগবে তা এখনই বলা যায় না। পানীয় জলের ব্যবস্থা করার মত একটা ভাইটাল প্রশ্নে, আমি আশা করছি হাউস আমার এই কাট মোশান এর যে যৌক্তিকতা আছে তার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করবেন এবং তা সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :—I would call on Dr. B. Das and I request him to be a little brief.

Dr. B. Das (Dy Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে demand Nos. 15. 16 & 37 হাউসের সামনে রেখেছেন তা আমি সমর্থন করছি। আর বিরোধীপক্ষ থেকে যে সকল ছাটাই প্রস্তাব রাখা হয়েছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। ডিমাণ্ড নং ১৫তে শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহাশয় যে cut motionটি রেখেছেন shortage of nurses in the hospitals & primary health centres, সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীগোপেশ দেব এবং শ্রীদাসগুপ্ত মহাশয় বলেছেন। তবু আমি এই কথাটি clear করতে চাই যেক্ষেত্রে আমাদের ৪০০ মত beds আছে এবং ১১৮জন nurse আছে। যদিও সেখানে মাত্র ৮০জন nurse থাকার কথা এবং তা সত্বেও temporary & substitute মিলিয়ে মোট ৮৮ জন নার্স হতে হবে. সেইক্ষেত্রেও আমরা দেখছি যে আমাদের ১১৮জন নার্স আছে। তবে এটা সত্যি যে হাসপাতালগুলিতে ভয়ানক ভীড় হচ্ছে, তাতে ওদের বেশ খাটনি হচ্ছে এবং তাদের এই খাটনি যাতে লাঘব হয়, সেইজন্য আমরা সেখানে ৮৮জনের জায়গায় করেছি ১১৮ জন। আর বাইরে যে 20 bedded hospitalগুলি আছে তাতে Central Govt. এর

pattern অনুসারে সেখানে মাত্র ৪জন nurseএর provision আছে, কিন্তু আমরা ঐ জায়গাতে রেখেছি ৬জন। 6 beded P. A. C.গুলিতে থাকার কথা মাত্র একজন, সেটা India Govt Patternই হ'ল মাত্র ১জন, আর ২জন থাকার কথা ছিল Sub-Centreএ। সেই ক্ষেত্রেও আমরা রেখেছি ৩ জন করে। কাজেই কি করে যে নার্সের shortage হ'ল, সেটা আমি বুঝতে পারছিনা। তারপরে Inadequacy of provision for purchase of medicine & diet to patient etc. এই বলতে গিয়ে লুড়া আং মগ মহাশয় অনেক কিছুই বলেছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত অনেক গাওয়া হয়েছে। সেই সম্বন্ধে আমি একটুখানি তুলে ধরতে চাই— যে কথাগুলি উনি বলেছেন সেটা যে কোথায়, কেন হ'ল কার কারসাজি সেইটুকু সম্বন্ধে আমার জানা আছে। সেই সম্বন্ধে আলোচনা না করে, শুধু আমার নিন্দাটুকু রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। medicine সেখানে কেন কেনা হয়নি এবং তার ব্যাপারে শ্রীইসলাম সাহেব ও কিছুক্ষণ আগে তুলে ধরছিলেন যে ২ লক্ষ টাকা নাকি medicine এর ব্যাপারে surrender করতে হয়েছিল এবং হিসাবটা যে উনি কোথায় পেলেন, আর আমি সে হিসাব তুলে ধরছি এবং এইটুকু বলতে গিয়েই বলছিলেন যে এটা নাকি—"মহাভারতের কথা অমৃত সমান—সত্যি তো মহাভারতের কথা অমৃত সমান। তবে, সেখানে আমার বক্তব্যটা শেষ পর্য্যন্ত থাকবে। মহাভারতের কথা আমি বলতে চেষ্টা করছি। সেটা হ'ল V. M & G B হাসপাতালের ১৯৬৫-৬৬তে বাজেট provision ছিল ৪লক্ষ ২১ হাজার টাকা। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের medicine এর মধ্যেই purchased হয়েছে ৪ লক্ষ ১১হাজার ২৪ টাকা upto Feb' 66. এছাড়া আমাদের আরো সেখানে দিতে হবে— প্রায় ৮০ হাজার টাকার মত। কাজেই ঐখানে কি করে যে ২ লক্ষ টাকা surrender হ'ল তা আমি বুঝতে পাচ্ছিনা। আর ঐ কথাই বলতে গিয়ে উনি বলেছেন যে সেখানে তো আর ঔষধপত্র দেওয়া হয় না দেওয়া হয় কতগুলি বোতলে রং মিশিয়ে, রং দেওয়া হয় এবং সেই সংগে কত গুলি গুড়া দেওয়া হয়ে থাকে। সেখানে ডাক্তার আর রোগীর, মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে রোগের, ডাক্তার চেষ্টা করছেন যাতে রোগী রোগ মুক্ত হয়, কিন্তু সেখানে তা না করে কতগুলি লাল রঙ দিয়ে দিবেন আর সেই সঙ্গে গুড়া ও দেবেন। সেখানে ডাক্তারও চেষ্টা করছেন রোগীকে relief দিতে এবং সে ঔষধ না দিয়ে কতকগুলি লাল রং দিয়ে দিবে আর কতকগুলি গুড়া দিয়ে দিবে এরকম উক্তি এসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে কি করে যে করতে পারে আমি তা বুঝতে পারিনা। তবে আমি আশা করব এ ধরণের উক্তি করতে মাননীয় সদস্য যেন

একটু চিন্তা করেন। Pathologyতে মাননীয় সদস্য বলেছেন, যে Dr. Banik খুব খাটছেন। কাজেই সেই ক্ষেত্রে তাকে কি করতে হচ্ছে? যেহেতু সেখানে প্রচুর পরিমাণে রোগী আসছে, যেহেতু ডাক্তারদের দরদ আছে জনসাধরেণের প্রতি, যেহেতু সরকার চেষ্টা করছেন তার পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে আসেন, সেইহেতু ডাঃ বণিক যাতে relief পান সেজন্য তাকে Assistant দেওয়া হয়েছে অনেক এবং তারাও সেখানে সাহায্য করছে এবং প্রচুর খাটতে হচ্ছে সেটা ভীষণ সত্যি কথা। খাটছেন কাদের জন্যে? জনসাধারণের জন্যে। এই হিসাবটুকু আমরা দেখলেই এখানে পাব যে G. B. ও V, M. Hospitalএ numbers of indoor patients treated in 1965 হল ১লক্ষ ৮৭ হাজার ১৬জন, আর out-door patient হয়েছিল ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৮৭৪। সেইখানে Major operation হয়েছে ১ হাজার ৪৯টা, Minor হয়েছে ৯৯৬টি। এই ধরণের সবাই সেখানে খাটছে এবং এইভাবে সমস্ত Medicine দিতে দরদ দিয়ে তারা দেখেছেন। কাজেই সেই ক্ষেত্রে কি করে হঠাৎ কথাটা চলে এল যে একটা mismanagemant হচ্ছে কিংবা ঠিকমত তারা চালাতে পারছেনা সেই কথাটা আমি বুঝতে পারছি না। G. B. এবং V. M. Hospitalএর Mismagement সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য যে কথাগুলি রেখেছেন, ঠিক তার বিপরীত আমরা দেখছি যে সেখানে সকলেই মেডিসিন পাচ্ছেন, এবং সহানুভূতির সহিত treatment পাচ্ছেন। এই সবে প্রমানিত হচ্ছে যে সেখানে কোন mismagement নেই। মাননীয় সদস্যই বলেছেন যে ডাক্তার এবং নার্স সেখানে খুব খাটছেন। আর একটি কথা বলা হয়েছে যে T. B. wardএ যে Nurse duty দেয় তাদের ১২।১৪ ঘন্টা খাটতে হয়, একথা সত্যি নয় অধ্যক্ষ মহোদয়। সেখানে duty hoursগুলি ভাগ করে দেওয়া আছে—৮ঘন্টা পর পর এক একজন duty দেয় এবং সেই ভাবেই সেখানে তারা duty দিয়ে থাকেন। তারপর মাননীয় সদস্য এখানে কতকগুলি complaint তুলেছেন, বলেছেন যে আমি Dr. Bhattacharjee সম্বন্ধে কিছু বলছিনা, D. H. S যিনি আছেন তার mismanageent সম্বন্ধে বলছি। প্রথম কথাই তিনি তুলে ধরেছেন Sr. Ward Master সম্বন্ধে, এই নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে অনেক, আমি শুধু এইটুকু বলেই এখানে শেষ করতে চাই যে সেইখানে 1962তে কেউ selected হননি, 1964তে temporary offg. Senior ward Master হিসাবে তাকে দেন, সেইটাকে reguiarise করার জন্য advertise করা হয়, কাজেই একটা irregularities থাকুক এইটাই কি মাননীয় সদস্য মহাশয়রা চান? কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেগুলিকে regularise করার জন্য

advertise করা হয় এবং তখন Mr. Gupta সেখানে applyই করেননি, কাজেই সেই প্রশ্ন সেখানে আসেই না। কাজেই Selection Broad যিনি competent person তাঁকেই Select করেছেন। তারপর Ward Master Mr. Ghosh সম্বন্ধে, সেইখানে তিনি Senior Ward Masterএর জন্য interview দিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে দেওয়া হয়নি, তাকে চিঠি লিখা হয়েছে যে Junior Ward Masterএর পদ নিতে রাজী আছেন কিনা, তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানান যে তা নিতে তিনি রাজী আছেন। তাতে কি তাকে offer of appointment দেওয়া হল। সেখানে তাকে Querry করা হল, এবং তার-পর Junior Ward Masterএর postএর জন্য advertisement করা হল। তখন Mr. Ghose, D. H. Sএর সাথে দেখা করলেন, D.H.S. তাকে apply করতে বললেন। তিনি apply ও করেছেন, কিন্তু Selection Board যেখানে তাকে Select করেননি। সেখানে যোগ্যতা অনুযায়ী যাকে তার Select করেছেন, তাকেই সেখানে নেওয়া হয়েছে। আর একটা কথা তুলে ধরেছেন যে ডি, এম, হাসপাতালের কুমারী Warding তাকে নাকি রাতারাতি Matron করা হয়েছে, উনার কোন রকম experience নাই ইত্যাদি ইত্যাদি। কোথা থেকে যে উনি এসব কথা আনলেন সেগুলি আমি বলতে পারছিনা। উনি ১৪ বৎসর যাবৎ এখানে চাকুরী করছেন এবং Addl. Matron হিসেবে ৫ বৎসর ছিলেন। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে Sr. Nursing training উনার নেই (voice from opposition—নেই, নেই) উনি Velloreএ গিয়ে Sr. Nurse-cum Midwife training নিয়ে এসেছেন এবং ৫ বৎসর এখানে Addl. Matron হিসেবে কাজ করছেন তারপরই তাকে Matron হিসাবে appointment দেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রশ্নটা কি করে যে আসে তা আমি বুঝতে পারছি না। আর একটি কথা বলেছেন মাননীয় সদস্য যে Asstt. Unit Officer, Malaria Deptt. তাকে নাকি without interviewতেই নিয়ে নেওয়া হয়েছে। Deputy Director, N. M. E. P. উনি নিজে এখানে এসে-ছিলেন এবং নিজেই interview নিয়েছেন এবং সেখানে competent person যিনি, তাকেই সেখানে নেওয়া হয়েছে। কাজেই সেখানে যাকে most

suitable বলে মনে করেছেন তাকেই নিয়েছে। কাজেই এখানে interview নেওয়া হয়নি, এই কথাগুলি উনি যে কোথা থেকে পেলেন সেইটুকু অন্ততঃ আমাদের জানা নেই। তবে কতকগুলি কথা হাওয়ায় বলতে হবে সেইজন্য তিনি বলে গেছেন।

তারপর বলেছেন যে ঔষধের এখন crisis, একটা প্রচণ্ড crisis, কিন্তু সেইক্ষেত্রে আমি একটুকু আগে দেখিয়ে দিয়েছি যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিষ্ট dispensary, P. H. C. অথবা hospitalএ প্রচুর পরিমাণে ঔষধ আছে, সব সময়ই থাকে। তবে এক সময় একটা indent আমাদের আটকে গিয়েছিল মাঝখানে, সেই জন্য local purchaes সঙ্গে ২ আমাদের করতে হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে আমরা ঔষধ দিই নাই, রঙ করা কতকগুলি জল ও গুড়া দিয়াছি এই কথা কি করে যে আসে তা আমি বুঝতে পারি না।

তারপর বলতে এসে তিনি বলেছেন কম্বলের ইতিকথা. তা বলতে এসে উনি এমনি ভাবে বক্তব্য তুলে ধরেছেন যে উনি যা বলেছেন তাই ঠিক, আর কোন কিছু উনার দরকার নাই। আমি শুধু বলতে চাই যে উনি যা বলেছেন সেটা একদম বেঠিক।

MR. SPEAKER :— বেঠিক is unparliamentary.

শ্রীবি. দাস :— কম্বলের জন্য সব রকম sample পাঠাতে লিখা হয় 2 32 × 1.52 CM, তখন firm লিখে পাঠান যে এই standardএর কোন কম্বল নেই. আমাদের নিকট ঐ standardএর কম্বল 2.29 × 1.37 সেই টুকুতে আমরা রাজী হলাম এবং ঐ মালের C/N এসেছে. কম্বলও এসেছে ; এইটাই মাননীয় সদস্য তুলে ধরলেন যে কম্বল আজ পর্য্যন্ত নাকি আগরতলায় আসেনি। উনাদের পক্ষে একথা বলা সম্ভব। কম্বল আমাদের আগরতলায় অনেকদিন আগে এসেছে, রোগীরা তা ব্যবহার করছে, কম্বলের রংটাই যদি উনি দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন এটাই Lalimli Millএর কম্বল। উনি বলেছেন

ঔষধের খুব অভাব, ঔষধ কেনা হয় না। আমাদের নীতি কি? যখনই আমরা indent করি তখন M. S. Dতে প্রথম আমরা পাঠিয়ে দেই তখন M. S. D থেকে MAMS marked হয়ে এখানে আসে; তখন report এবং এবং standard form যেগুলি আছে যে formএ তাদের কাছে তখন quotation চাওয়া হয়, যেই quotationগুলি আসে এবং lowest quotation অনুসারে আমরা সেখানে indent পাঠিয়ে দেই সেইভাবে আমরা ঔষধ কিনে থাকি, তবে

(interruption)

Advance payment নয়। C/N এসেছে, C/Nটা Bank এর throughtে এসেছে। Bank থেকে যখন C/N আনতে যাবে তখন টাকাটা ওখানে দিয়ে আনতে হবে। মালটা এসে গেছে। কাজেই Bank যেখানে responsible কাজেই advance করার প্রশ্নই আসে না।

(interruption)

সেখানে আসে না, ষ্টেণ্ডার্ড ফার্ম থেকে কেনা হয়। উনি বলছেন যে, আমাদের কোটেশন অনুযায়ী আমরা কিনে থাকি, কিন্তু উনি বলেছেন যে যথাসময়ে ঔষধ কেনা হয় না। এবং এম, এস, ডি কে ইনডেন্ট পাঠিয়েই আমরা চুপচাপ বসে থাকি। একথা বলে উনি বললেন যে ঔষধ পত্র মোটেই পাওয়া যায় না। খোয়াইএর ঘটনাটি উনি এখানে কোইট করেছেন যে, সেখানে নাকি ঔষধ ছিল না। সেই রাত্রে আমরা গিয়েছি এবং জানি সেখানে কি হয়েছিল। সেখানে ব্লিচিং পাওডার এর বহু ড্রাম পড়েছিল তখন। এবং ব্লিসিং পাওডার ফিনাইল এর চাইতেও বেশী চুং এটুকু মাননীয় সদস্য জানেন কিনা আমার জানা নেই। তবে ব্লিচিং পাওডার সেখানে ছিল এবং ফিনাইলেরও আমাদের অভাব ছিল না। ৩১০টি পেসেন্ট সেখানে এটেণ্ড করা হয়েছে। যাদের স্যালাইন দেওয়ার প্রয়োজন ছিল তাদের স্যালাইনও দেওয়া হয়েছে। এবং যার যার ট্রিটমেন্টের দরকার সমস্তই সেখানে করা হয়েছে। একথার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য শ্রীলুড়া আং মগ বলেছেন যে, হসপিটালে নাকি একটা লাল রংএর ঔষধ দেওয়া হয় আর প্রেসক্রিপশনে কতকগুলি ঔষধ লিখে দেয় বাজার থেকে কিনে আনার জন্য। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে হসপিটাল গুলোতে ইনজেকশন এবং টেবলেট যেভাবে সাপ্লাই করা হয়, সারা ভারতবর্ষের আর কোন হসপিটালে এতটা দেওয়া হয় কিনা সন্দেহ। তবে হ্যাঁ, কত গুলো মেডিসিন আছে যেগুলো আউট পেসেন্টদের দেওয়া হয় না যেমন পেনিসেলিন ইঞ্জেকশন, সোক্লামাইসিন ইনজেকশন তাদের দেওয়া হয়না। তাদের কিনতে হবে। কিন্তু আমরা যা দিয়ে থাকি তা অন্যান্য প্রদেশের হসপিটাল

এর চাইতে বেশী দিয়ে থাকি। এন্টারোকুইনল, সালফা গুইনোডিন টেবলেট গুলো আমরা দিয়ে থাকি। আমরা লিভার এক্সট্রাক্ট ইনজেকশন, মালটি-ভিটামিন টেবলেট আমরা দেই, এইসব মেডিসিনগুলো বাইরের হসপিটাল গুলোতে দেওয়া হয় না। কিন্তু মাননীয় সদস্য ভুলে ধরলেন যে কাগজে লিখে দিয়ে বলা হয় যে কিনে নিয়ে আস।

মাননীয় সদস্য ইসলাম সাহেব বলেছেন যে B, বি হসপিটালে ঔষধের এতই অভাব হয়েছিল যে, টক মিকচার একটা যেন তেন প্রকারেণ সেখানে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার সেখানে রুগীকে চিকিৎসা করছেন। মাননীয় সদস্য এটুকু কোথায় পেলেন, কি করে ভাবতে পারেন। এই Assemblyতে দাড়িয়েই আমরা কথা বলছি। ডাক্তার সেখানে চিকিৎসা করছেন রুগীকে সুস্থ করার জন্য সেখানে যাতা একটা mixture ডাক্তার রুগীকে দেবেন, সেটুকু কি করে সম্ভব, মাননীয় সদস্য একটু বিবেচনা করে দেখবেন।

(interruptiou)

ডাক্তারের stockএ medicine ছিল বলেই সেখানে stock mixture হতে পেরেছে, mixture না থাকলে সেখানে stock mixture তৈরী হতো না। তারপর বলেছেন যে Hospital এ এবং Primary Health Centreএ ডাক্তার নেই। এসেও তারা চলে যায়, এসব কতগুলো কথা তিনি বলেছেন। আমাদের অনেক ডিসপেন্সারিতে ডাক্তার নেই এটা সত্যি কথা। আমাদের এখনও seventyর মত vacancy আছে আমরা India Governmentকে লিখে পাঠিয়ে ছিলাম। ওনারা আমাদের কাছে 30 names পাঠিয়ে ছিলেন। এবং তা মধ্যে মাত্র ২ জন এখানে এসেছে। এখানে একজন এখনও আছেন আর এক জন চলে গেছেন। কাজেই ডাক্তারের জন্য চেষ্টা করছি সব দিকে, এছাড়াও আমরা ডাক্তারের জন্য যে চেষ্টা করছি বাইরের থেকে যারা এসে এখানে থাকতে চাইছেন না সেই জন্য আমরা ত্রিপুরার ছেলেকে বাইরে পাঠাচ্ছি ডাক্তারী শিখে আসার জন্য, এখনও seventyর মত student ত্রিপুরা থেকে বাইরে গিয়ে পড়াশুনা করছে। গেল বার ৫ জন ছাত্র ফিরে এসেছেন। তাদের মধ্যে এখানে এসেছেন চার জন এবং আগামীবারও কিছু সংখ্যক ছাত্র ফিরে আসবেন। এসে এখানেই Hospital, Dispensaryতে ডাক্তারী করবেন। জন সাধারণের সেবার তারা আত্মনিয়োগ করবেন। এ বিশ্বাস আমরা রাখি। সে ব্যাপারেও আমরা একটা time নিয়েছি। কিন্তু সে ক্ষেত্রে ডাক্তার থাকবেনা। আপনাদের দোষ থাকছেনা, আপনারা দায়ী ইত্যাদি, ইত্যাদি নানা কথা বলার আগে অন্তত constructive side এ এটুকু যদি আপনারা ভেবে দেখতেন

যে কেন সেখানে ডাক্তাররা আসছেন না, আমরা চেষ্টা করছি কি করছিনা। India Govt. কে লিখার পরে সেখানকার candidateকে পাঠালেন, তারাও কেনই বা এখানে এলেন না সেটুকু ভাববার আর দরকার রইল না। সেখানে কাঠগড়ায় দাড় করিয়ে দেব মন্ত্রীদের।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Civil Surgeonএর post abolish করা হয়েছে। আমাদের একটা circular এ আছে যে Superintendent Hospitalএর charge এ থাকবেন এবং তিনিই সেই কাজ চালাবেন। কাজেই এখানে Hospitalএ বিশৃঙ্খলা উনি কোথায় দেখলেন বুঝতে পারলাম না।

বিভিন্ন Hospital এবং Dispensary inspection এর কোন ব্যবস্থা নেই এই কথাটাও ভুলে ধরলেন। Hospital এর medicine এর জন্য diary maintain করা হয় তা outdoor Register, Indoor Register আছে, সেভাবে ঔষধগুলো যাচ্ছে। তাদের store রয়ে গেছে। stock book রয়ে গেছে। D.H.S. বা তিনি যাকে পাঠান তিনি সেখানে গিয়ে inspection করে আসেন এবং যখনই কোন কিছু অসুবিধা হয় সঙ্গে সঙ্গে তারা সে জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন এবং কাজও সেভাবে হয়।

(interruption)

আমি নিজে যেটা জানি সেটাই বলছি। আমি বাজে কথা একটাও বলিনি। Diet clerk. G. B. Hospitalএ, V.M. Hospitalএ যারা আছে ছুটির দিনে Compounder দিয়ে diet ক্লার্ক এর কাজটা করান হয়। মাননীয় সদস্যের সেটাতে গাত্রদাহ শুরু হয়ে গেল। সেই গাত্রদাহের কারণটা আর কিছুই নয় যে compounderএর জন্য technical hand তাকে দিয়ে diet এর কাজটা করান হয় কেন? তাকে দিয়ে তা হবেনা। এটুকুই ওরা বলতে চাইছেন। যেহেতু টেকনিকেল সেজন্যে কি এই কাজটুকুও তাকে দিয়ে করান যাবেনা। সেই কম্পাউণ্ডার বাবু সেখানে ডিউটি দিচ্ছেন তিনি যদি অগ্রণী হয়ে এসে ডায়েট ক্লার্ক এর কাজটুকু করে দেন তাতে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মহাভারতের কথাটা একটু শুনুন। মহাভারতের কথা দিয়েই আমি বলতে চাইছি।

ডঃ ওয়াদ্দাদারকে পাঠান হয়েছে D.M.R.E. পড়ার জন্য, উনি পাশ করে আসার পরেও সেখানে আবার নাকি এম, এস পড়ার জন্য পাঠান হয়েছে। একটি লোক নিজেকে কোয়ালিফাই করলেন এবং আর একটা লাইনে উনি যদি নিজেকে কোয়ালিফাই করতে চান। এখানে মাননীয় সদস্যের কোথায় আপত্তি থাকতে পারে আমিতো বুঝি না। এখনও গাইনোকোলোজিষ্ট হিসাবে তিনি

এসেছিলেন। যখন তাঁকে SDMO করে পাঠান হয় উদয়পুরে তখন তিনি radiologist এর কাজও করেছেন। geneologist এর কাজও করেছেন। তারপর তার surgicalএ নেক আছে, তারজন্য তিনি M.S. পাবার জন্য গিয়েছেন। কাজেই সেখানে কোথায় এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল সেটা অন্ততঃ আমি বুঝতে পারছিনা। আগরতলায় ঔষধের দোকানে নাকি লাইসেন্স দেওয়া হয়নি বলেছেন, এসবের ব্যবস্থা নেই। মাননীয় সদস্য একথা কোথা হতে পেলেন? প্রতিটি ঔষধের দোকান লাইসেন্স নিয়েছে এবং তাদের লাইসেন্স আছে এবং সেখানে পরিস্কারভাবে বলা আছে একজন ডাক্তারের সার্টিফিকেট থাকতে হবে. একজন পাশকরা কম্পাউণ্ডার থাকতে হবে এবং তার পরেই ওরা লাইসেন্স পাবেন এবং এইভাবে লাইসেন্স নিয়েই ওনারা ঔষধের দোকান চালাচ্ছেন। কাজেই লাইসেন্স ছাড়াই ঔষধের দোকান চালাচ্ছেন। মাননীয় সদস্য হওয়ায় এ ধরণের অনেক কথাই উড়িয়ে দিতে পারেন। তবে অনেক সময় আমাদের দরকার হয়। বিরোধী দল হিসাবে একটু বলাবলি করতে হয়, সেই জন্যই তিনি একটা কিছু দাঁড় করিয়ে দিলেন।

V, M. Hopital এ nurse's quarter এ ডি, এইচ, এস এর অফিস করে দেওয়া হয়েছে. নার্সদের কোয়ার্টার এর কোন ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন। মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে উনি জি,বি, হাসপাতালে যে নার্সেস কোয়ার্টার তৈরী হয়েছে তার দিকে একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে সেখানে তাদের এ্যাকোমোডেশন করেই তারপর ডি, এইচ, এস এর অফিস করা হয়েছে। এছাড়াও যেখানে নাকি এতদিন ধরে নার্সদের থাকার অসুবিধা হচ্ছিল সেখানে ডাক্তারদের জন্য যে একটা কোয়ার্টার করা হয়েছিল সেটি টেম্পরারীলি তাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যাতে তাদের অসুবিধা না হয়। কাজেই সেদিকে আমাদের সরকারের লক্ষ্য আছে। কিন্তু সেদিকে তিনি এমন একটি চিত্র তুলে ধরলেন যে সেখানে সাংঘাতিক রকমের একটা মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে।

(Interruption)

UNICEF এর গাড়ীগুলি স্কীম অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় না, বলেছেন। মাননীয় সদস্য যদি একটি example ও সেখানে তুলে ধরতে পারতেন তাহলে

আমরা খুশী হতাম। তিনি একটাও example এখানে তুলে ধরতে পারেন নি। একটা কথা বলতে হবে তাই উনি বলে গেলেন।

Superior field workerদের surveillance Inspector এর জন্য interview নেওয়া হল অথচ তাদের দেওয়া হলনা এবং সার্ভিলেন্স ইন্সপেক্টার মেট্রিক পাশ চাওয়া হয়েছে, সার্ভিলেন্স ওয়ার্কারদের ক্লাশ VIII পর্য্যন্ত চাওয়া হয়েছে এবং সার্ভিলেন্স ইন্সপেক্টারের জন্য তাদের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে—মাননীয় সদস্য কোথায় একথা পেলেন তা আমি জানিনা। যাদের কাছ থেকে দরখাস্ত এসেছিল তাদের বলা হয়েছিল যে যারা ক্লাশ VIII পর্য্যন্ত পাশ করেছে তারা সেই সার্ভিলেন্স ওয়ার্কারের জন্য ইন্টারভিউ দিতে পার যদি সেই পোষ্টটা তোমরা নিতে চাও তাহলে অগ্রণী হয়ে আসতে পার। সেখানে সেটা বলা হয়েছিল. কিন্তু সার্ভিলেন্স ইন্সপেক্টারে কি করে দেওয়া হল। সার্ভিলেন্স ওয়ার্কার জন্য আমাদের তাদেরকে নিতে হচ্ছে, কেন না তারা যে ক্লাস VIII পর্য্যন্ত লেখাপড়া করেছে তারজন্যই আমরা তাদেরকে সার্ভিলেন্স ওয়ার্কার হিসাবে নিতে পারছি। অতএব সেখানে চাওয়া হয়েছিল সার্ভিলেন্স ওয়ার্কারস্, সার্ভিলেন্স ইন্সপেক্টার চাওয়া হয়নি। অথচ মাননীয় সদস্য বলেছিলেন যে কেন সার্ভিলেন্স ইন্সপেক্টার নেওয়া হলনা—ঐ কথাটাও ঐ মহাভারতের কথা। নার্সদের পে-স্কেল সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যে কথাটা তুলে ধরেছেন—সেটা হল সিনিয়র নার্সদের অপারেশন থিয়েটার নার্স তাদের যে old স্কেল ছিল, তাহল Rs. 100/- 200/- রিভাইজড হয়ে সেটা হয়েছে Rs. 125-200/-, আর এসিষ্টেন্ট নার্স কাম মিড ওয়াইফ এর স্কেল ছিল Rs.55-130/- রিভাইজড হয়ে সেটা হল s, 65-150/-। সেখানে পে স্কেল টা যে বেড়েছে, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কাজেই গোলমালটা যে কোথায় তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এদের যে আদার এলাউন্স যেটা ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ দেওয়া হয় সেই সম্পর্কে আমরা এখনও কোন কিছু পাইনি। আমরা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে লিখেছি। কাজেই আমরা আশা করব যে শীঘ্রই সেটা আমরা পাব। অতএব আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

তারপর মাননীয় সদস্য বীরচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় এডালটারেশান অব ফুড সম্পর্কে ওনার কাট মোশন দিয়ে যে কথা বলেছেন তার উপরও তার বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে তার বক্তব্য রেখেছেন, তবে আমি শুধু এখানে এইটুকু বলতে চাই যে মিল্ক সেম্পুল হিসাবে পাঠাব, সেটাতে যদি এয়ার ঢুকে তা'হলে সেটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তবে আমরা যখন মিল্ক পাঠাই তখন সেটাকে প্রপারলি সিল্ড করে পাঠানো হয়, তাতেও যদি কোন অসুবিধা হয় তাহলে

অন্যভাবেও প্রিজার্ভ করার ব্যবস্থা আছে। যেহেতু এটাকে এয়ারে পাঠানো হয় সেহেতু এরূপ করার দরকার পড়েনা।
তাকে প্রপারলি সিল্ড করে পাঠাতাম, সেটা সাধারণত পোষ্ট-পার্সেলে যেত এবং সেখানে তিন থেকে পাঁচ দিনের সময় লাগত। তাহলে এই যে ডিপ্লিকেট টেষ্ট সেটা যদি সেখানে হয়ে আসতে পারেএবং আমরা এখানে থেকে প্রপারলি সিল্ড করে মিক্সটা পাঠাই তাহলে কেন সেটা টেষ্ট হয়ে আসতে পারবে না। আরও বলা হয়েছে যে সবগুলি কেইস এখানে হতে পাচ্ছেনা, যেহেতু স্যাংশনিং অথরিটি এখানে এখনও ঠিক করা হয়নি। এই সম্বন্ধে আমি এই হাউসকে জানাতে চাই যে আমরা এই সম্বন্ধে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট এর সাথে টেক-আপ করেছি, আশা করি সেটা যথারীতি আমরা পেয়ে যাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্কুল হেলথ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য ওনার বক্তব্য রাখতে গিয়ে চম্পকনগর সম্পর্কে একটা ইঙ্গিত রেখেছেন। এই সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু কিছুক্ষণ আগে বলেছেন যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যকে তিনটি zoneএ ভাগ করেছি। School Health Medical officer যিনি আছেন, তিনি প্রতিটি School visit করবেন। কাজেই যিনি কৈলাশহরে আছেন, তাকে করতে হ'বে তা আজকেই ধর্মনগরে গিয়ে স্কুলগুলি visit কোন মতেই সম্ভব নয়। একটু সময় নেবে বৈকি? সেখানে প্রতিটি ছাত্রকে পরীক্ষা করে দেখতে হয়এবং সেভাবে তাদেরকে direction বা advise দেওয়া হয় যে নিকটবর্ত্তী হাসপাতাল থেকে ঔষধ আনার জন্য। কাজেই আমরা স্কুলের ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখছি না, এটা ঠিক নয়।

জলের কলগুলি চালু নেই, সেগুলি ঠিক মত repair হচ্ছেনা এটা কলের ব্যাপার, নষ্ট যে হতে পারে না, তা আমরা অস্বীকার করছি না। এখানে যে টাকাটা রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে repair & maintenanceএর জন্য। আর sinkingএর ব্যাপারটা Local Dev. schemeএর মাধ্যমে হয়ে থাকে। কাজেই এখানে কিভাবে যে টাকাটা কম ধরা হয়েছে, যার জন্য cut-motion রাখা হয়েছে, তার কিছুই আমি বুঝতে পাচ্ছি না। তাই আমি এই cut-motionএর বিরোধীতা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয় আমি food stuff adulterationএর ব্যাপারে ২।১টি কথা বলতে চাই—যে

1963তে no. of food stuffs যেগুলি কলকাতায় পাঠানো হয়েছিল, তার no. হচ্ছে 1889 আর no. found actually correct দেখা গেছে 62 case suit করা হয়েছিল 23 আর detected হয়েছিল 19 যাতে এভাবে সমস্ত food adulteration case গুলি যাতে checked করতে পারি, তার একটা পরিকল্পনা আছে যদিও এদিকে অগ্রসর হতে গেলে, কতকগুলি অসুবিধা আছে, তা সত্বেও আমাদের বাজেটে analyst আনার জন্য provision রাখা হয়েছে এবং W. Bengalএ যে ধরণের Laboratory আছে, সেই রকম এখানে একটা করার জন্যও Budget provision করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয় এই যে cut motion রাখা হয়েছে, তার বিরোধীতা করে এবং main motion সমর্থনে আমার বক্তব্য রেখে, আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Hon'ble Chief Minister to put a few lines as remarks, on the matter as has been dealt with.

Shri S. L. Singh :— (Chief Minister) আমার এই যে তিনটি Demand আমি Houseএর সামনে রেখেছি সেই তিনটি Demandএর উপর cut motion এনে বিরোধীপক্ষ যা বলেছেন এবং যে বীরত্ব জাহির করেছেন তাতে আমার শিশুকালের গাজিগানের কথা মনে পড়ছে।

(Interruption)

খোদা সাহেবের বাপের নাম শেখ সেকান্দর, চৌদ্দ বৎসর লড়াই করে বেত কাটার ভিতর। এই হচ্ছে বীরত্ব। অতএব এই রকম বীরত্ব প্রদর্শন করেই কথাগুলো বলেছেন।। প্রথমে আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মার কথাটাই বলছি। তিনি বলেছেন যে Adulteration case গুলির যে sample আমরা পাঠাই তার প্রত্যেকটি case analyst এর অভাবে dismissed হয়ে যায়—remarks এই রকম অনেক করেছেন।

MR. SPEAKER :— It was not said in the House.

Shri S. L. Singh :— যেটা উনি চীৎকার দিয়ে বলেছেন।

Mr. Speaker :— No, this was not accepted.

Shri S. L. Singh :— এই জায়গাতে mismanagementএর কথা বলা হয়েছে। উত্তরে

দক্ষিণে, মধ্যে ডাক্তার আছে, mismanagement নাই। সেই Cut motion সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে চম্পকনগরে Studentদের খ জলা এবং প‍াঁচড়া নাকি হয়েছে। তখন মষ্টার মহাশয়রা বিপদে পড়ে গেলেন। বিপদে পড়ে কোন কিছু না দেখে বললেন, তোমরা বাড়ী চলে যাও। কিন্তু মাষ্টার মহাশয় এই কথা বলেননি। সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা থাকে। দু'চার জন হয়ত মাষ্টার মহাশয়কে বলেছেন যে আমার বাড়ীতে গিয়ে থাকতে চাই। অতএব সেই জায়গাতে যদি মাষ্টার মহাশয় বলে থাকেন মাষ্টার মহাশয়ের কোন দোষ নেই। খোস-প‍াঁচড়া এং দাদ কি কারণে হয় এবং সেইগুলি কিভাবে দূর করা যায়, স্কুল Health officerরা যেগুলি নির্দ্ধারণ করে দেন এবং সেইভাবে তারা এই কাজগুলো করিয়ে নেন। অতএব সেই চিন্তাধারাতে যদি মাষ্টার মহাশয় বলে থাকেন যে তোমরা segregate হয়ে থাক, তাহলে কি mismanagement সেটা আমি বুঝতে পারছিনা। এটা management এর একটা অঙ্গ, এবং ভাল management, তারপরে বলা হয়েছে Contribution from Public in sinking of Tubewells, সেটা কোন জায়গায়? সেটাহল Development Schemeএ. কিন্তু Health Schemeএ Contributionএর কোন scheme নাই। অতএব কি করে যে এটা এখানে আনলেন সেটা আমি চিন্তা করতে পারলাম না। বাজেটে বক্তৃতা দিতে গেলে পরে কোনটা কোথা থেকে নেওয়া হয়-সেটা জানা উচিত ভাবা উচিত। Health Schemeএ Contribution নেওয়া হয়না সেটা Development scheme এ নেওয়া হয়। অতএব এখানে যে এটা রেখেছেন হয়ত উনি শুনেছেন, বলতে হবে কিছু তাই উনি বলেছেন।

তারপরে বলা হয়েছে ফুড এনালাইছিচ লেবরেটারী সম্বন্ধে। বলা হয়েছে যে এখানে তা করা হয়নি। বাজেটের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি বলব। সেই জায়গাতে ২৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। তারা বলেছেন শুধু টাকা রাখলেই কি হইবে। গতবার তো রেখেছিল কিন্তু করা হয়নি কেন? সেইজন্য লোক ট্রেইনেড আপ করে আনতে হয়। কারণ মাননীয় সদস্য যদি মনে করে থাকেন আজকে টাকা রাখলাম কালকেই এনালাইসিস পেয়ে যাব। তাহলে আমি মাননীয় সদস্যকে বলব যে সেটা পেতে একটু দেরী লাগে। ট্রেইণ্ড লোকের অভাব আছে। তাই লোককে ট্রেইণ্ড আপ করতে হয়। বাজেটে টাকা রাখার পরে মেশিনারী আমরা আনতে পারি, কিন্তু তার সাথে সাথে ট্রেইণ্ড আপ লোকের দরকার। সেটা যখনই সম্পূর্ণ হবে তখন আমরা ষ্টার্ট করব। এই জন্যই এই অর্থটা রাখা হয়েছে। প্রত্যেকটারই উত্তর দেওয়া

হয়েছে। দুই লক্ষ টাকা স্যারেণ্ডার করা হয়েছে মেডিসিনের জন্য। সেটারও উত্তর দেওয়া হয়েছে। মোর দেন ফাইভ লাকস্ খরচ হবে মেডিসিনে এ। অথচ তারা কোথায় পান, কোথা থেকে বলেন এটা আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। তারপর বলা হয়েছে হসপিটাল, হেল্থ সেন্টারে ডাক্তারের বিরাট অভাব। ওনারা ডাক্তার সম্বন্ধে যে রকম উক্তি করেছেন তাতে ডাক্তার ওনারা চান এটা বুঝা যায়না। ডাক্তার সম্বন্ধে উক্তি করা হয়েছে যে ডাক্তার লাল জল দিয়ে দেন। অতএব এই যদি ডাক্তারদের সম্বন্ধে ওনাদের অভিজ্ঞতা হয় এবং জ্ঞান হয়, যে ডাক্তাররা ঔষধের পরিবর্ত্তে লাল জল দিয়ে দেন, তাহলে ডাক্তারের প্রতি যে ওনাদের কি শ্রদ্ধা এর দ্বারা তা বুঝা যায়। এ যদি ডাক্তারদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়, এবং জ্ঞান হয় যে ডাক্তারে ঔষধের পরিবর্ত্তে লালজল দিয়ে দেন প্রতি জায়গাতে, তাহলে তারা ডাক্তারদের প্রতি যে কি আছে শ্রদ্ধা এবং সেই জায়গায় লোক সম্বন্ধে ডাক্তাররা কি চিন্তা করবেন অথচ বলা হচ্ছে যে আমরা ডাক্তার চাই, নার্স চাই, ডাক্তার আছে। যখন বললাম এই ডাক্তারেরা ঔষধ দেয় না তখন বলা হয় ডাক্তারেরা উদাসীন লোক, ডাক্তারেরা রোগীকে মেরেফেলছে, এই রকম চিন্তাধারা দিয়ে তারা কথা বলেন, তারা ডাক্তার চান না তারা চান কোয়াক, তাদের জন্য আমাদের যে কতকগুলো হকারী ডাক্তার আছে তাদেরই দরকার। কারণ এখানে যে ডাক্তারেরা আছেন তারা তাদের গুণের বলেই এখানে আছেন। এফ, আর, সি, এস, এম, আর, সি, পি পিজলজিষ্ট, ই, এন, টি, স্পেসিয়েলিষ্ট হয়ে তারা এখানে এসেছেন। অতএব আমরা তাদের এখানে নস্যাৎ করে দিলুম কিন্তু তাদের কর্মধারাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার ক্ষমতা এখানে কারো নেই। তাদের গুণবত্তা সম্বন্ধে, নস্যাৎ করার ক্ষমতা কারো নেই। অতএব এখানে এটা প্রমাণ হবে যে ১০০ মেজর অপারেশন যারা করেন তারা মোটেই উদাসীন নয়, সেটা অন্ততঃ মাননীয় সদস্যকে চিন্তা করতে বলব ডাক্তার সম্বন্ধে যখন তারা এই উক্তি করেন এবং মাইনর অপারেশন ৯০০ এর উপরে করেন এমন অভিজ্ঞ ডাক্তার এখানে আছেন এবং সেই জায়গায় Serious রোগী সমূহকে ইনডোরএ রেখে চিকিৎসা করছেন এবং তারা চিকিৎসিত হয়ে ভাল হয়ে যাচ্ছেন, এবং হয়ত কোন ত্রুটী বিশেষ কোন ক্ষেত্রে কোন ডাক্তার করতে পারে। কিন্তু সমস্ত ডা[illegible]র সম্প্রদায়কে এই উক্তি করতে যাওয়া সমীচীন নয়। নিজেদের যদি আত্মবল না থাকত, আত্মসম্মানথাকত এবং আত্মমর্য্যাদাবোধ থাকত তাহলে পরের [illegible] নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা করত না, যারা [illegible] বন, তারা নিজের দিক দিয়ে [illegible] করেন তা করেন, কারণ তাদৃশি ভাবনা যস্য তাদৃশি সিদ্ধি ভবতি জন্য [illegible] একটি কথা।

আছে মক্ষিকা: ব্রনম্ ইচ্ছন্তি। মক্ষিকা যেখানে ব্রন: দেখবে সেখানেই যাবে, অতএব তাদের আর কোন চিন্তা নেই। তারা হাসপাতালে গিয়ে দেখেছেন কি? তারা ডাক্তারের অপারেশন দেখেন নি, মেজর অপারেশন দেখেননি, মাইনর অপারেশন দেখেননি, আউটডোরে যারা চিকিৎসিত হচ্ছে তাদের দেখেননি, তারা দেখেছেন সেখানকার নর্দমা, সেখানকার পুঁজ তারা দেখেছেন, সেই পুঁজের অভিজ্ঞতা নিয়েই তারা এখানে এসেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতারই বর্ণনা তারা করেছেন। কারণ তাদের ঐ দিক দিয়ে ভাল কথাটা ত কেউ বললেন না যে, ভি. এম. হসপিটালে যেসমস্ত ডাক্তার আছেন তারা এভাবে চিকিৎসা করেছেন। তারপর আপনারা কি বলছেন? আপনাদের উক্তিটাকে উত্থাপন করে বলছি যে, আমাদের ডাক্তারেরা অপারেশন করে যে পুঁজ আপনাদের জন্য সঞ্চিত করে রেখেছিল তা আপনারা দেখেছেন এবং সেই নর্দমা দেখে এসেছেন। আর চিকিৎসিত হতে গেলে পরে বমিটিং এর যে পাত্র থাকে তা দেখে এসেছেন, তার স্বাদ পেয়ে আপনারা একথা বলেছেন। অতএব এ জায়গাতে আমি আর একটি কথা বলব, যেটা এখানে বলা হয়েছে ড্রেইনিজ এবং ওয়াটার স্কিম সম্বন্ধে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে ড্রেইনজ আমরা করছি এবং সেই ড্রেইনজ স্কীমের কাজ চলছে। শতকরা ৬০ ভাগ কাজ অলরেডি ফিনিসড, শতকরা ৪০ ভাগ কাজ বাকী রয়েছে এবং ওয়াটার ওয়ার্কসের মোর দেন ৮০% কাজ হয়ে গেছে। অতএব মাননীয় সদস্যদের বলব যে এই যে মেটেরিয়েলসগুলো আসে, এরজন্য ফরেন এক্সচেঞ্জের দরকার। ইমারজেন্সি পিরিয়ডে ফরেন এক্সচেঞ্জ সম্বন্ধে আমরা খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছি। অতএব এই দিক দিয়ে চিন্তা করে এই সমস্ত কথা বলা উচিত। আর একটি কথা বলা হয়েছে এক্সরে প্লেট সম্বন্ধে। এক্সরে প্লেটগুলির জন্যও ফরেন এক্সচেঞ্জ দরকার। একলক্ষ মেজর অপারেশন বা ৯০৯টি যদি মেজর অপারেশন হয়ে থাকে তাহলে মাননীয় সদস্যদের বলব যে মেজর অপারেশন করতে গেলে পরে ১০০০ প্লেটের দরকার হয়। মাইনর অপারেশন করতে গেলেও কোন কোন জায়গায় এক্সরের দরকার হয় এবং টি বি. চিকিৎসা যেটা হচ্ছে তারজন্য এক্সরে প্লেইট দরকার। মাননীয় আতিকুল সাহেব বলতে গিয়ে বলছেন যে স্ক্রীনিং করে চিকিৎসা হওয়ার পর হেলথ ডিটোরিয়েটিং করছে। কোন বিশেষজ্ঞের সংবাদ জেনে তিনি একথা বলেছেন যে স্ক্রীনিং করে চিকিৎসিত হলে হেলথ ডিটরিয়েটেড হয়, আমি তা চিন্তা করে পাচ্ছি না: ডাক্তারদের সম্বন্ধে তাদের ধ্যান, জ্ঞান ও ধারণা হলো এই অপারেশন টেবিলে এই পুঁজের যে অভিজ্ঞতা, রক্তের যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাটাই তাদের আছে। রোগীর রোগমুক্তির যে অভিজ্ঞতা সেটা

তাদের নেই। অতএব সেইজন্যই এই কথা বলতে সাহস পাই এবং তা করেছেন। আর একটি কথা আমি এ জায়গাতে বলব যে ষ্টক সম্বন্ধে ডিসকাচ করা বা ইউটেনসিলস্ বা মেডিসিন সম্বন্ধে ডিসকাচ করার অথোরিটি তাদের নেই। কারণ অথরিটি আছে সুপারিন্টেণ্ড এর। কন্ট্রোলিং অথরিটি আছে ডি, এইচ, এস, এবং Suptd. এর তাদের স্ব স্ব ডিপার্টমেন্ট বা সেকশনে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে সেই পাওয়ার থেকে তারা যা করতে পারেন তা তারা করে যাচ্ছেন, অতএব সেটাকে আর বলার দরকার নেই। উনারা পরিত্যক্ত অথবা discarded যে পাত্রগুলো থাকে সেই গুলো দেখে এসেছেন সেই discarded পাত্রগুলো দেখে এসেই এই জায়গাতে এই কথা গুলো বলছেন।

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Minister not to repeat the things,

Shri S. L, Singh. [Chief Minister]:— পাত্রগুলো discarded বলা হয়েছে, I repeated his version. কতকগুলো discarded utensils সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, সেগুলোর কলাই উঠে গেছে। সেইগুলো নাকি ব্যবহার করা হয়। সেই কথাটি বলার জন্যই আমি একথাটি বলেছি যে dicarded যে পাত্রগুলো দেখেছেন সেগুলো discarded করা হয়েছে, সেইগুলো সম্বন্ধেই উনারা বলেছেন। আমরা জানি ঐ discarded পাত্রগুলো write off করছি। যে জিনিষগুলো নষ্ট হয়ে যায় সে গুলো আমরা write off করি এবং write off করার authority সেই জায়গায় আছে এবং সেইভাবে আমাদের কাছে পাঠালে পড়ে সেইগুলো write off করার permission আমরা দেই। সেই অনুসারে তারা discarded পাত্রগুলো write off করে দেয় যেটা তাদের ক্ষমতার মধ্যে আছে সেটা তারা নিজে write off করে এবং যেগুলো তাদের ক্ষমতার বাইরে সেইগুলোর write off করার জন্য উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের কাছে আনে এবং তাদের ক্ষমতার বাইরে যদি কিছু হয় তাহলে সেইগুলো write off করার জন্য India Govt. এর authority নিয়ে write off করতে হয়। discarded করার and write off করার authority Suptd. এর যেটা আছে সেই অনুসারে সেটা করা হচ্ছে। অতএব আমি এই cut motion গুলির বিরোধীতা করছি আমার যে তিনটি Demand এই House এ রেখেছি, আমি আশা করবো এই House এই ন্যায় সঙ্গত Demand গুলিকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

MR. SPEAKER:—The discussion is closed. I would now put the motions to vote. I would first put to vote all the cut motions one by one. First I would put to vote the cut motion of shri Aghore Deb Barma. The motion is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss shortage of nurses in the Hospitals and Primary Health Centres.

As many as are of that opinion will please say, Ayes'.

Voice :- 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice :- 'Noes'

Noes have it, Noes have it. The motion is lost.

Now I would put to vote the cut motion of Shri Hlura Aung Mag. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for purchasing of medicines, diet to Patients etc.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice :- 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice :- 'Noes'

Noes have it, Noes have it. The motion is lost.

I would now put to vote the second cut motion of Shri Hlura Aung Mag. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on want of Doctors in dispensaries & Primary Health Centres,

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice :- 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice :- 'Noes'

Noes have it, Noes have it, The motion is lost.

I would now put to vote the cut motion of Shri Atiqul Islam. The question is that the demand be reduced by Rs, 100/- to discuss on mismanagement in the Ayurvedic Dispensary, G. B. & V. M. Hospital.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice :- 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice :- 'Noes'

Noes have it, Noes have it. The motion is lost.

I would now put to vote the another cut motion of Shri Atiqul Islam. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/ to discuss on non-revision of and anamolies in the pay-scales of the Nurses etc.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice -- 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice -- 'Noes'

Noes have it, Noes have it. The motion is lost.

I would now put to vote the third cut motion of Shri Atiqul Islam, The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement in the Directorate of Health Services.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice :- 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice :- Noes'

Noes have it Noes have it. The Motion is lost.

I would now put to vote the cut motion of Shri Ram Charan Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on lack of provision for Compounder Training Institute.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice :- 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice :- 'Noes'

Noes have it; Noes have it. The motion is lost.

I would now put to vote the main motion. The question is that a sum not exceeding Rs. 53,17,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 15—Medical.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice :—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

No Voice.

Ayes have it, Ayes have it.

The demand is carried.

I would now put to vote the cut motion of Shri Bir Chandra Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on want of Public analyst in matters of adulteration of food.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice :—'Ayes'"

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice :—'Noes'

Noes have it, Noes have it. The motion is lost.

I would now put to vote the cut motion of Shri Bulu Kuki. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for sinking and maintenance of tube wells

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice :—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice :—'Noes'

Noes have it, Noes have it. The motion is lost.

I would now put to vote the cut motion of Shri Sunil Kr. Choudhury. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/ to discuss on mismanagement in School Health Service

As many as are of that opinion will please say; Ayes'.

Voice :- 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice :- 'Noes'

Noes have it, Noes have it. The motion is lost.

I would now put to vote the cut motion of Sri Hlura Aung Mog. The question is that the demand be reduced to Re 1/- to represent disapproval of Policy regarding contribution from public in sinking of tube-wells in rural areas.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice :—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice :- 'Noes'

Noes have it, Noes have it. The motion is lost.

I would now put to vote the main motion. The question is that a sum not exceeding Rs. 22,91.000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 16—Public Health.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice :- Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

No Voice

Ayes have it, Ayes have it.

The motion is carried.

I would now put to vote the cut motion of Shri Sudhanwa Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on failure to complete water works and drainage construction of Agartala town in time.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice :—'Ayes"'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice :—'Noes'

Noes have it, Noes have it. The motion is lost.

I would now put to vote the main motion on demand for grant No. 37. The question is that a sum not exceeding Rs. 5,30,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1966). be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of demand No. 37 Capital out lay on Improvement of Public Health.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice :—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

No Voice :—

Ayes have it, Ayes have it.

The motion is carried.

The House stands adjourned till 11 A.M. on Thursday, the 31st March, 1966.

STARRED QUESTION NO : 385

By Shri Nripendra Chakraborty, M.L.A.

QUESTION	ANSWER
1. Whether Contractor of Tripura have been graded.	1. Yes.
2. if so, the basis on which they have been graded.	2. On the basis of their past performance, experience and financial resources.
3. whether any representation has been received by the Government raising objection to certain aspect of the grading	3. No.
4. if so, the nature of those objection raised.	4. Does not arise.
5. whether Government proposes to revise the grading in consultation with the representative of contractor.	5. No.

STARRED QUESTION NO. 494

By Shri Nripendra Chakraborty. M L.A.

QUESTION	ANSWER
1. Whether the korfa tenants have been given jote right	1. There is no provision of the Tripura Land Revenue

STARRED QUESTION NO. 494

By : Shri Nripendra Chakraborty. M.L.A.

QUESTION	ANSWER
in accordance with the provisions of the Tripura Land Revenue & land Reforms Act, where they applied for it ;	& Land Reforms Act, 1960 for giving jote right on application, On application of korfa tenants who became under-raiyats consequent on the enforcement of the Act, the lands in respect of which the raiyats failed to comply with the provisions of Section I20 of the Act. have been declared as non-resumable land of the under-raiyat who held such lands under the raiyats and they have become owner of such lands,
2. if so, their number in each Sub division ;	2. The number of cases in which lands have been declared as non-resumable lands of the under-raiyats in each Sub-division is as under :— Sadar — 140 Kamalpur — 3 Khowai — 280 Sonamura — 14
3. if it has not been given, the reasons for the delay ?	3. Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 496

By Shri Nripendra Chakraborty M.L.A.

QUESTION	ANSWER.
1. Whether the proposals submitted by the Settlement Department for bringing about amendments to Tripura Lamd Revenue and Land Reforms Act, and Rules nade there under, have been considered by the Government ;	1] These are under consideration.
2. if so, what decision the Government has arrived at ;	Does not arise.
3. whether the Government has taken any legal advice while examining these proposals ;	3] Yes.
4. whether the Central Government has been consulated in the matter ;	4] No.
5. if the answers of [3] and [4] are in the negative, whether the Government proposes to do so now ?	5] Not felt at present.

APPENDIX 'A'

STARRED QUESTION NO. 646.

By Shri Atiqual Islam, M. L. A.

QUESTION	ANSWER.
1] Whether the technical Survey of Inland water area has been started,	Yes.
2] if so, when it is expected to be completed ?	By the end of the Fifth Five Year Plan.

SEARRED QUESTION NO. 797

By Shri Ram Charan Deb Barma, M.L.A.

QUESTION	ANSWER
ক) ভূমিহীন কৃষক ও উপজাতিদের দখলিকৃত খাস জমিতে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন কিনা ?	ক) হ্যাঁ।
খ) খাস জমিতে দখলকারী ভূমিহীন কৃষক ও উপজাতিয়দের বেআইনী দখলকার বলিয়া উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয় কিনা ?	খ) হ্যাঁ।।

APPENDIX 'A'

STARRED QUESTION NO. 839

by Shri Monoranjan Nath, M. L. A.

QUESTION	ANSWER
a) Who was owner or occupier of land, where the Primary Health Centre was constructed at Damchhera?	a) There is no Primary Health Centre at Damchhera.
b) Whether the land has been acquisitioned by the Govt.?	b) Does not arise.
c) if no, what are the reasons?	c) Does not arise.
d) When the land was brought into the possession of the Govt. and how?	d) Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 840

by Shri Monoranjan Nath. M. L. A.

QUESTION	ANSWER
a) Who was the owner or occupier of land, where the Damchhera thana (P.S.) office compound were extended?	
b) Whether the land has been acquisitioned?	Materials are under collection.
c) if not, what are the reasons?	
d) When the land was brought into the possession of the Govt, and how?	

APPENDIX 'A'

প্রশ্ন নং—*৮৪৬

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী, বিধান সভা সদস্য।

প্রশ্ন :	উত্তর :
১। সাবরুমে বিদ্যুত সরবরাহের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;	১। হাঁ।
২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত সুরু হইবে ?	১। আসাম হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়ার পর।

প্রশ্ন নং—*৮৪৮

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী, বিধান সভা সদস্য।

প্রশ্ন :	উত্তর
ক) সাবরুম বিভাগের গোবিন্দঘাটকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;	ক) না।
খ) যদি থাকে, কাজ কবে আরম্ভ হবে ;	খ) এ প্রশ্ন উঠে না।
গ) না থাকিলে কারণ কি ?	গ) এরূপ কাজ হাতে নেওয়ার পূর্ব্বে জায়গাটি সম্বন্ধে বিশেষ পরীক্ষা নিরীক্ষা দরকার। জায়গাটি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে উহা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 786

by Shri Nripendra Chakraborty, M. L A.

QUESTION	ANSWER
1. Names of the Contractors who have been given work worth above Rs. 10,000/- not on the basis of lowest tender during 1964 65 and description of their works.	1. Nil.
2. Whether the works have been completed within the time schedule.	2. Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 789

By Shri Nripendra Chakraborty M.L.A.

QUESTION	ANSWER.
1) Total excess land taken over in each Sub-division where proceedings under section 167 of Tripura Land Revenue & Land Reforms Act have been finalised.	42.20 acres in Sadar Sub-division.
2) Total compensation paid for that take-over.	2) In the only case, no compensation has yet been paid as the party has filed an application under section 96 of the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act for review which is pending

UNSTARRED QUESTION NO. 790

By Shri Nripendra Chakraborty. M.L A

QUESTION	ANSWER
1) A sub-division-wise break up of the number of sanshit and certificate notices served under provision of Tripura Land Revenue and Land Reforms Act.	Materials are under collection.
2) Number of cases in which properties have been attached in pursuance of these notices, during 1964-65	

—)•(—

Proceedings of the Tripura Legislative Assembly Assembled under the provision of the Government of Union Territories Act, 1963.

MARCH 31st, 1966

The Assembly met in the Assembly Chamber, Agartala, on Thursday, the 31st March, 1966, at 11 A. M.

PRESENT

The Hon'ble Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Deputy Speaker, the Chief Minister, three Deputy Ministers and twenty one Members.

Mr. Speaker :—I take up the first item. Question—starred question. I would call on Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—595.

Shri S. L. Singh —Hon'ble Speaker, Sir, Starred quession No. 595.

QUESTION	ANSWER
1) what is the pecuniary jurisdiction of the Sub-division Munsiffs in Tripura ;	Rs. 2,000/- (Rupees two thousand)
2) is there any contemplation for increasing the pecuniary jurisdiction of the Munsiffs in consideration of the abnormal rise of land valuation of the present time ?	We will consider about it.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এটা কবে পর্যন্ত ইনক্রীজ করবার চিন্তা করবেন ?

Shri S. L. Singh :—As soon as possible.

Mr. Speaker :—Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :—638.

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 638.

QUESTION	ANSWER
1) Whether any trial has been conducted under Co-ordinate Scheme for Simple Fertilizers Trial ;	Yes.
2) if so, the total number of trials and with what results ;	(see table below)
3) if not, the reasons thereof ?	Does not arise.

Year	No. of trials
1963-64	108
1964-65	112
1965-66	406
	626

শ্রীআত্তিকুল ইসলাম ঃ—ট্রায়াল কম্‌প্লিট হওয়ার পরে কি কোন অ্যানুয়াল স্কীম তৈরী হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ—All these were sent to the Idian Agricultural Research Iustitute for analysis and their report is awaited.

শ্রীআত্তিকুল ইসলাম ঃ—আমাদের কি এখানে এ্যাগ্রিকালচারেল ইনষ্টিটিউট নাই ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ—আমাদের থাকলেও আমাদের এক্‌সপেরিয়েন্‌সড হ্যাণ্ড নাই। অভিজ্ঞ লোকের কাজ থেকে রিপোর্ট এনে আমাদের এটা করতে হবে।

শ্রীআত্তিকুল ইসলাম ঃ—তাহলে কি আমাকে এই কথা মনে করতে হবে যে, যে পারপাসে আমরা এই স্কীমটা তৈরী করেছিলাম সেই পারপাস সার্ভ হচ্ছে না ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—এই পারপাস সার্ভ হওয়ার জন্যই এটা করা হয়েছে।

শ্রীআত্তিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এই স্কীমটা কি পারপাসে করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—ফার্ষ্ট হল সয়েল অ্যানালাইসিস্‌ করা। কোন সয়েলে কি শস্য হবে না হবে সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা। সেটার জন্যই এটা করা হয়েছে।

Mr. Speaker :—Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki :—Question No. 772.

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question. 772.

QUESTION

১) গত ১৯৬৫ ইং সনে কত জমিতে আউস ও আমন ধানের চাষ হইয়াছিল এবং কত ধান উৎপাদিত হইয়াছিল ?

২) আউস ও আমন ধানের ভূমির পরিমাণ এবং উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ আলাদা আলাদা ভাবে দেখান।

ANSWER

১৯৬৫-৬৬ ইং সনে আনুমানিক মোট ৫,৬৭,০০০ একর পরিমান জমিতে আউস ও আমন ধান চাষ হইয়াছিল এবং ঐ জাতীয় ধান আনুমানিক মোট ৩,১৮,৯৭৬ মেট্রিক টন উৎপাদিত হইয়াছিল ?

১৯৬৫-৬৬ ইং সনে আউস ও আমন ধানের আনুমানিক ভূমির পরিমাণ ও তাহার আনুমানিক উৎপাদনের পরিমাণ পৃথক্ ভাবে নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

	ভূমির পরিমাণ (একরে)	ধান্য উৎপাদনের পরিমাণ (মেট্রিক টনে)
আউস ধান (জুম ছাড়া)	২,৭৭,০০০	১,৪৫,৭৭৮
আমন ধান	২,৯০,০০০	১,৭৩,১৯৮
মোট :—	৫,৬৭,০ ০	৩,১৮,৯৭৬

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—পার একর ইল্ড ১৯৬৪ সালের থেকে ১৯৬৫ সালে বেড়েছে কি কমেছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—অ্যাভারেজ ইল্ড পার একর ডিউরিং ১৯৬৫-৬৬, আউস ১৪'১০ মণ, আমন ১৬ মণ, বুরো ১৫ মণ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা ছিল ১৯৬৫ ইং সালের চেয়ে ১৯৬৪ সালের পার একর ইল্ড বেশী না কম ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে তিনি যে ফিগারটা দিলেন সেটা অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের ফিগার না ষ্ট্যাটিস্টিকস ডিপার্টমেন্টের ফিগার ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—ফিগার চেয়েছেন, ফিগার দিয়েছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা কি ঠিক নয় যে অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের ফিগার একরকম এবং ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ফিগারটা আর একরকম ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—তা হতে পারে অনেক ক্ষেত্রে। অতএব সেই জন্যই গভর্ণমেণ্ট ফিগার একটা দেওয়া হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, দুটো ডিপার্টমেন্টের দুইরকম ফিগার হয়। উনি কারটা বলছেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—যেটা অথেনটিক সেটাই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—কারটা অথেনটিক ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—যদি দুইটা ডিপার্টমেন্টের ফিগার দুই রকম হয় তাহলে ফিলড্ ষ্টাডি করা হয়, ফিলড ষ্টাডি করে তখন আমরা সেটা দিই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম:—এখন উনি যে ফিগারটা বলেছেন এটা কোন ডিপার্টমেন্টের ফিগার ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আমি তো বললাম যে যখন দুই রকমের হয় তখন ফিল্ড ষ্টাডি করতে হয় এবং ফিলড ষ্টাডি করে আমরা দিই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—ফিলড ষ্টাডি তো স্যার ডিপার্টমেণ্ট করে, স্বয়ং মন্ত্রী নিজে তো করেন না।

শ্রী এস, এল সিংহ :—আমাদের ব্লক আছে, আমাদের ফুড ডিপার্টমেণ্ট আছে, এ্যাগ্রিকালচার আছে, তহশিল আছে, তারা যে সমস্ত রিপোর্ট দেয় সেটাকে কমপাইল করে, সেই সমস্ত তথ্য সম্বলিত করে এই ফিগার দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমাকে জানতে হবে যে এই ফিগার কোন ডিপার্টমেণ্ট থেকে আসল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—বললাম তো এই সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট কমপাইল করে আমরা তার ফিগার রিপোর্ট এখানে দিয়েছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—কমপাইলড তিনি করেননি, মিনিষ্টার স্বয়ং সেটা করেননি ? There might have some agencies, either Agriculture, or Statistical Department or some other department. Who has done this.

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আমি তো বলছি যে আমাদের তহবিল থেকে করা হয়েছে, ষ্টেটিষ্টিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট থেকে করা হয়েছে, ব্লক থেকে করা হয়েছে, তারপর সরকার সমস্তগুলি কমপাইল করে. ষ্টাডি করে, এই ফিগার দিয়েছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—আমার কোয়েশ্চানের আনসার আমি পাইনি। আমি জানতে চাই যে কোন ডিপার্টমেণ্ট এটা প্রিপেয়ার করে তাঁকে দিল, একটা এজেনসী নিশ্চয়ই এখানে আছে, যেই এজেনসী এই ফিগারটা তৈরী করে উনাকে দিয়েছেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ--ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট হল একটা এজেনসী, সেই গভর্ণমেণ্ট এজেনসী এই সমস্ত ডিপার্টমেণ্টকে নিয়োজিত করে তাদের যে রিপোর্ট পেয়েছেন, সেই রিপোর্টই এখানে দিয়েছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মিনিষ্টার আমার কোয়েশ্চানের আনসার দিচ্ছেন না, আমি মনে করি—দিস ইজ এ কোয়েশ্চান অব প্রিভিলেজ। আমার ডেফি-নিট আনসার তাঁকে দিতে হবে, তা না হলে তিনি প্রিভিলেজে পড়বেন।

Mr. Speaker :— I am to know whether the Hon'ble Minister is not in a position to give the definite name of the Department ?

Shri S. L. Singh— I definitely know. As soon as there is a difference between two Departments, we combine all the departments together, issue a circular accordingly and go to the field, combine this through all the agencies i. e. Statistics, Agriculture and Revenue, and give the detailed figure after compilation of all these figures.

Shri Atiqul Islam— ষ্টেটিষ্টিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট এই ফিগার ক্যালেক্ট করেছেন এবং ফিগার পাবলিশ করেছেন, বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট এখানে আসতে পারেনা। এ্যাগ্রিক্যালচার ডিপার্টমেণ্ট যে ফিগার ক্যালেক্ট করেছেন সেই রিপোর্ট এখনও পাবলিশ হয় নি। কাজেই সেই প্রশ্ন এখানে আসেনা। এই ফিগার এসেছে ষ্টেটিষ্টিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট থেকে, বা অন্য কেউ যদি কো-অপারেট করে তাহলে তিনি বলুক যে তার এমন একটা এজেন্সী আছে যদি কোন ডিফারেন্স দেখা দেয় তাহলে through this agency তিনি সেটা ractify করেন বা তার একটা adjustment করেন। গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং সেটা করেন নি, গভর্ণমেণ্ট ওয়র্কড through certain agency.

Shri S. L. Singh :— Through so many agencies, Government has done this.

Mr. Speaker :— Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri P. R. Das Gupta :— 819.

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 819.

QUESTION	ANSWER
1) The total acreage under jute cultivation in Tripura during 1964-65 1965-66;	The total estimated area under jute cultivation during 1964-65 and 1965-66 is 24,000 acres and 30,000 acres respectively ;
2) The production of jute during the above period ?	The estimated total production of jute during the above period is 60,479 bales and 90,000 bales respectively.

', আর, দাশ গুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেটার সাথে মেস্তা ইনক্লুডেড আছে কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, the total estimated area under mesta during the year 1964-65 and 1965-1966 is 23,000 acres and 29,000 acres respectively.

শ্রীপি, আর, দাস গুপ্ত ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে ১৯৬২—৬৩ সালের ফিগার থেকে এই ফিগার বেশী না কম ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কম্পেরেটিভ ফিগার এক্ষণে দেওয়া সম্ভব নয়, সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপি, আর, দাশ গুপ্ত ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া ফোর্থ প্ল্যানে একটা অবজেকটিভ নিয়েছেন যে ৭১টি জুট গ্রোইং ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে ১৪টি ডিষ্ট্রিক্টে যার মধ্যে ইনক্লডেড আছে আমাদের ত্রিপুরা। স্পেশাল ড্রাইভ নেওয়া হবে সেই রকম স্কীম আমাদের ত্রিপুরা সরকার নিয়েছেন কিনা at the instance of the Government of India ?

Shri M. L. Bhowmik :— Taking of such scheme is under consideration of the Government of Tripura.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ত্রিপুরাতে কোন জুট এ্যাডভাইসরী বোর্ড আছে কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ— There is no such Jute Advisory Board in Tripura.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— এখানে জুট এ্যাডভাইসারী বোর্ড গঠন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন কিনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ— প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেই করা হবে।

শ্রীপি, আর, দাশ গুপ্ত ঃ—গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার জুট ডেভ্‌লাপমেণ্ট যে কমিটি আছে, সেই কমিটি থেকে কোন ইনষ্ট্রাকশান এসেছে কিনা যে প্রত্যেকটি জুট গ্রোয়িং ডিষ্ট্রিক্টে এই কমিটি করতে হবে ফর দি ডেভ্‌লাপমেণ্ট অব জুট ?

Mr. Speaker :— That is not relevant. Shri Ramcharan Deb Barma.

Shri Ramcharan Deb Barma :— 856.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 856.

QUESTION প্রশ্ন	ANSWER উত্তর
১) ১৯৬৫—৬৬ইং সনে ত্রিপুরায় কত পরিমাণ বরো ধানের বীজ কৃষকদের বিলি করা হইয়াছে ; ২) এবং কত একর জমিতে বরো চাষ হইয়াছে ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে এবং সংগৃহীত তথ্য সত্বর সভায় উপস্থিত করা হইবে।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Monoranjan Nath again.

Shri Monoranjan Nath :—591.

Mr. B. Das :— Hon' ble Speaker, Sir, Starred Question No. 591.

QUESTION	ANSWER
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state— 1) How far "Grow More Food Scheme" succeeded in Dharmanagar Sub-Division ; 2) What is the extent of rise in percentage in this year 1965-66 in comparison with the yield during 1964-65 ?	The information is under collection and will be laid on the Table of the House as soon as compiled.

Mr. Speaker :—Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam ;—639.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 639.

QUESTION	ANSWER
1. Whether the Govt. has received any film on Agriculture from the Central Film Unit ;	No
2. if so, how many films so far have been received ;	Does not arise.
3. whether the said films have been screended to the public ;	Does not arise.
4. if so, how many times and at what places ?	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের আণ্ডারে একটা মোবাইল ইউনিট আছে ফিল্ম সংক্রান্ত, তারা বছরে কত করে চাঁদা দেয় সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উত্তরে বলেছি যে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে কোন ফিল্ম আমরা আনিনি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সেণ্টাল গভর্ণমেণ্ট থেকে আনা হয়নি কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে ফিল্ম পাওয়ার জন্য বাৎসরীক চাঁদা তারা দেন কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চাঁদা দেয় না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—চাঁদা আমরা দেই স্যার, বাজেটে ধরা আছে টাকা। ফর দিস ইউনিট। ইউনিট আছে, তার ষ্টাফ আছে এবং এই বছরে অর্থাৎ ১৯৬৪-৬৫ বাজেটে ১৫ হাজার টাকা ধরা আছে। এ্যানুয়্যালী চাঁদা দিয়ে আসছেন সেণ্ট্রাল ফিল্ম বোর্ডকে। এখন বলছেন চাঁদা দেই না, ফিল্ম আনি না, আমি এখন কোথায় যাই ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—সাপ্লিমেণ্টারী করুন, জানতে পারবেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এই ফিল্ম সো করতে কোন খরচপত্র হয়েছে কিনা, এইগুলির জন্য বাজেটে টাকা বরাদ্দ আছে কিনা ফর কষ্ট অব একজিবিশান, কষ্ট অব ষ্টাফ ইত্যাতির জন্য বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় সদস্য যা যা বলেছেন, সেই সমস্তই আছে কিন্তু আমরা কোন ফিল্ম পাই নাই, সেটাই বলা হয়েছে। অতএব উনি এর দ্বারা কি মীন করতে চান আমি বুঝতে পারলাম না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি এই ফিল্ম ইউনিটে কতজন এমপ্লয়ী আছেন ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ফিল্ম চাওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বলেছি যে আমরা এখনও ফিল্ম পাইনি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—কিন্তু আমরা চেয়েছি কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—আমাদের প্রশ্নে উত্তরেই আছে যে আমরা চেয়েছি কিন্তু পাইনি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—না পাওয়ার কারণ কি জানতে পারি কি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দ্যাট ইজ নট নোন টু আস্।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট কি কারণ দেখাননি, যে এই কারণে এই ফিল্মটা দেওয়া গেল না ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—Central Government is considering our proposal.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—এই স্কীমটা কি সেকেণ্ড প্ল্যান থেকেই করে আসছেন, না নূতন প্ল্যান এটা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেকেণ্ড প্ল্যান থেকেই এটা চলে আসছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—সেকেণ্ড প্ল্যান থেকে চলে আসছে, আমরা চাঁদা দিয়ে আসছি কিন্তু ফিল্ম এখনও পাচ্ছি না কেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আগেই বলেছি যে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট দেয় নাই। কেন দেয় নাই সেটার তথ্য আমি বলতে পারব না। কারণ সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট দেওয়ার মালিক, সে দেয় নাই। অতএব আমরা বাজেট করেছি, বাজেটে রেখেছি, তারা দেয় নাই। আমাদের চাওয়া হল কারণ, দেয় নাই তাদের কারণ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—সেকেণ্ড প্ল্যান থেকে এই স্কীমটা চালু হয়ে আসছে। আজকে থার্ড প্ল্যান শেষ হতে চলেছে, আমরা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে কোন কিছুই পাচ্ছি না। তাহলে এই স্কীমটা চালু রাখা হল কেন ? এটাকে অ্যাবানডন করা হল না কেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—কারণ ভিক্ষা যেখানে করে, সেখানে অনবরত হস্তকে বাড়িয়ে রাখতে হয় যদি কোন সময়ে সেটা আসে। অতএব ভিক্ষা যে দেয় তার উপর সেটা নির্ভর করে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই ফিল্ম ইউনিটের গাড়ী আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আমি আগেই বললাম যে সবকিছুই আছে। কিন্তু ফিল্ম আমরা পাইনি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—এই গাড়ীটা ব্যবহার হয় কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—গাড়ী ব্যবহার করতে হয়। কারণ গাড়ী যদি আইডল রাখা হয় তাহলে সেটা নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আমাদের যেখানে ফিল্ম নেই অথচ গাড়ী আছে তাহলে সেই গাড়ীটা কি পারপাসে ব্যবহার করা হয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—সেটা সরকারী কাজে ব্যবহার করা হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না যে এইভাবে স্কীমের অ্যাগেনষ্টে ষ্টাফ রেখে কোন কাজ না করিয়ে আমরা পাবলিক মানিকে অপচয় করছি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—না কোন অপচয় করিনি। কারণ অ্যাজ সুন অ্যাজ ইট উইল অ্যারাইভ উই উইল ইউটিলাইজ ইট। শবরীর প্রতীক্ষার মত থাকব।

Mr. Speaker :—Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki :—773.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred question No. 773.

QUESTION	ANSWER
1. Whether it is a fact that the Judicial Secretary, Govt. of Tripura, by his letter No. F. 4 (23)—J/62 dated 17th May, 1963 has intimated to the Principal Engineer, Tripura that an estimated cost of Rs. 1,02,300/- has been sanctioned for the construction of the proposed extension of the Bar Library in the Court compound at Agartala, and administrative approval and expenditure sanction have been accorded by the Chief Commissioner ;	Yes.
2; if so, why the proposed construction has not been taken up ?	The matter relating to extension of present Bar Library was discussed by the then Chief Commissioner. It was decided that the title to the land being in dispute it was not possible for the Government to undertake extension of the present building, but some accommodation in the nature of a common room, if possible might be provided for the lawyers in the Court Buildings under construction. Accordingly opinion of the Bar Association was called for through Registrar, Judicial Commissioner's Court, if the provision of one common room would meet their requirements. As no views of the Bar Association was received so long the matter could not be finalised uptil now.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বার লাইব্রেরীর যে সাইটটা সেটা The then Chief Justice K. C. Nag has given settlement to the bar library for construction of bar Library House there ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— কারণ এই ইতিহাস আমাদের কাছে জ্ঞাত নয়। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে দি টাইটেল ইজ ইন ডিসপুট। সেই ডিসপুটটা কি আমরা জানতে পারি কি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ডিসপুটেড ল্যাণ্ড সেটাই বলা হয়েছে এবং কি ধরণের ডিসপুট। সেটা রায় হলে পরে বলতে পারব।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—ডিসপুট কার সঙ্গে জানতে পারি কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কার সঙ্গে সেটা এখন আমি বলতে পারবনা। তবে সেখানে ডিসপুট আছে। অতএব ডিসপুটেড ল্যাণ্ড বলেই এই কাজটা স্থগিত রাখা হয়েছে।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই যে বার লাইব্রেরী হাউস সেই জায়গাটা কত বছর ধরে বার লাইব্রেরী ইউজ করে আসছে মোর দ্যান ফিফটি ইয়ার্স নয় কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— মোর দ্যান ফিফটি ইয়ার্স বার লাইব্রেরী কি পজেশান নিয়ে ব্যবহার করে আসছেন সেটা আমি বলতে পারব না। কারণ ঐ ল্যাণ্ডে বার লাইব্রেরীর কনষ্ট্রাকশন কে করেছে আমি জানি না। অতএব মাননীয় সদস্য নিশ্চয় অবগত আছেন বার লাইব্রেরীর কনষ্ট্রাকশন গভর্ণমেণ্ট করেনি। তাঁরা তার চাঁদা দিয়ে সেটা করেছেন অতএব যদি চাঁদা দিয়ে কনষ্ট্রাকশন করে থাকে সেই ল্যাণ্ডে তার পজেশান কি হবে মাননীয় সদস্য নিজে বুঝতে পারেন। আমি তা ডিসাইড করতে পারি না। সেজন্যই বলেছি ইট ইজ ডিসপুটেড।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—আমি বলছি, এই সম্পর্কে কোন ডিসপুট নাই এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি এখানে হাউসের সামনে রাখছি যে ওখানে বার লাইব্রেরীটা তৈরী করেছেন সেখানকার বার লাইব্রেরীর সদস্যরা চাঁদা সংগ্রহ করে। অতএব ঐ জায়গাতে পজেশানে রাইট থাকতে পারে, ল্যাণ্ড রাইট হবে কিনা সেটা জাষ্টিস ঠিক করবে।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে সেক্রেটারী বার অ্যাসোসিয়েশন কপি অব দি দেন চীফ জাষ্টিস কে, সি, নাগ যার দ্বারা তিনি সেটেলমেণ্ট দিয়েছেন সেটা প্রপার অথরিটিকে they have submitted a copy as they are prepared to show the original if and when necessary ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—এখন এক মাননীয় সদস্য বলছেন দি দেন চীফ জাষ্টিস কে, সি, নাগ দিয়েছেন সেটেলমেণ্ট। তবে আমি জানি না চীফ জাষ্টিস সেটেলমেণ্ট দেন কিনা এবং তখন সেই রেওয়াজ ছিল কিনা মহারাজার সময়ে যে চীফ জাষ্টিস সেটেলমেণ্ট দিতে পারেন।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে বার লাইব্রেরী যেখানে আছে সেটা কোর্ট কম্পাউণ্ডের ভিতরে এবং কোর্ট কম্পাউণ্ডের ভিতরে জায়গা সেটেলমেণ্ট দেওয়ার অধিকার চীফ জাষ্টিসের ছিল তখনকার ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে সেটা যদি দেখাতে পারেন এবং মামলা মোকদ্দমা করে তা প্রমাণ করতে পারেন তা হলে আমি বুঝব এই রাইট কার। কিন্তু যতক্ষন পর্য্যন্ত তা না করতে পারেন ততক্ষন আমি স্বীকার করতে পারছি না।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি বার লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ এই সব কাগজ প্রপার অথরিটিকে দেখিয়েছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— সেজন্যই আমি বলেছি যে এটা ডিসপুটেড ল্যাণ্ড।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :— ডিসপুট যখন কার সংগে সেটা বলতে পারছেন না তখন মনে করে নেব কি যে এটা অলীক ডিসপুট ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—অলীক মোটেই নয়। আপনি বলেছেন যে কে, সি, নাগ মহাশয় সেটেলমেণ্ট দেন। আমার জানা নেই যে চীফ জাষ্টিস কোন জায়গায় সেটেলমেণ্ট দেন। অতএব আপনিও এখানে বলেছেন যে গভর্ণমেণ্ট ল্যাণ্ড যদি নিতে হয় রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট তা দেয়, এটা হল সর্ব্ববাদী সম্মত। চীফ জাষ্টিস দেয় এটা আমি জানতাম না।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কোন কোর্ট কম্পাউণ্ডের ভিতরে রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট মহারাজার সময় সেটেলমেণ্ট দিয়েছেন কোন ডকুমেণ্টের দ্বারা সেটা প্রমাণ করতে পারেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি প্রমাণ করতে পারব ডকুমেণ্টের দ্বারা যে ত্রিপুরা রাজ্যে যত জমি ছিল তার সমস্ত অধিকারী ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা। একমাত্র তিনিই সেটেলমেণ্ট দেওয়ার অধিকারী করে যাদিগকে পাওয়ার ডেলিগেট করেছেন একমাত্র তারাই দিতে পারেন। সুতরাং মাননীয় সদস্যকে আমি বলব এই রকম ত্রিপুরার মহারাজা কে, সি, নাগ চীফ জাষ্টিসকে পাওয়ার ডেলিগেট করেছিলেন এই রকম কাগজ তিনি দেখতে পারেন কিনা ?

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি ডকুমেণ্ট চাচ্ছি, মহারাজার টাইমে যে কোর্ট কম্পাউণ্ড চীফ জাষ্টিসের অধিকারে ছিল না এই সম্পর্কে উনার পজেশানে কোন কাগজ পত্র আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে আপনি বলেছেন মহারাজার সময়ে মহারাজা তাদেরকে অধিকার দিয়েছিল সেই অনুসারে আমি বলেছি যে চীফ জাষ্টিসের যে এই পাওয়ার, সেই পাওয়ার কোন বলে, কার বলে, কে ডেলিগেট করেছিল, সেটা দেখালে পরে আমি বুঝতে পারব।

Mr. Speaker :—We have gone far away from the main question.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—এই যে ডিসপুট এটা কতদিনের বলতে পারেন কি তিনি ? তিনি যে মহারাজার সময়ের জের টেনেছেন ডিসপুটটা কোন সময়ের বলবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আপনি যে সময়ের থেকে বলেছেন সেই সময়ের অর্থাৎ কে, সি. নাগের সময়ের। আপনি যে সময়ের জের টেনেছেন সেটাই আমি উল্লেখ করছি।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—কে. সি, নাগের সময়ের কোন কাগজপত্র মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের রাজস্ব বিভাগের ফাইলে আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আপনি যে ডিসপুটের কথা বলেছেন সেটাই আমি আপনার কাছে তুলে ধরলাম।

Mr. Speaker :—This sort of questions and answers I can not allow.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই যে কমন রুম দেওয়ার একটা যে বিকল্প ব্যবস্থা করেছেন তার দ্বারা এই বার লাইব্রেরীর একটেনসনের পার্পাস সার্ভ হতে পারে কিনা এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কমন রুমের কথা বলেছেন সেটা কি ব্যবস্থা আমি জানতে চাচ্ছি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—এটা হচ্ছে একটা ইণ্টারিম ব্যবস্থা এবং মাননীয় সদস্য যদি জানান সেটাকে, তখন আমরা বুঝতে পারব।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা ঃ—বার লাইব্রেরীর একসটেনশনের জন্য যে টাকাটা প্রপোজ করা হয়েছে এবং স্যাংশন করা হয়েছে, সেই টাকার অংকটা অন্যদিকে ডাইভার্ট করবার কোন রকম ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—কাগজপত্র সামনে আছে, ডাইভারশন করার যদি প্রয়োজন পড়ে ডাইভারশন করার ক্ষমতা আছে. সেটা করা চলে। আমরা এটা ইনটারিম ব্যবস্থা হিসাবেই এখানে করেছি।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না যে বার লাইব্রেরী একসটেনশন করার কোন দরকার আছে এবং এই টাকাটা বার লাইব্রেরীর একসটেনশানের জন্য খরচ করা প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আমি সেটা বললাম যে ইনটারিম একটা ব্যবস্থা হিসাবে সেটা করা যায় কিনা, এই বিষয়ে তাদের ওপিনিয়ন চেয়েছি, তারা যদি সেই ওপিনিয়ন জানান, তাহলে আমরা তা চিন্তা করে দেখব।

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এই সম্পর্কে তারা তাদের ওপিনিয়ন জানিয়েছেন যে তারা বার লাইব্রেরীর একসটেনশন চান, কমন রুম এই যে ইনটারিম ব্যবস্থা তা দিয়ে তাদের প্রয়োজন মিটবে না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমরা আগেই বলেছি যে Accordingly opinion of the Bar Association was called for through Registrar, Judicial Commissioner's Court, if the provision of one common room would meet their requirements. As no views of the Bar Association was received so long, the matter could not be finalised uptil now. আমরা ওপিনিয়ন চেয়ে পাঠিয়েছি, অতএব ওপিনিয়ন পেলে পরে আমরা বুঝতে পারব তারা কি চান।

Mr. Speaker :—I would call on Shri Atiqul Islam again.

Shri Atiqul Islam :—640

Shri B Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 640.

QUESTION	ANSWER
Will the Hon'ble Minister in charge of the Agriculture Department be pleased to state—	
1. Names of the colonies where demonstration farms have been set up to demonstrate to the Tribals the benefit of the settled cultivation.	The names of the Tribal Colonies where Agricultural Demonstration Farms have been set up to demonstrate settled cultivation to the Tribals, are given below :—

Name of Tribal Colony.	Name of Sub-Division in which located.
1. Nabincherra.	Dharmanagar.
2. Lalcherra.	Kailashahar.
3. Demcherra.	-do-
4. Kshetricherra.	-do-
5. Microsapara.	Sonamura.
6. Bankarai Bari.	Amarpur.
7. Jagabandhupara.	-do-
8. Bisramganj.	Sadar.
9. Kalshi.	Belonia.
10. South Hichacherra.	-do-
11. East Pillak.	-do-
12. Kathaliacherra.	-do-
13. Kaladhepa.	Sabroom.

QUESTION	ANSWER
2). What is the result gained by those farms ?	The colony inmates are gradually practising settled cultivation by adopting improved cultural practices.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— যে সমস্ত কলোনীগুলির নাম উল্লেখ করা হল, সেই সমস্ত কলোনীগুলিতে কি এখন সেই সমস্ত ফার্মগুলি আছে না সেই ফার্মগুলি নেই ?

শ্রী বি, দাস :— ফার্মগুলি সবগুলিতেই আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এটা কি সত্য যে বিশ্রামগঞ্জ আদর্শ কলোনীতে এখন কোন ফার্ম নাই ?

শ্রী বি, দাস :— এখনও আছে।

শ্রীআভিকুল ইসলাম ঃ— এটা কি সত্য যে বিশ্রামগঞ্জ আদর্শ কলোনি এখন আর অদর্শ কলোনি হিসাবে ব্যবহৃত হয়না, রেশম'এর বাগান হিসাবে ব্যবহৃত হয় ?

শ্রী বি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে ডেমনষ্ট্রেটিভ ফার্ম করা হয়েছে এবং সেগুলিতে রেশম চাষ করা হয়।

শ্রীআভিকুল ইসলাম ঃ— আমি বলছিলাম যে বিশ্রামগঞ্জ আদর্শ কলোনিতে এখন আর সেই আদর্শ আদিবাসীরা নাই, কাজেই সেই কলোনীতে এখন রেশমের চাষ হচ্ছে। কাজেই সেখানে সেই ফার্মটা আছে কি নাই ?

শ্রী বি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশ্রামগঞ্জ যে আদর্শ আদিবাসী কলোনী সেটা আদর্শ আদিবাসী কলোনী হিসাবেই আছে এবং রেশমের চাষ যেটা নাকি সেখানে করা হচ্ছে সেই আদর্শ আদিবাসীদের জন্যই সেটা করা হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পাবেন, এ্যাগ্রিকালচারেল ফার্মগুলির মধ্যে কি কি ফসল উৎপাদন করা হয় ?

শ্রী বি, দাস ঃ— আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রীআভিকুল ইসলাম ঃ— এটা কি ঠিক নয়, যে সমস্ত কলোনীগুলির নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, এই সমস্ত কলোনীগুলির অধিকাংশ আদিবাসীরা চলে গেছে ?

শ্রী বি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একথাটা ঠিক নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন ফিশারীও এই ফার্ম্মের মধ্যে ইনক্লুডেড কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— যদি ফিশিকালচার এর উপযুক্ত জায়গা পাওয়া যায়, সেই সেই জায়গাতে করা হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি বিশ্রামগঞ্জ আদর্শ আদিবাসী কলোনীর মধ্যে ফিশারী স্কীমে সেখানে একটা লেভেল করা হয়েছিল, এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট থেকে সাহায্য দেওয়া হয়েছিল, সেই ফিশারিটা এখন আছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে সমস্ত আদিবাসী কলোনী ডেমনষ্ট্রেটিভ ফার্ম্মে ফসল উৎপাদন করা হয়, সেই ফসলের পরিমান কত হবে, কোন কলোনীর মধ্যে কত হবে ?

শ্রী বি, দাস ঃ— আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, বিশ্রামগঞ্জ আদর্শ কলোনী রাস্তার সামনে যে আইডিয়েল মডেল আদিবাসী কলোনী একটা বড় সাইনবোর্ড ছিল সেই সাইন বোর্ড টা এখন আছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রশ্নটা এবার এসেছে তার উত্তরে আমি বলব যে আমরা সাধারণতঃ সাইন বোর্ড সেখানে থাকবার জন্যই রেখেছিলাম, এখন যদি কেউ নিয়ে যেয়ে থাকেন তাহলে আমরা সেটা খোঁজ করে দেখব। আমরা সেটা সেখানে রাখার জন্যই করেছিলাম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি ঠিক নয় যে সেই আদর্শ আদিবাসী কলোনিটাকে রেশমের চাষের বাগানে রূপান্তরিত করার পর থেকেই সেখানে সাইন বোর্ডট পালটিয়ে সরকার থেকে সেখানে রেশম চাষের সাইন বোর্ড লাগান হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— আগেই বলা হয়েছে যে সেখানে একটা আদর্শ আদিবাসী কলোনীর সাইন বোর্ড ছিল, সেটা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন সাধারণতঃ দেখা যায় সাইনবোর্ড-গুলি যখন পুরান টুরান হয় তখন লোকে সেটা সরিয়ে নিয়ে যায়। তবে আমরা এনকোয়ারী করব কে নিয়ে গেছে, এনকোয়ারী করে পরে আমরা হাউসকে জানাতে পারব কে সেটা নিয়ে গেছে তার সঠিক তথ্যটা।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যখন নাকি সেখান থেকে আদর্শ আদিবাসী কলোনীর সাইন বোর্ডটা সরিয়ে নেওয়া হয়ে গেল বা চুরি হয়ে গেল তখন থানায় কোন ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— এটাতো জনসাধারণের কর্ত্তব্য। কলোনীর কর্ত্তব্য। যখন কলোনীতে আমরা দিয়ে দিই, কলোনী তখন যেন অথরিটি হয়, কো-অপারেটিভ গুলি ষ্টার্ট করা হয়, তাদের আণ্ডারে আসে, ল্যাণ্ড তখন তাদের হয়ে যায়। অতএব সেটা তাদেরি কর্ত্তব্য। তারা যদি সেটা করে থাকে তাহলে ভাল। না করে থাকলেও আইনানুগভাবে সেটা করা উচিত।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— তাহলে কি আমরা এই কথা মনে করব যে সেখানে আবার আদর্শ আদিবাসী কলোনীর সাইন বোর্ডখানা টাঙ্গানো হবে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—এটা যারা সেখানে কলোনী ইনমেট আছে তাদের উপর নির্ভর করে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বিশ্রামগঞ্জে আদিবাসী কলোনীতে ঢুকার রাস্তার মধ্যে একটা মস্তবড় সাইনবোর্ড আছে, সেই সাইনবোর্ডটা কিসের ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— আমি সেটা দেখে আসি নি। তবে মাননীয় সদস্য এই মাত্র বলেছেন যে সাইনবোর্ডটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব আর একটা সাইনবোর্ড সেখানে যদি থাকে সেটা মাননীয় সদস্য অবগত আছেন। আমি সেই সম্বন্ধে অবগত নই। সেটা না জেনে আমি বলতে পারি না। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এটা কি সত্যি নয় যে আদর্শ আদিবাসী কলোনীকে রেশম বাগানে রূপান্তরিত করার পর যে সমস্ত ট্রাইবেলরা ছিল সেখানে, তাদের যে টিন ছিল সেই টিনগুলি নীলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker—There are some questions given notice of by Shri Nripendra Chakraborty. I would call on Shri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Sudhanwa Deb Barma—822.

Shri B. Das— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 822.

QUESTION	ANSWER
1) total amount of money spent for each of the seed Multiplication Centres of Tripura.	The information is under collection.
2) total yield of seeds in each of them during 1964-65;	
3) whether the yield is on the increase ;	
4) if not, the reasons thereof ?	

Mr. Speaker— Then the second question.

Shri Sudhanwa Deb Barma— 670.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 670.

QUESTION	ANSWER
1) Whether the attention of the Govt. has been drawn to the Jagaran report of 12-2-66 which included some serious complaints against Sri Narayan Deb Nath, a night guard of Ghorakapa Dispensary, Sabroom;	Yes.
2) if so, steps taken in the matter ?	The matter is under enquiry. Necessary steps into the matter will be taken on receipt of the enquiry report.

Mr. Speaker—The next.

Shri Sudhanwa Deb Barma—830.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 830,

QUESTION	ANSWER
1) Whether the share of Industry in the total income of Tripura is on the increase ;	(1) Yes.
2) if so, the rate of increase of its share during 3rd 5 year plan period;	(2) (State income has been estimated at current prices upto 1963-64 which are as follows). Rate of Industies share to total income.
3) if the share is not on the increase the reasons thereof ?	(3) Does not arise.

1961-62	62-63	63-64
5. 17·/.	5. 88·/.	6. 07·/.

Mr. Speaker— Starred questions are all over There are some unstarred questions given notices of. I would request the Hon'ble Minister in-charge to lay on the Table of the House the replies of unstarred questions.

I will pass on to the next item.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER
REGARDING PANEL OF CHAIRMEN

In excercise of the powers conferred by Rule 11 of the Rules of Procedure and conduct of Business of Tripura Legislative Assembly, I do nominate the following members to form a PANEL OF CHAIRMEN—

1. Shri Umesh Lal Singh.
2. Shri Sunil Chandra Datta.
3. Shri Karunamoy Nath Choudhury.
4. Shri Birchandra Deb Barma.

Mr. Speaker :— Next item. ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING FORMATION OF COMMITTEES FOR THE YEAR 1966-67.

In excercise of the powers conferred by Rule 163 of the Rules of procedure and Conduct of Business of the Tripura Legislative Assembly, I do hereby nominate the following members of the Committees as mentioned below :—

(1) COMMITTEE ON RULES :

1.	Speaker,	Chairman, Ex-Officio.
2.	Deputy Speaker,	member.
3.	Shri Karunamoy Nath Choudhury,	—do—
4.	Shri Prafulla Kumar Das,	—do—
5.	Shri Abdul Wazid,	—do—
6	Shri Sunil Kumar Choudhury,	—do—

(2) BUSINESS ADVISORY COMMITTEE :

1.	Speaker,	Chairman, Ex-Officio.
2.	Deputy Speaker,	Member
3.	Shri Umesh Lal Singh,	—do—
4.	Shri Nishi Kanta Sarker,	—do—
5.	Shri Abdul Wazid,	—do
6.	Shri Aghore Deb Barma,	—do—

(3) COMMITTEE ON PRIVILEGES :

1.	Shri Monoranjan Nath,	Chairman.
2.	Shri Gopesh Ranjan Deb,	Member
3.	Shri Promode Ranjan Das Gupta,	—do—
4.	Shri Rajkumar Kamaljit Singh,	—do—
5.	Shri Bircharan Deb Barma,	—do—
6.	Shri Ramcharan Deb Barma,	—do—

(4) COMMITTEE ON PETITIONS

1.	Shri Gopesh Ranjan Deb,	Chairman.
2.	Shri Nishi Kanta Sarkar,	Member
3.	Shri Rajkumar Kamaljit Singh,	—do—
4.	Smt. Ranu Chakraborty,	—do—
5.	Shri Sudhanwa Deb Barma,	—do—
6.	Shri Hlura Aung Mog,	—do—

(5) COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS :

1.	Shri Umesh Lal Singh,	Chairman
2.	Shri Dasami Riang,	Member
3.	Shri Monchor Ali,	—do—
4.	Shrimati Ranu Chakraborty,	—do—
5.	Shri Hemanta Deb,	—do—
6.	Shri Bulu Kuki,	—do—

For the constitution of the committees on estimates and Public Accounts I have received the nomination of six candidates for each of the said Committees and as such I do hereby announce that the following Committees be constituted with the Members as noted for each below :—

(6) PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

1.	Shri Krishnadas Bhattacharjee,	Chairman
2.	Shri Sunil Chandra Datta,	Member.
3.	Shri Promode Ranjan Das Gupta,	—do—
4.	Shri Karunamoy Nath Choudhury,	—do—
5.	Shri Birchandra Deb Barma.	—do—
6.	Shri Atiqul Islam,	—do—

(7) COMMITTEE ON ESTIMATES :

1.	Shri Krishnadas Bhattacharjee.	Chairman.
2.	Shri Monoranjan Nath,	Member.
3.	Shri Prafulla Kumar Das,	—do—
4.	Shri Monchur Ali	—do—
5.	Shri Aghore Deb Barma,	—do—
6.	Shri Sudhanwa Deb Barma,	—do—

Mr. Speaker :—I would pass on to the next item. GOVERNMENT BUSINESS, Financial.

To day on the List of Business 3 demands viz. Demand Nos.—17 Agriculture, 38—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research and 18—Animal Husbandry are to be disposed of.

Members have received the list of business along with the APPENDIX showing demands to be moved by the Chief Minister and the Cut Motions to be moved by the members. Now the Chief Minister will move his demands standing in his name one by one when I call and as soon as the Chief Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Chief Minister to move the Demands Nos. 17—Agriculture and 38—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research together and I shall have one general debate on these two demands as they are of allied natures. Of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Chief Minister to move his Demand Nos. 17—Agriculture and 38—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement & Research together.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 48,17,000/-, —[inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day on March, 1967 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 10,92,000/-, [inclusive of

of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 38—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research.

এই দুইটি ডিম্যাণ্ড আমি হাউসের সামনে রাখছি, ত্রিপুরার কৃষির উন্নতি কল্পে কি কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং কৃষির উপর ত্রিপুরার জীবন নির্ভর করছে, অতএব গুরুত্বপূর্ণ এই দুইটি ডিমাণ্ড আমি হাউসের সামনে রাখছি। আমি আশা করছি হাউস সেটা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—Against Demand for grant No. 17—there are six Cut Motions tabled by Members and against Demand for Grant No. 38, there are two Cut Motions tabled by Members. I would first call on Shri Atiqul Islam to discuss on his two cut motions—

1) the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Mismanagement in the fishery development organisation.

2) to discuss on Mismanagement in the Agriculture Directorate.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—স্পীকার স্যার, এ্যাগ্রিকালচার এবং ফিসারী সম্পর্কে আজকে আমাদের আলোচনা হচ্ছে। জেনারেল বাজেট ডিসকাশনের সময়েতে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে আমি অনেক কিছু বলেছি। আমি আজকে ফিসারি ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাইছি। আমাদের রাজ্যে এ্যাগ্রিকালচারের পরে যদি কোন কিছু সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়, সেটা হচ্ছে ফিসারী। কাজেই ফিসারী ডেভেলাপমেণ্টের আমাদের কাছে খুবই প্রয়োজন। অথচ আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে ফিসারী যেভাবে ডেভেলাপড করা উচিত ছিল, তার শতাংশের একাংশও ডেভেলাপমেণ্ট হয়নি। টাকা পয়সা খরচ হয়নি তা নয়, খরচ হয়েছে, খরচ হবে, বহু রকমের স্কীম আছে, স্কীমের কোন অন্ত নেই। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের গভর্ণমেণ্টের একটা বাহাদুরী হচ্ছে যে তারা স্কীম করে স্কীমের টাকা খরচ করে যান কিন্তু তার কিছু জীপ গাড়ী বা পেট্রল খরচ করা ছাড়া আর কিছু কাজ সেখানে হয় না। কিছুক্ষণ আগে আমরা একটা কোয়েশ্চান করে দেখলাম যে একটা ফিল্ম ইউনিট আছে, টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে কিন্তু কোন কাজ সেখানে হচ্ছে না। ঠিক এইভাবে আমাদের টাকা খরচ হচ্ছে, মৎস্য মন্ত্রী আছেন, মন্ত্রীর কাছে মৎস্য যেতে পারে কিন্তু পাব্লিক কোন মৎস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাচ্ছেন না। কারণ আমাদের মন্ত্রীর মাথাগুলি অনেকটা চিংড়ি মাছের মাথার মত, ওতে মগজ নেই, ময়লা আছে। কাজেই সেখান থেকে আমরা খুব বেশী একটা আশা করিনা। সেখানে নাকি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একটু আগে বললেন যে আমরা ভিক্ষা চাইছি, এই রকম মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আমরা খুব বেশী আশা করি না। যেটা হচ্ছে আমাদের লেজিটিমেট ক্লেম, যেটা হচ্ছে আমাদের ন্যায্য পাওনা, এই অবস্থায় আমার মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন

আমরা ভিক্ষা চাইছি, সেই রকম মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আমাদের দেশের উন্নতি আশা করি না এবং আশা করলে পরেও আমরা ভুল করব। এইরকম মুখ্যমন্ত্রী যেখানে আছেন, সেখান থেকে কিছুই চাইতে পারি না।

Mr. Speaker :—You are to critisise the scheme, not the Minister.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— কাজেই আমি দেখছি যে আমাদের ফার্স্ট প্ল্যান, সেকেণ্ড প্ল্যান, থার্ড প্ল্যান, এই তিনটি প্ল্যানে আমরা ফিশারীতে ২০ লক্ষ টাকার উপর খরচ করে ফেলেছি। এটা কোন সহজ কথা নয়। এখন এই ২০ লক্ষ টাকার মাছ পেয়েছি কি না সন্দেহ আছে। এই ২০ লক্ষ টাকা খরচ করার পর আমাদের ২০ লক্ষ টাকার মাছ পয়দা হয়েছে কি না সেটা আমার জানা নাই। অবশ্য আমাদের অনেক অফিসার আছেন, পুটি মাছ অফিসার, কাতলা মাছ অফিসার, অফিসারের কোন অন্ত নাই। কিন্তু মাছটা পাওয়া যাচ্ছে না। এখন আমাদের ত্রিপুরাতে টোট্যাল নীড কত মাছের? আমরা যতদূর জানি, আমাদের টোট্যাল নীড হচ্ছে ১৯৬৬, সিক্স ক্রোরস্। আমাদের এখানে এ্যানুয়্যালী ফিস সীড প্রডাকশান হয়, ২.২৫ ক্রোরস্। কাজেই আমাদের ইম্পোর্ট করতে হয়েছে লাস্ট ইয়ারে ১.৯৬ ক্রোড়স্। কাজেই আমাদের এখন সর্টেজ দেখা যাচ্ছে ৪.২১ ক্রোড়স্ of fish seeds after 3rd Five Year plan, after incurring expenditure of Rs. 20,00,000/- আমাদের হচ্ছে এই সর্টেজ। কাজেই আমরা যে কতখানি উন্নতি করলাম এর দ্বারাই তা আমরা বুঝতে পারি। আমাদের থার্ড প্ল্যানে একটা পরিকল্পনা ছিল যে আমাদের ইনল্যাণ্ড যে ওয়াটার আছে তার একটা সার্ভে করা হবে। সার্ভে করার জন্য সেকেণ্ড প্ল্যানে স্টাফ নেওয়া হয়েছে, সেকেণ্ড প্ল্যান শেষ হয়েছে, থার্ড প্ল্যানের শেষ বছর এটা চলছে, কিন্তু সার্ভে কিছু হল কি হল না তা আমরা জানি না। তবে টেকনো ইকনমিক সার্ভে বলেছে যে আমাদের ত্রিপুরাতে আট হাজার একর অব বিলস এণ্ড ট্যাংকস আছে, যেগুলির মধ্যে আমরা মাছের চাষ করতে পারি এবং তারা বলেছেন যে ডিউরিং দি থার্ড প্ল্যান পিরিয়ড আমরা তিন হাজার একর অব ওয়াটার ল্যাণ্ড সার্ভে কমপ্লীট করতে পারি। টেকনো ইকনমিক সার্ভে, তারা ১৯৬৩তে যখন সার্ভে কমপ্লীট করে গেছেন তারা সেখানে এই মন্তব্য করে গেছেন। অথচ সেই হিসাবের সঙ্গে তুলনা করলে আজ পর্য্যন্ত আমরা কি করেছি? আজ পর্য্যন্ত আমাদের সার্ভে কি হয়েছে? প্রকৃতপক্ষে সেখানে কিছুই করা হয়নি। কাজেই এইভাবে আমাদের একটা মিসমেনেজমেণ্ট ফিশারী ডিপার্টমেণ্টে চলছে এবং সেই মিসমেনেজমেণ্ট যদি চলতে থাকে, তাহলে আমরা ফিশারীতে সেলফ সাফিশ্যাণ্ট কবে হব তা আমরা জানি না। আমাদের যে সমস্ত ফিশারিগুলি ছিল এইগুলি প্রায় সবগুলি বিভিন্ন প্রাইভেট পার্টির কাছে লীজ আউট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমরা কি চাইলাম, আমাদের মাছ হক কি না হক এটা আমাদের কাছে বড় কথা নয়, আমাদের একটা টাকা পেলেই হল। আমরা এইগুলি ডাকে তুলে ইজারা দিয়ে দিলাম, ইজারাদাররা নিয়ে মাছ করল কি না করল, সেই মাছ হল কি না হল সেই সম্পর্কে আমাদের কোন দায় দায়িত্ব নাই, আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে আমরা একটা ফিক্সড এ্যামাউণ্ট, একটা

ফিক্সড টাকা আমরা সেখানে চাই। কাজেই এই ভাবে আমরা শুধু টাকাই যদি চাই, ফিশারীর উন্নতি হউক কি না হউক তা আমরা না দেখি, তা হলে আমরা কখনও আমাদের রাজ্যে ফিশ প্রডাকশান বাড়াতে পারব না।

আমাদের থার্ড প্ল্যানে ছিল যে, রুদ্রসাগরে যে ফিশারীটা আছে সেখানে আমরা কয়েকটা নার্সারী ট্যাঙ্ক করব। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে একটাও নার্সারী ট্যাঙ্ক করা হয়নি। আমাদের স্কীম ছিল অনেক ছাত্রকে ফিশারী সম্পর্কে ট্রেনিং দিয়ে আনব, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটা ছাত্রকেও ফিশারীতে ট্রেনিং দিয়ে আমরা আনতে পারিনি। এইভাবে আমরা দেখছি যে আমাদের প্ল্যান বা আমাদের স্কীমে যে সমস্ত জিনিষ ফুলফিল করার কথা ছিল, অধিকাংশই ফুলফিল করতে পারিনি, যদিও সেই স্কীমের এ্যাগেইনস্টে যে টাকাটা ছিল, সেই টাকাটা সেখানে খরচ হয়ে গেছে। আমরা এমন কমপ্লেনও পেয়েছি যে আমরা কলকাতা থেকে যে সমস্ত ফিস ইমপোর্ট করি, সেখান থেকে যে কোয়ান্টিটির বা কোয়ালিটির ফিস পাঠানোর কথা, ঠিক সেই কোয়ান্টিটি বা কোয়ালিটির ফিস আসে না। এখানে পৌঁছবার পর দেখা যায় যে তার মধ্যে অনেক খারাপ এবং ঠিক সাইজের ফিস থাকে না এবং ঠিক সেই পরিমাণ ফিস সীডস্ থাকে না। অথচ সেখানে বিল পেমেন্ট হয়ে যায় এবং এই নিয়ে ফিসারী ডেভেলাপমেন্ট অফিসে অনেক গোলমাল হয়ে গেছে। অনেক দোকানদার সেখানে হাজির হয়েছে এবং বলেছে যে আমরা কি করে চালাই? যে রকম ফিস সীডস্ আমাদের পাওয়ার কথা সেই রকম ফিস সীডস্ আমরা পাই না। অথচ সেটাকেও সার্টিফিকেট দিতে হবে, পেমেন্ট করতে হবে, নানা রকম অজুহাত তুলে যেমন অন দি ওয়ে নষ্ট হয়ে গেছে ইত্যাদি বলে। এইভাবে যদি চলে তাহলে পরে আমাদের ফিসারী ডেভেলাপমেন্ট কি করে হবে? কাজেই ফিসারীতে যে অর্থ অপচয় হচ্ছে এইগুলিকে যদি আমরা যথাযথভাবে বন্ধ করতে না পারি তাহলে পরে আমাদের ফিসারী ডেভেলাপমেন্ট কখনও হবে না।

ফিসারী ডেভেলাপমেন্ট সম্পর্কে আমি আর একটা কথা বলতে চাই। ফিস হচ্ছে অত্যন্ত পেরিশেবল গুডস্। যদি আমরা কোল্ড স্টোরেজের অ্যারেঞ্জমেন্ট না করি বিভিন্ন জায়গায়, তাহলে এই ফিসারী ইণ্ডাষ্ট্রিকে আমরা ডেভেলাপ করতে পারব না এবং যাতে ফিসগুলিকে আমরা টিকিয়ে রাখতে পারি তার জন্য কিছু আইস্ প্ল্যাণ্টস্, কিছু বরফের ফ্যাক্টরী বিভিন্ন জায়গাতে করা দরকার যাতে নদী থেকে বা বিল থেকে ধরার পরও মাছটা দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখতে পারা যায়। কাজেই বরফের ব্যবহার যদি আমরা বাড়াবার চেষ্টা না করি বা কোল্ড স্টোরেজ যদি আমরা বিভিন্ন জায়গায় না করি তাহলে শুধু টাকা পয়সা খরচ করে আমরা আমাদের ফিসারীকে ডেভেলাপমেন্ট করতে পারব না। কাজেই ফিসারীকে ডেভেলাপমেন্ট করতে গিয়ে এই সমস্ত জিনিষগুলো আমাদের মনে রাখা দরকার। আমাদের এটাও মনে রাখা দরকার যে আমাদের ত্রিপুরাতে ছিলের মধ্যে অনেক ছরা আছে, অনেক বিল আছে। যদি আমরা ছরাগুলিতে বা বিলগুলিতে বাঁধ দিয়ে মাছের চাষ করি তাহলে সেখানে আমরা অনেক মাছ উৎপাদন করতে পারি। কাজেই

কেবল শহরে রাস্তার পাশে কতগুলি ট্যাঙ্কের দিকে নজর না দিয়ে আজকে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যে সমস্ত জায়গা আছে সেখানেও কি করে ফিসারী ডেভেলাপ করা যায়, আমাদের এখানে যারা ট্রাইবেলস্ আছে তাদের কিভাবে এই সমস্ত স্কীমের কাজে লাগানো যায়, সেদিকে অ্যাটেনশান দেওয়া প্রয়োজন। সেজন্য উইদিন টু হিলস্ যে সমস্ত জলা বা বিল আছে সেগুলির মধ্যে ফিসারী করার চেষ্টা গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে থাকা উচিত। আমরা দেখেছি যে ২০ লক্ষ টাকা তারা তিনটা প্ল্যানে খরচ করেছেন এবং হয়ত আরও টাকা তারা খরচ করতে থাকবেন। কিন্তু ফিসারীর কোন ডেভেলাপমেন্ট হবে না।

এখানে আমি অ্যাগ্রিকালচার সম্পর্কে দুয়েকটা কথা বলতে চাই অ্যাজ রিগার্ডস্ এমপ্লয়ীজ। এমপ্লয়ী মানে যারা নাকি ভি, এল, ডব্লিউ বা অ্যাগ্রি অ্যাসিস্টেন্ট তারা অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়েছে। ভি, এল, ডব্লিউ, এবং অ্যাগ্রি অ্যাসিস্টেন্ট সেম র‍্যাঙ্কের এবং তাদের ডিউটি সেম্। যখন তারা ব্লকে থাকে তখন তাদের একটা বলা হয়, আর যখন নাকি ব্লকের বাইরে আসে তখন তাদের আর একটা বলা হয়। সেম পার্সন, সেম র‍্যাঙ্ক এবং তাদের পে স্কেলও সেম, সবকিছু সেম্। কিন্তু যখন নাকি তাদের পে স্কেলটা রিভাইজড করা হল তখন ভি, এল, ডব্লিউ, অ্যাগ্রি অ্যাসিস্টেন্ট এই দুটো কথা না লিখে শুধু অ্যাগ্রি অ্যাসিস্টেন্ট লিখা হল। ভি, এল, ডব্লিউ লিখা হল না। এখন ভি, এল, ডব্লিউটা না লিখার ফলে ওদের পে স্কেলটা আর রিভাইজ্‌ড হয়নি। কোন কোন ব্লকে, যেমন খোয়াই, কমলপুরে, ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার মনে করেছেন যে অ্যাগ্রি অ্যাসিস্টেন্টদের যখন রিভাইজড্ হয়েছে তখন ভি, এল, ডব্লিউদেরও নিশ্চয়ই রিভাইজড্ হয়েছে। এই মনে করে তারা রিভাইজড্ পে স্কেলে টাকা ড্র করে এমপ্লয়ীদের পেমেন্ট করে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে ডিরেক্টার অব অ্যাগ্রিকালচার বললেন তুমি তো এটা করতে পার না। কারণ ওদের পে স্কেল রিভাইজড্ হয় নি। শুধু অ্যাগ্রি অ্যাসিস্টেন্টদের হয়েছে। এটা হওয়ার ফলে যাদের রিভাইজড্ রেটে বেতন দেওয়া হয়েছিল তাদের থেকে বর্ধিত বেতনটা বছর বছর কেটে নেওয়া হচ্ছে। এটার একটা শেষ হওয়া দরকার। কারণ ভি, এল, ডব্লিউ বা অ্যাগ্রি অ্যাসিস্টেন্ট আর সেম্। ডিউ টু সার্টেন মিসটেক্স হয়ত ভি, এল, ডব্লিউ কথাটা লিখা হয় নি। কিন্তু তার জন্য তারা আজকে পর্য্যন্ত কষ্ট ভোগ করবে এটা হতে পারে না। কাজেই এই বিষয়টার একটা আশু সমাধান হওয়া প্রয়োজন। আমি এইটুকুই বলব।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭তে আমার একটা কাট মোশন আছে। আমার কাটমোশনের সমর্থনে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। এখানে আমরা অনেক সময় দেখি সরকারীভাবে বা বিভিন্ন ব্লকের মাধ্যমে গ্রো মোর ফুড প্রভাকশনের অংগ হিসাবে আজকে যে সমস্ত বীজগুলি দেওয়া হয় তারমধ্যে যে কত ত্রুটি বিচ্যুতি আছে এবং কৃষকরা যে সমস্ত বীজ পাচ্ছেনা তার বহু ঘটনা আছে। যেমন আমি একটা ঘটনা

এখানে উল্লেখ করব। যখন নাকি জনসাধারণের বীজ ধানের দরকার তখন তাহাদিগকে যথা-সময়ে সাপ্‌লাই দেওয়া হয়না, এটা একটা জিনিষ। তদুপরি যে সমস্ত বীজের ধান বা আলুর বীজ দেওয়া হয় এইগুলি ঠিক মততো দেওয়া হয়ই না এমনকি যা দেওয়া হয় তার অধিকাংশই থাকে খারাপ। গত কিছুদিন আগে গ্রো মোর ফুডের ভিত্তিতে প্রত্যেক ব্লক থেকে খাদ্য উৎপাদন করার জন্য বহু রকম প্রচার হয়েছে। তার অংগ হিসাবে জিরানিয়া ব্লক থেকে একটা ছরা বাধ দেওয়ার জন্য এক হাজার টাকা দেওয়া হয়। ছরা বাঁধ দিয়ে ক্ষেতের মধ্যে জল আটকালে পরে সেখানে বোরো ফসল উৎপাদন করা হবে। তারপর এক হাজার টাকা দিয়ে ছরা যখন বাঁধ দেওয়া হল; কৃষকরা যখন জলও ক্ষেতের মধ্যে আটকালো তখন জনসাধারণ খুব উৎসাহে ব্লক থেকে বোরো ধানের বীজ আনলো। কিন্তু একটা চারাও উঠলো না। সবগুলি বীজই খারাপ। সেখানে সমস্ত মাঠটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রইল। সেখানে জলের কোন অভাব নাই। জল আছে। কিন্তু মাঠটা খালি পড়ে আছে। এইভাবে এবার বীজ সাপ্‌লাই করা হয়েছিল। প্রথম প্রথম তো আলুর বীজ নাই। তার পরবর্তী সময়ে কৃষকদের এইকথা বলা হল যে তোমরা অগ্রিম টাকা দাও। অ্যাগ্রিক্যালচার্যাল ইউনিট যে সমস্ত মফঃস্বল এলাকাগুলিতে আছে, যেমন চড়িলাম এলাকার মধ্যে আছে অ্যাগ্রিকালচার্যাল ইউনিট বা বিভিন্ন এলাকার মধ্যে বহু আছে, প্রায় প্রত্যেক এলাকাতে বলা হয় যে তোমরা অগ্রীম টাকা জমা দাও তারপর তোমাদের আলুর বীজ এনে দেওয়া হবে। তারপর টাকা জমা দেওয়া হল। আমার গ্রাম থেকে রবীন্দ্র দেববর্ম্মা, নিরঞ্জন দেববর্ম্মা, একজন দুইজন নয় এইরকম বহু মানুষ, অগ্রীম টাকা জমা দিল। তারপর তারা আলুর বীজ পেল ঠিকই কিন্তু সবগুলি বীজই নষ্ট। একটা আলুও উঠল না। এইভাবে একজন দুইজন'এর ব্যাপারে নয়। আজকে সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত বহু কৃষক অর্থাৎ ক্যাস ইনষ্টলমেণ্টে যে আলুর বীজ দেওয়া হয়েছিল, প্রায় সবটাই খারাপ, সবই নষ্ট হয়ে গেছে। টাকা পয়সা নষ্ট, পরিশ্রম নষ্ট, এইভাবে অনেক কৃষককে দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল। অর্থাৎ আলুর বীজ সাপ্লাই করার নামে বোরো ধানের বীজ সাপ্লাই করার নামে যে সমস্ত কৃষকরা আজকে পরিশ্রম করল, কোন কোন জায়গায় আলুর চাষ তারা করল, কোন কোন জায়গায় ছড়ার উপর বাঁধ তারা দিল, তদুপরি এই ফসলগুলি রক্ষা করার জন্য, (বর্ত্তমানে বাঁশের যে অবস্থা, মুলি বাঁশত পাওয়াই যায়না,) অনেক কষ্ট করে বেড়া দেওয়ার পর দেখা গেল যে আলুর বীজ উঠল না। এইভাবে বহু কৃষককে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়েছে, এই হল অবস্থা। তদুপরি পরবর্ত্তী সময়ে যখন আলুর বীজ সরকার পক্ষ থেকে বিলি করা হল, ঠিক ঠিক সময়ে সেটা দেওয়া হলনা, প্রায় অগ্রহায়ণ মাস শেষে এই বীজ দেওয়া হল। কিন্তু ফসল রোপণ করার একটা সময় থাকে, সে মাসকলাই হউক, বা মরিচই হউক, প্রায় প্রত্যেক জিনিষই একটা সময়ের মধ্যে না করলে ভাল হয়না, এটা প্রত্যেকেরই জানা আছে। কিন্তু আমাদের এগ্রিক্যালচার ডিপার্টমেণ্ট—উনাদের সেই সম্পর্কে ভাল জ্ঞান আছে কিনা জানিনা। অসময়ে উনারা আলুর বীজ আনলেন। তখন অনেক জায়গার মধ্যেই যে যেখান থেকে পারে বীজ যোগাড় করে আলু রোপণ করল, করার পর একদিন

বাই দি বাই আমি স্নেহকুমার চাকমা আরও কয়েকজন আমরা ছিলাম, আমরা মিটিং করে জমাতিয়া হাউদা সম্মেলন থেকে ফিরার পথে গোমতি ঘাটের মধ্যে আমরা অনেকক্ষন মটরের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম, তখন সাবরুম থেকে এক ভদ্রলোক আলুর বীজ বিক্রী করার বোধ হয় কোন কণ্ট্রাক্ট পেয়েছে, সে গাড়ীর মধ্যে আগরতলা আসার পথে যে কাহিনী বললেন, অগ্রহায়ণ মাস তখন প্রায় শেস আলুর বীজ খাওয়ার জন্য নিতে পারা যায় তখন, কিন্তু লাগানব জন্য তখন আর কোন অর্থ হয় না। তখন ইনসট্রাকশান দেওয়া হয়েছিল বি, ডি, ও অফিসগুলিতে যে তোমরা যেমন পার বিলি করে দাও। কৃষক পয়সা দিয়ে কিনুক, না কিনুক এটা প্রশ্ন নয়, ফর্মালিটি মেইনটেইন করে কিভাবে একটা ফর্মের মধ্যে দস্তখত লিখে লোন হিসাবে তোমরা বিলি করে এইগুলি শেষ কর।

তারপর অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যখন এই আলুব বীজ বিলি করা হয় তখন আব হালচাষ করার সময় নাই, কাজেই অনেকেরই নেওয়ার ইচ্ছা নাই, জোরজববদস্তি করে অনেককে দেওয়া হল এবং অনেকে নিতে চাইল না, তখন অনেক বাবুরা নাকি সস্তায় বিক্রী করে এইগুলি শেষ করেছেন, এই হল অবস্থা কাজেই আজকে একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে দেশে খাদ্যসংকট—শুধু চাউল সংকট নয়, প্রত্যেক জিনিষেরই সংকট, এই অবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থাকে যদি বাড়াতে হয় বা শক্তিশালী করতে হয়, এই যে বোরোধানের বীজ বা যে কোন ধানের বীজ বা আউস ধানের বীজই হউক, আলুর বীজই হউক সেটা ভাল হওয়া দরকার এবং যে যে সময়ে সাপ্লাই করা দরকার সেই সময়ের মধ্যেই সাপ্লাই করা উচিত। কিন্তু আমাদের এগ্রিক্যালচার ডিপার্টমেণ্ট'এর মধ্যে এই খাতে কম হলেও একটা ব্যয়বরাদ্দ আমরা রাখি কিন্তু এইগুলি ঠিক ঠিক বা যথাযথভাবে যদি ইউটিলাইজ করা হত বা ব্যবহার করা হত তাহলে হয়ত নিশ্চয়ই অন্ততঃ কিছু পরিমান হলেও আমাদেব চাহিদা অনেকাংশে পূরণ হত, কিন্তু এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রীমগুলিই হউক বা প্রশাসন কর্ত্তৃপক্ষই হউক, এই ডিপার্টমেন্টেব যারা কর্তৃপক্ষ তাদের খামখেয়ালীব জন্য আজকে কৃষকরা যে একটা অবস্থার মধ্যে আছে, খাদ্য উৎপাদন বাড়ানব জন্য এই খাতে টাকা ব্যয়বরাদ্দ আমরা রাখি কিন্তু যে টাকা আমরা এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ রাখি তা ঠিক ঠিক ভাবে ইউটিলাইজ করা হয়না এবং খেয়ালখুশি মত এইগুলি সমস্ত মিসইউজ করা হয়। কাজেই এই অবস্থা যদি আজকের দিনে চলতে থাকে তাহলে আমরা হয়ত বর্ত্তমানে এই খাতে যে ব্যয়বরাদ্দ রেখেছি, তার থেকে যদি দুই তিনগুণও রাখি তবুও আমাদের সমস্যার কোন সমাধান হওয়ার লক্ষণ দেখিনা। কাজেই যে টাকাগুলি আমরা রাখি এই টাকাগুলি যাতে সৎ ব্যবহার হয় সেইদিকে নজর রাখা দরকার। তদুপরি সার সম্পর্কে, ম্যাসুর সম্পর্কে এবং তার ইউজ সম্পর্কে অধিকাংশ কৃষকরা উৎসাহ পায়না, কারণ এটা সম্পর্কে ঠিক ঠিক অভিজ্ঞতা তাদের নাই। সেইদিক দিয়া আজকে অবশ্য গ্রাম অঞ্চলের মধ্যে ভি, এল, ডবলু বা বিভিন্ন রকম পঞ্চায়েত সেক্রেটারী তাদের কর্ত্তব্য অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে করে থাকেন এবং করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সমস্ত জিনিষটা যেমন একটা ফর্ম্মেলিটির মধ্যে দিয়ে চলছে। যে সমস্ত কর্মচারী আমরা সাধারণতঃ রাখি, কৃষকদের গ্রামাঞ্চলে

উন্নত প্রথায় চাষ আবাদ করতে যাতে তারা উৎসাহ পায় সেইদিকে তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য, সেই সমস্ত যদিও চলেছে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা যখন যাই, তখন আমরা দেখি যে সমস্ত জিনিষটা যেন একটা ফর্মালিটি, আগাগোড়া, যাওয়া আসা বা কয়েকজন লোকের কাছে কিছু বলা এই করলেই যেন তাদের দায়িত্ব খালাস হয়ে গেল, বাস্তব জীবনের মধ্যে কৃষকদের মধ্যে থেকে, তাদের হাতেনাতে শিক্ষা দেওয়া, সেইদিকে কোন ব্যবস্থা সেখানে দেখিনা আর যেখানে যেখানে ফাসের প্রয়োজনীয়তা ওয়াকিবহাল করা যায়, সেখানে ফাস দেওয়ার ব্যবস্থা বা শিক্ষা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই আজকে যদিও আমরা বাজেটে এই বাবদ টাকা রেখেছি কিন্তু যদি ব্যবহার সম্পর্কে জনসাধারণকে সজাগ করতে না পারি, তাহলে এই বাজেটে এই খাতে ব্যয়বরাদ্দ রাখার কোন যৌক্তিকতা আমি দেখিনা। কাজেই আজকে হাতে নাতে তাদেরকে শিক্ষা আমাদের দেওয়া উচিত, তাদের বুঝান উচিত যে ফাস দিলে, সার দিলে ফলন বেশী হয়, এই সমস্ত জিনিষ বুঝান দরকার, তাহলে পরেই বাজেটের যে ব্যয়বরাদ্দ আমরা রাখছি তার সার্থকতা হবে, নতুবা আমরা শুধু ফর্মেলিটিই মেনটেইন করে বাজেটের টাকা খরচ করার জন্য ফাস, ম্যানুর কিনে ইক করব, এইগুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহার করা না হয়, তাহলে আমরা টাকা পয়সা অবশ্য খরচ করব কিন্তু ফসল উৎপাদন সেইরকমভাবে বাড়বেনা, যে তিমিরে আছি বা ছিলাম সেই তিমিরেই থাকব এই হচ্ছে অবস্থা।

Mr. Speaker :—Shri Birchandra Deb Barma to discuss on his Cut Motion. The Cut motion is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Failure of Agriculture Directorate to improve the conditions of agriculture in Tripura.

Shri Birchandra Deb Barma :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এ্যাগ্রিকালচার হেডে আমরা একটা মোটা অংক রেখেছি—৭৮,১১,০০০/-এর মধ্যে যে সমস্ত হেড বা সাব-হেড আছে, সে দিকে যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে দেখা যাবে এটা হচ্ছে—merely for establishment purpose and staff, their allowances and Honoraria. যেমন এই ডিম্যাণ্ডের ফার্ষ্ট আইটেম হচ্ছে এ-সুপারইনটেনডেন্ট, সেটাতে পে এণ্ড এ্যালাউয়েন্সস অব ডিরেক্টার অব এ্যাগ্রি-কালচার, ডিপুটি ডিরেক্টার, সুপারিনটেনডেন্ট অব এ্যাগ্রিকালচার জোন্যাল অফিসার এণ্ড দ্যায়ার অফিস এস্টাব্লিশমেন্ট। কাজেই সেখানে এ্যাগ্রিকালচারের কোন নাম গন্ধ নাই। অবশ্য বলতে পারেন যে ওরা হচ্ছে হেড অব দি ডিরেক্টরেট। কাজেই ডিরেক্টরেট মেনটেইন করতে হলে পরে তাদের ছাড়া কি করে মেনটেইন করব। একথা বলতে গিয়ে আমার বংকিম চন্দ্রের কথাই মনে পরে। বংকিম চন্দ্র বলেছিলেন যে দেশের সুখ বৃদ্ধি হচ্ছে, শ্রী বৃদ্ধি হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু সেই রাম শেখ, যদু মণ্ডল, যারা ক্ষেতে সকাল সন্ধ্যায় চাষ করে, তাদের কোন উন্নতি আমিত দেখলাম না, তারা যে সেই আদিম প্রথায় চাষ করেই চলেছে, তারা সেখানে লেংটি পরে গরু ঠেলে কোন মতে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে, তাদের কোন উন্নতি দেখলাম না। কাজেই আজকে

আমাদের পরিষ্কারভাবে একটা জিনিষ চিন্তা করা দরকার। আমরা ঠাট বজায় রাখব না প্রকৃতপক্ষে কৃষকের শ্রী বৃদ্ধি করব। একটা কথা মনে পরে যে যখন একটা জমিদার ফেমিলি, হয়ত তার ধীরে ধীরে সেই অবস্থা পরে যাচ্ছে, জমিদার ক্ষয়িষ্ণু বংশ'এর তার যে এক্সপেনডিচার বেড়ে যাচ্ছে, অথচ আয় নাই সেই অবস্থায় ধীরে ধীরে মা লক্ষ্মী বিদায় নেয় এবং বিদায় নেওয়ার সময় মা লক্ষ্মী বলেন যে তোমার ঠাট বজায় রাখব না আমাকে ছাড়বে? তখন যে জমিদার পুত্র তিনি বলেন মা লক্ষ্মী তুমি যেতে হয় যাও কিন্তু আমি ঠাট ছাড়তে পারব না। আজকে আমাদের সেই অবস্থা হচ্ছে। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা চলে যাচ্ছে। ফার্ষ্ট প্ল্যান, সেকেণ্ড প্ল্যান, থার্ড প্ল্যান, তিন তিনটি পরিকল্পনা ত্রিপুরায় হয়েছে এবং বর্তমানে যে বাজেট এষ্টিমেট তার মধ্যে চতুর্থ পরিকল্পনার যে ফার্ষ্ট ইয়ার বাজেট এলটমেণ্ট তাও রাখা হয়েছে, অথচ আমরা জানতে পারি না—অন্ততঃ কাউন্সিলে যখন ছিলাম, তবুও থার্ড প্ল্যানের খসরা পেয়েছিলাম, কিন্তু ফোর্থ প্ল্যান কি জিনিষ, এ্যাসেমব্লীর মেম্বার হওরা সত্বেও আমরা সেটা জানতে পারছি না, অথচ ফোর্থ প্ল্যানের একটা একসপেণ্ডিচার যেটা হবে সেটা এখানে (১৯৬৬-৬৭') রাখা হয়েছে। ব্যাপার হচ্ছে তাই, যে আমাদের ঠাট বজায় রাখতে হবে। একসপেনডিচার আইটেম বি অ্যাগ্রিকালচারাল একসপারিমেণ্ট অ্যাণ্ড রিচার্স এর মধ্যে আমরা কি দেখতে পাই Provision for pay and allowances for horticultural officer, plant protection officer, various development officers, Agricultural Inspector, Agricultural Asstt. Supervisor, Research Assistant, Overseer etc,, clerical and other establishment. কাজেই এষ্টাব্লিশমেণ্টর পর এষ্টাব্লিশমেণ্ট রেখেই কি আমরা অ্যাগ্রিকালচারের অবস্থার উন্নতি করতে পারব? আমি তো মনে করি এই সমস্ত টাকা দিয়ে যদি আমরা কৃষকদের জন্য উন্নত ধরণের সার দেওয়ার ব্যবস্থা বা উন্নত ধরণের বলদ দেওয়ার ব্যবস্থা করি তাহলে তার চাইতে অনেক কিছু উপকার আমরা করতে পারব। আমরা এইসব হাতী পোষে করব কি? আমাদের এইসব শ্বেত হস্তী, শ্বেত হস্তী নয়, এখন কৃষ্ণ হস্তী। ইংরাজ আমলে শ্বেত হস্তী পোষার সখ ছিল। এখন শ্বেত হস্তী চলে গেছে। এখন কৃষ্ণ হস্তী আমাদের কাঁধে এসে পড়েছে। সেই কৃষ্ণ হস্তী পোষার সখ কেন? অ্যাগ্রিকালচারের শ্রী বৃদ্ধির জন্য আমরা কি এইসব কৃষ্ণ হস্তী পোষার খোরাকী দিয়ে যাব? তারপর আরও আছে আইটেম 'ডি' অ্যাগ্রিকালচার্যাল রিচার্স contains provision for pay and allowances for Asstt. Soil Chemist, Agronomist, Plant Breeder, Scientific Assistant, Research Asstt. Farm Superintendent, Manager, cost of cultivation, implements, instruments so and so. কাজেই এখানেও সেই পে অ্যাণ্ড এষ্টাব্লিশমেণ্ট দেখি। এরদ্বারা আমরা অ্যাগ্রিকালচারের কি উন্নতি করতে পেরেছি। তারপর আছে আইটেম নং 'ই'—Agricultural Demonstration Propaganda and Exhibition, provides for expenditure for Agricultural Information Officer, Artist, Operator, Agricultural Exhibition Officer, Photographer, Overseer etc. cost of public fair

and so and so. এখন এই সমস্ত লোকের প্রভিশন হচ্ছে ভাল কথা কিন্তু শুধু প্রভিশন হলেই তো চলবে না। দেশের যদি খাদ্য শস্য বৃদ্ধি করা না যায় তাহলে শুধু লোককে এমপ্লয়মেণ্ট করলেই চলবে না। লোককে খাওয়া দেওয়া দরকার। কাজেই মোট কথা হচ্ছে যদি আজকে অ্যাগ্রিকালচার উন্নত করতে হয় তাহলে সত্যিকার অ্যাগ্রিকালচারের কাজে যাতে লাগে, যারা কৃষক, যারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আপ্রাণ খাটে সেই আদিম যুগের কৃষি কার্যের যে হল চালনা সেই হল চালনা করে যারা চলছে তাদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। তা না হলে এইসমস্ত ডেমনস্ট্রেশন, এই সমস্ত পাবলিসিটি, এই সমস্ত ডিরেক্টরেট, এই সমস্ত ফিল্‌ড অ্যাসিষ্টেণ্ট, এতে কিছু হবে না। ম্যানিউর সম্পর্কে আমরা যে অডিট রিপোর্ট দেখেছি, তাতে দেখেছি যে ম্যানিউর এর অবস্থা কি হয়েছে। ম্যানিউরের কথা ছিল সেগুলি ডিষ্ট্রিবিউট করতে হবে, সাবসিডি দিতে হবে। এখন আমরা সেগুলি সব ফ্রী ডিষ্ট্রিবিউট করে দিয়েছি। এখন দেখা গেল যে যারা ভি, এল, ডব্‌লিউ রয়েছে তাদের নামে আমরা এক একটা অ্যাকাউণ্ট রেখেছি। এখন তাদের কাছ থেকে আদায় করতে হবে। এই যে বলেছিল যে পটেটো সীডস্‌ দিতে হবে, সময় চলে গেছে অথচ দিতে হবে, না দিলে কৈফিয়ত দিতে হবে। সেই অডিটারের কাছে বলতে হবে কেন সেভিং হল ইত্যাদি। কাজেই যেন তেন প্রকারেণ সেটা দিতে হবে। এটাকে একস্‌জষ্ট করতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের পলিসি। ডিপার্টমেন্টের যাতে জবাব দিচ্ছি করতে না হয় তারজন্য ফাইলে সব কাজ ঠিক করে ফেলা হচ্ছে। আমাদের সীডস্‌ আসছে যখন আমাদের সীডের কোন দরকার নাই। আমাদের ম্যানিউর আসছে যখন আমাদের ম্যানিউরের কোন দরকার নাই। সেই ম্যানিউর কি করে কৃষককে দেবে তার কোন ব্যবস্থা নাই। ম্যানিউর আমরা দিয়েছি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভি, এল, ডব্‌লিউ যারা আছে তাদের কাঁধে আমরা অংক রেখে দিচ্ছি। তারা ফ্রীলি ডিষ্ট্রিবিউট করে ফেলেছে। তাদের বলে দেওয়া হয়েছে যে অ্যানি হাউ সেগুলি একজষ্ট করে ফেল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে এই ম্যানিউরগুলি ফ্রীলি ডিষ্ট্রিবিউট করার নয়। এটা ক্রেডিটেও বেচবার নয়। এখন আমরা শেষ পর্য্যন্ত ভি, এল, ডব্‌লিউদের ঘাড়ে এক একটা অংক রেখে দিয়েছি। এখন বেচারারা কোথা থেকে দেবেন? দেবার কোন রকম সহায় সম্বল নাই। তারা অতি অল্প বেতনে চাকরী করে। কাজেই সরকারের সেই সমস্ত সখের জিনিষ যা বিলিয়ে দিয়েছিল তার জন্য তাদের সমস্ত রকম ব্যয় তাদের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছে। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে জল সব সময় নীচের দিকে গড়ায়, উপর দিকে গড়ায় না। কাজেই এই সমস্ত সরকারের বিলাস, তার সমস্ত ব্যয়ভার গিয়ে পড়ে এইসব ভি, এল, ডব্‌লিউদের উপর। কাজেই মোট কথা আমি এখানে বলছি, পূর্ব্বেই বলেছি যে অ্যাগ্রিকালচার সম্পর্কে আমরা যদি কোন কিছু করতে যাই একটা সত্যিকারের প্রডাক্‌টিভ ধরণের একটা ফার্ম্ম আপনারা করুন যে ফার্ম্ম দ্বারা সাম টনস্‌ অব রাইস, যেমন ওয়ান হাণ্ড্রেড টন্‌স অব রাইস সরকারের গোদামে দিতে পারা যায় তার ব্যবস্থা করুন। এই রকম যদি একটা প্‌ল্যান আপনারা নেন, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে জায়গার অভাব নেই। সেই রকম ফার্ম্ম আপনারা ইমপ্রুভড মেথডে করুন। ট্রাকটার চালান। সেক্রেটারিয়েটের সামনে ট্রাকটার চালানো নয়, বড়লোকের বাড়ীর সামনের উঠানে ট্রাকটার চালিয়ে নয়, অ্যাগ্রিকালচার্যাল ফার্ম্মে ট্রাকটার চালান।

সেখানে ইমপ্রুভড্ জাপানী মেথড অ্যাপ্লাই করুন, ম্যনিউর দিন, সবকিছু দিন। দিয়ে একটা মস্ত বড় ফার্ম করে একটা ব্যবস্থা করুন যাতে ত্রিপুরার সত্যিকারের খাদ্য সম্পদ বাড়ানো যায়, যাতে জনসাধারণ খাদ্য সম্পদের একটা অংশ নিতে পারে। কাজেই এই সমস্ত টাকা পয়সার অংক না রেখে সত্যিকারের কাজ করুন, দেশের লোক উপকৃত হবে। আপনাদেরও সুখ্যাতি করবে। কিন্তু তা আপনারা করবেন না। সেই ইচ্ছাও আপনাদের নেই। কেন না চোরে চোরে মাসতুতু ভাই। সকলেরই পেট ভরবে, আপনাদেরও পেট ভরবে।

Mr. Speaker :— চোর is unparliamentary.

শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা :— আচ্ছা, সাধুতে সাধুতে মাসতুতো ভাই (হাস্য) কাজেই এই ব্যবস্থা আপনারা করুন। আপনাদেরও উন্নতি হবে আর তথাকথিত সাধুদের উন্নতি হবে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

Mr. Speaker :—I would call on Shri Ramcharan Deb Barma to discuss on his Cut Motion. The Cut Motion is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on disapproval of the policy of leasing out fisheries to private parties.

Shri Ramcharan Deb Barma :- মাননীয় স্পীকার স্যার, ফিসারী স্কীম একটা গুরুত্বপূর্ণ স্কীম, দেশ বিভাগ হয়ে যাওয়ার পর মাছের যে অভাব, সেই অভাব ত্রিপুরা রাজ্যে বেশ করেই আমরা অনুভব করেছি এবং এর পর আশা করছিলাম যে ফিশারী স্কীমটাকে সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারব এবং আমরা মাছ খেতে পারব, এইরকম আমাদের আশা ছিল। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য খুব বিরাট, আমাদের লক্ষ্য খুব সুন্দর কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌছাতে গেলে পরে কি কি করা দরকার ? সেই দরকারী জিনিযগুলি আমরা ভুলে যাই। এখানে এই ফিশারী স্কীমে আমরা দেখছি যে ৭,৪৪,৭০০ টাকা আমরা রেখেছি, তার মধ্যে এষ্টাব্লিশমেণ্ট বাবদ সুপারইটেনডেন্ট এবং অন্যান্য বাবদ যথেষ্ট টাকা খরচ করা হচ্ছে। কর্মচারী দরকার, কিন্তু কর্ম্মচারী দরকার হলেও যদি আমরা সেই ট্যাংক এবং আমাদের বিলগুলির সামনে, তার পর যদি আমরা কর্ম্মচারীর সমাবেশ করি তাহলে সেখানে মাছ উৎপাদন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না এবং ঠিক ঠিক ভাবে, কি ভাবে উৎপাদন করা যায়, তার স্কীম প্ল্যান নিয়ে অগ্রসর হতে পারি সেই কর্ম্মচারীরা অগ্রসর হতে পারে, ফিশারী কি ভাবে আমরা বাড়াতে পারি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণকে আমরা কি ভাবে মাছ খাওয়াতে পারি সেই পরিকল্পনা যদি থাকত, আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলীর যদি সেই দিকে নজর থাকত, তাহলে পরে ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে আমাদের আট টাকা, নয় টাকা, ১০ টাকা কে জি, কিনে মাছ খেতে হতনা, কাজেই এত বছর পরেও এই থার্ড পরিকল্পনার শেষ বছরে আট টাকা নয় টাকা কে, জি, পুঁটিমাছ আমাদের খেতে হচ্ছে। কাজেই দুঃখের বিষয় যে ফিশারী স্কীম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্বেও তেমন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছেনা। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক ট্যাংক আছে, বিল আছে যথেষ্ট পুকুর আছে, সেই সমস্ত পুকুরগুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে ইউটিলাইজ করতে পারি এবং ঠিক ঠিক ভাবে আমরা সত্যকার ফিশারী করতে পারি, আমাদের ফিশারী প্ল্যানকে কার্য্যকরী করতে পারি তাহলে

অনেক অগ্রসর হতে পারি মাছ উৎপাদনের দিক থেকে। আরেকটা কথা হচ্ছে সমস্ত ট্যাংক যেগুলি আমাদের আছে, সেগুলি কর্মচারীদের মাধ্যমে যদি আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করি এবং লীজ দেওয়া উঠিয়ে দিয়ে যদি আমাদের হাতে এনে ফিশারীর উন্নতি করার জন্য আমরা অগ্রসর হই এবং কাজে লাগি এবং আমাদের যারা কর্মচারী আছে তাদের যদি আমরা ঠিক সেই পথে আদেশ দিতে পারি তাহলে সেই ট্যাংকগুলি এবং বিলগুলি আমাদের প্রাইভেট পার্টির কাছে আমাদের লীজ দিতে হয়না। কাজেই এই নিয়মগুলি উঠিয়ে দিয়ে আমাদের নিজের হাতে এইগুলি নেওয়া দরকার, যারা জেলে আছে, সেই কাজে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাদের নিয়ে ফিশাররীর কাজে আমরা যদি অগ্রসর হতে পারি তাহলে পরে ত্রিপুরা রাজ্যে অন্ততঃ চতুর্থ পরিকল্পনার বছরে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পেঁছার মত একটা অবস্থার সৃষ্টি করতে পারব, এই জন্যই আমি আমার এই কাট মোশান এখানে রেখেছি।

Mr. Speaker :—I would call on Shri Bulu Kuki to discuss his Cut Motions. One is that the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy regarding establishment of regulated market. Another is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Mismanagement in executing the scheme under establishment of bone digester and preparation of bone meal manure.

শ্রীবুলু কুকি ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭, তার উপর আমি একটা কাট মোশন রেখেছি, আমার কাট মোশান রাখার উদ্দেশ্য হল রেগুলেটিং মার্কেটের প্রধান উদ্দেশ্য কি এবং এই উদ্দেশ্য দ্বারা জনসাধারণ সাহায্য পাবে কিনা এবং জনসাধারণ তার বিভিন্ন অসুবিধা থেকে রক্ষা পাবে কিনা ? আমি দেখছি যে আমাদের বাজেটে টাকা আছে, টাকা সত্বেও সেগুলি খরচ করা হয়না। কারণ এখানে বিভিন্ন বাজারের মধ্যে আমরা দেখতে পাই এই যে নূতন ওয়েট আসার পর থেকে আমাদের ত্রিপুরায়, সাধারণতঃ পাহাড়ি এবং গ্রাম অঞ্চলের লোকেরা তারা বিভ্রান্ত হয় এবং অনেক জায়গায় তারা ঠকে যায়। এই সমস্ত থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য এই যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা এখনও ত্রিপুরাতে করা হয়নি, আর যেটুকু করা হয়েছিল, সেটার রিপোর্ট যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখতে পাব, শুধু টাকাটাই খরচ হয়েছে, কার্য্যত তার কিছু ফল পাওয়া যায়নি। কারণ এস্টিমেট কমিটির রিপোর্টে দেখেছি বছর দুই তিন আগে, বিশালগড়ে একটা রেগুলেটেড মার্কেট করা হয়েছে এবং সেই জায়গাতে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে, অন্ততঃ মোট ৪০ হাজার টাকার মধ্যে ১৫ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে কিন্তু তার কাজ হয়েছে কতদূর ? মাত্র ৯০ মণ জিনিষ মাপা হয়েছে এবং প্রতি মণ আট থেকে ২০ পয়সা তারা পেয়েছে কিন্তু তার জায়গাতে ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। অথচ জনসাধারণ কোন সুবিধা বা সাহায্য সেখান থেকে পায়নি। এই ভাবে আমরা যদি আমাদের দেশের টাকা জনসাধারণের স্বার্থের নামে অপচয় করার ব্যবস্থা করি, এই জিনিষটা আমাদের কাজে না আসে তাহলে পরে এই জিনিষটা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা। যদি এটা আমাদের কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে করা হয় তাহলে সেটা ভাল উদ্দেশ্য, ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে করা সত্বেও আমাদের উদ্দেশ্য সার্ভ করছেনা, সেহেতু আমি সেটা সমর্থন করতে পারছিনা। আর ২য় কথা হল

এখানে আমরা অনেক কথা বলি কৃষকদের সাহায্য করব, কৃষকের উন্নতিব জন্য, কৃষকের উন্নতি হল দেশের উন্নতি, তার জন্য আমবা বিভিন্ন প্রগ্রাম নিয়েছি যেমন গ্রো মোর ফুড, শাক-শব্জী ফলাও, কিন্তু শাক-সব্জী ফলাতে গিয়ে আমাদের প্রয়োজন হয় সারের। এখন সেই সারটা বর্ত্তমানে অন্য প্রভিন্স থেকে, বিদেশ থেকে আনতে হয় এবং বিদেশের উপব নির্ভব করতে হয়। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে অন্ততঃ ১/৩ বা ১/৪ ভাগ পরিমাণ মত সার উৎপাদন করতে পারি কিন্তু সেইদিকে আমরা কোন লক্ষ্য রাখিনা। যেটুকু করেছি, সেইটুকুতে কোন কাজ হয়না। যেমন তেলিয়ামুড়াতে একটা বোন ডাইজেস্টার করা হয়েছে আজ প্রায় দশ বছর, কিন্তু সেখানে দেখা যায় যে একটা ঘর আছে, সেখানে কোন কাজ হয়না। অথচ লোক আছে, ম্যানেজার আছে, মেসিন চালক আছে, তারা টাকা খাচ্ছে কিন্তু সেখানে সার উৎপাদন হচ্ছেনা। এইভাবে আমরা শুধু বড বড কথাই বলি, আমরা এই করেছি, অমুক জায়গাতে এই করেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে গেলে পরে আমরা তার কিছুই দেখতে পাইনা যার ফলে আমরা দেখতে পাই যে যদিও লক্ষ লক্ষ টাকা, কোটি কোটি টাকা ত্রিপুরার খাদ্যোন্নতির জন্য, খাদ্যে বাড়ানোর জন্য টাকা খরচ করি কিন্তু সেই টাকা ঠিক ঠিকভাবে খরচ না হওয়ার ফলে আজকে দিনের পর দিন খাদ্যাভাব আমাদের বেড়েই চলেছে। ঠিক এইরকম সাব্রুমে একটা বোন ডাইজেস্টার আছে, কিন্তু সেই জায়গাতে কোন কাজ হয়না। এইভাবে ত্রিপুরাতে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন বিভাগে এই সমস্ত সেণ্টার আছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই মন্ত্রী মহোদয় তার কোন হিসাব দিতে পারেন নাই যে আমরা অমুক জায়গায় এত টাকা খরচ করেছি, অমুক বছর, আমাদের এত সার উৎপাদন হয়েছে। এই হিসাবটুকু তারা দিতে পারেন নাই। সেজন্য আমি বলব যাতে নাকি আমরা যে উদ্দেশ্যে নিয়ে টাকা খরচ করি সেই উদ্দেশ্যে ফুলফিল হয়েছে কিনা সেটা বিচার করে আমরা টাকা খরচ করি এবং যদি তা না হয় তাহলে দিনের পর দিন আমাদের খাদ্যাভাব চলবে, ত্রিপুরাতে ক্রাইসীস সৃষ্টি হবে। সেইজন্য আমি অনুরোধ করব আমার এই যে কাট মোশন, এটার যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিচার করে যেন এই কাট মোশনটাকে সমর্থন করেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Sunil Kumar Choudhury to discuss on his cut motion The cut motion is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss absence of provision for cashunut processing factory.

Shri Sunil Kumar Choudhury :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যে আশা এবং আকাঙ্খা পূরণের জন্য কোন উন্নতির কথা বলি তখন উনারা বলেন যে ফরেন এক্সচেঞ্জ নেই। এখন কথা হচ্ছে যে ফরেন এক্সচেঞ্জ পাওয়ার জন্য আমাদের সরকার কি ব্যবস্থা করছেন ? কিছুই করেন নি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কেশুনাট হচ্ছে। কিন্তু তার প্রসেসিংএর ব্যবস্থা নাই। এটার ব্যবস্থা করলে এখানকার কৃষক হয়ত সেটা উৎপাদন করত এবং সেটা বিক্রি করত এবং বিক্রি করে তার অবস্থা আরও উন্নত করত। কাজেই এটা করার কোন দৃষ্টিভঙ্গী সরকারের নেই। তারপর কথা হচ্ছে যে গভর্ণমেণ্ট থেকেও বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে ফরেষ্ট থেকেও এটার প্ল্যানটেশান হচ্ছে এবং শুধু প্ল্যানটেশন হচ্ছে না আজকে ফসলও পাওয়া যাচ্ছে। কোন কোন জায়গায় কো-অপারেটিভের মাধ্যমে এটার চাষ হয়েছে এবং ইনডিভিডিউয়াল পার্সনসও

চাষ করছে এবং আমি আর একটা কথা বলতে পারি যে সাবরুমে, আমি গতবারও বাজেট সেসনে বলেছিলাম যে জংগলের ভিতরে বিরাট একটা বাগান আছে, সাবরুমের শ্রীনগরে। সেখানে ফসল হচ্ছে, জংগলে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। সেটাকে কালেক্ট করে যাতে প্রসেস করা যায় সেদিকে কোন চিন্তা নেই। এখন কথা হচ্ছে যে যদি আমাদের বিদেশী অর্থ উপার্জন করতে হয় এবং সেই অর্থ যদি ত্রিপুরা রাজ্যে আনতে হয় তাহলে এটার প্রসেসিংএর দরকার। তার ফলেই আমার ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক ভাই দুটো পয়সা পাবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ফরেন এক্সচেঞ্জ পাওয়ার একটা সুবিধা হবে। কাজেই সেই দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে আমার এই কাট মোশনের দিকে দৃষ্টি দিতে বলছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Gopesh Ranjan Deb.

Shri Gopesh Ranjan Deb :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ট নাম্বার ১৭ এবং ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ট নাম্বার ৩৮ এই দুইটি ডিমাণ্ডের উপর যে কাট মোশনগুলি এসেছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার এই বক্তব্য রাখছি। সর্বপ্রথম কাট মোশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম সাহেব খুব ক্রুদ্ধ হয়ে ব্যক্ত করেছেন যে ফিসারী বিভাগের যে মন্ত্রী তাঁর মস্তিষ্কে কিছু নাই। তাঁর মস্তিষ্ক চিংড়ি মাছের মস্তিষ্কের মত। সুতরাং তাদের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আমরা মাছ খাওয়া বা পাওয়া কোনটাই আশা করতে পারি না। দুঃখের সহিত বলতে হয় যে ইসলাম সাহেব কি মনে করেছেন যে তিনটা প্ল্যানে আমরা যে ২০ লক্ষ টাকা খরচ করেছি সেই ২০ লক্ষ টাকার মাছ কিনে এক সংগে এনে আমরা একটা মাছের মহোৎসব আরম্ভ করব মাছ খাওয়ার জন্য? তার অর্থ কি তাই?

মিঃ স্পীকার :—মাছ দিয়ে তো মহোৎসব হয় না।

(এ ভয়েস : আপনি তো বৈষ্ণব। আপনি মাছের কি বুঝেন ?)

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব :—কিন্তু আমি বুঝি যে চিংড়ি মাছের মস্তিষ্কটাও একটা স্নেহময় পদার্থ। কিন্তু উনার মস্তিষ্ক একটা নিরেট পাথরের মতই মনে করি। এই ২০ লক্ষ টাকা খরচের পেছনে যে কি উদ্দেশ্য রয়েছে সেটা চিন্তা করা দরকার। এই খরচের পেছনে উদ্দেশ্য রয়েছে যে আমরা টাকা খরচ করে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করব যাতে তারা ফিসারী করতে পারেন এবং ত্রিপুরাতে যাতে মাছের চাষ বহুল প্রচারিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল তাই। কাজেই ২০ লক্ষ টাকার মাছ আমরা পেয়েছি কিনা সেটা হিসাব করার কথা নয়। আমাদের প্ল্যান সাকসেসফুল হয়েছে কিনা সেটা আমাদের দেখবার বিষয়। আরও বলা হয়েছে যে ইনল্যাণ্ড ওয়াটার সার্ভে করেছি কিনা? ইনল্যাণ্ড ওয়াটার সার্ভে করা প্রয়োজন, এটা ঠিক। তবে সার্ভে করাটা বড় কথা নয়। বড় কথা ইনল্যাণ্ড ওয়াটার কনট্রোলে আনতে পেরেছি কিনা? তার একটা হিসাব যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা জানব যে আমরা সেকেণ্ড প্ল্যানে ১৩২ একর জলাভূমি আয়ত্বে এনেছি এবং সেগুলি প্রাইভেট পার্টিদের মধ্যে লীজ দেওয়া হয়েছে; ঠিক আনুষাংগিকভাবে লীজ দেওয়ার ব্যাপারে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সেগুলি লীজ না দিয়ে সরকার কেন নিজে ফিসারী করছেন না। সরকার ফিসারীর ডেমনষ্ট্রেশান করছেন এবং ফিসারী করা মূল উদ্দেশ্য নয়, যাতে জনসাধারণকে

ফিসারী করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে মাছের চাষের জন্য, সেই উদ্দেশ্যেই এটা করা হচ্ছে। মাছের পোনা দেওয়া এবং মাছের পোনা সিয়ারিং সিষ্টেম তাদের সেখানে বড় কাজ। এই টেকনিক্যাল ট্রেনিং মানুষকে দিতে হবে। এই জন্য আমরা দেখছি যে অধিকাংশ জলাভূমি বে-সরকারী পার্টিদের লীজ দেওয়া হয়েছে এবং সেটা পাঁচ বৎসরের জন্য লীজ দেওয়া হয়েছে। ৫ বৎসরের লীজ দেওয়ার উদ্দেশ্য হল যাতে তারা অন্ততঃ মাছের চাষ করে লাভবান হতে পারে এবং দেশে মাছের পর্য্যাপ্ত সরবরাহ করতে পারে। রুদ্রসাগরের কথা বলা হয়েছে। সেখানে ফ্লাড প্রটেকশান করার কথা ছিল। আমরা জানি পি, ডব্লিউ, ডির একটা প্রশ্নোত্তরে আমরা শুনেছি যে সেখানে ফিসারী করার প্রয়োজন আগে ছিল এবং ফ্লাড প্রটেকশান স্কীম ফিসারীর মধ্যে ইমপ্লিমেণ্ট করা হবে বলেই সেটা ফিসারী কাম ফ্লাড প্রটেকশান যে প্ল্যান সেটা হয়ে গেলেই সেখানে ফিসারীও হবে আবার ফ্লাড প্রটেকশানও হবে। মাননীয় সদস্য হয়ত সেটা অবগত আছেন। জেনেশুনেই তিনি আবার সেকথার পুনরুক্তি এই হাউসে করেছেন। একবার বলছেন মাছ নাই, আমরা মাছ খেতে পারছি না। আবার বলছেন, কোল্ড ষ্টোরেজ কর। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের অতিরিক্ত মাছ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কোল্ড ষ্টোরেজের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যখন আমাদের অতিরিক্ত মাছ হবে, বিভিন্ন জায়গাতে সাপ্লাই দিতে পারব, তখন আমাদের কোল্ড ষ্টোরেজের প্রয়োজন হবে। কিন্তু আজকে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে আমরা সব জায়গাতে মাছ সাপ্লাই দিতে পারছি না। কাজেই কোল্ড ষ্টোরেজের কোন প্রশ্ন উঠে না।

ছড়া বাঁধ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি দেখেননি বাজেটে কনষ্ট্রাকশন অব বান্ধ ইত্যাদির জন্য আছে ৫০,০০ টাকা। এই বাজেটের ১৮৬ পৃষ্ঠায় আছে। সুতরাং এর জন্য আর অতিরিক্ত টাকা রাখার কোন প্রয়োজন নাই।

তিনি ভি, এল, ডবলিউদের পে স্কেল এবং অ্যাগ্রি অ্যাসিষ্টেণ্টদের পে স্কেল সম্পর্কে বলেছেন। এটা আমরা এই প্রথম হাউসে শুনলাম। এটা যদি রিভাইজড না হয়ে থাকে তাহলে এটা তাড়াতাড়ি রিভাইজড করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহোদয় বলেছেন জনসাধারণের যখন দরকার তখন জনসাধারণ বীজ পায় না। আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হয়। সৌভাগ্যবশতঃ গত দুই বৎসরে আমাদের এখানে বন্যা হয় নাই। কিন্তু পটেটো বীজ সেপ্টেম্বর মাসে শিলং থেকে আসে এবং অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত সাধারণতঃ বন্যাই থাকে। এমন কি পূজার পরেও আমরা আলুর বীজ বুনি। সেই অনুপাতেই পটেটো বীজ এখানে আনা হয়েছিল। বিশেষতঃ অক্টোবর মাসে বন্যা না হওয়ায় একটু আরলী লাগানোর দিকেই টেনডেন্সী ছিল। সেজন্য এবার অন্যান্য বৎসরের মত ফ্লাড হয় নাই বলেই তাড়াতাড়ি বীজ দেবার জন্য চীৎকার উঠেছে আরও বলা হয়েছে যে সমস্ত বরো বীজ এবং আলুর বীজ নষ্ট হয়ে গেছে, পরিশ্রম এবং পয়সা জনসাধারণের নষ্ট হয়েছে। এটা খুবই দুঃখের কথা। কৃষকের পয়সা এবং পরিশ্রম নষ্ট হউক এটা কেহই চায় না। কিন্তু সব বীজই নষ্ট হয়ে গেছে এটা ঠিক নয়। তার মধ্যে ভাল বীজও ছিল। কারণ আমি নিজেও একজন কৃষক। আমি আমার ব্লক থেকে বীজ নিয়েছি এবং সব বীজ নষ্ট হয়ে গেছে, একটাও জার্মিনেট করেনি, এটা আমি মনে করি না এবং সেটা বলতে গয়ে

বলা হয়েছে যে সেই বীজ এমনিতেই বিলি করে দেওয়া হয়েছে। সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা ভাল কথা। শতকরা ৫০ ভাগ সাবসিডি দিয়ে ক্যাস টাকায় যেটা নেওয়ার কথা ছিল, সেটা যদি কৃষকদের এমনিতেই দেওয়া হয় সেটা ভাল কথা, তাদের সুবিধা হয়েছে বলেই আমি মনে করি।

মিঃ স্পীকার ঃ—Hon'ble Members should allow some time to the Member speaking.

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব ঃ—যেটা শতকরা ৫০ ভাগ সাবসিডিতে নেওয়ার কথা ছিল সেটা তারা ধারে পেয়েছে এবং ফসল হলে পরে সরকারের টাকা তারা শোধ করে দেবেন। বাজেটে যে এই খাতে টাকা রাখা হয়েছে, মাননীয় সদস্য বলেছেন সেটা আমরা চাই, সেটা ভাল কথা। কিন্তু আবার বলেছেন কাজ কিছুই হচ্ছে না, টাকাই শুধু খরচ হচ্ছে। কাজ একেবারে কিছুই হচ্ছে না এই কথাটা অমূলক বলেই আমি মনে করি। তারপর বলা হয়েছে যে বোরো ধানের বীজ সেন্ট পার্সেন্ট জার্মিনেট করে নাই। সেই রকম কথা আমরা শুনি নাই।

আরেকটা কথা এখানে বলা হয়েছে যে অফিসারবা কৃষকদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা কম করে............

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি কি সবগুলি কাট মোশনের উপর বলব না ?

মিঃ স্পীকার ঃ—Yes, I can allow you two minutes more. Go on. Two minutes more.

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব ঃ—ভি, এল, ডব্লু, এ্যাগ্রি-এ্যাসিসটেন্ট তারা গ্রামে যাননা বা কৃষকদের সংগে মিশেন না, সে কথা ঠিক নয়। তবে এখানে কিছুটা সত্য আছে। যে ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত জনসাধারণের সংগে তার চেয়ে সেটা কম হয় বলেই আমার ধারণা। কারণ অনেক সময় কৃষকরা ভি, এল, ডব্লু'র কাছ থেকে তাদের পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার ঔষধ'এর জন্য বা স্প্রের জন্য সেখানে যায়। সেগুলির যে ইউজ এবং তার যে প্রপোরশান ইউজ করা দরকার সেটা তারা যদি নিজে দেখিয়ে দেন, তাহলে কৃষকদের পক্ষে সুবিধা হয়। অনেক সময় আমাদের ভি, এল, ডব্লু এক এক জনের জুরিসডিকশানে এত বেশী পরিমাণ জায়গা দেওয়া হয়েছে, যার ফলে তাদের পক্ষে সদরের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। কাজেই আমি মনে করি তাদের অর্থাৎ ভি, এল, ডব্লু'র সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিয়ে যদি তাদের এরিয়াটা কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে পরে কৃষকদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা আরও ভালভাবে হবে।

এষ্টাব্লিশমেন্ট অব রেগুলেটেট মার্কেট সম্পর্কে বলা হয়েছে। রেগুলেটেট মার্কেট সব প্রদেশে এখন চালু হয়েছে কৃষকদের উপকারের জন্য। মনিপুর, নাগাল্যাণ্ড এবং আসামে এখন পর্য্যন্ত রেগুলেটিং মার্কেট চালু হয় নাই। আমাদের ত্রিপুরাতেই প্রথম ১৯৫৬ সালে এটা চালু করার চেষ্টা করা হয়। এ্যাকচুয়েলি সেটা ১৯৬৪ সালে এক্জিকিউট করা হয় এবং বিশালগড় রেগুলেটেট মার্কেটে একটা কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু যেহেতু সেটা অত্যন্ত জনপরিচিত ব্যবস্থা এখনও হয়ে উঠেনি, কাজেই তাতে হয়ত সময় লাগবে। মানুষকে রেগুলেটেট মার্কেটএর যে ইউটিলিটি সেটা বুঝাতে কিছু সময় লাগবে। অদূর ভবিষ্যতে সেটা সাক্সেসফুল হতে পারে বলে আমি মনে করি।

কেশুনাট'এর প্রসেসিং'এর কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন। কিন্তু আমরা হিসাব করে দেখেছি যে ত্রিপুরাতে এখন ফরেষ্ট এবং এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট থেকে যে পরিমাণ কেশুনাট গ্রো করা হয়, তার পরিমাণ ১৫ মেট্রিক টন। কাজেই অন্ততঃ কমপক্ষে ৩০ মেট্রিক টন'এর কমে একটা কেশুনাট প্রসেসিং ফ্যাক্টরী করা চলে না। তারজন্যই এই কেশুনাট প্রসেসিং ফ্যাক্টরী এখানে হচ্ছে না।

Mr. Speaker :—Time is up. The House stands adjourned till 2 P. M.

Mr. Speaker :—I would call on Shri Gopesh Ranjan Deb.

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Cashew nut processing এর কথা বলেছিলাম। মাত্র ১৫ মেট্রিক টন কেস্যু নাট সমগ্র ত্রিপুরায় উৎপন্ন হয়। তারজন্য processing machine এনে পোষায়না বলেই processing machine আনা হচ্ছে না। কমপক্ষে অন্ততঃ ১৩০ টন কেস্যুনাট উৎপাদিত হলে পরেই processing machine আনার প্রশ্ন উঠে। এখন যে পরিমাণ কেশুনাট ত্রিপুরায় উৎপন্ন হচ্ছে, সেগুলি বিশেষ করে Seedling এর জনাই ব্যবহৃত হয়। Agriculture Department সেগুলি Horticulture project ও Forest Departmentএ এবং বিভিন্ন private partyকে বীজের জন্য বিলি করে দিচ্ছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয় বলেছেন যে, টাকা দিয়ে হাতিপোষা হচ্ছে, আসলে কোন কাজ হচ্ছে না। তিনি হয়ত জানেন যে ত্রিপুরাতে agriculture বলতে Jum cultivation ছিল একমাত্র পন্থা। কিন্তু আজ সেই ত্রিপুরায় Jum cultivation ছাড়াও উন্নত ধরণের চাষও প্রচলিত হয়েছে। তারই জন্য কৃষককে উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য trained personnel এর প্রয়োজন আছে। সেই জন্যই staff রাখার প্রয়োজন এবং এরা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে যে training নিয়ে এসেছেন তাতে তারা ত্রিপুরার কৃষকদের উন্নত ধরণের চাষ প্রথা শিক্ষা দিতে পারেন। কাজেই তাদের প্রয়োজন আছে এবং staff থাকলেই তাদের pay and allowance ইত্যাদি দিতে হয়। আমার মনে হয় বাজেটে এটাকা দেখে তিনি আতঙ্কিত হয়েছেন। কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নাই। যখন তিনি দেখবেন যে এদের দ্বারাই ভবিষ্যতে ত্রিপুরা কৃষিতে অনেকখানি উন্নত হয়েছে। তখন হয়ত তিনি খুসীই হবেন। কাজেই টাকা দিয়ে হাতী পোষার যে কথা তিনি বলেছেন সেটি যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করিনা। কাজেই এই দুইটি demand এর উপর যে cut motion গুলো এসেছে তার আমি বিরোধীতা করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীবুলু কুকী বলেছেন যে bonemill manure আমাদের এখানে হচ্ছেনা। আমাদের ১০টা bone mill digestor খরিদ করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল যে ত্রিপুরাতে যে পরিমাণ bone পাওয়া যায় তা ১০টা machine এর পক্ষে কম। এতে মাত্র ৬টি machine এর প্রয়োজন। কাজেই ৬টি machine রাখা হয়েছে। বাকী চারটি machine বিক্রয় করার ব্যবস্থা হয়েছে। এই ৬টি machine এ বর্ত্তমানে bone manuring হচ্ছে এবং কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে। কাজেই এই দুটি demand এর উপর যে সব cut motion এসেছে আমি তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Shri Hemanta Deb.

শ্রীহেমন্ত দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে টাকা এই demandএ ধরা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। শুধু তাই নয় এখানকার শাসক মণ্ডলী মনে করেন যে তারা Budget করলেই Budget হয়ে গেল। বাজেটটাকে তারা কর্মচারীদের জন্য টাকা ধরাই মনে করেন। কিন্তু এটার একটা ভিত্তি থাকা উচিত। রাজ্যের যে কৃষক সমাজ, তাদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেট হবে। কারণ তাদের উপর রাজ্যের উন্নতি নির্ভর করে, একথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে। কৃষক হল একটি Petrol tank. এই tankএ যদি তেল না থাকে machineই চলবেনা। কাজেই সেখানে তেল দেওয়া উচিত। সেখানে তেল না দিয়ে Partsগুলোতে তেল দিলে চলবে না। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে তিন তিনটা plan চলে গেল। প্রত্যেক planএর সময়েই আমরা শুনি যে, এই পরিমাণ খাদ্য আমারা বাড়াব। কিন্তু plan শেষ হয়ে গেলে আমরা শুনি যে এই এই কারণে খাদ্য বাড়ানো যায় নাই। কতগুলো কারণ দেখিয়ে দিলেন। আবার একটা plan আসল। তার এই target. Target এরও শেষ নাই, অভাবেরও কোন শেষ নাই। কেন এ অবস্থা হয়? আমাদের শাসকমণ্ডলীর চিন্তা করা উচিত যে, দেশের কি অবস্থা ঘটছে। ইদানিং কালে যে ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে—এ বিষয়ে চিন্তা করেই Budget এর Head এবং Schemeগুলো করা উচিত। সেই schemeএ তাদের এখনও সেই মস্তিষ্ক তৈয়ার হয়েছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। আমার কথা হল এই যে, ত্রিপুরা রাজ্যে ১৫ লক্ষ লোক। অবশ্য লোকের মুখে শুনি। যেখানে ৫ লক্ষ ১৩ হাজার লোক সংখ্যা ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে, সেখানে ১৫ লক্ষ হয়েছে। কিন্তু শুধু তাই নয়, ত্রিপুরা রাজ্যে আবাদী ধানি জমির মধ্যে অনেক বাড়ী ঘর হয়েছে। বাড়ীঘর তৈরী হওয়ার ফলে, যে সব ক্ষেতে ধান করত, সে সব জায়গা engaged. এই জন্য ফসল কমেছে। শুধু তাই নয়, একদিকে মানুষের ধানি জমিতে বাড়ী ঘর তৈরী করা, অপর দিকে আমাদের Prime Minister স্বর্গত শাস্ত্রীজী অধিক খাদ্য ফলাও নীতি ঘোষণা করেছিলেন। খাদ্য ফলাও নীতি খুবই ভাল কথা। খাদ্য আমাদের বাড়াতে হবে। খাদ্য ফলাতে হবে। খাদ্য ফলান উচিত। কিন্তু সুরের সাথে সুর মিলিয়ে আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলীও খাদ্য ফলাও বলে খুবই চিৎকার দিলেন। আমরাও শুনলাম, আমরাও চিন্তা করলাম খাদ্য ফলাতে হবে। কিন্তু সেই খাদ্য ফলাও programme তাঁরা শুধু মুখেই বলেন! কিন্তু কাজে এক নয়। শুধু কাগজের উপর সবটাই বিশ্বাস করে খালাস। Budget হল, ব্যাস, তাদের দায়িত্ব খালাস। কোন কোন জায়গায় আমাদের defect আছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জমির অবস্থা সম্পর্কে তারা কি রকম চিন্তা করেন জানি না। ত্রিপুরা রাজ্যের soilএ কি ফলে, ত্রিপুরা রাজ্যের soilএ কি কি হতে পারে এদিক দিয়ে চিন্তা তারা করেন না। শুধু তাই নয়, অপরদিকে আরও আছে। আমি জানি ত্রিপুরা রাজ্যে সাধারণতঃ ধানি জমি লুঙ্গা—দুদিকে টিলার মধ্যে সাধারণতঃ থাকে। এ জমিগুলিতে কি ভাবে ফসল ফলাতে ব্যাঘাত ঘটছে, সেদিক দিয়ে আমাদের এখানকার যারা শাসন কর্ত্তা, তারা চিন্তা করেন কি? ইদানিং কালে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে; আমি বলেছি,

লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে এবং যেখানে সেখানে লোকগুলোকে বসান হয়েছে। এই লোক বসানোর ব্যাপারে এখানকার শাসকমণ্ডলীর কি দৃষ্টি ভঙ্গি ? আমি জানি ত্রিপুরা রাজ্যে রাজার আমলে ১২৬৬ সালের রাজস্ব আইন কৃষকদের ফসল যাতে ভাল হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছিল। অবশ্য ১২৬৬ সালের আইনের কথা আমি বলছি—সেই সময় ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমি আইনে ছিল যে, যে জোতদার ধান ক্ষেত করেন তার জমির ধান যাতে নষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা ছিল। কি রকম ব্যবস্থা ? কোন জোতদারের জমির ধান যাতে নষ্ট না হতে পারে সেজন্য সে জোত-দারের জমির সংলগ্ন টীলা ভূমির অন্ততঃ ৮ হাত জায়গা থাকত তার হেফাজতে। কিন্তু আজ কাল কি হচ্ছে ? এটা অবশ্য আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলীরা খবর রাখেন কিনা জানি না এবং ঘটনা তারা শুনেছেন কিনা জানি না। আমি নিজেই গ্রামে থাকি। আমি জানি এমন অনেক ঘটনা ঘটছে। আমি দেখছি, যে সমস্ত টিলায় লোকজন আমরা বসিয়েছি, সেই সমস্ত টিলায় যারা থাকে তাদের জমির এক সীমানা। যার ফলে ঐ সীমার মধ্যে উভয় মালিকই গাছ রোপন করে। কাজেই এই ভাবে গাছ রোপন করার ফলে আজকাল টিলার নিম্ন জমি-গুলিতে ধান একেবারেই হচ্ছে না। কাজেই আমার কথা হ'ল এই, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে আমাদের এই ভূমি সংস্কার আইনে কিছু রদ বদল করা উচিত। আমি পূর্ব্বেই বলেছি ত্রিপুরা রাজ্যের জমি পাকিস্তানের জমির মত সমতল নয়। এখানে টিলার ফাঁকে ফাঁকে জমি থাকে। কাজেই এই সমস্ত জমিগুলিতে ধান যাতে ভাল ভাবে হয়, যে কৃষক ধান ফলাবে তার ধান যাতে ভাল হয়, তার ব্যবস্থা করার জন্য জমির দুই দিকে যে টিলা আছে তাকে তা দেওয়া উচিত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে একটু সময় দিন।

Mr. Speaker :— There are many other gentlemen. you have been allowed 10 minutes time.

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমরা fishery করব, আরও অনেক কিছু করব। আমি মাননীয় ডেপুটি মিনিষ্টারের মুখে শুনেছিলাম যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মাছের প্রয়োজন ৮ লক্ষ কে, জি। বর্ত্তমানে আমাদের ৩ লক্ষ কে, জি, উৎপন্ন হয়। বাকী ৫ লক্ষ কে, জি, আমাদের দরকার। ৫ লক্ষ কে, জি, কখন যে পূরণ হবে তা বলতে পারিনা, কোনদিন হবে কিনা সন্দেহ আছে। যে গতিতে কাজ চলছে তাতে হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে আমি এখানে বলতে চাই—অবশ্য আমি মাতব্বরী করতে চাইনা— যে কিভাবে কৃষির উন্নতি ও মাছের চাষ বাড়ান যায় সেইভাবে চিন্তা করা উচিত। কিন্তু এই বাজেটে তার উল্লেখ নাই। আমার suggestion হল এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অনেক জায়গা আছে যে জায়গাগুলিতে সাধারণতঃ ধান হয়না। এইগুলি লুঙ্গা জলা জায়গা। সরকার ঐ জায়গার মালিকদের যদি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন অথবা নিজে খরিদ করে নিয়ে যদি বাঁধ দেন, তবে দুইটা কাজ হয়। একদিকে irrigation এর কাজ, অপরদিকে মাছের

চাষ। তাছাড়া টিলার নিম্ন অংশগুলিতে বিভিন্ন ফসল ফলান যায়। কাজেই এই চিন্তা শাসক বৃন্দের থাকা উচিত। কিন্তু এই ব্যবস্থার দিকে তাদের নজর নেই। কাজেই এই ব্যাপারে আমি মনে করি, আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীর বিবেচনা করা উচিত। এখানে সার, বীজের কথা উঠেছে। আমি নিজে এই বৎসর ৬ কে, জি, আলুর বীজ নিয়েছিলাম। দুঃখের বিষয় আমার ৪ কে, জি, আলুর বীজই নষ্ট, মাত্র ২ কে, জি, আলু ভাল ছিল। যিনি বিলি করেন তিনি উপদেশ দেন যে মাটিতে মেখে ফেলে রাখবেন। আমি মনে করি, যে সার দেওয়া হয় তা কৃষকের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ যে সময়ে সার দেওয়া দরকার সে সময় সার পায়না। সাধারণত, কৃষকেরা ৪ আনা কে, জি, করে যে সার কিনবে এমন ক্ষমতা তাদের নেই। কোন কোন কৃষকের প্রায় ২।৩ মণ সার প্রয়োজন হয়। কাজেই ৩ মণ সারের টাকা ব্যয় করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। আমি দেখেছি আমার ঘরের সামনে যারা কফি চাষ করেছিলেন, তাদের কাহারো কাহারো ১৭।১৮ মণ সার লেগেছে। তাদের সামর্থ আছে বলে তারা করতে পেরেছে। কিন্তু সকলের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। কাজেই সরকারের এত বড় বড় officer না রেখে, বাজেটের অংক ভারী না করে, ঐ টাকাটা যদি সরাসরি কৃষকদের মধ্যে বিলি বণ্টন করতেন, তাহ'লে তারা কৃষিকাজের অনেক উন্নতি করতে পারতেন। কিন্তু সরকার কার্য্যত: তা করেন না। তাছাড়া Co-operativeএর মাধ্যমে কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আপাত: দৃষ্টিতে খুবই সুন্দর। কিন্তু আজকে এই co-operative গুলি কার্য্যক্ষেত্রে যা করছে তা হচ্ছে উলটো। মনে হয় এইগুলি যেন কতকগুলি রাঘববোয়ালের আড্ডাখানায় পরিণত হচ্ছে। এগুলি কৃষকদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে। কেননা এই চৈত্রমাসের মধ্যে কৃষকদের আউস ফসল ফলানোর সময়, পাট বপনের সময়। কিন্তু এখন Co-operativeগুলি টাকা বা বীজধান কোন কিছুই দেবেনা। তারা দেবেন জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে।

Mr. Speaker :—Time allotted to the Hon'ble member is over.

শ্রীহেমন্ত দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর দুই মিনিট সময় আমাকে দিন। কাজেই এই অবস্থায় কৃষকদের যে একটা দুরাবস্থা ঘটছে, তার জন্যই আজ ত্রিপুরার খাদ্যাভাব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে Cut motion রেখেছি, তার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker :—I would call on Hon'ble M. L. Bhowmik, Dy. Minister.

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, demand No. 17—Agriculture & Demand No. 38—Capital outlay on schemes of Agricultural Improvement & research—এই ২টি demand এর উপর যে কয়েকটি ছাঁটাই প্রস্তাব উঠেছে, আমি তার বিরোধীতা করছি। বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম সাহেব তার ছাঁটাই প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে mismanagement in the fishery deptt. organisation & mismanagement in Agricultural Directorate. কিন্তু উনার এই যুক্তিগুলির মধ্যে আমি কোন সারবাত্তা খুঁজে পেলামনা। আমি তার সঙ্গে একমত নই, কেননা তিনি হয়তো বাস্তব অবস্থাকে বিকৃত করে এখানে কিছু বলছেন, অথবা তিনি চোখ বুঁজে আছেন।

যার জন্য তিনি এর প্রকৃত অবস্থাটা কি, তা বুঝতে পাচ্ছেন না। তিনি আরও বলেছেন যে fishery depttএ আমাদের কোন রকম উন্নতি হয়নি, শতাংশের একাংশ উন্নতিও হয়নি।

Mr. Speaker :—The word "বিকৃত" is unparliamentary.

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker Sir, I withdraw it.

তবে এই কথা সত্যি যে আমাদের রাজ্য food grainsএর দিক দিয়ে ঘাটতি অঞ্চল। ঠিক তেমনি মাছের দিক দিয়েও ঘাটতি, তাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলে আমাদের ত্রিপুরাতে মাছের উৎপাদন যে বৃদ্ধি হচ্ছে না, তা আমি স্বীকার করতে পারছি না। কেন না, by fact & figures প্রমাণ করবে যে এই রাজ্যে মাছের চাষ বা উৎপাদন ক্রমশঃ বেড়েই চলছে। তাই আমি এই হাউসে সেইগুলির উল্লেখ করতে চাই। পূর্বে আমরা যে fishery development schemeগুলি নিজেরা পরিচালনা করেছিলাম, এখন সেগুলি private individualকে lease out করে দিয়েছি। তার উদ্দেশ্য হল, pisci-cultureএ যারা উৎসাহী আছেন, তারা মৎস্য চাষ ও উৎপাদনে আরো বেশী করে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করবেন। ফলে মৎস্য চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তাবজন্য আমরা fish production বৃদ্ধি করছি, distribution of fish fry করছি, reclamation of Government owned water area for bringing additional area under pisciculture করছি। Bringing of private owned water area under pisciculture by issue of loans, reclamation and construction of tanks and by giving technical advice & Guidance to the pisciculturists এভাবে যারা এই রাজ্যে pisciculturists আছেন তাদের সাহায্য করছি। আমাদের এখানে ১৯৫৯-৬০ ইংরাজী পর্যন্ত fish productionএর কোন scope ছিল না। 2nd five year plan থেকে সেই plan আমরা নিয়েছি এবং ইতিমধ্যে ৫টী fish demonstration centre এর মধ্যে ৩টী আমরা করে ফেলেছি। মাননীয় সদস্যকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে জানাতে চাই যে আমাদের রাজ্যে মৎস চাষের পরিমাণ বর্তমানে তিন হাজার চার শত মেট্রিক টন। যদিও আমাদের requirements ৮,৪০০ মেট্রিক টন per annum. যদি আমাদের দেশের জনসাধারণের শতকরা ৭০ জন fish eating ধরে নেই এবং ১০ কেজি per capita annual consumption, তাহলে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে ৮,৪০০ মেট্রিক টন এবং এর মধ্যে আমাদের উৎপাদন হচ্ছে ৩,৪০০ মেট্রিক টন। আমাদের 3rd planএ Target ছিল ১,২৪,০০,০০০ কারফিউ fish production. যেভাবে তার মধ্যে আমরা distribute করেছি তা আমি হাউসকে জানাচ্ছি। Production of fish seeds (span) Major Carfue by introduce breading 1963-64এ 200,000, 1964-65এ 337.71, lacks, 1965-66এ 18,00,000 lacks, production of fish seeds span of সাইপ্রিনাস কারফিউ 11,00,000, 1963-64, 1964-65এ 1.4 lacks, 1965-66 2.25

lacks. I am giving the right figure. Production of fry by rearing span obtained from included breeding of major car. 1964-65এ 7.50 lacks, 1965-66এ 4,00,000. By rearing span by সাইপ্রিনাস কারফিউ 1963-64 88,00,000/- of 1964-65—46.70 lacks. 1965-66এ 50,00,000. Production of finger lings by rearing a portion of fry obtained from induce breeding by major cur — 35,00,000, 1963-64, 1964-65 — 33.70 lacks, 65-66এ 75 lacks by rearing a portion of সাইপ্রিনাস কারফিউ 2·59 lakhs, 9.30 lacks, 10 lacks. by rearing a portion of fry imported from Calcutta 9.3 lacks, 2.38 lacks & 3 lacks. আমরা 2nd Planএ distribute. করেছি 2,000 tons এবং 3rd Planএ distribute করেছি 3,200 tons. কাজেই এই পরিমাণ fish seeds distribution করেছি বলেই আমাদের উৎপাদন বেড়েছে। আমাদের এই পর্যন্ত ৩,৪০০ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের পাকিস্তান থেকে কোন মৎস্য সরবরাহ হচ্ছে না। আমাদেব এখানে যে মাছ আমরা পাচ্ছি তা হল ত্রিপুরার মাছ। আমরা বলতে পারি যদিও মাছ মহার্ঘ, দুর্মূল্য, মূল্য বেশী, তথাপি দুষ্প্রাপ্য নয়। কাজেই মাছ বাজারে আছে, মাছ পাওয়া যাচ্ছে। মাননীয় সদস্য যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন, সত্যের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। আমি প্রকৃত অবস্থা by fact and figures Houseএর সামনে তুলে ধরেছি। কাজেই আমাদের রাজ্যে আমরা যে মৎস্যের চাষের দিক দিয়ে ক্রমেই উন্নতি করে যাচ্ছি, তা আমার এই সমস্ত তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হবে। Mis-management of Agriculture Directorate সম্পর্কে তিনি একটি কথা বলেছেন যে Agri. Asstt. এবং V. L. W. দের pay scaleএর মধ্যে anamoly. বাস্তবিকই যদি তাতে কোন anamoly থাকে তাহলে সেই anamoly remove করা হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহাশয় mismanagement in distribution of seeds, manure, fertilizer ইত্যাদি সম্বন্ধে বলেছেন। প্রথমতঃ তিনি আলুর বীজের কথা বলেছেন যে এবারে আলুর বীজ যা distribute করা হয়েছে তার ৮০ ভাগই খারাপ। কিন্তু আমি প্রমাণ করে দেব যে আমাদের উৎপাদন গত বৎসরের তুলনায় এবৎসর বেড়েছে।

(Interruption)

আমি বলছি যদি উৎপাদন বেড়ে থাকে এবং গত বৎসরের তুলনায় যদি একটা Percentage, একটা অংশ খারাপও হয়ে থাকে, তাহলেও আমাদের উৎপাদন বেড়েছে। উৎপাদন যে বেড়েছে আমি তার প্রমাণ করে দিচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৫১-৫২তে আমাদের আলুর যে উৎপাদন ছিল তা হচ্ছে ২৭১৩ মেট্রিক টন।

Mr. Speaker :—১৯৫১-৫২তে ?

শ্রীএস, এল, ভৌমিক :—হ্যাঁ, ১৯৫২তে।

Mr. Speaker :— Too long ago.

Shri Manindra Lal Bhowmik (Deputy Minister) :— I am coming to the present year also. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বর্তমান বৎসরের কথাই বলছি। আমাদের উৎপাদন হয়েছে ১৬২৫০ মেট্রিক টন এবং ১৯৫১-৫২তে ছিল ২১১৩ মেট্রিক টন এবং ১৯৬০-৬১তে ছিল ৬২৯৯ মেট্রিক টন। কিন্তু এ বৎসর, ১৯৬৫-৬৬তে হয়েছে ১৬২৫০ মেট্রিক টন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাজেই উৎপাদন বেড়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে আমি বলছি আলুর বীজ এবার যা দেওয়া হয়েছে বা অন্যান্য বৎসর যা দেওয়া হত তার মধ্যে একটা অংশ যে খারাপ ছিলনা তা নয়। আমরা আলুর বীজ এনেছি আসাম থেকে। আলুর বীজ আমরা আনি before germination, not after germination, কারণ after germination যদি আমাদের আনতে হয় তাহলে শিলং-এ আমাদের at least 90 days অর্থাৎ তিন মাস থাকতে হবে। আলুর বীজ আনতে গিয়ে তিন মাস সময় আমাদের শিলংএ থাকতে হবে। তারপর আলুর বীজ আনতে পারব। কারণ শিলংয়ের যে temparature সেটা খুব low. কাজেই before germination আমাদের আলুর বীজ আনতে হয় এবং germination হয় after 15 days. আমাদের এখানকার temparature বেশী। কাজেই সেই temparature এর জন্য germination আমাদের এখানে হয় এবং তাতে অনেক সময় অনেক আলুর বীজ নষ্ট হয়ে যায় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উনারা বলেছেন ৮০% নষ্ট হয়ে গেছে। এটা বিতর্কের বিষয় যে কত percent আলুর বীজ নষ্ট হয়েছে। কিন্তু আমাদের production যে বেড়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আলুর যে উৎপাদন বেড়েছে তা আমরা বাজারে আলুর দাম দেখলেই বুঝতে পারি। আলুর চাহিদা আমাদের মিটেছে। কাজেই আমাদের কৃষকরা সরকারের উৎসাহে উৎসাহিত হয়েছেন এবং তারা উৎপাদন বাড়াচ্ছেন। আমরা ভাবছি যে কিভাবে আলুর বীজ সংরক্ষণ করা যায়, এবং বাইরে থেকে আলুর বীজ না এনে আমাদের এখানে cold storage করে আলুর বীজ এখানে যাতে রাখতে পারি তারজন্য আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এখানে cold storage হলে পরে আমরা এখানে আলুর বীজ রেখে আমাদের চাহিদা আমরা মিটাতে পারব।

(Interruption)

হ্যাঁ, আমাদের আমলেই হবে আপনারা দেখে যাবেন, যদি আবার আসেন।

Mr. Speaker :—Time is up.

Shri Manindra Lal Bhowmik (Dy. Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আর একটু বক্তব্য ছিল যদি ......

Mr. Speaker :— Five minutes more.

Shri Manindra Lal Bhowmik (Deputy Minister) :—Only five minutes ? Distribution of seeds সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন—আমি আলুর কথাই প্রথমতঃ বললাম। আমি শুধু ২ বৎসরের কথাই বলছি।

দুই বছরের হিসাবই আমরা দিচ্ছি, ১৯৬৪-৬৫ সনে, ২,২৭,৯৯১ কেজি এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে, ৭৫.০০০ কেজি আউশ ধানের বীজ আমরা দিয়েছি, আমন ৩,৭৮,১৮৮ কেজি দিয়েছি, ১৯৬৫-৬৬ এর তথ্য আমরা এখনো পাইনি। বোরো—১৯৬৪-৬৫তে ৯৩৭১ কেজি এবং ১৯৬৫-৬৬এ, ১১,২৪৮ কেজি এবং Potato, ১,৫০,০৯৯, ও ১৯৬৫-৬৬তে ৩,৩৭,০০০ কেজি বীজ আমরা দিয়েছি। টমেটোর বীজ Agriculture Deptt. থেকে দেওয়া হয়। (Interruption)—মাননীয় সদস্য বীরচন্দ্র বাবু বলেছিলেন যে আমরা improved implements কিছুই দিচ্ছি না, ত্রিপুরাতে কৃষি অবস্থার উন্নতির জন্য আমরা কৃষ্ণ হাতী পোষণ করছি, Pay Dearness allowance এবং গাড়ী ইত্যাদি ব্যবস্থা করি কিন্তু কৃষি ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কিছুই করছি না। আমি মাননীয় সদস্যকে আগেই বলেছি যে কিভাবে আমরা বীজ ইত্যাদি সরবরাহ করছি এবং improved implements ও কিভাবে দিচ্ছি তার হিসাবও আমরা দিচ্ছি, তা ব্যবহারও হচ্ছে। আমাদের মাননীয় সদস্য হয়ত শুনলে খুশী হবেন, যে ত্রিপুরার বিভিন্ন গ্রামে আমাদের কৃষক বন্ধুরা এ সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছেন। মাননীয় সদস্যকে আরও জানাচ্ছি যে কৃষির দিক দিয়ে আমরা ত্রিপুরার একটি নতুন যুগে প্রবেশ করছি। আমরা জাপান থেকে ১৫টা Tractor ক্রয় করেছি এবং জাপান থেকে একজন Engineer এসেছেন এবং এগুলোর instalationএর কাজ আরম্ভ হয়েছে। আগামী রবিবারে অরুন্ধতীনগরে সেই ট্রাকটারের operationএর কাজ আরম্ভ হবে। ত্রিপুরা কৃষির ব্যাপারে mechanised agricultureএর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাতে ত্রিপুরার কৃষিক্ষেত্রে একটা নব যুগের সূচনা হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister may extend invitation to the members of the opposition.

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I think Hon'ble members will receive invitation letters for inauguration of the tractors to be held on sunday next at 9. A. M.

Mr. Speaker :—I would now call on the Hon'ble Chief Minister to wind up the debates within 15 minutes. No more time is to be extended.

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 17, 38, and 18এর উপর মাননীয় মেম্বার মহোদয়রা যে cut motion গুলো এনেছেন তারমধ্যে ১৭ নং Demandএ ৫টী, ও ৩৮ নং Demandএ ২টী এবং ১৮ নং Demand এ ৩টী cut motion আছে। আমি এই cut motion গুলোর বিরোধীতা করে Houseএর সামনে আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে cut motion গুলোতে প্রথমে বলা হয়েছে যে 1) Mismanagement in the Fishery Development organisation, ii) mismanagement in the Agriculture Directorate. iii) mismanagement in distribution of seeds, manures,

Fertilizers etc. iii) Failure of Agri. Deptt. to improve the conditions of Agriculture in Tripura, iv) Disapproval of the policy of leasing out fisheries to Private parties, v) Disapproval of the policy regarding, Establishment of regulated market. 38 No. Demand এর উপর Cut motionএ বলা হয়েছে যে 1) Mismanagement in executing the schemes under establishment of digester and peparation of bonemeal manure (ii) Absence of provision for Cashewnuts processing factory. এই তথ্য বুঝাতে গিয়ে উন্নতি হলো কি হলো না এ সম্বন্ধে যদি বুঝাতে হয়, তা হলে Comparative Study নিয়ে আমাকে বলতে হবে। Total agricultural production of Tripura, যেটার Statistics নেওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে হাউস-এর সামনে উপস্থিত করবো। ১৯৫১-৫৭, ১৯৫৭-৬১ ১৯৬১-৬৫ এবং ১৯৬৫-১৯৬৬, Rice ৯,৩৬,৮০০ মেট্রিক টন, ১,৫২,৮২৬ মে: টন, ১,৫৮,৫০০ মেট্রিক টন এবং ২০,৪,২৫৫ মেট্রিক টন। অতএব Rice এর দিক দিয়ে এবং Cultivation এর দিক দিয়ে তারা দেখাতে চেয়েছিলেন যে Tripura তে কোন উন্নতি হয়নি। সেটা আমি Comparative Study এর মাধ্যমে হাউস-এর সামনে রাখছি, মাননীয় সেই সদস্য-বৃন্দেরা এটা অনুধাবন করবেন নিশ্চয়। Pulse ৩৪৫ ছিল তারপর হলো ৪৪৪, ৬১৭, এবং ১০৫০ মেট্রিক টন, jute ছিল ১১,৭০০,আর ১০,৪৮৭, ৭৪৪৯, ১৬,৩৩০ মেট্রিক টন, Mesta ছিল ১,৫৬০ ১২,৫৯০ এবং ১১,৭৯০, oil seeds ৩২৯০, ৩,২৬৮, ২৭৪৩, ২,২০০, Sugarcane, ৬৭৪৪, ৭৪৪৭ ৭,৭২২, ১০,১০০, Potato-২৭১১, ৪০৬৪, ৬২৯৯,১৬২৫০, Cotton আমাদের ছিল ১,৪৯৩, ১৩৮৭ ১০৩১, ১০৩০। কারণ জুমিয়াদের এখন জমি দেওয়া হচ্ছে তার সাথে সাথে তাদের যে Cotton Cultivation, সেটার কিছুটা অংশও কমেছে। Chillies ১৭২ টন ছিল, ৪০০ মেঃ টন হয়েছে, Tobacco আগে ছিল ১২৪ টন, এখন হয়েছে ৪২০। তাই আমরা দেখছি Total of all produces যা ছিল, ১,৯২,৯৫৩—১৯৫১ তে, ১৯৬২—৬৬ তে হয়েছে ২,৬৪,৮২৫। অতএব মাননীয় সভ্যবৃন্দকে অনুধাবন করতে বলব যে cut motion এর মধ্যে দিয়ে তারা যেটা চেয়েছিলেন তার প্রায় double production আমরা করতে পেরেছি। তাতে আমি একথা বলতে চাচ্ছি না যে ত্রিপুরার ঘাটতি পূরণ হয়ে গেছে। ত্রিপুরায় ঘাটতি আছে। এই ঘাটতি পূরণ করে ত্রিপুরাকে স্বাবলম্বী হতে হবে এই কৃষি বিস্তার, কৃষি উৎপাদনের উন্নতির মাধ্যমে। অতএব mismanagement সম্বন্ধে যেটা বলা হয়েছে আমি এখানে তাদের সামনে সেটা বর্ণনা করবো। আমরা Agriculture Directorate তৈরী করেছি, যাতে আমরা Technical Personnel এর মারফতে আমাদের দেশের উন্নতি করতে পারি। সেই অনুসারে আমাদের Technical Advisor এর দরকার। কারণ manures and fertilizers যদি আমাদের utilise করতে হয় তা হলে যেমন Chemical Analyist of the soil দরকার এবং তার প্রয়োগ বিদ্যা কখন কিভাবে হবে সেটাও পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার হবে। অতএব যারা হয়ত বলছেন টমেটোর টক খাও, খেতে হবে টমেটো। তার কারণ হল এই তার property value কি আছে যাদের কাছে সেটা অজ্ঞাত তাদের পক্ষে টমেটো সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই থাকুক। কারণ তারা তার যে গুণাবলী তাতে অভ্যস্ত নয়। তবে মাননীয় সভ্য যারা বলেছেন তাহাদিগকে

টক খেতে বলব, করণ তার মধ্যে vitamin A,B,C,D, আছে। তাতে তাদের শরীর ভাল হবে, মস্তিস্ক ভাল হবে। সেজন্যই আমি তাদিগকে গ্রীণ ভেজিটেবলস, টমেটুও খেতে বলব। তার কারণ ফুসফুসের পক্ষেও ইহা ভাল। কারো ফুসফুসে যদি কোন রোগ থাকে তবে তা থেকে নিরোগ হবে। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদিগকে বলব সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই এই উন্নত ধরণের কৃষি ব্যবস্থাকে প্রচলন করার চেষ্টা চলছে। যারা সূর্য্যের আলোকে ভয় পান তাদের কাছে সূর্য্যের আলো আসবেই। তারপর যখন সূর্য্যের আলোতে অভ্যস্ত হয়ে যবেন, সূর্য্যালোক সহ্য হয়ে যাবেন। সূর্য্যালোক তাদের হিতের জন্যই আছে এবং থাকবে। কাজেই উন্নত ধরণের যে চাষ বিত্তা এখানে প্রচলন করা হয়েছে সেটা আমরা যাতে অব্যাহত গতিতে নুতনতর থেকে আরো উন্নততর করে তুলতে পারি তার জন্যই এই প্রচেষ্টা চলছে। সেটাই শেষ নয়। একটা জিনিষ যখন আমরা নুতন করে করতে যাব তখন তাতে ক্রটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। তবে সেটাকে বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যা না করে সেটার যাতে সংশোধন হয় সে চেষ্টা করতে হবে। কাজেই বিকৃত ধারণা তাঁরাই করবেন যাঁরা নূতনকে দেখে ভয় পান, নূতনের জন্য যাদের ভীতি সৃষ্টি হয়, তাদেব পক্ষে এটা বলা অস্বাভাবিক নয়, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু যেটা সমাজের, ও জাতীর মঙ্গলের, সেই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। তারা যাতে প্রচণ্ড গতিতে সেটাকে গ্রহণ করতে পারেন তারজন্য আমাদের ধীরস্থির ভাবে তাদের গ্রহণ যোগ্য করার জন্য অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তারপর বলা হয়েছে finger seed সম্পর্কে, যেমন finger seed মাছের চাষ এখানে মোটেই হচ্ছে না বললেও অত্যুক্তি হবে না, একথা বলা হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যদিগকে চিন্তা করতে ও ভাবতে বলবো যে এমন কথা আমরা বলিনি যে ত্রিপুরাতে মাছ খাওয়ার প্রাচুর্য্য। কিন্তু এখন এই যে মাছগুলো দেখেছেন, সেগুলোও উন্নত ধরণের। মাছের চাষ করার জন্যই তা আমরা পাচ্ছি এবং সম্ভবপর হচ্ছে। অতএব মাননীয় সদস্যবৃন্দকে finger seed সম্বন্ধে যা উনারা বলেছেন সেদিকে অনুধাবন করতে বলব। আগে ত্রিপুরাতে Ist planএ মাছের কোন চাষই ছিল না। 2nd planএ আমরা 53·15 Lakhs উৎ-পাদন করেছিলাম, 3rd planএ 4 crores 15 Lakhs আমরা পেয়েছি। অতএব এই দিক দিয়ে আমি অনুধাবন করতে বলবো মাননীয় সদস্য বৃন্দকে যে কোন কিছু হচ্ছে না mismanagement হচ্ছে। তাও আমি অনুধাবন করতে বলব যে যেখানে Nil ছিল সেখানে আমরা ৪ কোটি ১৫লক্ষ মণ মাছ finger seed তৈরী করছি, পূর্ব্বে finger seed আমাদের পাকিস্থান থেকে আসতো। অতএব সেই জায়গায় আমরা finger seed তৈরীর এক পদ্ধতি সৃষ্টি করেছি উন্নত ধরণের, যে পদ্ধতির মূলে আজ আমরা ৪ কোটি finger seed এখানে পাচ্ছি। ৬ কোটি 3rd planএর মধ্যে ৪ কোটি ৫৪ লক্ষ finger seed এখানে আমরা উৎপন্ন করছি এই উন্নত ধরণের ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যেখানে ৬ কোটির demand. অতএব আমরা মনে করি, আশা করি যে 4th plan এর মধ্যে আমাদের যে target আছে সেই targetএ পৌছতে পারবো এবং উন্নত ধরণের finger seed তৈরী করে ত্রিপুরার যে rate সেই rateএর মাধ্যমে বিলি ব্যবস্থা করতে পারবো। অতএব সেই দিক দিয়ে আমি মাননীয় সদস্যদিগকে চিন্তা করতে বলব। যেখানে মাছ চাষের finger seed তৈরীর কোন ব্যবস্থা ছিল না, সেই জায়গায় fishery deptt.এর মারফতে আজকে এই ব্যবস্থার

সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। অতএব এটা একটা রূঢ়তম পন্থা নয়, এটা ত্রিপুরাকে মৎস্যে স্বাবলম্বী করার প্রচেষ্টা। কাজেই এই ব্যবস্থাকে আমরা যাতে ভালভাবে গ্রহন করে উন্নততম অবস্থায় পেঁছিতে পারি সেই দিক দিয়ে আমি মাননীয় সদস্যবৃন্দকে আবেদন করছি। তারপর উন্নত ধরণের যে চাষ আমরা করছি। সেই দিক দিয়ে খেয়াল ছিল না যে খেয়ালের জন্য আমরা দেখেছি যে Ist planএ যে অঙ্ক ছিল তাহা 2nd planএ ২১৭ এবং 3rd planএ ১২১৫ এটা মোটেই যথেষ্ট নয়, আমি বলবো। কিন্তু আমরা ক্রমান্বয়ে যে উন্নতি করে যাচ্ছি সেটাকে আমাদের দেখতে হবে। Powers spare Ist planএ ছিল না, 2nd planএ ছিল না, 3rd planএ 48 করেছি এবং তারদ্বারা আমি একথাই বলছি না যে আমরা আমাদের কার্য্য শেষ করে ফেলছি। উন্নত ধরণের চাষ করতে গেলে, জনসাধারণকে সেই বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তাদের নূতনের প্রতি যে একটা আতঙ্ক আছে, সেই আতঙ্কের হাত থেকে তাহাদিগকে মুক্ত করতে হবে এবং তারজন্যই আমাদের এই ব্যবস্থা চলছে। prasticize এর জন্য যে prasticize আমরা ব্যবহার করছি, 80 (eighty) মণ ছিল সেই জায়গাতে আমরা দেখছি যে 3rd planএ ২৫,০০০ একরের মত এবং প্রথম ছিল ৩০০ একর তারপর হল ২,৫০০একর তারপর আরও ২৫০০০ একরের মত জায়গায় আমরা তা প্রচলন করতে পেরেছি। কারণ আমাদের এখানকার যে ব্যবস্থা সেটা ফলানকারীর willএর উপর, জনসাধারণের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে এই ব্যবস্থা প্রচলন করতে হয়। কাজেই যাদের প্রথম একটা ভীতি থাকে তাতে দেখা গেল এই যে ত্রিপুরার মানুষ আজকে সেটাকে আস্তে আস্তে গ্রহণ করছে। কাজেই আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে এই গ্রহণ করার প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে এসেছে, সেই দিকে লক্ষ্য দিয়েই আমরা আমাদের দেশ উন্নতির দিকে পেঁছাতে পারবো। Fertilizer সম্বন্ধে যেটা first planএ ছিলই না 2nd planএ ৫৬৮ পাউণ্ড ছিল তার জায়গায় 3rd planএ ১৩০০ টন দিয়েছি, Phosphate fertilizer ২৪৮ তার পরে ৫৭০ Potash fertilizer ৪০ 1st planএ 2nd and 3rd planএ nil. অতএব সেটা করতে গেলে soil analyse করা দরকার তদনুসারে প্রবর্তন করতে হবে এবং সেইজন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অথচ সেখানে বলা হচ্ছে যে হাতী পোষা হচ্ছে—হাতী পুষতেই হবে। এত হাতীকে যাতে আমরা জনহিতকর কার্য্যে নিয়োজিত করতে পারি। যেমন একদিন ছিল যে হাতীকে আমরা খেদায় ফেলে ধরে পোষ মানাতাম যখন এখানে কোন রাস্তাঘাট ছিলনা গাড়ী ইত্যাদি ছিল না তখন আমরা যেই হাতীকে দিয়ে জনগমনের পথকে সুগম করে নিয়েছি, চাউল এবং খাদ্যদ্রব্যাদি carry করেছি, কাজেই আমরা এই হাতীকেও জনহিতকর কার্য্যে নিয়োজিত করতে চেষ্টা করবো। হাতী দেখে তারাই ভয় পাবে যারা হাতী দিয়ে কাজ করাতে অভ্যস্ত নয়। তারা হাতী কেন যে কোন প্রাণী দেখলেই ভয় পেতে পারেন, কিন্তু মানুষ ত উন্নত ধরণের প্রাণী সুতরাং তাকে যদি ঠিক ঠিক ভাবে শিক্ষিত করে চালিত করতে পারি তাহলে তাহার দ্বারা অন্যান্য সাধারণ কার্য্য সম্ভব হতে পারে। কেন না নিজের দেশের মানুষ যারা আমাদের উন্নতির জন্য খেটে যাচ্ছে তাকে দেখে তারাই ভয় পাবে যারা উন্নত ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে নিজেদের মধ্যেই সন্দিহান হয়ে উঠে তাদের পক্ষেই মানুষকে অবিশ্বাস করা চলে। কিন্তু আমরা মানুষকে বিশ্বাস করবো এবং তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে দেশের উন্নতি করতে চেষ্টা করবো। তারপরে বলা হয়েছে

Establishment of regulated marketএর সম্বন্ধে আমরা জানি যে Bombay act এনে ত্রিপুরাতে প্রবর্তন করেছিলাম যাতে উন্নত ধরণের একটা market আমরা তৈয়ার করতে পারি। সেখানে অন্যান্য লোক যারা producers তাহাদিগকে যাতে কেউ ঠকাতে না পারে তজ্জন্য এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছি। অতএব তার মধ্যে যদি কোন ত্রুটী বিচ্যুতি থাকে তাকে সংশোধন করতে হবে। কোন কোন state এই রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে উন্নতি ধরণের ব্যবসা বাণিজ্য সৃষ্টি করেছে। এজন্য আমরা বিশ্বাস করি যে যদি ত্রিপুরাতে আমরা এরকম উন্নত ধরণের একটা ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে আমরা ব্যবসায়ীদের হাত থেকে কৃষক এবং producerদের মুক্ত করতে পারবো এবং ভাল শস্যের যারা উৎপাদনকারী তাদের জন্য উন্নত ধরণের বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ত্রিপুরাকে উন্নত করতে পারি। এখানে একটা মাত্র regulated market রয়েছে, কিন্তু মহারাষ্ট্রে ২৮০টা, মধ্য প্রদেশে ১১০টা গুজরাটে ১৭৩, অন্ধ্র প্রদেশে ১০৯, বিহারে ১০, দিল্লীতে ৩, পাঞ্জাবে ২০১, মহীশুরে ১৫২, উড়িষ্যাতে ২৮, কাজেই সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই all over Indiaতে একটা uniform market যাতে তৈরী হতে পারে তার পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য একটা মাত্র regulated market তৈরী করার চেষ্টা করছি।

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Chief minister to make his speech brief.

Shri S L. Singh :—তারপরে Provision for cashewnut processing factory সম্বন্ধে বলতে গিয়ে একটা কথা বলা হয়েছে যে Cashewnut processing factory এখানে নাই, সুতরাং এটা একটা মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে, আমি মাননীয় সদস্যকে চিন্তা করতে বলবো যে সুদূর আফ্রিকাতেও Cashewnutএর চাষ হচ্ছে, কিন্তু pressing processটি অত্যন্ত difficult, আফ্রিকা থেকে কাঁচা cashewnut এনে ভারতে বিভিন্ন জায়গায় Processing এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। Processing factory করতে গেলে চিন্তা করতে হবে যে Cashewnut থেকে oil extract করতে হবে। অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের ঠিক জানা না থাকলে অসুবিধা হবে। কারণ nutএর যে Covering তার মধ্য থেকে oil extract বের করে নিতে হবে। এ তেলের একটা বিরাট মারকেট আছে, এবং একটা লাভজনক ব্যবসা, সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের কেরালার একমাত্র বাইরে expart not only in India এবং World এর মধ্যেও, সুতরাং এ বিষয়ে ভালভাবে নিত্য শিক্ষা হবে। এটা একটা বিশেষ ধরণের কাজ। অতএব মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যে আমাদের লোকজনকে অভ্যস্ত না করে বা trainingএ পাঠিয়ে এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা না দিয়ে এ রকম একটা ব্যবস্থা করতে যাওয়া অর্থাৎ একটা factory চালিয়ে দেওয়ার মানে হলো অন্ধের মত কাজ করা, তা করতে আমরা রাজী নই। মানুষকে প্রয়োজনীয় trainingএ পাঠিয়ে trained up করে এই ব্যবস্থাকে চালু করে আমাদের Production এর যে field এটাকে ব্যাপক করতে হবে। এবং সেটাকে করতে গেলে পরে আমাদের এখানে যেটা উৎপন্ন হচ্ছে, তার থেকে যারা উৎপাদন করে তাদের ভিত্তি করে যখন এটার চাষটা economic উপায়ে হবে তখনই Processing factory করার কথা চিন্তা করতে পারি। এবং সাথে সাথে মানুষকে এই বিষয়ে শিক্ষার জন্য কেরালা প্রভৃতি জায়গাতে পাঠাবো অথবা কেরালা

থেকে লোক এনে যাতে আমাদের লোককে শিক্ষিত করতে পারি এবং তার ব্যবস্থা করতে পারি, এই চিন্তা ধারা রেখেই আমরা ফল পাওয়ার আগে factory করতে নারাজ। কিন্তু ফল পাওয়ার আগে যারা গোঁফে তা দেয় তাদের দলে আমরা নই। আমরা উৎপাদনের ব্যবস্থা করে, মানুষকে trained up করে তারপরেই এটা করার ব্যবস্থা করবো। সুতরাং আমি cut motion এর বিরোধীতা করে আমার Demandকে House এর সামনে রাখছি এবং আশা করি House সেটা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :—Discussion is closed. I would now put the motion to vote. First I would put to vote the cut motion by Shri Atiqul Islam that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on (1) Mismanagement in the Fishery development organisation.

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

Voice—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say—Noes. Voice 'Nose'

Noes have it, Noes have it. I would now put to vote the 2nd cut motion by Shri Atiqul Islam that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement in the Agriculture Directorate.

As many as are of that opinion will please say—Ayes.

Voice—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

Voice—Noes

Noes have it, 'Noes have it. I would now put to vote the cut motion by Shri Aghore Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement in distribution of seeds, manures, fertilizer etc.

As many as are of that opinion will please say—Ayes

Voice—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice—'Noes'

Noes have it, Noes have it. I would now put to vote the cut motion by Shri Bir Chandra Deb Barma that the Demand be reduced to discuss on failure of Agriculture Directorate to improve the conditions of the Agriculture in Tripura by Rs. 100/-.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice—Ayes

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Vice—'Noes'.

'Noes' have it, 'Noes' have it. I would now put to vote the cut motion by Shri Ram Charan Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Re. 1/- to discuss on disapproval of the policy of leasing out fisheries to private Parties.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Voice—'Noes'

'Noes' have it. Noes have it. I would now put to vote the cut motion by Shri Bulu Kuki. The question is that the demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy regarding establishment of regulated market.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Voice—Noes

'Noes' have it. 'Noes' have it. I would now put to vote the main motion. The question is that a sum not exceeding Rs. 48,17,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account). Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of march, 1967 in respect of Demand No. 17 Agriculture.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please 'Noes'—No 'Voice'.

'Ayes' have it, 'Ayes have it. The motion is carried.

On Demand for Grant No. 38, I would put to vote the Cut Motion by Shri Bulu Kuki that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "Mismanagement in executing the scheme under establishment of bone digester and preparation of bonemeal manure."

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

'Noes' have it, 'Noes' have it The motion is lost.

I would now put to vote the cut motion moved by Shri Sunil Kumar Choudhury that the Demand be reduced by Rs. 100/-to discuss on "Absence of provision for cashewnut processing factory".

As many as are of that opinion will please say "Ayes"

Voice—"Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Voice—"Noes"

"Noes" have it. "Noes" have it. The motion is lost.

Mr. Speaker :—I would now put the main motion to vote. The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 48,17,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of demand No. 17—Agriculture.

As many as are of that opinion will please say "Ayes."

Voice—"Ayes."

As many as are of contrary opinion will please say "Noes."

'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The motion is carried.

Demand for grant No. 38

I would now put to vote the Cut motion by Shri Bulu Kuki, that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement in executing the scheme under establishment of bone digester and preparation of bone meal manure.

As many as are of that opinion will please say "Ayes."

Voice—"Ayes."

As many as are of contrary opinion will please say "Noes."

Voice—"Noes."

Noes have it, "Noes" have it.

The motion is lost.

I would now put to vote the cut motion by Shri Sunil Kumar Chowdhury. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on absence of provision for cashewnut processing factory.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes.'

Voice—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes.'

Voice—Noes.

Noes have it, Noes have it.

The motion is lost.

I would now put to vote the main motion. The question is that a sum not exceeding Rs. 10,92,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defrary the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of demand No. 38 capital outlay on schemes of Agricultural Improvement & Research.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

Voice—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Ayes have it, Ayes have it. The motion is carried.

I would now call on Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his demand for grant No. 18—Animal Husbandry.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister) :— Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 20,67,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of demand No. 18—Animal Husbandry.

এই demandকে আনা হয়েছে এই জন্য যে কি করে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে হাঁস, মুরগি, শূয়র প্রভৃতি জন্তুর উন্নতি সাধন করে ত্রিপুরাকে উন্নততর ব্যবস্থার উপর স্থাপন করতে পারি, কি করে দুধের সরবরাহ করে আমরা দেশের উন্নতি করতে পারি এরইজন্যে এখানে এই demandটি রাখা হয়েছে। আশা করি House সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :— Against this Demand there are 5 Cut Motions. Two by Shri Bulu Kuki, two by Shri Sunil Kr. Choudhury and one by Shri Aghore Deb Barma. I would first call on Shri Bulu Kuki to discuss on his Cut Motions. The Cut Motion is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on (1) Inadequacy of provision for establishment of Veterinary Hospitals, dispensaries & stockmen centres. (2) In-adequacy of provision for purchasing medicines for Veterinary Hospitals and dispensaries.

Shri Bulu Kuki :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই Demand এর উপরে CutMotion রেখেছি। আমার Cut Motion রাখার উদ্দেশ্য দেশের যে গো-সম্পদ তার সুচিকিৎসার জন্য এবং গরুর দুধে যাতে আমরা self sufficient হতে পারি, তারইজন্য। কিন্তু আমরা কার্য্যতঃ দেখছি তাও যথেষ্ট নয়। আমি শুধু একটা মাত্র উদাহরণ দিতে চাই তার দ্বারা প্রমাণ হবে আমরা কি করছি, তেলিয়ামুড়াতে একটা Veterinary Dispensary আছে, আর খোয়াইতে একটি আছে। তেলিয়ামুড়া এবং খোয়াই এর দূরত্ব হল ২২ মাইল, আর তেলিয়ামুড়া হইতে অমরপুরের দূরত্ব হইল ৩৫ মাইল। এই ২২ মাইল এবং ৩৫ মাইলের মাঝখানে তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুরের এই দূরত্বের মাঝখানে অম্পি, তৈদু আর খোয়াই থেকে তেলিয়ামুড়ার মাঝখানে চেব্রী, কল্যাণপুর প্রভৃতি বাজার আছে। তারমধ্যে একমাত্র কল্যাণপুরের propulation-ই হবে ৩৫।৩৬ হাজার। কিন্তু এই জায়গাতে কোন dispensary অথবা stockmen centre নাই। তাদের ঐখান থেকে ১০।১২ মাইল দূরে গিয়ে তেলিয়ামুড়া অথবা খোয়াই গিয়ে চিকিৎসা করাতে হয়। নতুবা তাদের গরুর চিকিৎসা করাবার অন্য কোন সুবিধা নেই।

Mr. Speaker :— I would draw the attention of the Hon'ble Members to one fact that we have only 40 minutes time for this Demand. The remaining one hour is to be devoted to discussion on Private Members' Resolution. So, no Member can speak more than 10 minutes.

চেত্রী ও কল্যাণপুরে কোন ব্যবস্থা না থাকায় তেলিয়ামুড়া অথবা খোয়াই আসতে হয়। এদিকে তেলিয়ামুড়া হইতে অমরপুরের মধ্যবর্ত্তী জায়গার কোন লোক Veterinary dispensaryতে যেতে হলে বহুদূর পথ অতিক্রম করে তাকে তেলিয়ামুড়া অথবা অমরপুরে যেতে হয়। অতএব এই সমস্ত জায়গায় যদি কোন stockmen centre, Hospital বা dispensary করা না হয়, তাহলে সেখানকার জনসাধারণ গরু রক্ষা করার দিক দিয়ে বড়ই অসুবিধায় পড়তে হবে। Supplementary Demandএর discussion এর সময় আমি ঔষধ সম্পর্কে অনেক বলেছি। তেলিয়ামুড়া, খোয়াই ইত্যাদি সমস্ত dispensary-তে এবং অন্যান্য stockmen centre-এ উপযুক্ত পরিমাণ ঔষধ রাখা প্রয়োজন। ঔষধ যদি না থাকে তবে dispensary বা stockmen centre রাখার কোন মূল্যই থাকে না। তাতে শুধু টাকারই অপচয় হবে। তাই আমি আমার এই Cut Motion-এর মাধ্যমে House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে যে সমস্ত জায়গায় dispensary বা stockmen centre নাই, সেই সমস্ত জায়গায় যাতে dispensary এবং stockmen centre হয়। এই অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Sunil Kr. Choudhury.

Shri Sunil Kumar Choudhury :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে যে দু'টো cut motion রেখেছি সেই দু'টো cut motion সম্পর্কে বলছি। প্রথম হচ্ছে Milk supply scheme যেটা আছে সেটা inadequate বলে আমি বলেছি। সেটার expansion দরকার। এখন কথা হচ্ছে Milk supply scheme-এ আমরা কি দেখতে পাই? অন্ততঃ এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে অধিকাংশ দুধ বাইরের থেকে কিনে এনে সেটাকে পরিশ্রুত করে দেওয়া হয়। এখন কথা হচ্ছে যে কি পরিমাণ দেওয়া হয়। এখন যারা নাকি নূতন দরখাস্ত করেছে card পাওয়ার জন্য, তাদের জন্য কোন নূতন card issue করা হচ্ছে না। অথচ একটা কথা হচ্ছে যে দুধ আজকে দুর্মূল্যের বাজারে কেউ খুব সখ করে নিশ্চয়ই খেতে চান না। কারণ সেই সঙ্গতিও নেই। দুধটা সাধারণতঃ শিশু এবং রোগীর জন্যই চাওয়া হয়। সেই দুধ যদি আমরা না দিতে পারি তাহলে শিশু ও রোগী suffer করে। এই সম্পর্কে অতিরিক্ত বলে লাভ নেই। কারণ এটা সম্পর্কে দ্বিমত হওয়ার কোন কারণ নেই যে শিশু ও রোগীকে, তার যে দুধ সেই দুধের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই Milk supply scheme সম্পর্কে আমি যে Cut Motionটা রেখেছি সেটার সমর্থনে এইটুকু বললেই চলে। এখন কথা হচ্ছে যে আগরতলা শহরে Milk schemeটা সুষ্ঠু নয়। তারপর বিভিন্ন sub-division এর কথা এখন আমরা চিন্তাই করতে পারি না। সেটা কবে হবে কে জানে। সেই সম্পর্কে আমরা সুদূর অতীতে বা অন্ধকারেই পড়ে আছি। তারপরে আর একটি কথা হচ্ছে যে Key village centre. Key village centre সম্পর্কে আমি বলছি যে এটার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের গো সম্পদে উন্নত করার। এখন কথা

হচ্ছে যে প্রতীকের জোড়া বলদ দেখালেই চলবে না, সেই প্রতীকের জোড়া বলদ আমরা অনেক দিন দেখেছি, সেখানে হরিয়ানা গরু থাকতে পারে। হরিয়ানা বলদ থাকতে পারে কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যে হরিয়ানা গরু এবং বলদ জনসাধারণের কাজে কতটুকু লাগছে সেটা আজকে দেখার কথা। এখন আমি বলছি সাব্রুমের কথা। সাব্রুমে আজ পর্য্যন্ত কোন stud-bull নেই, এমন কি Key village centre করে সেখান থেকে bull নিয়ে artificial insemination করা হবে, সেই সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা-ই নেই বা সেই সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট কোন কিছু বাজেটে দেখতে পাই না। তারপর একটা কথা হচ্ছে যেটা নাকি সব চাইতে পশ্চাদপদ, ত্রিপুরা রাজ্যে যখন Technical Economical Survey হয়েছিল তখন সব চাইতে Lower producer centre বলে সাবরুম এবং অমরপুরকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে সেই সাবরুমে, যেটা নাকি lower producer centre তার কারণ কি? আজকে আমরা বৈজ্ঞানিক জগতে বাস করেও কৃষিকার্য্য সম্পর্কে আমরা বৈজ্ঞানিক জগতে এখনও এসে পেঁাছতে পারিনি। কারণ আমাদের সেই যে মান্ধাতার আমলের বলদ, সেই জোড়া বলদ, অবশ্য প্রতীকের জোড়া বলদ নয়, জোড়া বলদ হচ্ছে সেই আমাদের কৃষকদের জোড়া বলদ, সেটা অস্থি চর্ম্মসার। সেই অস্থি চর্ম্মসার বলদ দিয়েই আমাদের চাষ করতে হচ্ছে। তার ফলেই আমাদের production কম হচ্ছে। কারণ তার যে ক্ষমতা, সেই ক্ষমতায় যতখানি মাটি কর্ষণ করবার শক্তির প্রয়োজন ততখানি শক্তি তার নেই! কাজেই productionকে যদি বাড়াতে হয় তাহলে সেখানে Stud Bullএর মাধ্যমে গো জাতীর উন্নত করা দরকার। শুধু চাষের কাজে নয়। আমি বলব দুধের দিক দিয়েও তাই। শিশু এবং রোগীর দুধ পথ্য। তা যদি দিতে হয় তাহলে হরিয়ানা Bull দিয়ে সেই bullএর থেকে artificial insemination এর ব্যবস্থা হলে আমাদের দেশে যে গরু আছে তার যে বাচ্চা হবে সেই বাচ্চার দুধ দেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে। কাজেই এই সম্পর্কে দ্বিমত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমার মনে হয়, শুধু সাবরুমের কথা নয় এ রকম অনেক জায়গা আছে, যেখানে নাকি এখনো Key village centre খোলা হয়নি। কাজেই সেসব জায়গায় অবিলম্বে Key village centre খুলে শষ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে, গোজাতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং সর্ব্বোপরি দুধের ক্ষেত্রে, মানে দুধ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, রোগীও শিশু দুধ যাতে সুষ্ঠুভাবে পেতে পারে সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই আমি আমার Cut motion রেখেছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Aghore Deb Barma to discuss his cut motion that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement in the Poultry farms, Duck Multiplication centre.

Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে mismanagement সম্পর্কে cut motion রাখছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে আজকে এই cut motionএর মাধ্যমে Animal Husbandry, Poultry Farms, Duck Multiplication centreএ যে mismanagement আছে সে সম্পর্কে আমি Houseএর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার কথা হচ্ছে গত এক বৎসর আগে গান্ধীগ্রাম ফার্ম থেকে কাঙ্কর টিলা বা বিভিন্ন গভর্ণমেণ্ট কোয়ার্টারের মধ্যে যে সমস্ত মাংস ইত্যাদি বিক্রি করা হ'ত, ঐ মাংস যারা কেনে তাদেরে কোন Cash Memo দেওয়া হ'ত না। না দেওয়ার ফলে কথা উঠেছিল যে এগুলি কোথা থেকে আনা হয় এবং

এগুলি কি মরা ছাগল না অন্য কিছু নিয়ে আসা হয়, এ সমস্ত প্রশ্ন উঠার পরে গভর্ণমেন্ট কোয়ার্টারে যে মাংস বিক্রি করা হ'ত তা এখন বন্ধ হয়ে গেছে।

Mr. Speaker :—Was it supplied from that Farm ?

Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.—গান্ধীগ্রাম ফার্মের নাম করে সাপ্লাই করা হয়। কিন্তু কোন Cash Memo দেওয়া হয় না।

Mr. Speaker :— My point is whether the farm itself sells to some persons. Anybody of the street may come and say that this is from the Poulty Farm.

Shri Agore Deb Barma, M. L. A.—যারা এই মাংস কিনে খেত তারা জানত যে ফার্ম থেকেই এটা বিক্রি করা হয়। আর ফার্ম থেকে যখন প্রশ্ন উঠল—ফার্ম থেকে যখন বিক্রি করছ. তোমরা Cash Memo দাও। যখন এই প্রশ্ন উঠল তখন বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল। ইদানীং আর একটি ঘটনা হলো ...

Mr. Speaker :— Charge is not specific. I am sorry.

Shri Aghore Deb Barma, M.L.A. :— এটা গত বৎসরের কথা।

Mr. Speaker :— হ্যাঁ, গত বৎসরের কথা হউক, তাতে কি হবে।

Shri Aghore Deb Barma, M. L. A :—আর একটা কথা হলো বর্তমানেও Poultry Farm থেকে ডিম ইত্যাদি বিক্রি হয়, অন্যের কথা বাদ দিয়ে আমি নিজের কথাই বলছি। অবশ্য আমি নিজে কিনি নাই, অন্য মানুষ দিয়ে ডিম কিনিয়েছি। যে কিনেছে তাকে Cash Memo দেয় নি। এইভাবে শুধু একজন দু'জনের বেলায় নয়—কারো বেলায়ই Cash Memo দেওয়া হয়না।

Mr. Speaker :—Farm থেকে কি খুচরা বিক্রি হয় ?

Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.—Farm থেকে কিনে আনা হয় কিন্তু Cash Memo দেওয়া হয় না।

Mr. Speaker :— Alright, go on.

Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. :— আজকে বিভিন্ন ফার্মগুলির মধ্যে যে সমস্ত অব্যবস্থা চলে তা দূর করে যাতে ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালনা করা হয় তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই আমি এই Cut Motionটি রাখছি। তারপর Animal Husbandry সম্পর্কে যে Cut Motion রেখেছি তার সমর্থনে আমি কয়েকটি কথা উল্লেখ করতে চাই। মাননীয় সদস্য শ্রীবুলু কুকী যে Cut Motion এখানে রেখেছেন সেই Cut Motion এর এখানে খুবই প্রয়োজন আছে। কারণ সাক্রম বিভাগের মত্ন একটা বিরাট এলাকা, কিন্তু সেখানে কোন Stockmen centre নাই। সেখানে Stockmen centre ও Vety. Dispensary খোলা দরকার। এইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিভিন্ন এলাকার মধ্যে Vety. Dispensary এবং Stockmen centre খোলা হয় নাই। আর যে সমস্ত জায়গায় খোলা হয়েছে সেখানে যদি কোন লোক গো-মহিষাদির চিকিৎসার জন্য যায় তাহলে তাদের চিকিৎসার কোন সুবন্দোবস্ত করা হয় না। ঔষধ লিখে দেওয়া হয়। বলা হয় আমাদের এখানে ঔষধ নেই। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে

একথাও বলা হয় যে এটা আমাদের আওতার মধ্যে পড়ে না। অনেক সময় গ্রামেও তারা যায় না। এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। কাজেই যেখানে আমরা Centre খুলেছি সেই Centreগুলির মধ্যে অন্ততঃ ঔষধ রাখা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা একটা Vety. Centre করে রাখার কোন মানেই থাকে না। যদি ঔষধ না থাকে, কোন গরুর যদি চিকিৎসা না করা হয় তাহলে তাদেরে সেখানে রাখার কি যৌক্তিকতা আছে তা আমি বুঝতে পারি না। আর Milk Supply সম্পর্কে—

Mr. Speaker :—That point has been dealt with.

Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. :— Milk Supplyর সম্পর্কে একটা বক্তব্য রাখতে চাই সম্ভবপর হলে। বর্তমানে Diary Deptt. এর মধ্যে দুইটি Van, একটি Truck, একটি Jeep আছে। তার মধ্যে Truckটি বহুদিন যাবৎ নষ্ট হয়ে আছে। আর বাকী তিনটি কাজের মধ্যে আছে। এই তিনটির দ্বারা বর্তমানে যে কাজকর্ম তা চালানো সম্ভব হইতেছে না। কাজেই TRA 249 Jeepটি ভাড়া করে এই Deptt. দুধ আনছে। এই হলো অবস্থা। এখন প্রশ্ন হলো যে সেই Truckটি যদি নষ্টই হয়ে থাকে তাহলে নূতন একটা গাড়ী নিশ্চয়ই কেনা দরকার। কারণ বাকী যে গাড়ীগুলো আছে তাদ্বারা কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই এইক্ষেত্রে ভাড়া নেওয়ার কি প্রশ্ন উঠে? যে Jeepটি ভাড়া করে বর্তমানে কাজ চালানো হচ্ছে সেই Jeepটি নাকি এই Deptt. এরই একজন কর্মচারীর আত্মীয়ের, একথা সত্যি কিনা ঠিক জানি না। সাধারণতঃ TRA ভাড়া দেওয়া বা ভাড়া নেওয়ার কোন নিয়ম আছে বলে তো মনে হয় না। কাজেই Deptt..এর যদি গাড়ীর প্রয়োজন হয় তাহলে indent দিয়ে গাড়ী আনার ব্যবস্থা করা Deptt. এর দরকার।

সাধারণতঃ তেলিয়ামুড়া, বাগমা, মেলাঘর প্রভৃতি জায়গা থেকে দুধ আনা হয়। মফঃস্বল থেকে দুধ আনা, সকালে সেই দুধ distribute করা এই গাড়ীগুলির দ্বারা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। অতএব গাড়ী ভাড়া করে তারা কাজ চালাচ্ছেন। কাজেই প্রয়োজন যদি থাকে তাহলে গাড়ী কেনা নিশ্চয়ই প্রয়োজন। আর দিনের পর দিন দুধের চাহিদা যেভাবে বাড়ছে—

Mr. Speaker :— Time is up.

Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. :— আমি আর এক মিনিট বলব স্যার। Key village schemeএ আজকে artificial inseminationএ, যে গরুর বাচ্চাগুলি হচ্ছে, সাধারণতঃ কৃষকরা তার যত্ন নিতে পারে না। আমি মনে করি দুধের উৎপাদন যদি বাড়াতে হয় তাহলে বর্তমানে সরকারের তত্ত্বাবধানে যে একটা Farm আছে, ঠিক তদ্রূপভাবে বিশ্রামগঞ্জ বা বিভিন্ন এলাকার মধ্যে এইভাবে Farm করা দরকার। সেই Farmগুলি যদি আমরা করতে পারি তাহলে সেই Farmগুলির মাধ্যমে দুধের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ হবে বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker :—I would call on Dr. B. Das. He have twenty five minutes time.

Shri B. Das (Dy. Minister) .—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে Demand for Grant No. 18—House এর সামনে রেখেছেন তার উপর বিরোধী পক্ষ থেকে ৫টী ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে। আমি ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। একটি ছাঁটাই প্রস্তাব হচ্ছে Inadequacy of provision for establishment of Vety. Hospitals, Dispensaries and Stockman centres, এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবুলু কুকী। ছাঁটাই প্রস্তাবটী আনতে গিয়ে প্রথমে তিনি বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার এবং সেই ব্যবস্থা নাকি এখানে নেই। সেই ক্ষেত্রে আমি বলছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে এখন পর্যন্ত আমাদের 34 veterinary institution আছে। India Govt. এর যে pattern তাতে 25,000 heads of live stock এ একটী Veterinary institution হলেই চলে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে সবশুদ্ধ আছে ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫টী, heads of livestock। যেহেতু সেখানে 34 × 25,000 cover করে, কাজেই আর দরকার পড়ে না। তবুও আমরা যে পরিকল্পনা রাখছি, আমাদের যে সেইদিকে লক্ষ্য আছে, সেজন্য 4th Five Year Planএ আরও ১টী Veterinary Dispensary এবং ৪টি Stockmen centre খুলব। তাতে করে আমাদের numberটা হবে হবে 39, কাজেই সেখানে এটা inadequate নয়। এই কথাটি বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে তেলিয়ামুড়া থেকে খোয়াইএর দূরত্ব হচ্ছে ২২ মাইল, তেলিয়ামুড়া হইতে অমরপুর হচ্ছে ৩৫ মাইল, তার মাঝখানে কোন dispensary নেই। এই যুক্তিটা দেখাতে গিয়ে উনি যে কথাগুলি বলেছেন সেই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে কল্যাণপুরের population হচ্ছে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার, সেটা কি লোক সংখ্যা উনি বলতে চাইছেন না কি Heads of livestock ? লোক সংখ্যার হিসাবে যদি হয় তাহলে ঠিকই আমাদের হয় নি। তবে এটা সত্যি কথা যে আমরা এদিকে চিন্তা করিনি, head of livestock এর উপর basis করে Veterinary institutionগুলি হচ্ছে। মাননীয় সদস্য শ্রীবুলু কুকি আর একটি প্রস্তাব রেখেছেন inadequacy of provision for purchasing medicines for Veterinary Hospitals and dispensaries, সেই medicine নাকি সেখানে নেই। একথাটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঠিক নয়। medicine আমাদের প্রচুর আছে এবং এইবার, 1965-66 এর যে institutionগুলো planএ ছিল সেইগুলি আমরা non-planএ নিয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেট আলোচনা করলেই সেখানে আমরা দেখতে পারব যে non-planএ medicineএর জন্য টাকা ধরা আছে, কাজেই সেখান থেকে আমরা টাকা নিয়ে আসব। গত বৎসর ঔষধটা আসতে Indo-Pak conflictএর জন্য কিছুটা দেরী হয়েছিল, সেই ঔষধটা আমাদের কাছে এখনও আছে। আমরা বাজেটে এখানে যে টাকা ধরেছি সেই টাকা দিয়ে আমাদের যে ঔষধ আসবে সেই medicine দিয়ে আমরা ৩৫টী institution চালাতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পরের Cut Motionটী হচ্ছে inadequacy of provision for expansion of Milk Supply Scheme. Milk Supply Scheme সম্পর্কে বলতে এসে শ্রীচৌধুরী মহাশয় বলেছেন দুধ নাকি কেউ সখ করে খায় না, শিশু আর রোগীর জন্য দুধ, অন্যদের আর দরকার নেই, যদি খায় সখ করে খায়। এই কথাটি মাননীয় সদস্য কোথায় পেলেন জানি না। দুধটা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, দরকারী। Milk তাকে

খেতেই হবে, Milk না হলে পরে তার substitute কিছু একটা নিতে হবে। কাজেই দুধ কেবল শিশু ও রোগীর জন্য এ কথাটা কোথা থেকে আসে। এই কথাটা যদি শুনতে পেতাম এই Assembly Houseএ যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটী লোক দুধ খেতে পারবে, তার চেষ্টা আমরা করব তাহলে খুশী হতে পারতাম এবং সেই আলোচনাটি হত গঠনমূলকের দিকে। কিন্তু এমন একটি আলোচনা তিনি করেছেন যে দুধ শুধু শিশু ও রোগীরই খাওয়া দরকার, আর কারো খাওয়ার দরকার নাই। নিজের স্বাস্থ্যের জন্যও দরকার নাই। আমার জিজ্ঞাস্য যে, মাননীয় সদস্য কি উনার স্বাস্থ্যটা রাখবার জন্য একদিনও দুধ খাননি ? জন্মের পর থেকে কি উনি কোনদিনই খাননি ? যখন শিশু ছিলেন, কিশোর ছিলেন, যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন তখন ১ দিনও কি তিনি দুধ খাননি ? কাজেই এই কথাটি কিভাবে তিনি বললেন—সেটা উনিই বিবেচনা করুন, এইটুকুই আমি বলতে চাই।

(Interruption)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর Cut Motion হচ্ছে Expansion of Milk Supply Scheme সম্পর্কে। এই Milk Supply Scheme সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের পরিকল্পনাতে আমরা রেখেছি যে আমরা এই yearএর মধ্যে একটি নূতন Diary আগরতলাতে start করব। তাতে ১১ হাজার লিটার of milk handle করব, এবং তাতে করে urban people কে আমরা দিতে পারব। এছাড়া কুমারঘাটে আমরা আরও একটি Diary centre করার কথা চিন্তা করছি। এছাড়া আমাদের rural areaতে তিনটি Diary centre আছে, সেখানে আমরা Milkটা producerদের কাছ থেকে collect করে সেখানে সিদ্ধ করে আবার তাদের মধ্যেই সেটা বিক্রি করে দেব। এমনিভাবে Milk Supply Scheme এ-তে আমরা এগোচ্ছি। মাননীয় চৌধুরী মহাশয় ঐ Cut Motionএ বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছেন যে artificial insemination করে যাতে দুধ আমরা বেশী করে পেতে পারি এবং বলদ, যেটা নাকি প্রতীক বলদ সেটা নয়, ভাল বলদ যাতে পেতে পারি তার ব্যবস্থা করতে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সম্বন্ধে একটু মাত্র picture আমি তুলে ধরতে চাই যে insemination সারা ত্রিপুরা রাজ্যে 1952-53তে আমরা মাত্র করেছিলাম ৫১৭টি, আর 1955-56এ ১০ হাজার ২ শত ৩১টি, এবং upto 31st December, 1965. ৭৪ হাজার, ৬-শত ৩টি হয়েছিল। কাজেই artificial insemination সেই জায়গায় আমরা করছি। যাতে ভাল বলদ পাওয়া যায়, দুধ যাতে আমরা বেশী পাই সেইজন্য আমরা Stud-Bull supply করেছি। এখন পর্য্যন্ত আমরা ১০টি bull supply করেছি, 4th plan এ-তে ৪০টি bull আমরা দেব। কাজেই প্রতীকের বলদের চাইতেও ভাল বলদ আমরা দিতে পারব, সেই বিশ্বাস আমরা রাখি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার পরের প্রশ্নটি হল Extension of Key Village Centres. আমাদের ৩টী existing key village centreকে expansion করবার provision আছে, বিলোনিয়া, ধর্মনগর, কৈলাশহর এই তিনটি করার প্রস্তাব আছে। এ ছাড়া আরও একটি key village block 1966-67এ আমরা

extension করব। এবং Northern Zoneএ-তেও আমরা সেটা করব। কাজেই যেভাবে আমরা Key Village Centre বাড়াচ্ছি এবং bullগুলো দিচ্ছি তাতে করে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যকে আমরা cover করতে পারব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Gandhigram Poultry Farm এ ডিম কিনতে গিয়ে,—একটা কথা তিনি প্রথমতঃ বলেছেন যে, মাংস নাকি বিক্রী হত Farm থেকে। এই ধরণের কথা কি করে যে আসে Assemblyর সামনে, যেটা আমি definitely বলতে পারছিনা, সেই সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব, সেই বিষয়ে যেন তিনি অন্ততঃ একটু বিবেচনা করেন। তারপর বলেছেন সেখানে ডিম কিনলে Cash Memo দেওয়া হয় না। আমি নিজে জানি, নিজে সেখান থেকে ডিম আনি এবং আমার পাড়ার অনেকেই আনেন; যখনই আনেন প্রত্যেকেরই Cash Memo দেওয়া হয়—যারাই মাংস বা ডিম কিনেন। অতএব এই কথাটা তিনি কোথায় পেলেন সেটা আমি জানিনা। গরুর মড়ক যখন লাগে তখন তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় না, একথা ঠিক নয়। যখনই এটা হয় সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডাক্তার বাবুরা যান, prescription করেন এবং চিকিৎসার যাহা যাহা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করে আসেন। Milk supply-র জন্য গাড়ী ভাড়া কেন করা হল Milk আনবার জন্য তাহা বলা হয়েছে। সেটা মাননীয় সদস্য নিজেও স্বীকার করেছেন যে ১টি গাড়ী নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। সেটা garrage থেকে মেরামত হয়ে আসতে একটু সময় লাগবে, কাজেই গাড়ী ভাড়া কর হল, তবে কোথায়ও কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Cut Motion এর বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখে এখানে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I now call on Hon'ble Chief Minister. We have to close the debate within 10 minutes.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand for grant No. 18এ যে ৫টি Cut Motion আনা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করছি। প্রত্যেকটি জায়গায় কেবল বলা হয়েছে inadequacy, inadequacy, আর এক জায়গায় বলা হয়েছে expansion. আমি মনে করি যে যে পদ্ধতি আমরা প্রবর্ত্তন করেছি সেটাকে তারা সমর্থন করছেন, তবে বলছেন অপর্য্যাপ্ত। সেই জায়গাতে আমরা এমন কথা বলছি না এই বাজেটের মধ্য দিয়ে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের গোজাতির উন্নতি করে একটা নূতন স্বর্গ তৈয়ারী করে ফেলব। আমরা ক্রমান্বয়ে যে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছি সেই দিক দিয়ে আমরা দেখাতে সক্ষম হচ্ছি এবং সেভাবে কাজ পরিচালনা হচ্ছে। Animal Husbandryর চিকিৎসাই হউক, এবং সেই চিকিৎসাকে প্রবর্ত্তন করতে গেলে পরে মানুষের চিন্তাধারার একটা পরিবর্ত্তন দরকার, সেটা প্রথমেই করতে হবে। কারণ insemination করতে গেলে প্রথম প্রথম যে দেশেতে নিজেরাই dispensaryতে আসে না সেই জায়গাতে inseminationএ গো-প্রজনন কার্য্য পরিচালিত হবে। এটার উপর অনেকে একটু ধর্মের সাথে তাকে মিলিয়ে নিয়েছেন। কারণ অনেকেই আমাদের ত্রিপুরায় আছে যারা গরুকে নাকা দিতে ভয় পায় এবং ধর্মের বিরোধীতা বলে মনে করে।

অতএব সেই জায়গাতে inseminationএর মারফতে প্রজনন কার্য্য হবে তাতে

কিছুটা আপত্তি ছিল বৈকি। কিন্তু দেখা গেছে, অন্যান্য জায়গার তুলনায় ত্রিপুরার জনসাধারণ insemination কার্য্যটি অতি দ্রুত গ্রহণ করেছে যার ফলে আমরা এখন 74,603টি cowকে insemination করতে পেরেছি এবং আমরা আশা রাখছি যে আরো 43% cattle populationকে উন্নত ধরণের stud bull দিয়ে service দেওয়াতে পারবো। অতএব তাতে আমরা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নত ধরণের গাভী বা বলদ তৈরী করে নিতে পারব। সেই ব্যবস্থার সৃষ্টি করেই এই বাজেটের অঙ্ক নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। গোজাতিকে এবং পশুপক্ষীকে যা আমরা পালন করছি তাকে সুস্থ রাখার জন্য যে যে ব্যবস্থা উন্নত ধরণের আছে, scientific প্রথায় চলছে সেই সমস্ত প্রথা আমরা প্রবর্ত্তন করতে পেরেছি এবং জনসাধারণ তা গ্রহণ করছে। মাননীয় সদস্যরাও মন দিয়ে গ্রহণ করেছেন বলে বুঝা যায়। কারণ যেই জায়গাতে inadequacy of provision for expansion of Milk Supply Schemes, সেটা আমরা বলছি না যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি শহরে দুধ দিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছি। আমরা আগরতলাতে একটা First start করেছিলাম তার চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা এখন hospitalএর রোগীদের এই দুধ supply করছি। অতএব আরো দুইটি Farm করার প্রকল্প আমাদের আছে, তারজন্য ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। অতএব সেই দিক দিয়ে inadequacy বলতে পারেন, সেটা আমি অস্বীকার করবো না। কিন্তু একদিনে করতে গেলে পরে যে অর্থের আবশ্যক সেটাও আমাদের চিন্তা করতে ও ভাবতে হবে। কারণ এটা অনুদানের state, আমি ইচ্ছা করলেই দ্রুত গতিতে সমগ্র জায়গাতে সম্প্রসারিত করতে পারি না। অতএব তার সাথে সাথে Technical Personnelএরও দরকার। সেটি করতে গেলে পরে Scientific লোকের দরকার, যন্ত্রপাতিরও দরকার। মাননীয় সদস্যদিগকে Emergencyর দিকে লক্ষ্য রাখতে বলবো। আমাদের Foreign Exchangeএর দিক দিয়ে যে অবস্থায় আমরা আছি সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা তা করবার জন্য চেষ্টা করছি। অতএব যখন এই অসুবিধা দূর হয়ে যাবে তখন আমরা নিশ্চয়ই চিন্তা করবো কি করে দ্রুততম গতিতে প্রত্যেকটি জায়গাতে যেখানে Health Centre আছে, শিশুকেন্দ্র আছে সেই জায়গাতে তাহাদিগকে যাতে দুগ্ধ supply করা যেতে পারে ; এরই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা তা introduce করেছি এবং তা উন্নত করার জন্য সুযোগও রয়েছে।

তারপর Poultry Farms, Duck Multiplication Centre সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে—Mismanagement সম্পর্কে বলতে গিয়ে এসব কথা বলেছেন। মাননীয় সদস্যের মনেই সন্দেহ হয়েছে তার কারণ হল এই তিনি নিজে এই সমস্ত শুনেননি। লোকের মুখে শুনেছেন। গান্ধীগ্রামে তো ডিম বিক্রীই হয়। লোকে সেখানে মুরগী পালন করে, ডিম বিক্রী করে। অতএব সাধারণ লোক সেখানে যারা ডিম বিক্রী করে তারা Cash memo চায় বলে আমার মনে হয় না। তবে Govt. Farm থেকে যখনই কোন জিনিষ বিক্রী হবে তার Cash memo দিতে হবে। Cash memo না দিলে সেটা অপরাধ বলে গ্রাহ্য হবে ; যদি সেটা ঠিক ঠিক ভাবে বলে দিতে পারেন যে কবে কে কোথায় বলেছিল তাহলে সেটা check করার চেষ্টা আমরা করতে পারব। Mismanagement সব সময়ই check করতে হবে ; যদি Mismanagement check করতে না পারি যদি তাকে দমন না করতে পারি তবে বাস্তবিকই একটা লজ্জাস্কর ব্যাপার হবে। অতএব

সেইদিকে বিবেচনা করে এই cut motionএর বিরোধীতা করে আমি আমার Demandকে সমর্থন করার জন্য হাউসের নিকট অনুরোধ রাখব।

Mr. Speaker :— Discussion is closed. I would now put the motion to vote. First I would put to vote the cut motions. I would now put to vote the cut motion tabled by Shri Bulu Kuki.

The question is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for establishment of Veterinary Hospitals and Dispensaries and Stockman Centres.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice—'Noes'

'Noes' have it. 'Noes' have it.

The motion is lost.

I would now put to vote the second cut motion tabled by Shri Bulu Kuki that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for purchasing medicines for Veterinary Hospitals and Dispensaries.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice—'Noes'

'Noes' have it. 'Noes' have it.

The motion is lost.

I would now put to vote the cut motion tabled by Shri Sunil Kumar Choudhury.

The question is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for expansion of Milk Supply Schemes.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice—'Noes'

'Noes' have it. 'Noes' have it.

The motion is lost.

I would now put to vote the second cut motion by Shri Sunil Kumar Choudhury that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on extension of Key Village Centres.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice—'Noes'

'Noes' have it. 'Noes' have it.

The motion is lost.

I would now put to vote the cut motion tabled by Shri Aghore Deb Barma.

The question is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement in Poultry Farms & Duck Multiplication Centres.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice—'Noes'

'Noes' have it. 'Noes' have it.

The motion is lost.

Mr. Speaker :—I would now put to vote the main motion.

The question is that a sum not exceeding Rupees 20,67,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 18-Animal Husbandry.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

(Voice—'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please say Noes'

(No Voice)

'Ayes' have it. Ayes have it.

The motion is carried.

Mr. Speaker :— I would now pass on to the next item. The next item is Private Members' Resolution. I would now call on Shri Aghore Deb Barma to move his resolution that whereas 8 detenu of Tripura including 2 M. Ps' and 2 MLAs' are in detention without trial for about 2 years and some of them are seriously ailing from various deseases, this Assembly directs that Government of Tripura should immediatly release them.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাবটি খুবই সহজ এবং পরিষ্কার। Emergency ঘোষণা করা হয় ১৯৬২ সালে, এখন ১৯৬৬ সাল চলছে। এখন পর্যান্ত emergencyর নামে আমাদের ত্রিপুরায় যে সমস্ত জন প্রতিনিধি, যারা Parliamentএর প্রতিনিধি যারা M.L.A. বা অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীদের আটক করে রাখা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—

Mr. Speaker :— I would draw the attention of the honourable member to one point There are 4 members from the opposition to speak and I think the member moving the resolution would like to have a right of reply. Then 5 members from the opposition and 2 from the Government Party—i. e. 7 members will have one hour. If we devide 60 by 7 there are 9 minutes for each of the members. So the members will get 9 minutes time each.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা বরাবরই সরকারের কাছে দাবী করে আসছি যে, যাদেরকে সরকার দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপদ মনে করে এখন পর্য্যন্ত জেলে আটক রেখেছেন, তারা যদি দেশ দ্রোহীতার কাজ করে থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে প্রকাশ্যে আদালতে বিচার করা হউক। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারেননি এবং তাদেরকে মাসের পর মাস এভাবে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের সংবিধান অনুযায়ী যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভারতের নাগরিকরা সাধারণতঃ পেয়ে থাকে, আর যেরকম অন্যায়ভাবে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়েছে, তাতে আটক করে ত্রিপুরার নাগরিকদের সংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব্ব করা হচ্ছে কিনা? কারণ ভারতের সংবিধানের মধ্যে পরিস্কার লেখা আছে, যে কোন নাগরিক, যে কোন দল যে কোন মত পোষণ করতে পারে। কাজেই এই যদি নাগরিক অধিকার হয় এবং সরকার যদি তাদেরকে একটা মত পোষণ করার জন্যে মাসের পর মাস এভাবে আটক করে রাখে তা হলে সেই অধিকারের কি মূল্য থাকে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এভাবে বিনা বিচারে আটক রেখে শুধু মাত্র বন্দীদেরই নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন করা হচ্ছেনা, আজকে সমগ্র ত্রিপুরার সাক্রম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত সে সমস্ত নাগরিক তাদের যে অধিকার বলে তাদেরকে নির্ব্বাচিত করেছেন সরকার আজ তাদের সেই অধিকারের উপরেও হস্তক্ষেপ করেছে এবং খর্ব করেছে। কাজেই আজকে দেশের এই জরুরী অবস্থার নাম করে তাদেরকে একটা অপবাদ দিয়ে মাসের পর মাস আটক রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। এখানে আমি সংক্ষেপে কয়েকটি কথার উল্লেখ করতে চাই। ভারতবর্ষের যারা জ্ঞানী, গুণী এবং আইনজ্ঞ ব্যক্তি এবং যারা বিশিষ্ট লোক তারা পর্য্যন্ত আজ এই ভারতরক্ষা আইন তুলে দেওয়ার জন্য এবং জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবী জানিয়েছেন। 16th February, M. C. Sitalbad the former Attorney General of India and now the President of the Bar Association of India, New Delhi a letter addressed by 34 prominent citizens of India to the President and the Prime Minister of India demanding immediate withdrawal of emergency. এভাবে আজকে শুধু আমাদের কথা নয় আমাদের party-র কথা নয়, আমাদের ত্রিপুরার জনসাধারণের কথা নয়, যারা ভারতবর্ষের বিশিষ্ট আইনজীবি, আইন সম্পর্কে যাদের ভাল অভিজ্ঞতা আছে তারা পর্য্যন্ত আজকে সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছেন যে জরুরী অবস্থা ও ভারতরক্ষা আইন বাতিল করা হউক এবং সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হউক। এই যে চিঠি রাষ্ট্রপতির নিকট তারা দিয়েছেন তাতে উল্লেখ আছে যে "Continued state of emergency was turning India's Parliamentary democracy into what has been called a Constitutional Dictatorship". As a result of the continuation of the emergency, the fairname of our democracy stands furnished in the eyes of the world by the adoption of methods characteristics of a police state এই হচ্ছে অবস্থা। আজকে Ruling party ইমার্জেন্সীর নাম করে প্রতিরক্ষার নাম করেই নিজেদের রক্ষার জন্য আজকে দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করছে। শুধু হত্যা.

নয় মানুষের সমস্ত অধিকারগুলো আজকে হরণ করে তারা প্রতিরক্ষার নামে কংগ্রেসকে রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। যারা যারা সিগনেটরীর মধ্যে আছেন—Signatories to the letter include 3 former Chief Justices of India, several former Judges of the Supreme Court & the High Courts, Vice-Chancellors of Universities, Editors of all the Five English Dailies from the Capital and many other Public men.

একটি Press conferenceএ Shri M. C. Sitalabad বলেছেন—The deprivation of the fundamental rights of the people even for a day cannot be justified without a valid reason and that is precisely what is lacking to day, আজকে এক মুহূর্তের জন্যও এভাবে যুক্তি ছাড়া, কারণ ছাড়া, মানুষকে আটক রাখা যে কত বড় অন্যায় তা শুধু আমাদের কথা নয়। আজকে যিনি ভারতবর্ষের প্রাক্তন Attorney General ছিলেন, তিনি পর্য্যন্ত এই অন্যায়ের কথা বলেছেন। কাজেই এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার আজকের এই প্রস্তাবের সোজা কথা হচ্ছে আজকে যাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে তাদের এ ভাবে বন্দী করে রাখার কোনও যৌক্তিকতা নাই। আজকে যেভাবে Ruling party তাদের রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতা এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য বিরোধী দলের যে সমস্ত M. P. ও M. L. A. দের আটকে রেখেছেন তার কোন যৌক্তিকতা নাই। তবে তারা আটক রাখতে পারেন। আজকে প্রায় দুই বৎসর হতে চলল মাসের পর মাস বিচারও তারা করতে পারছে না। তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও তারা আনতে পারছে না, অথচ এভাবে আটক রাখবে দেশের মানুষ তা আর মানতে রাজী নয়। কাজেই সময় থাকতে আমি এ প্রস্তাবের মাধ্যমে দাবী করব তাদের মুক্তি দেওয়া হউক, এবং ভারতরক্ষা আইন ও ইমারজেন্সীর অবসান ঘটানো হউক।

Mr. Speaker :—Shri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Sudhanwa Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আটজন ডেটিনিউকে এখনও ত্রিপুরার বাইরে রেখে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে এর পূর্ব্বেও ১৯৬২ ইংরেজীতে arrest করে ত্রিপুরার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারা এর পর মুক্তি চেয়েছিলেন কিন্তু মুক্তি দেওয়া হয় নি। তারা নিজেরা মুক্ত হয়েছেন। এর পরেও ত্রিপুরা সরকার প্রয়োজন মনে করলেন তাদের arrest করার। আমরা বুঝিনা কেন এই arrest. এই জরুরী অবস্থা যার জন্য তাদের মাসের পর মাস আটক রাখা হচ্ছে আজকে দুই বৎসর হতে চলল তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়নি এবং তাদের বিচারও করা হয়নি। তাদের কি দোষ, কি অপরাধ আছে. তাদের বিরুদ্ধে কোন specific charge আছে কিনা, কোন charge এনে তাদের বিচারও করা হলনা। কাজেই এইভাবে তাদের আটকে রাখা কি গণতন্ত্র বিরোধী নয়? আমাদের শাসক পার্টি গণতন্ত্রের কথা খুব বলেন, শুধু গণতন্ত্রের কথাই বলেন না, সমাজতন্ত্রের কথাও বলেন। কিন্তু আজকে তাদের মুখোস খুলে গেছে এইভাবে সংবিধানের পবিত্র ধারাকেও লঙ্ঘন করা হচ্ছে। মানুষের যে অধিকার, মানুষের যে ব্যক্তি স্বাধীনতা তাও লঙ্ঘন করা হচ্ছে। জনপ্রতিনিধি যারা,

জন নেতা যারা, তাদেরকে ত্রিপুরার বাইরে আটক রাখা হয়েছে। আজও তাদের মুক্তি দেওয়া হয়নি। আমাদের ত্রিপুরার শাসক শ্রেণী তাদের কি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখেন? আমি যদি এই দৃষ্টিভঙ্গীকে vindictive বলি তাহলে হয়ত সেটা unparliamentary হবে। তাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয় তার একটা ঘটনা বলতে পারি। আমাদের এখানে এক ভদ্রমহিলা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে বলেছিলেন যে বন্দীদের ডুমকা জেলে খুব অসুবিধা হয় তাদেরকে যেন হাজারীবাগ জেলে নিয়ে আসা হয়। মুখ্যমন্ত্রীও তাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাদের হাজারীবাগ জেলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ও যে তিনজন ডুমকা জেলে আছেন তাদেরকে হাজারীবাগ জেলে নেওয়া হয়নি। Parole সম্বন্ধে liberal attitude নেবেন বলেছিলেন যখন আমাদের M.P. Biren Datta মহাশয়ের ব্যাপারে এই কথা বলা হয়েছিল। আমরা জানি অনেক detenu অসুস্থ আছেন, অনেকের বাসায়ও অসুস্থতা আছে এবং এইজন্য parole মুক্তি দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু শুধু M.P. দশরথ দেবের parole মুক্তি আবেদনের উত্তরে বলেছিলেন যে তাকে Paroleএ মুক্তি দেওয়া হবেনা কিন্তু অন্যান্যদের বেলায় একটা reply দেওয়ার প্রয়োজন পর্য্যন্ত মনে করলেন না। তারপর সরোজ চন্দকে মাত্র ১৫ টাকা দেওয়া হয়। এই সম্বন্ধে তাকে আরও বেশী টাকা দেওয়ার জন্য আমরা deputation দিয়েছিলাম। কারণ তার যা wage আমরা দিচ্ছি

Mr. Speaker :— I like to point out one thing to the hon'ble member that you want the release of the detenus.

Shri Sudhanwa Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যুক্তি হল এই যে সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকার ফলে আজ পর্য্যন্ত তাদের release পর্য্যন্ত করা হচ্ছেনা। এই সমস্ত সামান্য দাবীগুলি পর্য্যন্ত মঞ্জুর করা হচ্ছেনা। কাজেই তাদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে আরো কত কি যে হবে তাই আমি বলছি।

Mr. Speaker :— Will the hon'ble member be satisfied if the allowance of Shri Saroj Chanda is increased and some other detenus are released on parole ?

Shri Sudhanwa Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে যে যেখানে সামান্য দাবীগুলি পর্য্যন্ত মঞ্জুর করা হচ্ছে না, সেখানে তাদের মুক্তির ব্যাপারে যে কি করা হবে তা সহজেই অনুমেয়। আমরা জানি বর্তমান অবস্থায় জরুরী অবস্থা জিয়াইয়ে রাখার কোন যৌক্তিকতা নাই। তাদের মুক্তি দেওয়ার প্রশ্ন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই এই ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে তাদের মুক্তি দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের নির্ব্বাচন সামনে, নির্ব্বাচন যথা সময়েই হবে, কাজেই জনতার যারা প্রতিনিধি, তাদের এবং অন্যান্য যারা detenu আছেন তাদের এইভাবে আটকে রাখার অর্থ কি? এটি গণতন্ত্রের প্রতি অমর্য্যাদা। কিন্তু নির্ব্বাচন সামনে রেখেও তাদের ছেড়ে না দিলে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। আমরা জানি তাদের ছেড়ে দেওয়াকে শাসক পার্টি নিরাপদ মনে করেন না। আগামী নির্বাচনে তারা নিজেদের অসহায় মনে করছেন তাই বন্দীদের ছেড়ে দিতে তাদের এত ভয়। আজকে দেশের যে অবস্থা, কেরালায়

ও বাঙ্গালা দেশে খাদ্যাবস্থা যে পর্যায়ে পৌঁছেছে ত্রিপুরারও সেই অবস্থা দেখা দিচ্ছে। ত্রিপুরাতেও খাদ্যের দাবী উঠতে পারে। জনতার দাবীকে শাসক পার্টি ভয় পায় বলেই জননেতাদের আটকে রেখেছেন। তাই আমি বলছি আপনারা যদি গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করেন, গণতন্ত্র যদি রক্ষা করতে চান তবে ত্রিপুরার এই জন প্রতিনিধিদের অবিলম্বে মুক্তি দিন। তাদের অবিলম্বে মুক্তি না দিলে জনতা তাদের মুক্তির জন্য আপনাদের দয়ার উপর বসে থাকবে না। তাদের মুক্তির জন্য জনতার অভিযান সুরু হবে। এই গণতান্ত্রিক অভিযানকে রোধ করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব হবেনা। কারণ সারা ভারতের জনসাধারণ আজকে চায় জনপ্রতিনিদের মুক্তি দেওয়া হউক এবং মানুষের গনতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক। এইটা শুধু opposition পার্টির দাবী নয় কংগ্রেসের যারা প্রবীন নেতা তাঁরাও আজকে এই দাবী করছেন।

Mr. Speaker :— Time is up.

Shri Sudhanwa Deb Barma :— আমার সামান্য একটু বক্তব্য আছে। এমনকি ভারতের সর্ব্বোচ্চ আদালত থেকেও এই মত প্রকাশ করা হচ্ছে যে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হচ্ছে। প্রাক্তন এটর্নি জেনারেলও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন ভারতের নামকরা আইনজীবিরাও এর প্রতিবাদ করেছেন। কাজেই এভাবে বন্দীদের আর অধিক দিন আটক রাখা শুভ হবে বলে আমি মনে করি না।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Bir Chandra Deb Barma.

Shri Bir Chandra Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা জানি যে ত্রিপুরার যারা লোকসভার মেম্বার তারা দীর্ঘদিন যাবত কারাবাস করছেন। ত্রিপুরার জনসাধারণ যাদের নির্ব্বাচিত করে লোকসভায় পাঠিয়েছেন প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য ত্রিপুরা সরকার আজ সেই জনসাধারণের শত্রুতা করে, ত্রিপুরার জনসাধারণের দাবীদাওয়াকে নস্যাৎ করে, ত্রিপুরার জনসাধারণের বক্তব্য যেটা লোকসভায় ধ্বনিত হবে যাদের মারফৎ, সেই ধ্বনিকে তারা গলা টিপে টুটি চেপে কারাগারে বন্ধ রেখেছেন। আমরা জানি এই প্রস্তাবের পরিণতি কি হবে। আমরা জানি ত্রিপুরা সরকার তাদের মুক্তি দিতে পারবেন না। এই সরকার চেষ্টা করবেন এই যে জনসাধারণের দাবী, সেই দাবীকে নস্যাৎ করার। আমরাও detentionএ ছিলাম, এবং আমরা জানি একমাত্র Supreme Court এর রায়েই আমরা মুক্ত হতে পেরেছি। কাজেই যারা আজ বন্দী আছেন, আমরা জানি যে এই সরকার তাদের মুক্তি দেবেন না। আমরা জানি এই সরকার যতদিন পারেন ততদিন পর্য্যন্ত তাদের বন্দী রাখবেন। কিন্তু এই অন্যায় অবিচার বেশীদিন থাকবে না। আমরা জানি Supreme Courtএ minority decisionএ Justice Subba Rao একথা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন সরকারকে "তুমি যদি সংবিধানকে অমান্য করে এই ভারতরক্ষা আইন প্রবর্ত্তন কর তা হ'লে তোমার প্রবর্ত্তিত আইন তোমার জনসাধারণ যদি নস্যাৎ করে দেয়, তারজন্য তাদের তুমি দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না। Justice Subba Rao তার minority decision এ একথা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছিলেন

যে, এই ভারতরক্ষা আইন সম্পূর্ণ অবৈধ। এটা সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী। যদি পার্লামেন্টকে দিয়ে এই সংবিধান বিরোধী আইনটাকে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং যদি দেশের জনসাধারণ সেই সংবিধানকে অমান্য করে তা হ'লে আমাদের সরকার তাদের দোষী সাব্যস্ত করতে পারবেন না। কারণ সরকার যদি লোকসভার মেম্বারদের দিয়ে সংবিধানকে এভাবে নস্যাৎ করতে পারেন তাহ'লে জনসাধারণ সেই সংবিধানকেও নস্যাৎ করতে পারে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি একথা আজ জলের মত সত্য যে, এই সরকারের এমন কোন material নেই যার জোরে তারা এদেরকে কারারুদ্ধ করতে পারেন। আমি জানি recently যে অঘোষিত যুদ্ধ পাকিস্তানের সাথে আমাদের করতে হয়েছে সেই সময় অনেক লোককে under section 41 (5) সরকার arrest করেছিলেন এবং Courtএ তাদের বিচার করতে হয়। আমি জানি এই সরকার প্রত্যেকটি case withdraw করেছেন; প্রত্যেকটি caseএ তাঁরা বলেছিলেন যে আমাদের materials নেই। আমি এই Houseএর মধ্যে জোর করে বলতে পারি যে এদের বিরুদ্ধে এই সরকারের নিকট এমন কোন materials নেই যার উপর ভিত্তি করে তারা এই জননেতাদের কারাগারের অন্তরালে রাখতে পারেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা নিজেদের দোষকে স্খালন করার জন্যে, তাদের নিজেদের অপকর্ম্মকে যাতে প্রকাশ্যে সমালোচনা না করতে পারে তার জন্যই আজ সরকার এই জননেতাদের আটকে রেখেছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার পাশে যে আসনটি রয়েছে তা হচ্ছে opposition Partyর Leaderএর আসন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, আমরা আমাদের opposition leaderকে এই Houseএ আজকে পাচ্ছি না। তার দোষ কি? তার দোষ হচ্ছে, তিনি প্রত্যেকটি মানুষের অপকর্ম্মকে জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরেন। তার দোষ হচ্ছে তিনি দুর্নীতিকে দুর্নীতি বলে স্বীকার করেন। কাজেই সরকার আজ তার টুটি চেপে কারাগারের অন্তরালে তাকে রেখে দেবেন। কেননা তাহ'লে সরকার তার অপকর্ম্ম ও দুর্নীতি নির্ব্বিবাদে চালিয়ে যেতে পারবেন, কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। কেননা এই Houseই তার একমাত্র বিচারের স্থল নয়। বাইরের যেসব জনসাধারণ রয়েছে একদিন তাদের কাছে এর বিচার হবে। তখন কাঠগড়ায় বসতে হবে তাদের, যারা বর্ত্তমানে সরকারের ক্ষমতাসীন পদে অধিষ্ঠিত হয়ে এসব অপকর্ম্মও দুর্নীতি চালাচ্ছেন। তাই আজ আমি বলব যে, তাদের মুক্তির দাবী আমরা করব না। মুক্তির দাবী করবে, ত্রিপুরার জনসাধারণ, ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ, যারা দলমত নির্বিশেষে লোকসভায় এই দুইজনকে নির্ব্বাচিত করে পাঠিয়েছিল। ত্রিপুরার এই দুইজন M. P. সমগ্র ত্রিপুরার জনতার নেতা। আজকে যদি একথা বলেন যে, যেহেতু তারা Communist পার্টির লোক, কাজেই তাদের কারাগারে ফেলে রাখ। তাহলে আমি বলব যে গণতন্ত্রের এর চাইতে বেশী অবমাননা আর হতে পারে না। কারণ

নির্ব্বাচনের পর সমগ্র ত্রিপুরার জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার তাদের দেওয়া হয়েছে, আমাদের সংবিধানে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সংবিধানকে এমনি করে আমরা নস্যাৎ করি। সংবিধান নস্যাৎ করে আমরা Presidents' rule চালন করেছি। কাজেই আমরা জানি এর ফল কি হবে। Chief Justice মহাজন থেকে আরম্ভ করে অনেক জন প্রতিনিধি বলেছেন যে, it will lead to constitutional dictatorship এবং এই Constitutional dictatorship পরবর্তী সময়ে মিলিটারী শাসনকে ডেকে নিয়ে আসবে। আজকে ত্রিপুরার তথা ভারতের আকাশে সেই মেঘাচ্ছন্ন দিবস ঘনিয়ে এসেছে। আমার মনে হয় আজও সময় আছে। কিন্তু সরকারের গদীতে যারা আজ বসে আছেন সেই শুভ বুদ্ধি তাদের আসবে না, ভালো জিনিষটা তাদের মনে আসবে না। কাজেই আমি বলছি যে, আজকে তাদের যে অপকর্ম্ম, সে অপকর্ম্ম করে আজকে তারা গণতন্ত্রের টুটি চেপে মারছেন, সে অপকর্ম্ম করে তারা সংবিধানকে নস্যাৎ করে ফেলছেন, সে অপকর্ম্ম করে তারা এখানকার বিরোধী দলের নেতাকে কারাগারের অন্তরালে রেখে দিয়েছেন। তার ফল তারা শীঘ্রই পাবেন। পাপের ফল ধীরে ধীরে যখন পুঞ্জীভূত হয়ে দেখা দেয় তখন সেটা গ্রাস করে সমগ্র আকাশ এবং কাল করে তুফান সেদিন আসবে এবং সব কিছু চুরমার করে দেবে, কাজেই সেদিনের প্রতীক্ষা আমরা করব। আমরা জানি এই resolutionএর ফল কি হবে। আমরা জানি তাদের মুক্তি দেওয়া হবে না। কেননা মুক্তি দেওয়া হলে আমরা দুষ্কর্ম্ম আর করতে পারব না. আমাদের অপকর্ম্ম আমরা আর চালিয়ে যেতে পারব না। কাজেই তাদের মুক্তি দেওয়া হবে না। তাদের জেলে পঁচতে হবে। আমি নিজেও মুক্তি পাইনি, আমি আমাদের সংবিধানের higher যে Supreme Court, তার সাথে লড়াই করে, তার থেকে মুক্তি পেয়েছি। কাজেই লড়াই করেই আমাদের মুক্তি আদায় করতে হবে। সেই লড়াই আদালতের প্রাঙ্গণে হউক, আর বাহিরের জনতার প্রাঙ্গণে হউক, সেই লড়াইয়ের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কাজেই আমি মনে করছি যে এই resolutionএর মর্ম্ম হচ্ছে, আমাদের ভবিষ্যৎ ও সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করা। যদি তারা এই স্বৈরাচারতন্ত্র এইভাবে চালিয়ে যান তার যে ফল, সেই ফলের জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি মনে করি যে আমাদের জনসাধারণ, ত্রিপুরার জনসাধারণ, এই স্বৈরাচারীতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র সহ্য করবে না, তার উত্তর তারা একদিন দেবে এবং আমি মনে করি তা অত্যন্ত ভয়ঙ্করই হবে। আমি মনে করি, আজও যারা সরকারী গদিতে আছেন, তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে, তারা তাদের মুক্তি দেবেন, কিন্তু আমার কথাগুলি তাদের কাছে উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর তুল্য। কেননা— আমার কথা যে ভাল কথা, এ তাদের কানে যাবেনা। তারা তাদের যে দুষ্কর্ম্মে, অপকর্ম্মে লিপ্ত হয়ে গেছেন, সেদিক থেকে তারা ফিরতে পারবেন না, বলে আমি জানি। কাজেই এই কথা বলেই আমি আমার resolutionটা সমর্থন করছি যে এই resolution ত্রিপুরার জনসাধারণের মুখের কথা, তাদের দাবী। এই দাবী তারা পূরণ

করবেই করবে। এই হাউসের প্রাঙ্গণে হউক আর বাহিরে হউক, এই দাবী তারা আদায় করে নেবেই নেবে।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু হাউসের সামনে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তা আমি সমর্থন করতে পারছিনা। কারণ এই resolution এর কোন যৌক্তিকতা আছে কিনা তা আমি বুঝতে পারছিনা। এই resolutionএ দুটো অংশ আছে। একটা হচ্ছে ৮জন detenuকে বিনা বিচারে ২ বৎসর যাবত আটক রাখা হয়েছে। আর একটা হচ্ছে তাদের মধ্যে কারো কারো স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। এই দুটো কারণে detenuদের ছেড়ে দেওয়া হউক। আমি বলব যে এ দুটো groundত groundই নয়, যে এ দুটো ground এর উপর ভিত্তি করে এদেরকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। কারণ—বিনা বিচারে আটক রাখা এটা আইনের বিধান। আমি যতদূর জানি Section 30 D. I. R.এ তারা arrest হয়েছেন। এমন কোন যে আইনই হয় নাই যে তাদের বিচারে আনতে হবে। এই section 30 D. I. Rএ আছে বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখা যাবে। সে আইন বিরোধী নয়, গণতন্ত্র বিরোধী নয়, সংবিধান বিরোধী নয়। সুতরাং আমি বলব এটা একটা groundই নয়। ১৯৬২ইং সনে যখন ইমারজেন্সী ডিক্লেয়ার করা হয় তখন চীন আমাদের ভারতভূমি আক্রমণ করে। সে সময়ে ইমারজেন্সী ডিক্লেয়ার করা হয় এবং সেই ইমারজেনসীর সঙ্গে সঙ্গে এই D. I. R এর effect দেওয়া হয়। এতে যদি কোন লোক দেশের নিরাপত্তা বিঘ্ন করে, External aggressionকে সাহায্য করে, বা internal disturbanceকে সাহায্য করে বা internal disturbance করে বা law lessnessকে সাহায্য বা lawlessness ঘটায় বা অরাজকতার সৃষ্টি করে বা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে যদি দেশের অশান্তির সৃষ্টি করে তাহলে দেশের নিরাপত্তার জন্য সে সমস্ত লোককে ধৃত করে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখার জন্য এই section 30 D. I R.এ আছে। সেই অনুসারেই তাহাদিগকে arrest করা হয়েছে। তা কোন আইন বিরোধী হয় নাই, আইন সঙ্গত ভাবেই হয়েছে। তারা বলছেন যে আটক করে রাখা একটা আইন বিরোধী বা সংবিধান বিরোধী। অতএব আমি বলব যে এটা সংবিধান বিরোধী নয়। যদি আটক করে না রাখা হত তবে সংবিধান বিরোধী হত। কেন, article 358এ আছে যে এই emergency periodএ কোন কোন সময়ে গণতন্ত্রের সংবিধানেতেও মানুষের যে fundamental right আছে তা কিছু curtail করা হয়। সুতরাং এটা গণতন্ত্র বিরোধী একথা আমি বলতে পারি না এবং সংবিধানকে অবমাননা করা হয়েছে একথা আমি বলতে পারিনা।

তারপর তারা বলেছেন এ নিয়ে তারা fight করবেন। আমি জানি মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে তারা মাননীয় J. C's Courtএ Petition করেছিলেন এবং তার শুনানী হয়েছে। সুতরাং তারা fight করেন নি এ কথা আমরা স্বীকার করতে রাজী নই। তবে কথা হল তাদের জন্য Supreme Court খোলা আছে, তারা Supreme Court এ যেতে পারেন, সেখানে এটার বিচার হবে যদি তারা allowed হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তারা fiight করতে পারবেন। কিন্তু review stage আছে, তিন মাস পর পর একটা review করেন, যদি Satisfied হন যে তাদের দ্বারা

অরাজকতা সৃষ্টি হবেনা, lawlessness সৃষ্টি হবেনা, দেশের শান্তি বিঘ্নিত হবেনা, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবেনা, তখন নিশ্চয়ই Administrator satisfied হলে তাদের release করে দেবেন। কাজেই এই অবস্থায় যে একটা Resolution আসতে পারে তা আমি মনে করিনা।

তারপর বলছেন স্বাস্থ্য সম্পর্কে। আমি বলব কয়েকদিন আগে Detenuদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটা statement দিয়েছেন যে তাদের স্বাস্থ্যহানি হয়নি, আপাত দৃষ্টিতে তারা ভালই আছেন এবং তাদের স্বাস্থ্যের improvementই দেখা যাচ্ছে, কারণ তাদের ওজন বাড়ছে। সুতরাং এই সম্পর্কে ওনাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হবার কোন কারণ নাই। তবে আমি ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করব যাতে তাদের স্বাস্থ্যহানি না ঘটে এবং রীতিমত ঔষধপত্র পান এবং diet ঠিক মত পান। মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোরবাবু বলেছেন যে এখন জরুরী অবস্থা নাই। আমি সেই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। কমিউনিষ্ট চীন আজও আমাদের ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্তে একটা বিরাট অঞ্চল দখল করে আছে এবং আমাদের দেশের প্রতি হুঙ্কার চালাচ্ছে, কোন সময় কি করে বলা যায় না। এই অবস্থাতে যে জরুরী অবস্থা নাই তা আমি বলতে পারি না। পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের সঙ্গেও চীন এসে কানা খুসা করছে এবং তাদের অভিসন্ধি যে কি তা বলা যায় না। সেই অবস্থায় জরুরী অবস্থা নাই তা আমি স্বীকার করতে পারি না। কাজেই তাদের যে Resolution সেই Resolution-এর বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would call on Sri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam :- মাননীয় স্পীকার স্যার, জরুরী অবস্থা আছে কি নেই সেই সম্পর্কে আমরা কালকে আলোচনা করব। কারণ কালকে সেই সম্পর্কে আমাদের একটা Resolution আছে। কাজেই সেই বিষয়টা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আজকে বন্দী মুক্তি। আমরা একথা হামেশা-ই বলে থাকি আমরা হচ্ছি পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ এবং আজকে আমাকে বলতে হবে যে এই বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে হচ্ছে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ব্যভিচার। এই রকম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ব্যভিচার আর কোন দেশে হচ্ছে কিনা আমার জানা নেই। জানা নেই এই জন্য আমরা যেখান থেকে Parliamentary Democracy শিখেছি, যে ব্রিটিশ থেকে আমরা Parliamentary Democracy শিখেছি, সেখানেও আজ পর্য্যন্ত বিনা বিচারে কোন মানুষকে আটক করে রাখা হয়নি। সেখানে বিনা বিচারে কাউকে আটক করে রাখার কোন নিয়ম নেই। অথচ আমরা আমাদের দেশের কতগুলো জননেতাকে কোন কারণ না দর্শিয়ে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিনা বিচারে আটক করে রাখব, আর তারপর বলব যে আমরা গণতান্ত্রিক দেশ, আমাদের সরকারটা গণতান্ত্রিক সরকার। আশ্চর্য্য ! তাদের কেন আটক করে রাখা হচ্ছে ? কি তার ভিত্তি ? ভিত্তি হলো পুলিস রিপোর্ট। ভিত্তি হচ্ছে গোয়েন্দা রিপোর্ট। গোয়েন্দা যে report তৈরী করেন তা যে সত্য, তা কে বলবে। প্রমাণ কি, গেয়েন্দারা যে রিপোর্ট দিয়েছে তা যে সত্য। আজ যারা শাসনে বসে আছেন তারা কি একদিন বলতেন না যে গোয়ান্দা রিপোর্ট বিশ্বাস করা যাবে না। তারাই এক সময় ব্রিটিশ আমলে তাই বলতেন।

আজ তারা সেই কথাটি ভুলে গেছেন। এখন পুলিস রিপোর্ট হচ্ছে সত্যি। দেশের মধ্যে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক যদি কেউ থাকে তবে তারা হচ্ছে গোয়েন্দারা। আর কেউ দেশপ্রেমিক নন। তারা যা বলবে তাই সত্য। আর কোন সত্য এর মধ্যে নেই এবং তাদের reportকে ভিত্তি করে আজ মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর দেশের নাগরিকদের বিনা বিচারে আটক করে রাখতে হবে এবং তারপরও আমাদের দাবী করতে হবে যে আমাদের ভারতবর্ষ হল একটি গণতান্ত্রিক দেশ। আমি একজন জজের মন্তব্য এখানে তুলে ধরব। বোম্বের হাই কোর্টের একজন জজ, একটা মামলায় রায় দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন that the time is come when the powers under the Defence of India Rules are being so used that if it was a Police State and not a Democracy, the situation could not have been worse. এটা যদি গণতন্ত্র না হয়ে পুলিশ রাজত্ব হত তাহলে এর চেয়ে বেশী খারাপ কিছু হত না। এটা মন্তব্য করেছেন বোম্বের হাই কোর্টের একজন জজ। কাজেই গণতান্ত্রিক দেশটা আজকে এই রকম অবস্থায় এসে পেঁছিছে, আমরা এমন একটা স্তরে গিয়ে পেঁীছেছি যে দেশটা যদি Police Stateও হত, তাহলে দেশের নাগরিক অধিকার এর চেয়ে বেশী কিছু ক্ষুন্ন হত না। কাজেই আমি ভাবতে পারি না কি করে—আমরা বলতে পারব আমাদের দেশে একটা গণতান্ত্রিক রাজত্ব চলছে এবং আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার পুরাপুরি ভোগ করি। একথা আমি আগেও বলেছি যে আজকে যাদের বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছে তাদেব বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ থাকে প্রমাণ করুন, প্রমাণ করে যা শাস্তি তাদের পাওনা সেই শাস্তি তাদের দিয়ে দেওয়া হউক, আমাদেব কোন আপত্তি নাই, বরং আমি সমর্থন করি। কিন্তু শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের কথা নয়, সারা ভারতের কোথায়ও প্রমাণ করতে পারেনি যে তারা দেশের বিরোধীতা করেছে বা দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে। আজ পর্য্যন্ত সারা ভারতবর্ষের একটি ঘটনাকেও তারা কোর্টে এনে প্রমাণ করতে পারেনি। এমন কথাও উঠেছিল কোর্টে এনে বিচার করতে যদি অসুবিধা হয়, প্রকাশ্য বিচার করতে যদি অসুবিধা হয়, তাহলে Camera Court করে বিচার করা হউক। সরকারের সেই সাহসও হয়নি। কারণ তারা জানে যে কোনও প্রমাণ কাহারও বিরুদ্ধে নেই। আমার গায়ের ঝাল মিটাতে হবে, আমার হাতে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা জাহির করতে হবে, বিরোধী পক্ষকে দমন করতে হবে এবং সেই দমন করার জন্যই এই আইনটা ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করছি এইভাবে যদি বিরোধী পক্ষকে খতম করার মনোভাব নিয়ে ভারতরক্ষা আইনকে ব্যবহার করা হয়, তাহলে আর যাই হউক গণতন্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয় না এবং তার দ্বারা আজকে যারা গণতান্ত্রিক বলে দাবী করেন তারাও নিজেকে গণতান্ত্রিক বলে দাবী করতে পারেন না। আমি দেখেছি যিনি আমাদের আইন মন্ত্রী ছিলেন অশোক সেন, তিনিও আজকে এটার বিরুদ্ধে বলছেন। আজকে তিনিও হামেশা বলছেন যে, এভাবে বিনা বিচারে আটক করে রাখা উচিত নয়, ওদেরে ছেড়ে দেওয়া উচিত। কেন বলছেন? উনি মনে করেছেন বিনা বিচারে আটক করে রেখে গণতন্ত্রের কথাটা বলা যায় না। কাজেই এটা question of principle, কাকে আটক করে রাখা হচ্ছে, কাকে আটক করে রাখা

হচ্ছে না, that is not the question. আমরা যদি Democracyকে বিশ্বাস করি, আমরা যদি মনে করি আমাদের দেশ গণতান্ত্রিক দেশ তবে বিনাবিচারে মানুষকে আটক করে রাখার নীতি চলতে পারে না। দুটো একসঙ্গে চলে না। Democracy and detention without trial দুটো এক সঙ্গে, এক শ্বাসে বলা চলে না। কাজেই একটাকে রাখতে হবে। হয় Demoracyকে রাখতে হবে, না হয় detention without trialকে রাখতে হবে।

আজকে আমাদের Govt. যেভাবে চলছেন তাতে ক্রমশ: Democracy curtailed হচ্ছে, একটা Police state এ গিয়ে পেঁছেছে এবং ক্রমশ: Democracy আরও curtail হবে এবং gradually আমরা একটা Police state এ converted হয়ে যাব। এটা একটা struggle not between two parties, between congress and anti-congress, it is a struggle between Democracy and Autocracy. কংগ্রেস মানুষকে আটক করছে আর আমি তার বিরোধীতা করছি। আমি সেইদিক দিয়ে দু'টি দলকে ভাগ করছি না, কংগ্রেস অ-কংগ্রেসী নয়। আমি ভাগ করছি স্বৈরতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র, Democracy vs. Autocracy. আমি জানি Democracyর জয় অবশ্যম্ভাবী। আজকে তারা গায়ের জোরে এই Autocracy টা চাপাতে চাচ্ছেন। যারা Democracyতে বিশ্বাস করেন কংগ্রেসের মানুষ হউক বা কংগ্রেসের মানুষ না-ই হউক তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। সেইজন্য ওদের হটতে হবে। আমরা পত্র পত্রিকায় দেখছি সমগ্র দেশে রব উঠছে, ভারতরক্ষা আইনে বিনাবিচারে যারা আটক আছে কেবল তাদের মুক্তির কথাই নয়, ভারত রক্ষা আইন বাতিল কর, জরুরী অবস্থা উঠায়ে নাও। এই কথা সবাই বলছে তার একটা reference অঘোর বাবু দিয়েছেন। Supreme Court এর Judge রা পর্যান্ত বলছেন জরুরী অবস্থা আর নয়। আর কত কাল। কবে চীন আক্রমণ করেছে, আজকে দেশে সেই অবস্থা নাই। আজকে একমাত্র মানুষের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা ছাড়া আর সমস্ত ব্যাপারে আমরা normally function করছি। সমস্ত ব্যাপারে peaceful conditionএ যেরূপ function করে, এখন Govt.এর সমস্ত machinery, সমস্ত Govt. Deptt. ঠিক সেই রকম কাজ করছে। কোন emergency period এর মতন আমাদের Govt. এখন কোন function করছেন না। তার সমস্ত কাজই normal. মানুষকে বিনাবিচারে আটক করে রাখার জন্যই emergencyকে ব্যবহার করা হচ্ছে। মানুষের Democratic rightকে curtail করা হচ্ছে। যদি আমরা মনে করি আমাদের দেশ একটা গণতান্ত্রিক দেশ তাহলে কেন মানুষকে বিনাবিচারে আটক করে রাখব ? That is my question, question of principle. কাজেই কাকে আটক করা হবে, আর কাকে ছেড়ে দিতে হবে সেটা আমার প্রশ্ন নয়, সে যেই হউক না কেন, চোর হউক, অসৎ হউক, যেই হউক না কেন যদি তার অপরাধ থাকে তার বিচার করতে হবে, বিচার করে যদি তার অপরাধ থাকে তার শাস্তি দিতে হবে। বিনাবিচারে শাস্তি হওয়াটা উচিত নয়। কিন্তু আজকে Govt. তাই করছেন যেটা নাকি against all democratic principles. And therefore I am speaking of this principle. কাজেই আমার কাছে struggle for democracy against Autocracy & not between Congress & opposition. কংগ্রেস আজকে সেই জবাব

দিতে পারছেন না। আর পারছেন না বলেই তার নিজের ক্ষমতাকে অটুট রাখবার জন্য, তার ক্ষমতার ষ্টিম রোলার নির্বিচারে চালাবার জন্য oppositionকে আটক করে রাখা হয়েছে। আমি দেখছি, আজকে পশ্চিম বাংলার বিরোধী দলের নেতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের সেই সৎ সাহস আছে। তারা মনে করছে opposition partyর leaderকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তা না হলে parliamentary democracy কথাটা বলা চলে না। আমাদের এখানের যে opposition leader তাকে কিন্তু ছাড়া চলে না। আমাকে কি এই কথাই মনে করতে হবে যে আজকে যে আটজন জননেতাকে আটক করে রাখা হয়েছে তারাই একমাত্র ত্রিপুরার শত্রু ? তাদেরে ছেড়ে দিলে কি ত্রিপুরা রাজ্যটা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে ? এই আটজন ত্রিপুরায় এসে ত্রিপুরায় এমন একটা হট্টগোল সৃষ্টি করবে যে ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি, নিরাপত্তা কিছুই থাকবেনা, সব একেবারে ছাড়খাড় হয়ে যাবে। তাহলে সেই সরকার দেশ চালায় কেন ? যে সরকার নাকি মনে করে যে আটটি লোককে ছেড়ে দিলে পরে আমার দেশ লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। তার দেশটি চালাবার কি অধিকার আছে ? সে চালাবে কেন ? কাজেই সেখানে সে প্রশ্ন নয়, গভর্ণমেণ্টও জানেন যে যদি আটটি মানুষকে ছেড়ে দেই তাহলে আমার ত্রিপুরা ছাড়খাড় হয়ে যাবে না। এবং এই আটটি মানুষ জেল থেকে বেরিয়ে আসলে পরে আমার শান্তি, আমার নিরাপত্তাকে এমন স্তরে নিয়ে যেতে পারবে না যে সেটাকে আর control করতে পারব না। That is not the question there. তবু আটক করা হচ্ছে কেন ? আটক করে রাখা তাদের political partyর জন্য প্রয়োজন। কাজেই একটা না একটা অজুহাত দিয়ে তারা তাদের আটকে রাখতে চান। এবং সেইজন্য তারা তাদের আটক করে রেখেছেন। কাজেই oppositionকে suppress করতে হবে। opposition এর voiceকে suppress করতে হবে। তার বিরুদ্ধে একটা অজুহাত খাড়া করা হচ্ছে। যদিও detention করবার সময় একথা বলা হয় না, শুধু মুখে বলা হয় যে ওরা চীন পন্থী। অর্থাৎ বলা হয় যে চীনের সাথে তারা কোন না কোন প্রকারে জড়িত আছে। I do not believe it. এবং একথা আমি বারবার বলছি যে তাদের এ রকম কোন মতলব যদি Govt. প্রমাণ করতে পারেন, যে এদের সঙ্গে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা জড়িত এবং এরা এ রকম কোন কার্য্যকলাপ করেছে যার দ্বারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে তাহলে তাদের courtএ বিচার হউক। সেটা আমিও চাই। কিন্তু Govt. সে বিচার করতে পারেন না। কারণ Govt. জানেন তাদের বিরুদ্ধে কোন তথ্য নেই। কতগুলি ঘটনা সাজিয়ে, ঘটনা তৈরী করে, opposition suppress করতে হবে, সেই motive নিয়ে, সেই attitude নিয়ে সবটা ঘটনাকে চালনা করা হয়েছে এবং এই attitudeকে যদি বজায় রাখেন তাহলে আর যা-ই হউক democratic বলে যেন আর claim না করেন। তাই সর্বশেষে আমি দাবী করছি, আমি অনুরোধ করছি না. আমি দাবী করছি তাদেরে ছেড়ে দেওয়া হউক। যদি ছেড়ে দেওয়া না হয়, তার consequence Govt.কে face করতে হবে।

Mr. Speaker :—I now call on Chief Minister, Shri S. L. Singh.

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister) :—মাননীয় Speaker, Sir, এই Resolutionটি Houseএর সামনে আনতে গিয়ে তারা যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তাতে

প্রথম প্রতিপাদ্য বিষয় হলো যে এখানে যে highest democratic stage, সেই highest order of bureaucracy চালাচ্ছে। কারণ Judgeরা রায় দিয়েছেন কতগুলো detentionএর বিপক্ষে বোম্বেতে এবং আরো অন্যান্য দু'এক জায়গায়। এবং এখানেও তারা মুক্ত হয়েছেন এখানকার রায়ের ভিত্তিতে, জুডিসীয়ারির দৌলতে। তাহলে ভারতবর্ষের democracy, highest democracy in the world. এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে কেবল Executive দিয়েই এখানকার democracy প্রতিষ্ঠিত। এখানকার democracy, যেমন আইন তৈরীর প্রতিষ্ঠান Parliament এবং বিচারপদ্ধতি পরিচালনার জন্য জুডিসীয়ারী এবং Executive, এই তিনে মিলে এখানকার democracy গড়ে উঠেছে। এইজন্য যদি কোন Executive Authorityর ত্রুটী বিচ্যুতি থাকে তাহলে জুডিসীয়ারী সেটাকে correct করে নেবে তার বিচার পদ্ধতির ভিতর দিয়ে। অতএব এখানকার democracy এই order এখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এখানকার জনসাধারণকে বিচার পদ্ধতির মাধ্যমে তা আকৃষ্ট করেছে। তারই জন্য আমরা ১৯ বৎসর ধরে এই democracyকে পরিচালনা করে আসছি। বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ democracy এই জায়গাতে প্রতিষ্ঠিত আছে বলেই এটা করা হচ্ছে এবং যাদের কথা উনি বলেছেন তাদের হয়তো চিন্তাধারা এখন এইভাবে আছে। দেখাতে চাচ্ছেন যে চীন ভারতের উত্তরপ্রান্তে ৪৫ হাজার বর্গমাইল জায়গা দখল করে থাকুক, তাতে Emergencyর কি আসে যায়। কারণ তারা কোন সময় যদি দেশের ভিতরেও ঢুকে পরে তাহলেও Emergency declare করবে এই রকম অবস্থা ওনারা চিন্তা করছেন না। এর ভিতর দিয়েই তারা তা প্রতিপন্ন করে যাচ্ছেন। কারণ তারা চান যে Emergency ভারতবর্ষে আর দরকার নাই। কারণ চীন দখল করুক, ভিতরে আসুক, যা খুশী তাই করুক, তোমার সৈন্যসামন্ত উত্তরপ্রান্তে রেখ না। সেই প্রান্ত খুলে দাও। যদি তোমার অভ্যন্তরের কোন লোক সেই সমস্ত খবরাখবর পৌঁছে দেয় সে সব জায়গায়। পৌঁছিয়ে দিক তবুও Emergencyর কোন দরকার নেই। অতএব আমরা জানি উত্তরপ্রান্তে সম্প্রসারক চীন আমাদের দেশকে, কেবল আমাদের দেশ নয়, তিব্বতকে আগেই আক্রমণ করেছে এবং তার স্বাধীনতাকে ধ্বংস করেছে। কেবল এখানে নয়, চীন তার যে ষড়যন্ত্র, আজকে বিশ্বের দরবারে তা করে চলছে। Aggression, এবং expansion one of the main moto of them, তা নিয়ে তাদের Communist Party দুইভাগে International Partyতে ভাগ হয়ে গেছে। অতএব সেই দিক দিয়ে এত বড় একটা আক্রমণকারী, যারা যুদ্ধের পরিকল্পনা করছে ভারতের উত্তর সীমান্তে এত বড় একটা অঞ্চলে, সেই জায়গাতে উনারা বলছেন emergency রেখ না, তোমরা emergency উঠিয়ে দাও, চীনকে তার প্রস্তুতির সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করে দাও। একথা যারা বলছেন এ জায়গাতে সেটা ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষাকে দুর্ব্বল করার প্রচেষ্টাস্বরূপ বলে আমি মনে করছি। তারপরে বলা হয়েছে এই যে আইনে তাদেরকে রাখা হয়েছে সেটা বে-আইনী। কেন বে-আইনী এই আইন, কারণ Parliament করেছে। Parliament ভারতবর্ষের ৪৮ কোটী লোকের প্রতিনিধিত্ব করেছে, এই প্রতিনিধিত্বের প্রতিষ্ঠান, যখন দেশে এমন এক অবস্থা এসে উপস্থিত হল তখন সেই Parliament, সেই democratic Parliament দেশের সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য এই আইন করতে বাধ্য হয়েছেন এবং সে আইন প্রবর্ত্তন করা হয়েছে এবং

সেই আইন বলেই তাহাদিগকে সেখানে রাখা হয়েছে। যদি এই আইনের মধ্যে কোন ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকে judiciary আছে, সেটা তারা দেখবেন এবং দেখে সেইসব ক্ষেত্রে মুক্তির বিধান করবেন। সেইজন্য আমি বলব আমাদের democracyর নিয়মই হল এই যে যদি আমাদের মধ্যে ত্রুটী থাকে, বিচ্যুতি থাকে তাহলে সেই আইনে সংশোধন করবার ক্ষমতা judicialএর আছে। Parliamentএর ক্ষমতা বলেই তারা তা করে যাচ্ছেন এবং তা করে যাবেন। এটাই হল ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট। যাদের সুপারিশ তারা করছেন সেই সমস্ত দেশে এখনও তা পরিচালনা করতে সমর্থ হয়নি। আইন করা হয়েছে যে, The Central Government or the State Government, if it is satisfied with respect to any particular person that with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the defence of India and civil defence, the public safety, the maintenance of public order, India's relations with foreign powers, the maintenance of peaceful conditions in any part of India or the efficient conduct of military operations or the maintenance of supplies and services essential to the life of the country, it is necessary so to do may make an order directing that he be detained.

অতএব আইন অনুসারে তাদের detain করে রাখা হয়েছে। এই emergencyর জন্য, defence এর জন্য, প্রতিরক্ষার জন্য এই ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রে তা করা হয়েছে। অতএব সে জায়গাতে যারা ভারতবর্ষের Parliamentকে un-democratic বলেছেন তাদের চিন্তাধারা facist and aggressive wayতে চলছে এবং সেটাই পরিলক্ষিত হচ্ছে তাদের মধ্যে দিয়ে। কারণ তারা চাচ্ছেন এই ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ parliament যে democracy চালিয়ে যাচ্ছেন ৪৮ কোটি লোকের সেই democracyকে তারা condemn করছেন এবং aggression বাদী ভূমিকা করতে সাহস পাচ্ছেন। পাচ্ছেন এই জন্য যে ভারতবর্ষে democracy এই অধিকার তাহাদিগকে দিয়েছে। অন্য দেশে, ঐরকম আইনের বিরুদ্ধে defenceএর বিরুদ্ধে যদি কোন কথা কেউ বলত তা হলে গর্দান থাকত কিনা সে সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। অতএব সেই দিক দিয়ে আমি চিন্তা করতে বলব যে এই democracyর দৌলতেই সেই স্বাধীনতা উপভোগ করছেন দল গঠন করার, মত প্রকাশ করার। এটা ভারতবর্ষের democracy দিয়েছে সেজন্য আমরা গর্বিত। অতএব সেই জায়গাতে এই parliamentকে যারা condemn করতে চান, তাদের মনোভাব facistic and aggressive এটাই প্রকাশিত হচ্ছে এবং এই প্রকাশের জন্যই ও ভাবে যারা democracyকে ভূলুণ্ঠিত করতে চায় প্রচারের এবং ভাষার মারফতে তাদেরই জন্য এই আইনকে প্রয়োগ করা হয়েছে।

Mr. Speaker :—Facist is unparliamentary. I would like to say that the Hon'ble member Shri Atiqul Islam uttered a word ব্যভিচার। That is though not unparliamentary, it is invigorous. It is not allowed. I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা জানা কথা যে rulling party আমার এ প্রস্তাবের বিরোধীতা করবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে গণতন্ত্রের অধিকার আমরা পেয়েছি সে গণতন্ত্রের অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠা করবই। যে গণতন্ত্রের অধিকারে আজকে parliament সদস্য নির্বাচনের অধিকার পেয়েছে কংগ্রেসের স্বৈরাতন্ত্র জনসাধারণের সেই অধিকারকে খর্ব করছে। কাজেই আজকে চাপার জোরে বা গায়ের জোরে বলতে পারেন, সেটা কোন কথা নয়। কিন্তু আমরা ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত জনসাধারণের যে গণতন্ত্রের অধিকার তা প্রতিষ্ঠা করবই। আর একটি কথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন উত্তর সীমান্তে চীনের সঙ্গে ভারতের যে অবস্থা তা অশান্ত। যদিও সে অবস্থা অস্বীকার করার কোন কারণ নাই, কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন হল এই D. I. R বা emergency যখন declaration দেওয়া হয় তখন তা দিতে কত দিন বা কত মাস লেগেছিল। আজকে যদি দেশের এই জরুরী অবস্থা আবার দেখা দেয় যে কোন মুহূর্তে, within 24 hours আমরা এই emergencyর declaration দিতে পারি। তা দিতে কোন আইনতঃ bar নাই। কাজেই কোন সময় কি হবে তাকে ভিত্তি করে বরাবর দেশের মধ্যে emergency রাখা হবে এটা কোন যুক্তির কথা নয়। কাজেই আজকে emergencyর নাম করে দেশের যারা প্রতিনিধি তাদেরকে এভাবে বিনাবিচারে আটক রাখার কোন যুক্তি নাই। কাজেই তাদেরকে immediately ছেড়ে দেওয়া দরকার।

মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন বাবু যদি মায়াকান্না না করে থাকেন স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে তাদের সুব্যবস্থা থাকা দরকার। তিনি আর একটি কথা বলেছেন তাঁরা ভালই আছেন। কিন্তু একটি কথা, একজন মানুষকে যদি বরাবার একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা হয় তাহলে তার পক্ষে স্বাস্থ্য ভাল থাকার কথা নয়। তাঁরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন এটা স্বাভাবিক। সেজন্য আজকে তাদের জন্য বিবেচনা করা উচিত। অতএব দেশের এই জরুরী অবস্থা আজ প্রত্যাহার করা উচিত এবং যে সমস্ত বন্দী আছেন তাঁদেরকে মুক্তি দেওয়া উচিত।

আর একটি কথা এখানে ruling partyর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে যদি তারা internal বা external কোন শত্রুকে সাহায্য করে থাকে, আমাদের পক্ষ থেকে পরিষ্কার একথা বলা হয়েছে যে সাধারণভাবে বা গতানুগতিক ভাবে তাদের Courtএ অভিযুক্ত করে বিচার করা যায়। কিন্তু এই process এ Government যাবে না। তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা তথ্য নাই। কিন্তু এই মাসের পর মাস আটকে রাখতে হবে। তার মানে যে গণতন্ত্রের অধিকার আমরা পেয়েছি সেই গণতন্ত্রের অধিকারে তারা হস্তক্ষেপ করেছেন। অর্থাৎ জনসাধারণ যে অধিকার বলে Parliamentএর বা Assemblyর সদস্য নির্বাচন করেন সে নির্বাচন করার আর কোন যৌক্তিকতাই থাকে না। যারা নির্বাচিত সদস্য তাদেরকে এইভাবে বিনা বিচারে দিনের পর দিন মাসের পর মাস আটকে রাখা হয়, জনসাধারণের পক্ষে কথা বলার জন্য যারা নির্বাচিত হয়েছেন

তাদেরকে যদি কোন কথা বলতে না দেওয়া হয় তাহলে গণতান্ত্রিক অধিকারকেই খর্ব্ব করা হয়। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে এই কথা বলতে বাধ্য। যেই গণতন্ত্রের নামে আজকে কংগ্রেসী স্বৈরাতন্ত্র চলছে। আমি আর একটি কথা বলতে চাই দেশের নিরাপত্তার পক্ষে যারা বিপদ স্বরূপ, বিপদজ্জনক তাদেরকে এই ভারতবর্ষের আইনে বিভিন্নভাবে আটক করা যায়। যেমন P.D. (Act. Preventive Detention Act) এখনো আছে। আমি Chief Commissioner Nanjappa র আমলে আসাম special jailএ যখন আটক ছিলাম তখন আমি direct Supreme Courtএ habeas corpusএর petition করেছিলাম। কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের গণতান্ত্রিক আইন সম্বন্ধে যে কতটুকু idea, Supreme Courtএ ভারতের যে কোন নাগরিকই যে কোন লোকের বিরুদ্ধে application করতে পারে, সেই অধিকার ভারতবর্ষের নাগরিকের আছে। আমি সেই অধিকারের ভিত্তিতে সেখানে direct apply করলাম। তখন ত্রিপুরা সরকার আমাকে জানাল আমার case এর hearing এখানে Judicial Commissioner এর courtএ হতে পারে। কাজেই তারা petition টা আটক করে রাখল। তখন আমি আবার লেখলাম যে, সাত দিনের মধ্যে যদি না পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সরকারের বিরুদ্ধে contempt of court করব। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক অধিকার আইন সম্পর্কে তাদের যে কি ধারণা এটা থেকে তা বুঝা যায়। কাজেই গণতন্ত্রের নামে কংগ্রেস যে স্বৈরাতন্ত্র চালাচ্ছে এই অবস্থা ত্রিপুরার জনসাধারণ কিছুতেই মেনে নেবে না। কাজেই আজকে তারা মুক্তি দেউক বা না দেউক সেই প্রশ্ন নয়, সংবিধানের মাধ্যমে ত্রিপুরার জনসাধারণ যে অধিকার পেয়েছে সেই অধিকারকে তারা প্রতিষ্ঠা করবেই। আজকে যারা বন্দী আছে, আটক আছে তাদেরকে তারা মুক্ত করবেই। এই বলে আমি আমার প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker :— The discussion is over. I would now put the question. The question before the House is that whereas 8 detenus of Tripura including 2 M. Ps. and 2 M.L.As. are in detention without trial for about 2 years and some of them are seriously ailing from various diseases, this Assembly directs that Govt. of Tripura should immediately release them.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"

Voice "Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Voice—"Noes"

"Noes" have it. "Noes' have it'. The motion is lost.

The House stands adjourned till 11 A. M. on Friday, the 1st April, 1966.

PAPERS LAID ON THE TABLE

UNSTARRED QUESTION NO. 712 BY SHRI BIR CHANDRA DEB BARMA, M. L. A.

QUESTION :	ANSWER :
1) Total production of Paddy in the years 1964-65 and 1965-66 and its sub-division-wise break-up ?	The information is under collection and will be laid or the Table of the House soon as complied.

UNSTARRED QUESTION NO. 820 BY SHRI PROMODE RANJAN DAS GUPTA, M. L. A.

QUESTION :	ANSWER .
a) The total acreage of land under paddy cultivation under Mohanpur Block during 1964-65 and 1965-66 ; b) The production of paddy during the above period ; c) The total amount of money spent under Mohanpur Block on different heads to increase the production during 1964-65 and 1965-66 ?	The information is under collection and will be laid on the Table of the House as soon as complied.

UNSTARRED QUESTION NO.826 BY SHRI NRIPENDRA CHAKRAVORTI.

QUESTION :	ANSWER :
1. Whether the Government has made any survey of the draught animals position of the Agriculturists of Tripura ?	Yes, in 1961.
2. Whether it is a fact that Agriculturists without draught animals are on the increase ?	It is not possible now to indicate until the Tenth Quinquennial Livestock Census—1966 is over.
3. If so, what steps are being taken to give the Agriculturists more draught animals ?	Appropriate steps will be taken after collection of data from the ensuing Tenth Quinquennial Livestock census operation, if necessary.

UNSTARRED QUESTION NO. 852 BY SHRI RAM CHARAN DEB BARMA, M. L. A.

QUESTION :

১) তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইরিগেশন স্কীমএ কত একর জমিতে জলসেচ করার টারগেট ছিল ;

২) সেই টারগেট অনুযায়ী জল সেচের জন্য কতটি বাঁধ, ট্যাংক, লিফ্ট সিষ্টেম প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কোথায় কোথায় ;

৩) এই ব্যবস্থার দ্বারা কত একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?

ANSWER :

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে এবং সংগৃহীত তথ্য সত্বর সভায় উপ-স্থাপিত করা হইবে।

The information is under collection and will be laid on the Table of the House as soon as complied.